বাংলাবুক পরিবেশিত

অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন

ভাষান্তর অসিত মৈত্র

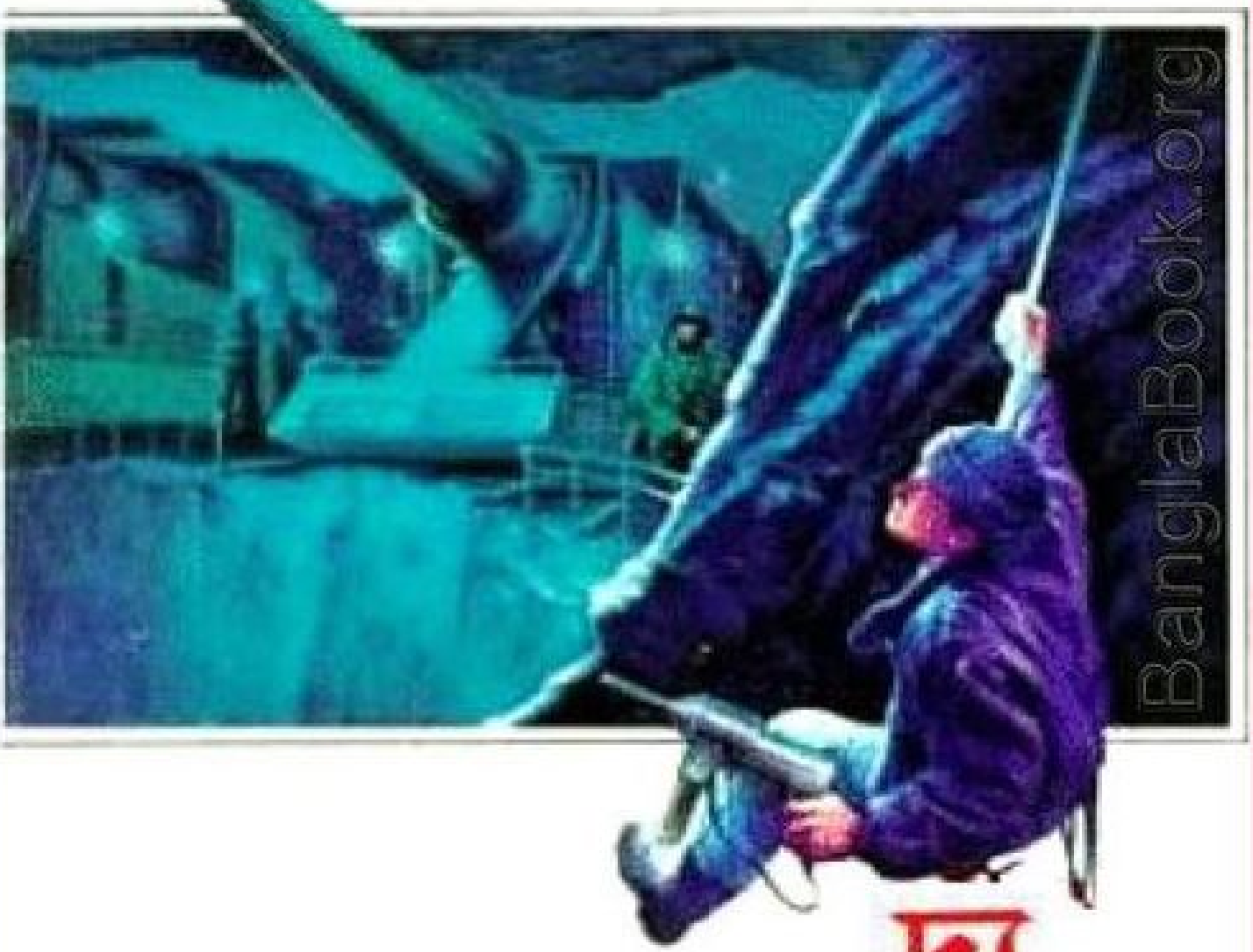

দ্য গান্‌স অব নাভারোন

দ্য গান্‌স অব নাভারোন

অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন

ভাষান্তর অসিত মৈত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সুপ্রিম পাবলিশার্স
১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

The Guns of Navarone — Alistair Maclean

সুপ্রিম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৫

প্রকাশক
শতদল জানা
সুপ্রিম পাবলিশার্স
১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর
নবলোক প্রেস
৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

অক্ষর বিন্যাস
অর্ক গ্রাফিক্স
২৪বি, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

শ্রীমতি রেশমি মৈত্র

আমার বৌমাকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রবিবার

রাত একটা থেকে সকাল ন'টা

দেশলাইয়ের গায়ে নিঃশব্দেই ঘষা হয়েছিল কাঠিটা, কিন্তু মুখের বারুদটা জ্বলে ওঠার সময় হিস হিস শব্দ হল। কয়েক পলকের জন্যে একটা নৃত্যরতা নীল শিখার বিলোল আভাস। মাথার ওপর মরচে-পড়া করোগেটের ছাউনিটাও তার ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই খসখসে শব্দ আর নীল শিখার চকিত চমক—সমস্তটাই যেন অন্ধকার মরুভূমির শীতল স্তব্ধ পরিবেশে বড় বিশ্রী রকম বেমানান। বুকের মধ্যে অনাবশ্যক অস্বস্তির উদ্রেক করে। মালোরির ক্লান্ত চোখ দুটো নিতান্ত যান্ত্রিকভাবেই সেই আলোর রেশ অনুসরণ করে গ্রুপ-ক্যাপটেনের ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলে-থাকা জ্বলন্ত সিগারেটের ওপর গিয়ে পড়ল। ক্যাপটেনের মুখ থেকে ইঞ্চি দুয়েক দূরে নীল আলোর শিখাটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে। ক্যাপটেনের মুখটাও এখন এই শীতল মরুভূমির মতোই স্তব্ধ। চোখের দৃষ্টিতে নির্বোধ শূন্যতার ছায়া। মনে হয় তিনি যেন তাঁর স্বাভাবিক শ্রবণ শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর দপ করে নিভে গেল কাঠিটা। বিমান-বন্দরের বিশাল সমতল চত্বরে এখন শুধু পুঞ্জীভূত অন্ধকার।

'আমি ওদের ফিরে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি,' বাতাসে কান পেতে মৃদুকণ্ঠে ফিস ফিস করলেন ক্যাপেটেন। 'এ শব্দ ভুল হবার নয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা ফিরে আসবে। আজকের আবহাওয়াটা ভালোই, ঝড়ের কোনও আশঙ্কা নেই। চলো, আমরা না হয় মিটিংরুমে গিয়েই একেবারে ওদের সঙ্গে দেখা করব।'

দম নেবার জন্য অল্প থামলেন তিনি। তির্যক দৃষ্টিতে মালোরির দিকে ফিরে তাকালেন এক পলক। চোখে-মুখে একটা হালকা হাসির আস্তরণ ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন। কিন্তু হাসিটা যে কত কৃত্রিম, অন্ধকারের জন্যই সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল না। তার কণ্ঠস্বরেও পরিহাসের কোনও ছোঁয়া নেই। 'আর একটু ধৈর্য ধরো···আর সামান্য কিছুক্ষণ। আজ রাতের সূচনাটা তোমার পক্ষে শুভ নয়। শিগগিরই তুমি সব প্রশ্নের উত্তর পাবে। সব কিছুই জানানো হবে তোমাকে। আমি···আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।'

কথা বলতে বলতে মাঝপথেই ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপটেন। অদূরে অন্ধকারের মধ্যে টালির ছাউনি দেওয়া কতকগুলো বাড়ি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিকেই এগিয়ে চললেন ধীর পায়ে।

BanglaBook.org

মালোরি অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর মন্থর ভঙ্গিতে দলের তৃতীয় ও শেষ ব্যক্তির পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করল। চালচলনে নাবিকোচিত ভাবভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে ভদ্রলোকের কতখানি প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় সে প্রশ্নটাও ক্ষণেকের জন্যে তার মনের মধ্যে উদয় হল। ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাটা অবশ্য সামান্য নয়। এবং জেনসন সেই অভিজ্ঞতারই অংশীদার। তাই তিনি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেন, মনে হয় প্রাচীন ওয়েলসের কোনও বাঁশিওলাই বুঝি হেলতে দুলতে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। তবে এটাই তাঁর শেষ পরিচয় নয়। কায়রোর বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপের পরিচালনায় তিনি যে অভূতপূর্ব দক্ষতার নজির রেখেছেন তারও কোনও তুলনা পাওয়া দুষ্কর। নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যে কত কী না করতে হয়েছে তাঁকে। গোপন ষড়যন্ত্র, ভাঁওতাবাজি, শত্রুপক্ষের অনুকরণ করেই তাদের ধোঁকা দেওয়া, ছদ্মবেশ ধারণ—এ সমস্তই তখন জাতীয় নৌবাহিনীর ডি.এস.ও. ক্যাপটেন জেমস জেনসনের প্রাত্যহিক কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ ছিল। লাড্যাসটাইন খালাসির ভূমিকাতেও তাঁর অভিনয় তুলনা রহিত। তিনি নায্য পাওনাগণ্ডা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এমন সোরগোল বাধিয়ে তুলেছিলেন যে সহকর্মী অন্যান্য খালাসিরাও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখত। উটের চালক হিসেবেও তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। এই ব্যাপারে তিনি অনেক ধুরন্ধর প্রতিযোগীকেও হারিয়ে দিয়েছিলেন। ভবঘুরে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে তিনি যখন পূর্ব-প্রাচ্যের বাজারে ঘুরে বেড়াতেন তখন তাঁর মতো ভাগ্যহত ভিক্ষুকও আর দুটো দেখা যেত না। আজ রাতে তিনি সাদামাটা নাবিকের পোশাকই বেছে নিয়েছেন। মাথার টুপি থেকে শুরু করে ক্যানভাসের জুতো জোড়াটি পর্যন্ত সবটাই সাদা। কাঁধে আর টুপিতে লাগানো সোনালি চাকতির গায়ে নরম তারার মৃদু আলো চকচক করছে।

প্রশস্ত রানওয়ের শান-বাঁধানো পথের ওপর এখন শুধু জুতোর মসমস শব্দটুকুই ধ্বনিত হচ্ছে। দুজন সহযাত্রী যে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে সেটা এই শব্দ শুনেই বোঝা যায়। গ্রুপ-ক্যাপটেনের ক্রমঅপস্রিয়মাণ ছায়াটারও এখন আর কোনও হদিশ নেই। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ জেনসনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল মালোরি। 'দেখুন স্যার, ব্যাপার-স্যাপার কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না! এত সাবধানতা এত গোপনীয়তাই বা কীসের জন্যে? আর আমাকেই বা এর মধ্যে কেন জড়িত করা হল? আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্তই কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। গতকালই অযাচিতভাবে আমাকে সবেতন একমাসের ছুটি দেওয়া হল। বলা হল আট ঘন্টার মধ্যেই আমি যেন আমার ফাইলপত্তর সব পরিষ্কার করে রাখি। এই কথাই জানানো হয়েছিল আমাকে। কিন্তু তার পরিবর্তে...'

'হ্যাঁ, তার পরিবর্তে···?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জেনসন।

'ছুটির তো কোনও চিহ্নই নেই···?' মালোরির গলার সুরে একরাশ বিরক্তি। 'এমন-কী রাত্রিটুকুও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারিনি। ওরা আমাকে এস.ও.ই. হেড-কোয়ার্টারে ডেকে নিয়ে গিয়ে নানা ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত জেরা শুরু করল। আমি আলপ্‌স পর্বতমালার

BanglaBook.org

কোনও অভিযানে কখনও সঙ্গী হয়েছিলাম কি না, পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতাই বা আমার কতদিনের—এই রকম সাতসতেরো ফিরিস্তি। তারপর মাঝরাতে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে অবিলম্বে আপনার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হল। অবশ্য ব্যবস্থাপত্রেরও কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। তখন থেকেই এই দীর্ঘ অভিযানের শুরু। সারাটা দিন মরুভূমির প্রচণ্ড গরমের মধ্যে গাড়িতে বসে থাকা যে কী নিদারুণ কষ্টকর তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তার ওপর স্কচ-ড্রাইভারের হেঁড়ে গলার মাতাল চিৎকারও পরিস্থিতিটাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সেই ধ্রুপদি সঙ্গীতের ফাঁকে ফাঁকে এমন সব উলটো-পালটা প্রশ্ন করছিল লোকটা…'

'হ্যাঁ, ড্রাইভারের ছদ্মবেশটা আমি খুব নিখুঁতভাবেই ফুটিয়ে তুলি,' মৃদু হাসলেন জেনসন। 'তবে ব্যক্তিগতভাবে যাত্রাটা আমার নেহাত মন্দ লাগেনি।'

'তার মানে…? আপনার ছদ্মবেশ… !' ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল মালোরি। আধবুড়ো স্কচ-ড্রাইভারের অবিশ্রান্ত বকবকানি বন্ধ করবার জন্যে তাকে যেসব কড়া কড়া ধমক লাগিয়েছিল, যে ধরনের রূঢ় ভাষা ব্যবহার করেছিল—সেগুলো সমস্তই এখন স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠতে শুরু করল।

'আমি…আমি আদৌ বুঝতে পারিনি, স্যার, স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।…আমি খুবই লজ্জিত, খুবই দুঃখিত…'

'বুঝতে যে পারোনি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' জেনসন মাঝপথে থামিয়ে দিলেন মালোরিকে। 'তবে তোমাকে বুঝতে দেবারও কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। তুমি প্রকৃতই এই কাজটার উপযুক্ত কি না আমি শুধু সেটা যাচাই করে দেখে নিতে চেয়েছিলাম। তোমার কর্মস্থল থেকে তোমাকে তুলে আনার আগে তোমার সম্পর্কে একটা নিশ্চিত ধারণা পাবার দরকার ছিল। কিন্তু তোমার মাথায় এক মাসের ছুটির খবর কে ঢুকিয়ে দিল তা আমি বলতে পারি না। এস.ও.ই-র মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে হয়তো প্রশ্নের অবকাশ আছে, তবে এটা ঠিক যে জুনিয়ার অফিসাররা ছুটিতে কায়রোয় স্ফূর্তি করতে যাবে বলে তাদের জন্যে গাড়ির বন্দোবস্ত করে দেওয়া আমারও ক্ষমতার বাইরে।'

'কিন্তু আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না..'

'ধৈর্য ধরো…আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরো। …আমাদের সুযোগ্য গ্রুপ-ক্যাপটেন তো সেই উপদেশই দিয়ে গেলেন। সময় অনন্ত, এবং ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করাই তো প্রাচ্যের সহজাত ধর্ম।'

'গত তিন দিনে মোট চার ঘণ্টাও ঘুমিয়েছে কি না সন্দেহ!' করুণ সুরে বিড়বিড় করল মালোরি। 'এ ছাড়া আর এক মুহূর্তও বাড়তি অবসর পাইনি। …ওই তো, ওরা বোধহয় এসে পড়ল।'

দুজনের দৃষ্টি এখন বিমান বন্দরের বিশাল উন্মুক্ত চত্বরের দিকে আবদ্ধ। তীব্র সার্চ লাইটের আলো এসে পড়েছে তার বুকে। দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যে ঝকমক করছে

BanglaBook.org

সারা মাঠ। কয়েক সেকেন্ড পরেই কালো আকাশের বুক চিরে মাতালের মত টলমল করতে করতে একটা বোমারু প্লেন নেমে এল। তার চালচলনে স্থিরতার অভাব একান্তভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্যে প্লেনটার গায়ে যে ধূসর রঙের পলেস্তারা লাগানো হয়েছিল তাতেও কিছু ফল হয়নি দেখা যাচ্ছে। দূর-পাল্লার বন্দুকের গুলি আর কামানের গোলায় ঝাঁজরা হয়ে গেছে তার সর্বাঙ্গ। লেজ আর ডানা দুটোও ক্ষতবিক্ষত।

দীর্ঘ সময় একদৃষ্টিতে বিধ্বস্তপ্রায় প্লেনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন জেনসন। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে অন্যদিকে চোখ ফেরালেন। 'চার ঘণ্টার ঘুম...ক্যাপটেন ম্যালোরি,' তাঁর কণ্ঠস্বরে বিষাদঘন গাম্ভীর্য, 'দীর্ঘ চার ঘণ্টা! আমার বিশ্বাস, আগামী দিনের নিদ্রাবিহীন মুহূর্তে তুমি এটাকেই তোমার পরম সৌভাগ্য বলে কল্পনা করবে।'

❖ ❖ ❖

মিটিং রুমের দুদিকে দুটো জোরালো বাতি জ্বলছে। সমগ্র পরিবেশটাই কেমন গুমোট থমথমে। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের বিশেষ বাহুল্য নেই। চারদিকের দেওয়ালে ম্যাপ ঝুলছে বড় বড়। মাঝখানে একটা রংচটা গোল কাঠের টেবিল। তার চারপাশে কতকগুলো নড়বড়ে কুশন আঁটা চেয়ার। গ্রুপ-ক্যাপটেন, জেনসন এবং মালোরি তিনজনে তিনটে চেয়ার দখল করে বসেছিলেন। এমন সময় দরজা ঠেলে চালকদের একজন নিঃশব্দে ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় প্রথমটা যেন তার দুচোখ ধাঁধিয়ে গেল। কালো চুলওলা দোহারা চেহারার অন্য একজন পাইলটও ইতিমধ্যে সামনে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর বাঁ হাতে ধরা আছে লাল রঙের শিরস্ত্রাণ আর পাইলটের জন্যে নির্দিষ্ট খাঁকি রঙের বুশশার্ট। বুশশার্টের কাঁধের কাছে সাদা অক্ষরে 'অস্ট্রেলিয়া' কথাটা লাগানো। চোখে-মুখে অপরিসীম বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে দৃঢ় পায়েই এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। বিনা অনুমতিতেই একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে তার ওপর গা এলিয়ে দিলেন। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। মালোরি একবার চোরা দৃষ্টিতে গ্রুপ-ক্যাপটেনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার মুখমণ্ডলে একটা হতাশ ভাব। এমনকী কণ্ঠস্বরেও সেই একই ভাবের প্রতিধ্বনি।

'বন্ধুগণ, ইনিই হচ্ছেন বিমান বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ টরেন্স। বিল টরেন্স। ...একজন অস্ট্রেলিয়ান। নাভারোনে আজ রাত্রে যে দুঃসাহসিক অভিযান চালানো হয় ইনিই তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।'

গ্রুপ-ক্যাপ্টেন এবার টরেন্সের দিকে ফিরে তাকালেন, 'বিল, এঁরা হচ্ছেন জাতীয় নৌবাহিনীর স্বনামধন্য ক্যাপটেন জেনসন, আর আঞ্চলিক মরু-বাহিনীর ক্যাপটেন মালোরি। দুজনেই নাভারোন সম্বন্ধে রীতিমতো আগ্রহী। ...আজ রাতের অভিযানটা কেমন হল?'

নাভারোন। মনে মনে চিন্তা করল মালোরি। সেইজন্যেই আজ আমাকে এখানে নিয়ে

BanglaBook.org

আসা হয়েছে। নাভারোনের ব্যাপার-স্যাপার সে অবশ্য বেশ ভালোই জানে। শুধু সে কেন, ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীতে যারা একবার কোনও না কোনও সময় যুক্ত ছিল তারা সকলেই এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তুরস্কের সমুদ্রোপকূলে একটা ভয়ংকর দুর্ভেদ্য দুর্গ এই নাভারোন। জার্মান এবং ইতালিয়ানরা মিলিতভাবেই এর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। মিত্রপক্ষ এ পর্যন্ত সামান্য যে কয়েকটা দ্বীপে দাঁত ফোটাতে পারেনি এই নাভারোন তাদের অন্যতম। নাভারোনকে আয়ত্তে আনার জন্যে এ পর্যন্ত বহু প্রয়াসই চালানো হয়েছে, কিন্তু তার সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে মালোরি ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হল একঘেয়ে ঘড়ঘড় সুরে বকে যাচ্ছেন টরেন্স। তার গলায় রাগ ও ক্ষোভের যুগপৎ সমন্বয়।

'মারাত্মক জঘন্য ব্যাপার, স্যার। নির্বোধের মতো আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনও ফলের আশা বৃথা।' নিজের হাতে ধরা জ্বলন্ত অগ্নিবিন্দুটার দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন টরেন্স। তাঁর চওড়া কপালের ভাঁজে ভাঁজে গভীর বিষাদের রেখা। 'তবে আর একবার আমরা সেখানে যেতে চাই। ... ফিরে আসার সময় নিজেদের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম।' টরেন্সের কণ্ঠে তিক্ত ব্যঙ্গের ঝাঁজ মালোরির কান এড়াল না। 'এই অভিযানের সমগ্র পরিকল্পনাটা যার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, এবারে সেই ভাঁড়টিকেও আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। দশ হাজার ফুট ওপর থেকে কোনও প্যারাসুটের সাহায্য ছাড়াই তাকে নাভারোনের ওপর নামিয়ে দেওয়া হবে।'

'ব্যাপারটা কি এমনই সাংঘাতিক, বিল?'

'হ্যাঁ স্যার, আমি এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। কোনও সুযোগই ছিল না আমাদের। তা ছাড়া আবহাওয়াও ছিল আমাদের বিপক্ষে। অবশ্য হাওয়া অফিসের হোমরাচোমরা মাতব্বরেরা উলটো কথাই জানিয়েছিলেন।'

'ওরা বোধহয় বলেছিল আবহাওয়া অনুকূল থাকবে?'

'হ্যাঁ, একেবারে পরিষ্কার।' বিরক্তির সুরে জবাব দিলেন টরেন্স। 'তার জন্যেও কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। ...কিন্তু ওই উঁচু খাড়াই পাহাড়টাই আমাদের অভীষ্ট নিশানাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে। তার ফলে সমস্ত রকম অভিযানই ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর চেয়ে ওদের কাছে বিমান থেকে কাগজের চিরকুট পাঠানো ভালো, যে তোমরা তোমাদের বন্দুক আর কামানগুলোকে পেরেক ঠুকে ভেঙে ফেলো। ...সমগ্র দক্ষিণ ইউরোপে ওদের যত শক্তিশালী কামান আছে তার প্রায় অর্ধেকই আছে এখানে। এবং তাদের সবগুলোর মুখই ওই সংকীর্ণ খাঁড়িটার দিকে ফেরানো। আর একমাত্র ওই খাঁড়ি পথ ছাড়া নাভারোনে প্রবেশ করবার দ্বিতীয় উপায় নেই। ওই পথেই আমরা আমাদের অভীষ্ট নিশানার কাছাকাছি পৌঁছোতে পারি। রাস এবং কনবয়কে ওই পথেই পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু ওরা অর্ধেকটাও যেতে পারেনি। ...সামান্যতম সুযোগও ওদের ছিল না।'

'আমি জানি...আমি জানি।' গভীর বিষাদে মাথা নাড়লেন গ্রুপ-ক্যাপটেন। খবরটা

BanglaBook.org

আমরাও পেয়েছি।'

'আমি কি একবার বিমান সেনাধ্যক্ষ টরেন্সের সঙ্গে কথা বলতে পারি?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জেনসন।

'নিশ্চয়...নিশ্চয়। এর জন্যে আমার অনুমতি চাইবার কোনও দরকার ছিল না।' গ্রুপ-ক্যাপটেনের কণ্ঠে সাবলীল সৌজন্যের অভিব্যক্তি।

'ধন্যবাদ'। জেনসন মৃদু হেসে অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তাকালেন। 'আমার কেবল একটা প্রশ্ন জানার আছে। আপনি নিশ্চয় দ্বিতীয়বার আর সেখানে যেতে চান না?'

'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।' ক্ষোভের সুরে ঘড়ঘড় করলেন টরেন্স।

'কারণ...?'

'কারণ আত্মহত্যায় আমার আদৌ বিশ্বাস নেই। সুস্থ সবল সৈনিকদের অনাবশ্যক বিসর্জন দেওয়া মোটেই কাজের কথা নয়। আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নই। অসম্ভবকে সম্ভব করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত।' টরেন্সের কণ্ঠে এমন এক নিশ্চিত প্রত্যয়ের সুর ছিল যে সেখানে আর কোনও যুক্তিতর্কের অবসর থাকে না।

'তা হলে সত্যিই আপনি এটা অসম্ভব বলছেন?' জেনসনের দুচোখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি। 'মনে রাখবেন, আপনার মুখের এই কথাটাও অত্যন্ত মূল্যবান।'

'হ্যাঁ, আমি ঠিক এই কথাই বলতে চাই। আমার, এবং এই সমস্ত তাজা জোয়ান সৈনিকদের জীবনও কম মূল্যবান নয়।...এটা অসম্ভব, আমাদের পক্ষে তো বটেই।' অল্প থামলেন টরেন্স। হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন একবার। 'তবে একটা ক্ষুদ্র প্লেনের পেটের ভেতর প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক ঠেসে দিয়ে যদি আমাদের কাউকে মেঘের আড়াল থেকে প্লেনটা সমেত অভীষ্ট লক্ষ্যে ঝাঁপ দিতে বলেন, তা হলে হয়তো একটা উপায় হতেও পারে!'

'ধন্যবাদ, সেনাধ্যক্ষ,...সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।' জেনসন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টাই করেছেন। অন্য কেউই এর বেশি কিছু করতে পারত না। আমি খুবই দুঃখিত,...গ্রুপ ক্যাপটেন...।'

গ্রুপ-ক্যাপটেনও সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন। জেনসন এবং মালোরিও এগিয়ে চললেন তাঁর পিছু পিছু। একবারে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসে মুখ খুললেন তিনি।

'তা হলে তো সব কিছুই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।' একটা টলিস্কারের সিল ভাঙতে ভাঙতে বললেন, 'এটাই এ অভিযানের শেষ কথা বলে আমাদের ধরে নিতে হবে। পূর্ব-আফ্রিকার বিমান বাহিনীতে এখনও যারা অবশিষ্ট আছেন তাঁদের মধ্যে বিল টরেন্সই সবচেয়ে অভিজ্ঞ। আজকের এই অভিযানকে যদি কেউ সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারতেন তবে তিনি বিল টরেন্স। তাঁর নিজেরই যখন এই অভিমত তখন এ

BanglaBook.org

বিষয়ে আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না।'

'হুঁ' সোনালি গেলাশের অভ্যন্তরে পীতাভ পানীয়ের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন জেনসন। কণ্ঠস্বর গম্ভীর থমথমে। 'এখন আমি বেশ ভালোই বুঝতে পারছি। অবশ্য ফলাফলটা আগে থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারিনি। ...এবং শুধু এই নিঃসংশয় হতে গিয়েই একজন সৈনিককে প্রাণ হারাতে হল। ...খুবই দুঃখজনক ব্যাপার, তবে কী-ই বা করার আছে। ...এখন আমাদের সামনে আর একটি মাত্র পথই অবশিষ্ট থাকে...'

'হ্যাঁ, একটি মাত্র পথ...' গ্রুপ-ক্যাপটেনও তার কথার প্রতিধ্বনি করলেন। 'আসুন আমরা সবাই এখন সেই সৌভাগ্যেরই স্বাস্থ্য পান করি।'

জেনসনও পানপাত্র হাতে তুলে মৃদু স্বরে বিড়বিড় করলেন।

'কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা কী?' মালোরির কণ্ঠে বিনীত অনুরোধ ফুটে ওঠে। 'দয়া করে কেউ কি আমায় বলবেন...'

'খেরোস।' মাঝপথে বাধা দিলেন জেনসন। 'এটাই তোমার বর্তমান সংকেত চিহ্ন। ...সমস্ত পৃথিবীটাই এক বিশাল রঙ্গভূমি। এবং আজকের এই ক্ষুদ্র প্রহসনটির মধ্যে এখানেই তোমার ভূমিকা।' জেনসনের আলগা হাসির ফাঁকে ফাঁকে গভীর ব্যথার দ্যোতনা। 'আমি খুবই দুঃখিত, এই প্রহসনের প্রথম দুটো অঙ্কে তুমি উপস্থিত থাকতে পারোনি। তবে তার জন্যে মনে কোনও ক্ষোভ রেখো না। সেটা খুবই তুচ্ছ নগণ্য ব্যাপার। তুমি এখন নায়ক হতে চলেছ, মহানায়ক। এতে তোমার সায় থাক আর না থাক তাতে কিছু যায় আসে না।' নাটকীয় ভঙ্গিতে বাকিটা শেষ করলেন জেনসন, 'ধীরে ধীরে যবনিকা উত্তোলিত হচ্ছে। স্থান খেরোস। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। ক্যাপটেন কীথ ম্যালোরির অনুপ্রবেশ।'

❖ ❖ ❖

গত দশ মিনিট কারও মুখ থেকেই কোনও কথা শোনা যায়নি। জেনসন তাঁর বড় হাম্বারটা অনায়াস ভঙ্গিতে ড্রাইভ করে নিয়ে চলেছেন। তাঁর চালচলন এবং প্রতিটি কাজের মধ্যেও এই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের জাদু জড়িয়ে থাকে। সব ব্যাপারেই যেন তিনি অপরিসীম দক্ষ এবং অতি মাত্রায় তৎপর। মালোরি এতক্ষণ তার হাঁটুর ওপর ছড়িয়ে থাকা বড়সড় একটা ম্যাপের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ম্যাপটা দক্ষিণ ইজিপ্টের। ড্যাশ বোর্ডের আলো এসে তার ওপর পড়েছে। ম্যাপের কতকগুলো বিশেষ অংশ লাল পেনসিলে গোল করে দাগ দেওয়া। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মালোরি চকিতের জন্যে তার শরীরের মধ্যে একটা শিরশিরে শিহরণ অনুভব করল। যদিও নভেম্বরের শেষ হপ্তায় ইজিপ্টের এই রাতটাকে রীতিমতো উষ্ণই বলা যায়। অবশেষে জেনসনের দিকে চোখ তুলল। 'মনে হয় ম্যাপটা আমি পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে পেরেছি।'

BanglaBook.org

'ভালো।' জেনসন ধূলিমলিন কাঁচের মধ্যে দিয়ে বালুকা বিস্তৃত পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হেডলাইটের তীব্র আলো অন্ধকারের বুকে একটা রহস্যময় কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। 'খুবই ভালো কথা।' মৃদু কণ্ঠে বিড়বিড় করলেন তিনি। 'এখন ম্যাপের দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখে নাও, এবং মনে করো তুমি নাভারোন শহরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ। এখন বল, উত্তরের এই দ্বীপটার মধ্যে দাঁড়িয়ে তুমি কী কী দেখতে পাচ্ছো?'

মৃদু হাসল মালোরি। 'দ্বিতীয়বার ম্যাপ দেখার প্রয়োজন নেই। নাভারোনের পূর্বদিকে প্রায় মাইল চারেক দূরে তুরস্কের উপকূল। উপকূলের খানিকটা অংশ উত্তর-পশ্চিম দিকে ঠেলে এসেছে। এখান থেকে মাইল ষোলো দূরে দামির্সি অন্তরীপ। দামির্সি থেকে সোজা উত্তর দিকে তাকালে খেরোস দ্বীপ পড়ে। দামির্সি থেকে ছ মাইল পশ্চিমে মিডোস দ্বীপ। মিডোসই হল লার‍্যাড দ্বীপপুঞ্জের প্রথম দ্বীপ। এই দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ছড়িয়ে আছে। ...'

'পঞ্চাশ নয়...ষাট'। প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন জেনসন। 'তোমার দৃষ্টি শক্তি খুবই প্রখর। তার ওপর তোমার মধ্যে জেদ এবং অভিজ্ঞতা—দুটোরই সমন্বয় ঘটেছে। তা না হলে কেউ ক্রিট দ্বীপে এক নাগাড়ে আঠারো মাস টিকে থাকতে পারে না। এ ছাড়াও তুমি দু-একটা বিশেষ গুণের অধিকারী। সে সমস্তই আমি ক্রমে ক্রমে খুলে বলব।' অল্প থামলেন জেনসন। আত্মগতভাবে মাথা নাড়লেন কয়েকবার। 'আমি কেবল কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, ভাগ্য যেন তোমার সহায় হয়। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, ভাগ্যের এই সহায়তা তোমার পক্ষে এখন কত অপরিহার্য।'

মালোরি আরও কিছু শোনার আশায় ধৈর্য ধরে বসে রইল। কিন্তু জেনসন যেন নিজের মনের গভীরে ডুবে গেলেন। তিন মিনিট নীরবে অতিবাহিত হয়ে গেল...সম্ভবত পাঁচ মিনিট। রুক্ষ বালির ওপর টায়ারের অবিরাম ঘর্ষণ আর শক্তিশালী ইঞ্জিনের চাপা গুঞ্জন ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। অবশেষে নড়েচড়ে বসলেন জেনসন। পুনরায় মৃদু সুরে কথা শুরু করলেন। তবে তাঁর ভাব-তন্ময় চোখের দৃষ্টি উইন্ডস্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে সামনের নির্জন পথের দিকেই নিবদ্ধ।

'আজ হচ্ছে শনিবার...না...না, বরং রোববারের শুরু বলাই যুক্তিসংগত।' ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে জেনসন তাঁর ভ্রম সংশোধন করে নিলেন। 'বারোশো ব্রিটিশ সৈন্য খেরোস দ্বীপে আটকে পড়ে আছে। ...এক আধজন নয়, পুরো বারোশো। আগামী শনিবারের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ মারা পড়বে। কেউ কেউ আহত হয়ে শত্রুপক্ষের হাতে বন্দি হবে। তবে মৃতের সংখ্যাটাই যে বেশি দাঁড়াবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' এতক্ষণ বাদে এই প্রথম জেনসন মালোরির দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে এক মুহূর্তের জন্যে একটা বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠল। পরমুহূর্তেই সংযত করে নিলেন নিজেকে। 'এই বারোশো হতভাগ্যের জীবন এখন তোমার হাতের মুঠোয়। ...

BanglaBook.org

কথাটা ভাবতে কেমন লাগছে, ক্যাপটেন মালোরি?'

মালোরি বেশ কিছুক্ষণ জেনসনের অনুভূতিহীন মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ সরিয়ে নিল। আপনা থেকেই তার দৃষ্টি আবার ম্যাপটার দিকে আকৃষ্ট হল। বারোশো সৈনিক এখন খেরোস-এ আটকে পড়ে আছে। মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে সকলে। খেরোস আর নাভারোন, নাভারোন আর খেরোস। কেমন যেন ছন্দ আছে নাম দুটোর মধ্যে। কানের মধ্যে শব্দহীন অনুরণনের সৃষ্টি করে। খেরোস এবং···। অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকাল মালোরি। মূল সমস্যার গভীরে ধরে রাখবার চেষ্টা করল মনটাকে। টুকরো টুকরো ছবিগুলো ক্রমশই যেন মিলেমিশে গিয়ে একটা স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে।

আবার নীরবতা ভাঙলেন জেনসন।

'তোমার নিশ্চয় স্মরণে আছে, আঠারো মাস আগে গ্রিসের পতনের পর জার্মানরা স্পোরেডস-এর প্রায় সমস্ত দ্বীপগুলোই দখল করে নিয়েছিল। অবশ্য ডোডেকার্নিস-এর বেশির ভাগই এই সময় ইতালির দখলে ছিল। আমরাও চুপচাপ বসে ছিলাম না। বিভিন্ন উপায়ে এই দ্বীপগুলো আবার নিজেদের আয়ত্তে আনতে সচেষ্ট হলাম। সে ব্যাপারে তোমাদের ক্রিট দ্বীপের সেনাবাহিনীরই মুখ্য ভূমিকা ছিল। তার ফলে গত সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমরা প্রায় সমস্ত দ্বীপগুলোকেই নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছি, কিন্তু নাভারোনই একমাত্র ব্যতিক্রম। কোনও দিক থেকেই একে কবজা করা যাচ্ছে না। সেইজন্যে নাভারোনকে ছেড়ে দিয়ে আমরা এর আশপাশের বিভিন্ন দ্বীপে বহু সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করলাম। ..' মালোরির দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাশে হাসি হাসলেন জেনসন, 'সেই সময় তুমি আলপ্‌স পর্বতের মাথায় মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। কিন্তু এর ফলে জার্মানদের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা নিশ্চয় শুনে থাকবে?'

'ওরা নাকি মারাত্মক হন্যে হয়ে উঠেছিল?'

'ঠিকই, খুব সাংঘাতিক মূর্তিই ধারণ করেছিল। পৃথিবীর এই অংশে তুরস্কের রাজনৈতিক গুরুত্বকে কিছুতেই তুচ্ছ করা যায় না। তুরস্কও এই সুযোগে নানাবিধ ভেলকির খেলা দেখাতে শুরু করল। কোন সময় মিত্রশক্তি কোন অক্ষশক্তির দিকে দোল খাচ্ছে তার পুরো খোঁজ রাখত তারা। এই সমস্ত দীপের অধিকাংশই তুরস্কের সমুদ্রতট থেকে বেশি দূরে নয়। সামান্য কয়েক মাইলের ফারাক। তা ছাড়া এর সঙ্গে জার্মানির আত্মমর্যাদার প্রশ্নও জড়িত ছিল। এই দ্বীপগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারলে সৈন্যদের মনোবলেও ভাঙন ধরবে।'

'সেইজন্যেই কি ···'

'হ্যাঁ, সেইজন্যেই তারা সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্যারাসুট-বাহিনী, বিমান-বাহিনী, বিশেষ ভাবে শিক্ষিত পাহাড়ি সৈন্যের রেজিমেন্ট—কোনও কিছুই আর বাদ রাখেনি। ফলে মাত্র কয়েক হপ্তার মধ্যেই আমরা যে শুধু দশ হাজার সৈন্য হারালাম তা

BanglaBook.org

নয়, খেরোস ছাড়া সমস্ত দ্বীপগুলোই আবার একে একে বেহাত হয়ে গেল।'

'এখন তা হলে খেরোস-এর দিকে ওদের লক্ষ্য।'

'হ্যাঁ।' সিগারেটের প্যাকেট থেকে একজোড়া সিগারেট বের করলেন জেনসন। তার একটা মালোরির দিকে এগিয়ে দিলেন। 'খেরোস এখন ওদের তোপের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই বোধহয় করণীয় নেই। কারণ ঈজিয়ান অঞ্চলে ওদের বিমান বহর প্রচণ্ড মাত্রায় শক্তিশালী।'

'কিন্তু...কিন্তু...এই হপ্তার মধ্যেই যে ওরা খেরোস আক্রমণ করবে, সে বিষয়েই বা আপনি এতখানি নিশ্চিত হলেন কী করে?'

একটা শব্দহীন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জেনসন। 'সমগ্র গ্রিসে আমাদের কত গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আছে? একমাত্র এথেন্সে ও তার চারপাশে দুশোর বেশি গুপ্তচর আছে আমাদের।'

'দুশো...?'

'হ্যাঁ, দুশো,' জেনসনের ঠোঁটের ফাঁকে ক্লান্ত হাসির আভাস। 'কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় আমাদের যত গুপ্তচর সক্রিয় আছে তার তুলনায় দুশো তো খুবই নগণ্য।' অল্প থেমে নিজেকে সংযত করলেন জেনসন। 'সে যা হোক, খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেই আমাদের কাছে খবর এসেছে। আগামী বৃহস্পতিবার ভোরে পিরীয়াসের সমুদ্রোপকূল থেকে এক ঝাঁক হালকা রণতরী খেরোস অভিমুখে যাত্রা করবে। তবে অন্ধকারে ওরা বিশেষ ঘোরাফেরা পছন্দ করে না। তাই সন্ধের পর কোনও দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে। আর দিনের বেলা ঈজিয়ান সাগরে ঘুরে বেড়ানো আমাদের পক্ষে খুবই বিপদজ্জনক। সেই কারণে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের টর্পেডোবাহী রণপোতগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসে। পরিস্থিতি যে খুবই জটিল তা নিশ্চয় অনুভব করতে পারছ। ওদের এই অগ্রগতি প্রতিরোধ করার কোনও ক্ষমতাই নেই আমাদের। শনিবার কি রোববারের মধ্যে ওরা ওদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। তারপর আর একটা দিনও আমাদের হতভাগ্য সৈনিকেরা আত্মরক্ষা করতে পারবে না।'

জেনসন এমন অনাড়ম্বর সাদামাটা ভাষায় সমস্ত বিষয়টার বর্ণনা দিয়ে গেলেন যে সাধারণ যে কোনও লোকের মনে তার উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু মালোরি জানে, এর প্রতিটি কথাই অভ্রান্তভাবে সত্য। পাশের জানলার ফাঁক দিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল মালোরি। ছোট ছোট রুপোলি তারার চিকচিকে আলো এসে পড়েছে ঢেউ-এর বুকে। তারপর আচমকাই আবার জেনসনের দিকে ফিরে তাকাল।

'কিন্তু স্যার, আমাদের নৌবহর? তারা তো ওই বারোশো সৈনিকদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে? তারা নিশ্চয়...'

'নৌবহর।' জেনসন তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। 'ঈজিয়ান এবং ভূমধ্যসাগরের

BanglaBook.org

পূর্বাঞ্চলে তাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। আঘাতে আঘাতে তারা জর্জরিত হয়ে উঠেছে। ছোট বড় কত অসংখ্য নৌবহর যে আমাদের ধ্বংস হয়ে গেছে তা গুণে শেষ করা যায় না। এবং এই বিরাট অপচয়ের বিনিময়ে সামান্য কোনও লাভও আমরা করতে পারিনি। অনর্থকই হাজার হাজার সৈনিক আর নিরীহ সরল দ্বীপবাসীকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। এমনকী এই সমস্ত সরল দ্বীপবাসীরা তাদের মৃত্যুর কারণটুকু পর্যন্ত জেনে যেতে পারেনি।'

হুইল ধরা অবস্থাতেই জেনসনের হাতদুটো একবার কেঁপে উঠল। মুখে-চোখে সুগভীর বিষাদের অভিব্যক্তি। এ হেন পাথরপ্রতিম পুরুষটির অন্তরও যে এতখানি উদ্‌বেল হয়ে উঠতে পারে মালোরি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবেনি সে-কথা। ব্যাপারটা কেমন যেন সামঞ্জস্যহীন। জেনসনের চরিত্র বহির্ভূত। কিংবা এই আপাত বৈসাদৃশ্যের মধ্যেই হয়তো তাঁর জীবনের মূলরহস্য লুকিয়ে আছে। জেনসন হয়তো সহজাত শক্তিবলেই তাঁর মনের আবেগ অনুভূতিগুলোকে বুকের গভীরে লুকিয়ে রাখেন।

'আপনি কি, স্যার, বারোশো সৈনিকের কথা বললেন?' শান্ত সুরে প্রশ্ন করল মালোরি। 'আপনি বলতে চান আমাদের বারোশো সৈনিক খেরোস-এ আটকে পড়ে আছে?'

জেনসন পলকের জন্যে মালোরির দিকে তাকিয়ে আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। 'হ্যাঁ, বারোশো তাজা জোয়ান সৈনিক।' একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার স্মরণশক্তি প্রশংসনীয়। ...কিছুদিন আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার এ বিষয়ে কিছু কথাবার্তাও হয়েছে। আমার বক্তব্যের তাৎপর্য, ওদের এভাবে খেরোস-এ ফেলে আসা যায় না। তাঁরাও এ ব্যাপারে একমত। নৌবাহিনী যথাসাধ্য চেষ্টাই করবে। ...এখন আর দু-তিনটে ডেস্ট্রয়ার বেশি নষ্ট হলে কী-ই বা এমন এসে যাবে?...'

অল্প থেমে নিজেকে সামলে নিলেন জেনসন। 'দুঃখিত..., আমি আবার অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় ডুবে যাচ্ছি। ...হ্যাঁ, এখন কাজের কথাটা শোনো। খুব মনযোগ দিয়ে শুনবে কিন্তু। ...ওদের ফিরিয়ে আনবার জন্যে যদি সত্যিই কোনও প্রচেষ্টা চালাতে হয় তবে সেটা রাত্রিকালে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা, দিনের আলোয় সেখানে পৌঁছোবার কোনও সুযোগই নেই আমাদের। এবং এই কাজে ডেস্ট্রয়ারের সাহায্যও নিতে হবে। কিন্তু লেয়্যাড দ্বীপপুঞ্জের উত্তর দিক দিয়ে যেতে হলে দিনের আলো ফোটবার আগে তারা নিরাপদ কোনও জায়গায় ফিরে আসতে পারবে না। এই পথ খুবই দীর্ঘ। অন্তত আমাদের নৌবাহিনীর পক্ষে তো বটেই।'

'কিন্তু দ্বীপগুলো তো পরপর একটা সরল রেখায় দাঁড়িয়ে আছে! আমরা তার মাঝখান দিয়েও যাতায়াত করতে পারি!'

'দ্বীপের মাঝখান দিয়ে...? অসম্ভব!' সবেগে মাথা নাড়লেন জেনসন।' প্রতিটি জলপথেই এত অসংখ্য মাইন ছড়ানো যে একটা ডিঙিও তার ভেতর দিয়ে গলে যেতে পারবে না।'

BanglaBook.org

'মিডোস আর নাভারোনের মাঝখানের প্রণালী? সেখানেও কি একই রকম মাইন পাতা আছে?'

'না, এই পথটাই কেবল পরিষ্কার। এর সুনীল বুকের মধ্যে কোনও দূরভিসন্ধি লুকোনো নেই। শান্ত গভীর সমুদ্র। এই গভীরতার জন্যেই এখানে মাইন পাতা দুষ্কর।'

'তা হলে এই পথেই আমাদের যেতে হবে, তাই না? মানে... আমি বলতে চাই এর বিপরীত দিকেই তো তুরস্কের এলাকা?'

'আগামী কাল তুরস্কের এই জলপথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাব। এবং সেটাও প্রকাশ্য দিবালোকে। তবে এতে আমাদের মূল উদ্দেশ্যের কতখানি সহায়ক হবে বলতে পারি না।' নিরস কণ্ঠে ঘোষণা করলেন জেনসন। 'তুরকিরা তা জানে। জার্মানদেরও সেটা বুঝতে বিশেষ দেরি হবার কথা নয়। অন্য কোনও ঝুটঝামেলা না থাকলে এই পথেই আমারা রওনা হব। কারণ সমুদ্রটা খুবই পরিষ্কার—পথের দৈর্ঘ্যও খুব কম। তা ছাড়া আর্ন্তজাতিক বাধা-নিষেধের কোনও ঝক্কিও এখানে পোহাতে হবে না।'

'অন্য কোনও ঝুটঝামেলা না থাকলে···?'

'নাভারোনের ওই মারাত্মক বিধ্বংসী কামানগুলোই আমাদের প্রকৃত সমস্যা।' ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় নিয়ে জেনসন ব্যক্ত করলেন কথাটা। তাঁর কণ্ঠস্বর ভাবলেশহীন। যেন কেউ অনেক দিনের পুরোনো কোনও শত্রুর নাম উল্লেখ করছে। 'এই দুর্ধর্ষ শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রগুলোই আমাদের মূল প্রতিবন্ধক। অজেয় প্রহরীর মতো এরা উত্তর দিকের প্রবেশ পথের দু দিকেই তীক্ষ্ণ নজর রেখে দিয়েছে। খেরোস-এ আটকে পড়া ওই বারোশো ভাগ্যহত সৈনিকদের আমরা উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারি—যদি এই সময় অগ্নিগর্ভ কামানের হিংস্র মুখগুলো স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়।'

মালোরি কোনও মন্তব্য না করে চুপচাপ বসে রইল। মূল রহস্যটা যেন এতক্ষণে ক্রমশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে।

'এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর কোনওটাই সাধারণ শ্রেণির নয়।' আবার মুখ খুললেন জেনসন। 'আমরা হাড়েহাড়েই তা টের পেয়েছি। আমাদের নওজোয়ানেরা এগুলো খুবই অপছন্দ করে। এদের গতি খুব ধীর হলেও লক্ষ্য অব্যর্থ। ···আমাদের টহলদারি জাহাজ সাইবেরিসকে ওরা পাঁচ মিনিটেই জলের তলায় ডুবিয়ে দিয়েছিল।'

'সাইবেরিস? ···হ্যাঁ, একবার যেন শুনেছিলাম···'

'মাস চারেক আগে আমরা হুনদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্যে সাইবেরিসকে পাঠিয়েছিলাম। খুবই সাধারণ রুটিন মাফিক ব্যাপার। কিন্তু ওরা সৌজন্যের কোনও ধার ধারে না। দৈত্যকায় সাইবেরিসকে খড়ের কুটোর মত উড়িয়ে দিল। মাত্র সতেরোজন কোনও রকমে ফিরতে পেরেছিল প্রাণ নিয়ে।'

'হায় ভগবান!' রীতিমত দুঃখিত হল মালোরি। 'আমি ঠিক এতটা জানতাম না।'

মালোরির এই খেদোক্তি বোধহয় জেনসনের কানে গিয়ে পৌঁছোল না। তিনি নিজের

BanglaBook.org

..খার খেই ধরে বলে চললেন, 'দু মাস আগে জল এবং আকাশপথে একই সঙ্গে নাভারোনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানবার প্রয়াস চালানো হয়েছিল। এই দুই বিভাগের সবচেয়ে দক্ষ ব্যক্তিদেরই আমরা এই অভিযানে পাঠিয়েছিলাম। সম্ভবত এটাই বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিধ্বংসী বাহিনী। কিন্তু তারাও ওই কামানগুলোর মুখে চোখের নিমেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।' অল্প থামলেন জেনসন। 'দিন দশ-বারো আগেই শত্রুপক্ষের খেরোস অভিযানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা আমাদের কানে এসেছে। অবশ্য অনেক দিন থেকেই এর জন্যে তোড়জোড় চলছিল। এই খবর পাবার পর আমরাও প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছি। ছোটখাটো প্যারাসুট বাহিনীও অনেক পাঠানো হয়েছে। কিন্তু...,' হতাশ-ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন জেনসন, 'তারা সকলেই কর্পূরের মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'তাদের আর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি?'

'না,...অন্ধ জুয়াড়ির মতো আমি শেষবারেও আর একটা সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তার ফল কী হল।' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে হেসে উঠলেন জেনসন। 'তুমি তো আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে সমস্তই নিজের কানে শুনেছ। টরেন্স আর তাঁর লোকেরা যাকে নির্বোধ ভাঁড় বলে উল্লেখ করলেন, সে আর কেউ নয়—স্বয়ং আমি। আমাকে তাঁরা প্লেন থেকে নাভারোনের উপর ফেলে দিতে চান। অবশ্য ওঁদের রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এর জন্যে আমি ওঁদের দোষ দিতে পারি না। আমাকে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে। নিষ্ফল জেনেও থামার কোনও উপায় নেই।'

বড় হাম্বার গাড়ির গতি এখন কিছুটা শ্লথ হয়ে এসেছে। রাস্তার দু-ধারে জরাজীর্ণ ভগ্নপ্রায় কুটিরের সারি। আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ পথের পশ্চিম দিকের এই রাস্তাটা বড় বেশি নোংরা আর ঘিঞ্জি। তার মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। রাতের জমাট আঁধারও ইতিমধ্যে ফিকে হতে শুরু করেছে। পুব-আকাশে প্রথম উষার পূর্বাভাষ।

'কিন্তু প্যারাসুট ব্যবহারে আমি তেমন অভ্যস্ত নই।' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ব্যাক্ত করল মালোরি। 'সত্যি কথা বলতে কি, প্যারাসুট জিনিসটা এ পর্যন্ত আমি চোখেই দেখিনি কোনওদিন।'

'সেজন্যে ব্যস্ত হবার বিশেষ কারণ নেই।' জেনসনের কণ্ঠে ঘন গাম্ভীর্য। 'প্যারাসুটে তোমার কোনও প্রয়োজন পড়বে না। সবেচেয়ে দুর্গম পথ দিয়েই তোমাকে নাভারোনে পৌঁছোতে হবে।'

মালোরি আরও কিছু শোনার প্রতীক্ষায় ছিল, কিন্তু জেনসন যেন হঠাৎই বড্ড বেশি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর দুচোখের দৃষ্টি এখন খানাখন্দ পরিবেষ্টিত অপরিসর রাস্তার ওপর নিবদ্ধ। সাবধানে দেখে শুনে ড্রাইভ না করলে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা।

'এ ব্যাপারে আমাকেই বা কেন নির্বাচিত করা হল, ক্যাপটেন?'

জেনসনের ঠোঁটের আলগা হাসি অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে ঠিক দেখা গেল না। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই একটা গর্তের পাশ কাটালেন তিনি। তারপর নড়েচড়ে সোজা

BanglaBook.org

হয়ে বসলেন। 'খুব যেন ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে?

'নিশ্চয়, ভয় তো পাবারই কথা! কোনও অপরাধ নেবেন না কিন্তু, আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে যেভাবে আপনি সমস্ত বিষয়টার বর্ণনা দিয়ে গেলেন তাতে অতি বড় বীরপুরুষও ভয় পেতে বাধ্য। ...আশা করি আপনি নিশ্চয় তা বলতে চাননি?'

'না, তোমাকে ভয় পাইয়ে দেওয়া আমার মনোগত বাসনা নয়। সামান্য একটু ঠাট্টা করছিলাম আর কি? ... তোমাকে কেন নির্বাচিত করা হল জানতে চাও? তার কারণ একমাত্র তোমারই বিশেষ কতকগুলো গুণ আছে। তুমি জার্মানদের মতোই জার্মান ভাষায় কথা বলতে পার। ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপেও তোমার দক্ষতা অসামান্য। একজন প্রথম শ্রেণির পরিচালক। তার ওপর একটানা আঠারো মাস তুমি পর্বত-সংকুল ক্রিট দ্বীপে বাস করেছ। —শত্রু পরিবেষ্টিত পার্বত্য এলাকায় তুমি যে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে এটাই তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। ভাবলে অবাক হয়ে যাবে, এ কাজের জন্যে আমি তোমাকেই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলে বিবেচনা করি।'

'আপনি হয়তো কিছুটা বাড়িয়ে বলছেন!' মালোরির কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ক্ষোভের সুর কানে বাজে। 'অন্তত এমন তিনজনকে আমি জানি যাদের মধ্যে এই গুণগুলো পুরোমাত্রায় বর্তমান।'

'হ্যাঁ, আরও দু-একজন থাকতে পারে,' জেনসন ঘাড় নাড়লেন, 'কিন্তু তাদের মধ্যে কিথ মালোরি কেউ নেই। ...কিথ মালোরি।' বেশ আবেগ ভরা কণ্ঠেই জেনসন দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন নামটা। নিউজিল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী, শুধু নিউজিল্যান্ড কেন, সারা পৃথিবীর মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর বুক গর্বে ভরে উঠত। অজেয় কে জয় করেছ তুমি। যেখানে এর আগে কেউ কোনওদিন পৌঁছোতে পারেনি, সেখানে গিয়েই তুমি তোমার পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে এসেছ। পাহাড় যত বিপদ-সংকুল বা দুরারোহ হোক না কেন, কোনও কিছুই তোমার গতিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। নাভারোনের দক্ষিণ উপকূলে এমনই একটা খাড়াই পাহাড় আছে।' খুশিখুশি গলায় বলে চললেন জেনসন, 'একটি মাত্র উঁচু খাড়াই পাহাড়। সমুদ্রের ধার থেকে সোজা আকাশে উঠে গেছে। হাত-পা দিয়ে আঁকড়ে ধরার মতো কোনও অবলম্বন নেই সেখানে।'

'তাই বলুন!' মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করল মালোরি। 'এখন যেন বিষয়টা একটু একটু বোধগম্য হচ্ছে। সেইজন্যেই বলেছিলেন, আমাকে সবচেয়ে দুর্গম পথ দিয়েই নাভারোনে প্রবেশ করতে হবে?

'হ্যাঁ, তাই।' স্বীকার করলেন জেনসন। 'তুমি আর তোমার দলবল। তোমাকে ছাড়া আর চারজন। মালোরি আর তার প্রাণোচ্ছল পর্বতারোহী সঙ্গীবৃন্দ। প্রত্যেকটা লোককে ভালো করে বাজিয়ে দেখে তবেই তোমার সঙ্গে পাঠানো হচ্ছে। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। আগামী কালই সকলের সঙ্গে তোমার দেখা হবে। ... কাল

BanglaBook.org

কেন, বরং আজ দুপুরেই বলা যায়।'

মিনিট দশেক নীরবে অতিবাহিত হল। জাহাজঘাটার কাছাকাছি এসে ডান দিকে মোড় নিলেন জেনসন। রূসোয়ার্স-এর ভাঙাচোরা পথ পেরিয়ে, মহম্মদ আলি পার্ক অতিক্রম করে মেরিয়াপাশায় এসে থামলেন।

মালোরি এবার স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে থাকা মানুষটির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল। জেনসনের স্তব্ধ কঠিন মুখের ওপর প্রথম উষার আলো এসে পড়েছে, কোনওখানে একবিন্দু খাঁজ নেই।

'আমরা এখন কোথায় চলেছি, স্যার?'

'মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র ব্যক্তির কাছে যিনি তোমাকে এই বিষয়ে কোনও রকম সাহায্য করতে পারেন। তাঁর নাম মঁসিয়ে ইউগিন ভ্লাকোস। নাভারোনের প্রাক্তন অধিবাসী।'

❖ ❖ ❖

'তুমি সত্যিই বীরপুরুষ, ক্যাপটেন মালোরি।' সূচ্যগ্র কালো গোঁফের দুই প্রান্তে অসহায়ভাবে হাত বোলাতে বোলাতে ভীত চকিত কণ্ঠে বিড়বিড় করলেন ইউগিন ভ্লাকোস। 'তবে তোমার সাহস থাকলেও তুমি নির্বোধ। আমি অন্তত সেই কথাই বলব। ... অবশ্য কেউ যখন তার ওপরওয়ালার হুকুম পালন করে তখন তার জন্যে তাকে নির্বোধ আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়...।' টেবিলের ওপর খোলা অবস্থায় পড়ে থাকা বিরাট ম্যাপটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জেনসনের ভাবলেশহীন মুখের দিকে ফিরে তাকালেন ইউগিন। 'এ ছাড়া আর কি কোনও উপায় নেই ক্যাপটেন?'

জেনসন ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। 'সমস্ত রকম ভাবেই আমরা, স্যার, চেষ্টা করে দেখেছি। কোনও ফল হয়নি। এখন এই একটি পথই বাকি।'

'একে তা হলে যেতেই হবে?

'একটা কথা স্যার ভুলে যাবেন না। হাজারের ওপর তরুণ সৈনিক খেরোস-এ আটকে পড়ে আছে।'

ইউগিন মাথা নেড়ে স্বীকার করলেন সে-কথা। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে ক্লান্ত হাসি ফুটিয়ে মালোরির দিকে ফিরে তাকালেন।

'দ্যাখো—ব্যাপারটা দ্যাখো, উনি আমাকে স্যার বলে সম্বোধন করছেন। আমি একজন নগণ্য ব্যক্তি, সামান্য এক সরাইখানার মালিক, আর উনি রাজকীয় নৌবাহিনীর ক্যাপটেন জেনসন। অথচ উনি কিনা আমায় স্যার বলছেন! ...অবশ্য যে কোনও বৃদ্ধই এ-ধরনের সম্ভাষণে রীতিমত আনন্দ বোধ করবে।' কথা থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ইউগিন। 'আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, ক্যাপটেন মালোরি। বৃদ্ধ এবং দরিদ্র। আমার সারা বুকটাই এখানে বিষাদে ভরে থাকে। কিন্তু চিরকাল আমি এমন ছিলাম না। এক সময় আমার বয়স ছিল, এবং ধনসম্পত্তিও কম ছিল না। একশো

BanglaBook.org

বর্গমাইলের মতো একটা দেশের আমিই ছিলাম রাজা। এমন সুন্দর দেশ বিধাতা বুঝি আর দুটো সৃষ্টি করেননি। তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে দুচোখ জুড়িয়ে যেত। কত ভালোই না বাসতাম সে দেশটাকে!' খানিকটা আত্মগত ভাবেই হেসে উঠলেন বৃদ্ধ ইউগিন। এক মাথা ধূসর অবিন্যস্ত চুলের ওপর হাত বোলালেন বার কয়েক। 'তবে নিজের দেশ বলেই তার সব কিছু আমার কাছে পরম রমণীয় বলে মনে হয়। সেটাই স্বাভাবিক। আমার অসাক্ষাতে ক্যাপটেন জেনসন এই দ্বীপটা সম্বন্ধে কী বিশেষণ প্রয়োগ করেন তা আমি কল্পনা করে নিতে পারি।' মৃদু হেসে জেনসনের ঈষৎ বিব্রত মুখের দিকে আড়চোখে ফিরে তাকালেন বৃদ্ধ। 'যদিও আমরা দুজনেই একই নামে দ্বীপটাকে উল্লেখ করি— তা হচ্ছে নাভারোন।'

হতচকিত মালোরি জেনসনের মুখের দিকে কয়েক পলক চোখ তুলে তাকিয়ে রইল। জেনসন ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। ভ্লাকোস পরিবারই বহুদিন ধরে নাভারোনের অধিপতি ছিলেন। আঠারো মাস আগে খুব দ্রুততার সঙ্গে মঁসিয়ে ভ্লাকোসকে আমরা সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসি। কারণ জার্মানরা তাঁর সহযোগিতার ধরনধারণ ঠিক পছন্দ করেনি।'

'হ্যাঁ, খুব অল্পের জন্যেই সে যাত্রা কোনও রকমে রক্ষা পেয়েছিলাম।' বিষাদ ভারাতুর কণ্ঠে বৃদ্ধ ইউগিন বললেন, 'শয়তানরা নাভারোনের অন্ধকার কারাকক্ষে আমার এবং আমার দুই পুত্রের জন্যে তিনটে আসন নির্দিষ্ট করে রেখেছে।

'আমার এত কথা বলার অর্থ, আমি যে নাভারোনে দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাস করেছি সেটা তোমাকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। এবং এই মানচিত্রটার পেছনেও আমি প্রায় চারদিন সময় দিয়েছি।' টেবিলের ওপর ছড়ানো মানচিত্রটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'আমার দেওয়া তথ্য এবং এই মানচিত্র—দুটোর ওপরই তুমি সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারো। কালের প্রবাহে অনেক কিছুই বদলে যায়, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যা অপরিবর্তনীয়। তার কোনও রূপান্তর হয় না। ...তা হচ্ছে, পাহাড়, পর্বত, সাগর-উপসাগর, গিরিপথ, পার্বত্য-গুহা, পথঘাট, অধিবাসীদের বসতবাড়ি এবং সর্বোপরি নাভারোনের দুর্ভেদ্য দুর্গ। এগুলো শত শত বছর ধরে একই রকম আছে, ক্যাপটেন মালোরি।'

'বুঝতে পেরেছি স্যার।' মালোরি যত্ন সহকারে মানচিত্রটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। 'এর সাহায্যে আমাদের কার্যোদ্ধারের তবু একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মঁসিয়ে ভ্লাকোস।'

'না...না, অতটা উচ্ছ্বসিত হবার কিছু নেই।' ম্লান কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন তিনি। 'ঈশ্বর জানেন এর কার্যকারিতা কত নগণ্য। ...ক্যাপটেন জেনসনের মুখে থেকে শুনলাম তোমাদের দলের প্রায় সকলেই গ্রিক ভাষাটা ভালো বলতে পারো। তোমাদের বেশবাসও হবে গ্রিক চাষিদের মতো। তারপর তোমাদের সঙ্গে কিছু ভালো কাগজপত্রও থাকবে। বন্দোবস্ত

BanglaBook.org

খুবই ভালো, সন্দেহ নেই। তোমাদের এই দলটা…কী যেন বলে…হ্যাঁ, স্বয়ং সম্পূর্ণ। নিজেদের পরিকল্পনা মতোই তোমরা কাজ করবে।' অল্প থামলেন ইউগিন। তারপর আবেগমথিত গলায় পুনরায় বলতে শুরু করলেন, 'কিন্তু আমার একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ। নাভারোনের অধিবাসীদের কাছ থেকে তোমরা যেন কোনও সাহায্য নিও না। পারতপক্ষে ওদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। জার্মানরা বড়ই নৃশংস। একবার যদি কোনও রকমে জানতে পারে কেউ তোমাদের সাহায্য করছে—তবে শুধু তাকেই নয়, গ্রামের সকলকেই ওরা নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ শিশু কাউকেই আর বাদ রাখবে না। একেবারেই জ্বালিয়ে দেবে গ্রামটাকে। এমন ঘটনা আগেও অনেক ঘটেছে। ভবিষ্যতেও আবার ঘটবে।'

'হ্যাঁ, ক্রিটেও আমি ওদের এই স্বভাবের পরিচয় পেয়েছি।' সমঝদারের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল মালোরি। 'নিজের চোখে দেখেছি পর্যন্ত।'

'ঠিক এই কারণেই আমি তোমাদের নিষেধ করছি। …নাভারোনের সরলবুদ্ধি অধিবাসীদের গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হবার মতো দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা—কিছুই নেই। তাদের সে রকম সুযোগই নেই কোনও। তার ওপর জার্মানদের পাহারার ব্যবস্থা এখানে খুবই জোরদার। সামান্য সন্দেহ দেখা দিলেও ওরা মারাত্মক হিংস্র হয়ে ওঠে।'

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি স্যার…'

ইউগিন হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন। 'আর একটা কথা, যদি সত্যিই তোমাদের তেমন কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়—একান্তই সেরকম কিছু করা দরকার মনে করো, তবে দুজন লোকের কাছে তোমরা যেতে পারো। দুর্গ থেকে মাইল তিনেক দক্ষিণে উপত্যকার ঠিক মুখ বরাবর একটা বিরাট বড় গাছ দেখতে পাবে। তার পাশেই মার্গারিথা গ্রাম। এখানে লৌকি নামে একজন চাষি আছে। অনেক বছর আগে লোকটা আমাদের সহিসের কাজ করত। খুবই অনুগত ও বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। লৌকি আগেও বৃটিশদের সাহায্য করেছে—ক্যাপটেন জেনসনও তা জানেন। একে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো। লৌকির একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে। তার নাম প্যানিয়াস। ও-ও খুব বিশ্বস্ত।'

'ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার উপদেশ আমার স্মরণে থাকবে। লৌকি আর প্যানিয়াস। গ্রামের নাম মার্গারিথা, উপত্যকার মুখে প্রথম যে বড় গাছ পড়বে তার পাশেই এই গ্রাম।'

'এ ছাড়া অন্য সকলের সাহায্যই তুমি কিন্তু প্রত্যাখান করবে ক্যাপটেন।' উদ্বিগ্ন চোখে বললেন ইউগিন। 'কেবল লৌকি আর প্যানিয়াস—আর কেউ নয়।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার। তা ছাড়া সেখানকার স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা যত কম হয় ততই মঙ্গল। শুধু তাদের পক্ষে নয়, আমাদের দিক থেকেও সেটা কাম্য।'

BanglaBook.org

'তা বটে।' ঘনঘন ঘাড় দোলালেন ইউগিন।

নিজের দেশবাসীর নিরাপত্তার জন্যে বৃদ্ধের এই সীমাহীন উৎকণ্ঠা দেখে মালোরি মুগ্ধ হল। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। 'আপনাকে কিছুমাত্র চিন্তা করতে হবে না। তারা আমাদের দর্শনই পাবে না কখনও।' রীতিমতো দৃঢ় কণ্ঠেই ব্যক্ত করল মালোরি। 'একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের এই অভিযান। যে-কোনও মূল্যেই হোক এই অগ্নিস্রাবী কামানগুলোকে স্তব্ধ করতে হবে।'

'হুঁ,...এই কামানগুলো সত্যিই খুব ভয়ংকর!' মৃদুমন্দ মাথা দোলালেন ইউগিন। 'কিন্তু মনে করো...'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না।' মাঝপথে বাধা দিল মালোরি। 'আমরা কারও কোনও ক্ষতিই করব না। সরল দ্বীপবাসীরা যাতে আমাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সব সময় সতর্ক থাকব।'

'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!' স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ। 'তিনি যেন সর্বদা তোমাদের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। আমিও যদি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারতাম...'

রবিবার রাত্রি

সন্ধে সাতটা থেকে রাত্রি দুটো

'কফি স্যার।'

আচমকা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল মালোরির। একটা বিরক্তি-সূচক ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে। অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমে আঁটা হালকা চেয়ারে গা এলিয়ে গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছিল এতক্ষণ। কোনও রকমে সোজা হয়ে উঠে বসল। চোখ দুটো যেন আর খুলতেই চায় না। কষ্টেসৃষ্টে তবু একবার তাকাতে হল। বিমান বাহিনীর কর্তৃপক্ষ কবে যে এই সব অদ্ভুতদর্শন শয়তান তুল্য যন্ত্রগুলোর মধ্যে কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবেন সেই কথাটাই সর্বপ্রথম মনে পড়ল তার। তারপরই সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল। রেডিয়াম দেওয়া রিস্টওয়াচটাও দেখে নিল একবার। এখন সন্ধে সাতটা। তার মানে বড় জোর ঘন্টা দুয়েক ঘুমোবার সুযোগ পেয়েছে সে। কিন্তু এত তাড়াতাড়িই বা ওরা তাকে জাগিয়ে দিল কেন? আরও কিছুক্ষণ তো ঘুমোতে পারত চেয়ারে হেলান দিয়ে।

'কফি স্যার।' সতেরো আঠারো বছরের তরুণ ছেলেটি ধৈর্য সহকারে মালোরির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। একটা বারুদের বাক্সের উলটো পিঠটাকে ট্রে হিসেবে

BanglaBook.org

.হার করা হয়েছে। তার ওপর ধূমায়িত কফি।

'হ্যাঁ, দাও…দুঃখিত, তোমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি।' হাত বাড়িয়ে কাপটা তুলে নিল মালোরি। ধূমায়িত কফিতে একটা চুমুক দিতেই তার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ধন্যবাদ…কফির গন্ধটা তো বেশ খাঁটি বলেই মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ স্যার।' ঝকমকে দাঁত বের করে মৃদু হাসল ছেলেটি। 'আমাদের রান্নাঘরে পারকোলেটর যন্ত্র আছে।'

'তাই নাকি?' মালোরি যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। 'হায় ভগবান! যুদ্ধের উন্মাদনার মধ্যেও রাজকীয় বিমান বাহিনী এত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছে!' পরমুহূর্তেই আবার সব কিছু ভুলে চেয়ারে গা এলিয়ে কফির কাপে চুমুক দিতে শুরু করল আপন মনে। তার চোখে-মুখে পরম তৃপ্তির আভাস। কিন্তু হঠাৎই আবার তার ধ্যান ভাঙল। কাপ থেকে চলকে উঠে গরম কফি তার গায়ের ওপর পড়ল। সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। অবাক বিস্ময়ে মালোরি এখন প্লেনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। 'কাণ্ডটা কি ঘটে চেলেছে কিছুই আমার মাথায় ঠুকছে না! অন্তত দু-ঘন্টা আগেই তো অন্ধকার হতে শুরু করেছে। কিন্তু এখন দেখছি সবে সূর্য অস্ত যাচ্ছে…? পাইলট কি ভুল করে…'

'এটা সাইপ্রাস, স্যার।' ছেলেটি বোঝাবার চেষ্টা করল। 'সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলে দূর দিগন্তে অলিম্পাস পাহাড়ও আপনার চোখে পড়বে। ক্যাস্টারলোসায় যাবার সময় আমরা সাধারণত সাইপ্রাস ডিঙিয়েই যাতায়াত করি। এর ফলে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের সম্ভাবনা কম। তার ওপর রোডস থেকেও আমরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে পারি।'

'ছেলেটা কী বলতে চায়? শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যেই এই ঘুরপথের প্রয়োজন?' মালোরি যে চেয়ারে বসেছিল তার বিপরীত প্রান্তের অন্য একটা চেয়ারে বসে হাই তুলতে তুলতে বিড়বিড় করল একজন। তার কণ্ঠে বিস্ময়ের ঘনঘটা কান এড়ায় না। 'সেইজন্যে লঞ্চে করে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ষোলো মাইল দূরে এসে প্লেন ধরলাম, যাতে আমাদের এই গোপন অভিসার অন্য কারও নজরে না পড়ে! কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও…' কোনও ক্রমে জানলা দিয়ে মুখ বের করে প্লেনের বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে পরক্ষণেই হতাশভাবে নিজের আসনে গা এলিয়ে দেয় লোকটা। 'কিন্তু এত সাবধানতার পরেও ঝকমকে দুধসাদা রং লাগানো হল প্লেনটার গায়ে! যাতে একশো মাইল দূর থেকেও যে-কোনও অন্ধেরও এটা নজরে পড়ে। বিশেষ করে এখন আবার অন্ধকার হতে শুরু করেছে। এই পরিবেশে সাদা রংটা তো আরও বেশি করে ফুটে উঠবে!'

'সাদা রঙের ফলে বাইরের প্রচণ্ড উত্তাপ কিছুটা এড়ানো যায়'। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে জবাব দিল ছেলেটা।

BanglaBook.org

'কিন্তু খোকা, বাইরের তাপের জন্যে আমি ততটা উদ্বিগ্ন নই।' লোকটার কণ্ঠস্বর এবার যেন আরও করুণ শোনাল, আরও বেশি শোকার্ত। 'শত্রুপক্ষের গুলিগোলা যখন দেহের মধ্যে অনাবশ্যক ছিদ্রের সৃষ্টি করে তখনই আমি বড় বেশি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।' লোকটা চেয়ারের পেছনে আরও কিছুটা গা এলিয়ে দেবার চেষ্টা করল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল নাক ডাকিয়ে।

লোকটির ভাববঙ্গি দেখে ফিক করে হেসে ফেলল ছেলেটি। সেইভাবেই মালোরির দিকে ফিরে তাকাল। 'খুব ভয় পাবার নমুনাটা একবার দেখুন!'

মালোরিও যোগ দিল সে হাসিতে। ছেলেটা কেবিনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে আর একবার মালোরি ঘুমন্ত লোকটার মুখের দিকে ফিরে তাকাল। এই পরিতৃপ্ত নিরুদ্বিগ্ন মানুষটি সত্যিই খুব চমৎকার। যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরাল ডাস্টি মিলার। সম্প্রতি মরুপ্রদেশের আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এমন একজন লোকের সাহচর্য পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের বিষয়।

প্লেনের অন্যান্য সহযাত্রীদের দিকেও মালোরি একবার চোখ বুলিয়ে নিল। আপনা থেকেই প্রসন্ন হয়ে উঠল তার চিত্ত। প্রত্যেকেই এক একটি রত্ন বিশেষ। আঠারো মাস ক্রিট দ্বীপের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে কাটিয়ে খাঁটি মানুষ চিনে নেবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা হয়েছে তার। কার যোগ্যতা কতখানি এবং শত্রু-অধ্যুষিত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কে কতটা আত্মরক্ষার ক্ষমতা ধরে তাও সে এখন বেশ ভালোই উপলব্ধি করতে পারে। এই চারজনও যে সে বিষয়ে রীতিমত দক্ষ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ক্যাপটেন জেনসন যথেষ্ট বিচারবিবেচনা করেই এদের নির্বাচিত করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে মালোরি অবশ্য প্রত্যেকের কর্মকুশলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত নয়, কিন্তু জেনসন যে তাদের ওপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল, মালোরি তা জানে। এদের নিয়ে সত্যিই সে গর্ব বোধ করতে পারে।

তবে স্টিভেন্সের সম্পর্কে কোথাও কি একটা সন্দেহ জাগে না? মনে মনে চিন্তা করল মালোরি। ওকে দেখলে এখনও মাঝেমধ্যে বালক বলে ভ্রম হয়। বয়সটা যদিও বেশি নয়। দুচোখে শঙ্কার ছায়া ফুটিয়ে স্টিভেন্স এখন জানলা দিয়ে প্লেনের ঝকমকে ডানার দিকে তাকিয়ে আছে। তিনটে বিশেষ কারণে রাজকীয় নৌবহরের অতিরিক্ত বাহিনীর লেফটেন্যান্ট অ্যান্ডি স্টিভেন্সকে এই দলের সঙ্গে পাঠানো হয়েছে। যে গাধাবোটটা তাদের পর্বত-সংকুল নাভারোনে পৌঁছে দেবে স্টিভেন্সই হুইল ধরে তার গতিপথ ঠিক রাখবে। তা ছাড়া আলপ্‌স পর্বতমালার বিভিন্ন অভিযানেও স্টিভেন্সের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে ভাষাতত্ত্বের মনোযোগী ছাত্র হিসেবেও ওর যথেষ্ট নাম-ডাক ছিল। প্রাচীন এবং আধুনিক গ্রিক দুটোই বেশ অনর্গল বলতে পারে। তারপরও যুদ্ধের আগে দীর্ঘ ছুটিগুলো সে এথেন্সেই বেশি কাটিয়েছে। তা হলেও স্টিভেন্স এখনও যুবক—সুনিশ্চিত ভাবেই যুবক। এবং এই সতেজ তারুণ্যই সবচেয়ে

BanglaBook.org

বিপজ্জনক। দ্বীপের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধে প্রায়শই এই তরুণেরা নিজের দলের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রবল আগ্রহ, অফুরন্ত উদ্যম বা একরোখা তেজই বড় কথা নয়। বরঞ্চএক্ষেত্রে এগুলোই বেশি ক্ষতিকারক। এখানে সম্মুখসমরের কোলাহলমুখর রণোদ্মাদনা নেই। এখানে চাই স্থৈর্য, চাই সহিষ্ণুতা, চাই টিকে থাকার ক্ষমতা। ধূর্ত শ্বাপদের মত অতর্কিতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই সমস্ত গুণাবলী নবীন যুবকদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তবে ওকে দেখে মনে হয় ও খুব তাড়াতাড়িই সব কিছু শিখে নিতে পারবে। কারণ আগ্রহ আছে ছেলেটার।

মালোরির দৃষ্টি আবার তন্দ্রামগ্ন মিলারের ওপর গিয়ে পড়ল। ডাস্টি মিলার যে অনেক আগে থেকেই সমস্ত রকম বিদ্যে আয়ত্ত করে বসে আছে সেটা ওর চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়। রণবাদ্য মুখরিত জনাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীর দর্পে যুদ্ধ করছে মিলার—না, এ ধরনের কোনও দৃশ্যের নায়ক হিসেবে মিলারকে কল্পনা করা যায় না। তার আকৃতির সঙ্গে সেনানায়ক স্যার ল্যান্সলটের কোনও সাদৃশ্য নেই। রোদে পোড়া, পোড়খাওয়া চেহারা মিলারের। দেখলেই বোঝা যায় বহু দিন যুদ্ধের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই তার চোখে-মুখেও এর উদ্দীপনা বিষয়ক কোনও মোহ বা বিভ্রান্তি লেগে নেই।

কর্পোরাল মিলার প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এদিককার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছে। জন্মসূত্রে সে একজন ক্যালিফোর্নিয়ান। কিন্তু তার রক্তে তিন ভাগ আইরিশ আর এক ভাগ মধ্য ইউরোপের সংমিশ্রণ। সারা জীবনভর সে যে রকম রোমঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে কোনও একজন বারোটা জীবনেও তার কাছাকাছি পৌঁছোতে পারবে কি না সন্দেহ। রুপোর খনির সন্ধানে নেভেদায় অভিযান চালিয়েছে মিলার। কানাডার দুর্গম অঞ্চলে সুড়ঙ্গ কাটার কাজেও নেতৃত্ব দিয়েছে অনেকদিন। হিটলার যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে তখন মিলার ছিল সৌদিআরবে। তার মাতৃকূলের কোনও এক পূর্বপুরুষ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ওয়ারস-এ বাস করতেন। তাই তার আইরিশ রক্তও এ ব্যাপারে নিজেকে আর নিরপেক্ষ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করল না। প্রথম প্লেনেই বৃটেনে ফিরে এসে বিমান বাহিনীতে নাম লেখাল মিলার। কিন্তু এটা যে তার নিজের ক্ষেত্র নয় অচিরেই বুঝতে পারল সে-কথা। বেশি বয়সের জন্যে কর্তৃপক্ষও তাকে কিছুটা অবহেলার চোখে দেখতেন। কোনও বড় দায়িত্ব তাকে কখনও দেওয়া হত না।

জীবনে একবার মাত্র বিমান অভিযানে সক্রিয় অংশ নিতে হয়েছিল তাকে। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। সালটা উনিশশো একচল্লিশ। এথেন্সের কাছাকাছি মেনিডি বিমান বন্দর থেকে প্লেন নিয়ে আকাশে উড়ল মিলার। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই ইঞ্জিন বিগড়ে গেল। তার ফলেই কলঙ্কময় অবরোহণ। মেনিডির উত্তর-পশ্চিমে একটা জলা ধানজমিতে যদিও নিরাপদেই প্লেনটা নিয়ে নেমে আসতে পেরেছিল, তবে কর্তৃপক্ষ অতিশয় বিরক্ত

BanglaBook.org

হলেন। বাকি শীতটা তাকে বিমান বাহিনীর রান্নাঘরে সরিয়ে দেওয়া হল। অবরুদ্ধ ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতেই রান্নাঘরের যাবতীয় ঝক্কি সামলালো মিলার। এবং সামরিক শাস্তি শেষ হবার পর এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিমান বাহিনীর কাজে ইস্তফা দিল। এবারে মূল রণাঙ্গনের দিকেই ওর লক্ষ্য। চলতে চলতে অ্যালবামাইনের সামনে এসে জানতে পারল দক্ষিণ দিক থেকে জার্মানরা এগিয়ে আসছে। এর পরের ঘটনাবলী মিলারের মুখ থেকেই শোনা। মিলার অ্যালবামাইন থেকে কিছু দূরে নোপলিয়নে এসে জাতীয় নৌবাহিনীতে ভিড়ে গেল। তারা তখন সৈন্য অপসারণের কাজে ব্যস্ত। মিলার যে জাহাজে ফিরে আসছিল শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে সেটা ফেঁসে গেল মাঝসমুদ্রে। একটা ডেস্ট্রয়ার এসে রক্ষা করল তাদের। কিন্তু সেটাও বেশিক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারল না। অবশেষে গ্রিকদের একটা ভাঙাচোরা পালতোলা নৌকো সংগ্রহ করে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে পৌঁছোল। ডাঙায় পা দিয়েই মিলার শেষ বারের মত সেলাম জানাল নৌবাহিনীকে। আকাশ এবং জলপথ—দু দিকেই তার বিস্তর অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভুলেও আর ওধারে কখনও পা বাড়াবে না। কিছুকাল পরে লিবিয়ার রণাঙ্গণে আবার মিলারের দেখা পাওয়া গেল। দীর্ঘদিন বাদে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল মিলার। তার বিদ্যুৎগতি আক্রমণে নাজেহাল হয়ে উঠল শত্রুপক্ষ।

মিলার যেন···, মনে মনে চিন্তা করল মালোরি, স্টিভেন্সের ঠিক বিপরীত। স্টিভেন্স টাটকা তাজা যুবক, তার মধ্যে আগ্রহও আছে প্রচুর, তার বেশবাসও নিখুঁত এবং পরিপাটি। অপর পক্ষে মিলারের চেহারা পোড়খাওয়া রুক্ষ। তার দৈহিক শক্তিও প্রচণ্ড। এবং ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার বিরুদ্ধে সে যেন বরাবরই একটা জেহাদ ঘোষণা করে বসে আছে। তার ডাক নাম ডাস্টি-টা তার চালচলনের মধ্যেও বেশ সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে। তার ওপর স্টিভেন্স অনেকবার পর্বত অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছে, মিলারের সে অভিজ্ঞতা একবারেই নেই। এবং যে দু-একটা গ্রিক শব্দ মিলারের জানা আছে তাও নিশ্চয় কোনও অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এর কোনওটাই এক্ষেত্রে তেমন প্রয়োজনীয় নয়। একটি মাত্র বিশেষ কারণে মিলারকে দলে রাখা হয়েছে। বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে কাজ করতে তার মতো দক্ষ কেউ নেই। এবং মধ্য প্রাচ্যের গোয়েন্দা বিভাগ তাকে এ ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি বলেই সম্মান করত।

মিলারের ঠিক পাশেই বসে আছে কেসি ব্রাউন। টেলিগ্রাফ বিভাগের একজন সাধারণ অফিসার। যুদ্ধের আগে হালকা প্রমোদতরী নির্মাণের এক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রমোদতরীগুলো জলে ছাড়ার আগে সে খুঁটিয়ে খুটিয়ে তার সমস্ত যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখত। এ বিষয়ে দক্ষতাও অর্জন করেছিল যথেষ্ট। কিন্তু নৌবাহিনীতে যোগ দেবার পর তাকে সেখানকার বার্তা বিভাগে নিযুক্ত করা হল। তার ফলে মালোরিরই সুবিধা হয়েছে বেশি। যে গাধাবোট তাদের নাভারোনে পৌঁছে দেবে ব্রাউনই তার একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার। তার ওপর মূল ঘাঁটির সঙ্গে বেতার যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত করা

BanglaBook.org

হয়েছে। গেরিলা যুদ্ধেও ব্রাউনের দক্ষতা অসাধারণ। এ ব্যাপারেও তার অনেক নাম-ডাক আছে।

মালোরির ঠিক পেছনের চেয়ারে দলের পঞ্চম ও শেষ সদস্য আন্দ্রিয়া। আন্দ্রিয়াকে দেখার জন্যে সে চোখ তুলে পেছন দিকে ফিরে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করল না। তাকে সে খুব ভালো করেই জানে। এমনকী নিজের মাকেও সে অত ভালো করে চেনে কি না সন্দেহ। গত আঠারো মাস যাবৎ ক্রিটদ্বীপে তার অধীনেই লেফটেন্যান্ট ছিল আন্দ্রিয়া। বিশালদেহী আন্দ্রিয়ার প্রধান বিশেষত্ব তার মুখের অমায়িক হাসি। দুর্গম বিপদ-সংকুল পরিস্থিতির মধ্যেও তার মুখের হাসিটুকু কখনও ম্লান হত না। আন্দ্রিয়ার দিকে ফিরে তাকালে আয়নায় মুখ দেখার মতো নিজেকেই যেন দেখতে পায় মালোরি। আন্দ্রিয়া জাতে গ্রিক এবং এই সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীদের ভাষা, প্রথা এবং রীতিনীতি সম্পর্কেও তার অভিজ্ঞতা বিস্তর। তা ছাড়া একত্রে কাজ করার সুবাদে মালোরির সঙ্গে ও তার যথেষ্ট বোঝাপড়া হয়ে গেছে। একজন আর একজনকে সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু আন্দ্রিয়ার নির্বাচনের ব্যাপারে এগুলোই বড় কথা নয়। তাদের নানা রকম বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার জন্যেই আন্দ্রিয়াকে দলে নেওয়া হয়েছে। আন্দ্রিয়ার রণকুশলতার তুলনা মেলা ভার। বিশাল দেহী হলেও সে এতই ক্ষিপ্র এবং তৎপর যে চোখে না দেখলে তার কীর্তি-কাহিনি গল্পকথা বলে মনে হয়। তাদের যে-কোনও রকম ব্যর্থতার বিরুদ্ধে এই আন্দ্রিয়াই যেন এক জীবন্ত বিমা-পত্র।

মালোরি জানলার ফাঁক দিয়ে আবার অন্ধকার দিগন্তের দিকে ফিরে তাকাল। তার বুকের মধ্যেও এখন গভীর প্রশান্তির স্নিগ্ধ আমেজ। সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ঢুঁড়ে ফেললেও জেনসন এর চেয়ে আর সুদক্ষ কোনও দল গড়তে পারতেন কিনা সন্দেহ। মালোরির মনে হল জেনসন সেই চেষ্টাই করেছেন। ভদ্রলোকের সম্বন্ধে মালোরির খুব উচ্চ ধারণা ছিল। এখন সেই শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। সত্যই তিনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং দূরদ্রষ্টা। আগে থেকেই তিনি নিশ্চয় এর জন্যে গোপন প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকের এই সুসংগঠিত দলটি তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এমনকী নাভারোনে প্যারাসুট বাহিনী পাঠানোর আগেই তিনি হয়ত এর পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।

হাতে বাঁধা রিস্টওয়াচের দিকে মালোরি তাকিয়ে দেখল। প্রায় আটটা বাজে। প্লেনের ভেতরেও কোনও আলো জ্বালা হয়নি। মালোরি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর আবছা-অন্ধকারের মধ্যেই পায়ে পায়ে পাইলটের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। চেয়ারে গা এলিয়ে তারিয়ে তারিয়ে কফি পানে ব্যস্ত ছিলেন ভদ্রলোক। সহকারী পাইলট মালোরিকে আসতে দেখে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাল একবার। তারপর ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। প্লেনের গতিপথে সজাগ দৃষ্টি রাখাই তার প্রধান কর্তব্য।

'সুপ্রভাত,' মৃদু হাসল মালোরি। 'আসতে পারি?'

BanglaBook.org

'নিশ্চয় নিশ্চয়,' কফির কাপটা পাশে নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক তাকে স্বাগত জানালেন। 'তার জন্যে ঘটা করে অনুমতি নেবারও প্রয়োজন নেই।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো ব্যস্ত থাকবেন ...', মাঝপথে থেমে গিয়ে মালোরি চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। 'কিন্তু প্লেনটা কে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?' তার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হল।

'জর্জ, আমাদের যান্ত্রিক পাইলট।' হাত তুলে একটা কাঠের বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করলেন ভদ্রলোক। অন্ধকারের মধ্যে কেবল তার বাহ্যিক অবয়বটুকুই আবছা দেখা যাচ্ছে। 'তবে তার জন্যে চিন্তার কিছু নেই। মানুষের চাইতে ওরা কম ভুল করে। ...কিন্তু ক্যাপটেন, আপনি কি আমাকে কিছু বলার জন্যে এখানে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, আজ রাত্রে আপনাকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?'

'রাতের অন্ধকারে আপনাদের ক্যাস্টালরসোয় নামিয়ে দিতে হবে।' অল্প ইতস্তত করলেন তিনি। 'কিন্তু ব্যাপারটা আমার তেমন সুবিধের ঠেকছে না। এতবড় প্লেনে মাত্র পাঁচজন যাত্রী, আর তাদের সামান্য কয়েক শো পাউণ্ড মালপত্র। বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে ক্যাস্টালরসোয় অবতরণ...। শেষ যে প্লেনটা এখানে এসেছিল সেটা ক্রমশই নীচের দিকে নামতে শুরু করেছিল। একবারে সমুদ্রের তলায় পৌঁছে তবেই স্তব্ধ হয়েছিল তার গতি। মাত্র দুজনই কোনও রকমে রক্ষা পেয়েছিল সে যাত্রা।'

'আমি জানি, আমি জানি। খুবই দুঃখের ব্যাপার! তবে আমাকেও তো ওপর তলার নির্দেশ মেনে চলতে হবে! ...তা ছাড়া সব কিছু বিস্মৃত হওয়াই ভালো। আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদেরও বলে দেবেন, তারা যেন আমাদের সম্পর্কে কোথাও গল্প না করে। আমাদের যেন তারা দেখেইনি কোনওদিন।'

পাইলট বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নাড়লেন। 'এ বিষয়ে আমাদের আগেই যথেষ্ট সচেতন করে দেওয়া হয়েছে। এর অন্যথা ঘটলে কোর্টমার্শাল পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো? ওদিকে কি কোনও মারাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়েছে?'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে। আপনি শুধু অক্ষত অবস্থায় আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দিলেই আমরা সবিশেষ বাধিত থাকব।'

'না...না, চিন্তার কোনও কারণ নেই।' জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন পাইলট। 'ভুলে যাবেন না, আমরাও এই প্লেনে আছি।'

❖ ❖ ❖

অন্ধকারের বুক চিরে মোটর বোটটা যখন সমুদ্রে ভাসমান প্লেনটার দিকে এগিয়ে এল তখন তাদের কানের পর্দায় চলন্ত প্লেনটার অবিশ্রান্ত ঘড়ঘড়ি আওয়াজই অনুরণিত হয়ে চলেছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই, নষ্ট করার মতো সময়ও নেই কারও। এক মিনিটের মধ্যেই পাঁচজন যাত্রী তাদের মালপত্র সমেত বোটের ওপর এসে দাঁড়াল। ধীরে

BanglaBook.org

ধীরে ক্যাস্টালরসোর জেটির দিকে এগিয়ে চলল বোটটা। পাঁচ মিনিট সময় লাগল জেটিতে পৌঁছোতে। জেটির নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটল।

'ক্যাপটেন মালোরি?'

'হ্যাঁ, আমিই ক্যাপটেন মালোরি।'

'আমি ক্যাপটেন ব্রিগস বলছি। আপনার দলের বাকি সকলকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা করুন। কর্নেল আপনাদের দেখতে চান।' ক্যাপটেন ব্রিগস-এর নাকের ভেতর দিয়েই যেন শব্দগুলো ভেসে এল। তার মধ্যে সৌজন্যের নাম-গন্ধ নেই। অবরুদ্ধ ক্রোধে কেঁপে উঠল মালোরি। কিন্তু মুখে কোনও প্রতিবাদ জানাল না। ব্রিগস-এর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে নরম শয্যার উষ্ণ আলিঙ্গন ছেড়ে এত রাত্রে উঠে আসতে হয়েছে বলে ভদ্রলোক অতিশয় ক্ষুব্ধ। কিংবা হয়তো এখন তাঁর ড্রয়িং রুমে বসে জিন পানের সময়। মালোরিদের এই অনভিপ্রেত উপস্থিতিই ভদ্রলোককে উভয় কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকতে বাধ্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধটাই যত নষ্টের মূল।

মিনিট দশেক পরে সদলবলে ফিরে এলেন ব্রিগস। এবার বিগ্রস-এর সঙ্গে আর দুজন নতুন ব্যক্তি আছেন। মালোরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনজনকে ভালো করে দেখে নিল। তারপর নিজের দলের অন্যান্যদের দিকে ফিরে তাকাল।

'মিলার কোথায়?' 'প্রশ্ন করল মালোরি।'

'এই যে বস্, আমি এখানে।' একটা চৌকো কাঠের টুকরোর ওপর বসেছিল মিলার। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। 'একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আর কি। সারাটা দিন শরীরের ওপর দিয়ে যা ধকল গেছে···!'

'আপনারা প্রস্তুত হয়ে নিন, ম্যাথুসই পথ দেখিয়ে আপনাদের জন্যে নির্দিষ্ট কোয়ার্টারে নিয়ে যাবে।' আগের মতোই বিরক্তি-সূচক কণ্ঠে ব্রিগস বললেন। তারপর পাশের লোকটির দিকে ফিরে তাকালেন। 'ম্যাথুস, তুমি আপাতত ক্যাপটেনের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। কর্নেলের তাই নির্দেশ।' এমনভাবে কথাটা উচ্চারণ করলেন তিনি যেন কর্নেলের এই আদেশটা খুবই জঘন্য অপরাধ জনক ব্যাপার। পুনরায় মালোরির দিকে চোখ তুললেন। 'তবে ভুলে যাবেন না ক্যাপটেন, কর্নেলের নির্দেশ দু-ঘণ্টার মধ্যেই আবার আপনাদের প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে।'

'আমাকে এটা নতুন করে না জানালেও চলবে।' ক্লান্ত কণ্ঠে মালোরি জবাব দিল। 'তিনি যখন এই নির্দেশ পাঠাচ্ছিলেন তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে। আমাকে তিনি নিজেই সমস্ত জানিয়েছেন। আমার সবই স্মরণে আছে।' মালোরি দলের অন্যদের উদ্দেশে প্রশ্ন করল, 'তোমরা সবাই প্রস্তুত?'

'আমাদের মালপত্রগুলো···?' জানতে চাইল স্টিভেন্স।

'ওগুলো বোটেই থাকুক। ···চলো ম্যাথুস, আমরা তৈরি।'

BanglaBook.org

ম্যাথুসের পেছনে পেছন এগিয়ে চলল পাঁচজনের পুরো দলটা। জুতোর নীচে রাবার সোল লাগানো থাকায় শান বাঁধানো মেঝের ওপর কোনও শব্দ হল না। কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে একটা পুরোনো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাথুস। বাড়ির গায়ে একটা সরু প্যাসেজ। প্যাসেজের ধার দিয়ে জরাজীর্ণ কাঠের সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। আগন্তুকদের পায়ের চাপ পড়তেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল সিঁড়িটা। দোতলায় লম্বা টানা বারান্দা। বারান্দা সংলগ্ন মাঝারি সাইজের একখানা ঘর।

'এই ঘরটাই আপনাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। আপনারা এখানেই বিশ্রাম করুন। আমি না হয় সামনের বারান্দায় একটা চেয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছি।'

'না, বারান্দায় নয়, তুমি বরং নীচেই কোথাও বসে থাকো। দরকার পড়লে আমরা তোমার খোঁজ নেব।' শান্ত সুরে ম্যাথুসকে বুঝিয়ে বলল মালোরি। 'কারণ এ ব্যাপারে তুমি যত কম জানতে পারো ততই তোমার মঙ্গল।'

ম্যাথুস বিদায় নেবার পর মালোরি ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। ঘরটার মাঝখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা গোলাকার কাঠের টেবিল পাতা। তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোটা পাঁচ-সাত বেতের চেয়ার। এক কোণে দেওয়াল ঘেঁষে একটা স্প্রিংআঁটা একানে লোহার খাট। মিলার এগিয়ে গিয়ে খাটের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। তার দেহভারে মচমচ করে উঠল স্প্রিংগুলো। 'হ্যাঁ, ঠিক যেন একটা হোটেল-রুম।' খুশির আমেজে ডগমগ হয়ে উঠল ও। 'আমাকে তো বাড়ির কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। তবে আসবাবপত্রের অভাবে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা।' একটু থেমে কী যেন চিন্তা করল মিলার। 'কিন্তু অন্যেরা সবাই কোথায় শোবে?'

মিলার ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে আন্দ্রিয়ার দিকে ফিরে তাকাল। দশাসই চেহারার এই গ্রিক সৈনিকটি তখন তন্নতন্ন করে ঘরের আনাচেকানাচে কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'ব্যাপারটা কী? ও কি ঘরে ধুলোবালি আছে কি না পরীক্ষা করে দেখছে?'

'না, মাইক্রোফোন বা ওই জাতীয় কোনও বস্তুর অন্বেষণ করছে।' উত্তর দিল মালোরি, 'আন্দ্রিয়া এবং আমি যে কোথাও কখনও বিপদে পড়িনি, এটাই তার প্রধান কারণ।' মালোরি তার ঢিলেঢালা নাবিকের পোশাকের পকেট থেকে মঁসিয়ে ইউগিনের দেওয়া নাভারোনের ম্যাপটা বের করে টেবিলের ওপর মেলে ধরল। 'এখন এসো, সকলে টেবিলের চারধারে গোল হয়ে বসে পড়ো। আমি জানি, বিগত কয়েক হপ্তা ধরেই তোমরা খুব বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠেছ। নানারকম প্রশ্ন জেগেছে তোমাদের মনে। কিন্তু কোনওটারই সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওনি। ...এবারে সব প্রশ্নের অবসান হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে রক্তরাঙা নাভারোনের পরিচয় ঘটিয়ে দেব।'

মালোরি যখন পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিয়ে বলে সোজা হয়ে উঠে বসল ঘড়িতে তখন এগারোটা। তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি একে একে চারজনের মুখের ওপর দিয়েই ঘুরে গেল। প্রতিটি মুখই গম্ভীর, চিন্তা-কুটিল।

BanglaBook.org

'তা হলে বন্ধুগণ, এখন তোমরা সবকিছুই জানতে পারলে। পরিকল্পনাটা ফ্রেমে আঁটা ছবির মতোই সুন্দর ও মনোহর।' মালেরির ঠোঁটের ফাঁকে বিষণ্ণ হাসির আভাস। 'এটা কোনও সিনেমার দৃশ্য হলে আমার পরবর্তী সংলাপ হত—বন্ধুগণ, এ বিষয়ে তোমাদের কি কোনও বক্তব্য আছে? তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে নেতিবাচক মাথা নাড়তে। সেটাই বিধেয়। কেননা, প্রকৃতই যদি কোনও প্রশ্ন তোমাদের মনে জেগে থাকে তবে তার উত্তর আমার জানা নেই। এবং আমার এই অজ্ঞতাটুকুও তোমরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারো।'

'চারশো ফুট উঁচু একটা পাহাড়, সিকি মাইল দুর্গম চড়াই ভেঙে তবেই তার মাথায় পৌঁছোতে পারা যায়। এটাকেই শত্রুপক্ষের রক্ষণভাগের সবচেয়ে দুর্বলতম স্থান বলে মনে করছ? এখানে জোরদার পাহারার বন্দোবস্ত না রেখে তারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে বলতে চাও?' পকেট থেকে সিগারেট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করল মিলার। 'এ ধরনের কল্পনাটাই হাস্যকর, বস্। বিশেষত সামান্য একটা মইয়ে ওঠাই যখন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।' জোরে জোরে বার কয়েক সিগারেটে টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার মুখ খুলল, 'সমস্ত পরিকল্পনাটাই নিছক আত্মহত্যার সামিল। এ ছাড়া তো অন্য কোনও উক্তি আমার মাথায় আসছে না। আমি হাজারের দরে বাজি রেখে বলতে পারি, ওই শয়তান সদৃশ কামানগুলোর পাঁচ মাইলের মধ্যেও আমরা গিয়ে পৌঁছোতে পারব না।'

'তুমি হাজারের দরে দর দিলে।' মালোরি অনেকক্ষণ মিলারের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। 'তা হলে বলো, খেরোস-এ আমাদের যে নওজোয়ানেরা আটকা পড়ে আছে তাদের উদ্ধারের সম্ভাবনাই বা কতটুকু?'

'হুঁ,' বিষাদ-মন্থর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মিলার। 'ওদের কথা একবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। ওই দুর্গম পাহাড়টাই আমার সমস্ত ভাবনাচিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ...তবে মনে হয় আমার আশঙ্কার বিশেষ কারণ নেই।' আন্দ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বাকিটা শেষ করল, 'ওর যা হারকিউলিসের মত চেহারা, তাতে ও অনায়াসে আমাকে পিঠে করে ওপরে তুলে নিয়ে যেতে পারবে।'

'আমরা তোমার হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে যাব।' স্টিভেন্সও যোগ দিল রসিকতায়। 'ভয় নেই, দড়িটা বেশ মজবুত দেখেই নেওয়া হবে।'

স্টিভেন্সের গলার সুরে ঠাট্টার আমেজ মিশে থাকলেও তার আড়ালে যে গভীর দুর্ভাবনা নিহিত ছিল সেটা মালোরির কান এড়াল না। রাতের অন্ধকারে এ ধরনের একটা অজানা দুর্গম পাহাড়ে ওঠা যে কতখানি দুঃসাধ্য, মালোরি ছাড়া একমাত্র স্টিভেন্সই তার কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে।

BanglaBook.org

সোমবার

সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা

'সত্যিই আমাকে আপনারা খুবই লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন।' বোকা বোকা মুখ করে মালোরির দিকে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক। 'আমি সত্যিই খুব বিব্রত বোধ করছি। রাটলেজ কোম্পানির মক্কেলরা সব সময় সেরা জিনিসটাই পছন্দ করে। এবং আমরাও তাদের চাহিদা মতোই মালপত্র সরবরাহ করি।'

মালোরি এর জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল। ঝাঁটা-মার্কা গোঁফ বিশিষ্ট নাদুসনুদুস চেহারার এই ভদ্রলোকটি পর্বত-সংকুল বন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপুল সৌন্দর্যরাশির মধ্যে যেন বড় বেশি রকম বেমানান।

'বাহ্যিক চেহারা দেখে মনে হচ্ছে জিনিসটা এককালে বেশ ভালোই ছিল?' মালোরি মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল ভদ্রলোককে। 'এবং ঠিক এই রকমই আমাদের প্রয়োজন।'

'সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।' নিরীহ ভদ্রলোকটি তবুও ভ্যাবাচাকা মুখে ইতস্তত করতে লাগলেন। 'গত আট বছর ধরে আমাদের রাটলেজ কোম্পানি সেনাবাহিনীকে নানা রকম জলযান জোগান দিয়ে আসছে। হালকা ছোট আয়তনের মোটর বোট, স্টিমলঞ্চ, ইয়ট, মাছ-ধরার বোট—সব কিছুই আমরা তাদের সরবরাহ করেছি। কিন্তু এ ধরনের জরাজীর্ণ গাধাবোটের অর্ডার কেউ কখনও দেয়নি। এটা সংগ্রহ করতে আমাকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে।' ব্যথিত কণ্ঠে ভদ্রলোক জানালেন। 'কারণ সকলেই জানে ভাঙাচোরা ফুটোফাটা জিনিসের কারবার আমরা করি না।'

'সকলেই জানে বলছেন, তারা কারা?' অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠে প্রশ্ন করল মালোরি।

'ওই যে, ওই সমস্ত দ্বীপের সৈনিকরা।' হাত তুলে উত্তর-পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করলেন ভদ্রলোক।

'কিন্তু···কিন্তু ওগুলো তো এখন জার্মান অধ্যুষিত এলাকা?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! এমনকী যে দ্বীপে দাঁড়িয়ে আমার কথা বলছি সেটাও ওদের অধিকারে। তবে তাতে আর কী হয়েছে। সৈনিকদের যখন প্রয়োজন তখন এক জায়গা না এক জায়গা থেকে তারা তো সেটা সংগ্রহ করবেই।' হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিসফিস করলেন ভদ্রলোক। তার চোখ-মুখও এখন কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তবে এ ধরনের জিনিস আপনারা কেন চাইছেন তা আমি জানি, শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দেবার জন্যে. তাই তো? যাতে তারা আপনাদের দেখে কোনও রকম সন্দেহ না করতে পারে। কায়রোর হেডকোয়ার্টার থেকেই আমাকে সে-কথা জানানো হয়েছে। ···কিন্তু আমার বক্তব্য, ওদের চোখে ধুলো দেবারই যদি দরকার হয় তবে জার্মানদের বোট ব্যবহার

BanglaBook.org

করাই তো সবচেয়ে সুবিধেজনক। চান তো তাও আমি জোগাড় করে দিতে পারি। একজনের কাছে খুব সংগোপনে রাখা আছে। বড় জোর ছত্রিশ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। তবে দামটা হাজারের কম হবে না তা আমি আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি। আমারই নিযুক্ত করা এক ছোকরা বোদ্রামে আছে। তার কাছে খবর পাঠালেই...'

'বোদ্রাম?' প্রশ্ন করল মালোরি। 'যতদূর স্মরণ হচ্ছে জায়গাটা তো তুরস্কে?'

'হ্যাঁ, তুরস্কে। আমারও তাই ধারণা। কিন্তু তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে! মালটা তো আমায় এক জায়গা থেকে জোগাড় করতে হবে?'

'না...না, এই ঠিক আছে।' মালোরি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আমরাও ঠিক এই রকমই চেয়েছিলাম। তা ছাড়া অপেক্ষা করার মতো আর এক মুহূর্তও আমাদের সময় নেই।'

'তা হলে যা ভালো বোঝেন করুন!' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন ভদ্রলোক। 'আমি না-হয় মালপত্রগুলো সব বোটে তুলে দেব।'

'তার আর প্রয়োজন হবে না। মালপত্র সামান্যই। আমরা নিজেরাই তা দেখে শুনে নিতে পারব।'

'তবে তো সমস্যা মিটেই গেল।' ভদ্রলোক বিরস মুখে মাথা নাড়লেন। 'আপনারা কি খুব তাড়াতাড়িই রওনা হচ্ছেন?'

রিস্টওয়াচে চোখ বোলালো মালোরি। 'হ্যাঁ, বড় জোর আধঘণ্টা।'

'দশ মিনিটের মধ্যেই আপনাদের প্রাতঃরাশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। শুয়োরের মাংস, ডিম সেদ্ধ আর কফি।'

'ধন্যবাদ...অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার এই সহৃদয় আতিথেয়তাটুকু আমরা সানন্দে গ্রহণ করলাম।'

লম্বা জেটির ওপর দিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল মালোরি। ঈজিয়ান সমুদ্রের লোনা বাতাস এসে তাকে প্রেমিকার মতো জড়িয়ে ধরতে চাইছে। চতুর্দিকে নিস্তরঙ্গ শান্ত পরিবেশ। কোথাও কোনও ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়োর আভাস নেই। সময় যেন মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলেছে এখানে।

অন্যমনস্ক ভাবে বার কয়েক মাথা নাড়ল মালোরি, তারপর জেটির শেষপ্রান্তে দলের অন্যান্যদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ভোরবেলা ডুবো জাহাজ এসে তাদের যেখানে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেইখানে বসেই অপেক্ষা করছিল সকলে। মিলার তার সহজাত অভ্যাস বশেই হাত-পাগুলো টানটান করে ছড়িয়ে দিয়ে একপাশে পড়েছিল।

'তোমাদের বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা রওনা হব। দশ মিনিটের মধ্যে প্রাতঃরাশও এসে পড়বে। এই ফাঁকে আমাদের মালপত্রগুলো বোটের ওপর তুলে ফেলা প্রয়োজন।' তারপর ব্রাউনের দিকে ফিরে তাকাল। 'তুমি না হয় ইঞ্জিনটা একবার ভালো ভাবে পরীক্ষা করে দেখে নাও।'

BanglaBook.org

দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্রাউন। রোদে জলে পোড়খাওয়া জরাজীর্ণ বোটটার দিকেও কয়েক পলক বিরস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার। তবে এর বাইরের আকৃতিটা যে রকম ইঞ্জিনটাও যদি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে...' মাঝপথে কথা থামিয়ে অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ব্রাউন। তারপর জেটি পেরিয়ে বোটের উদ্দেশে রওনা হল।

মালোরি এবং আন্দ্রিয়া অন্য দুজনের সহায়তায় স্তূপাকার মালপত্রগুলো একে একে ভেতরে নিয়ে এসে তুলল। প্রথমে একরাশ পুরোনো কাপড়-চোপড়ের বাণ্ডিল, তারপর টিনে আঁটা খাদ্যদ্রব্য। স্টোভ এবং জ্বালানি। ভারী ভারী বেশ কয়েক জোড়া বুটজুতো। মোটা মোটা গজালের একটা বড় বাক্স, কাঠের হাতল দেওয়া ভারী হাতুড়ি, পাথর-ভাঙা গাঁইতি, গোল করে পাকানো পাহাড়ে ওঠবার শক্ত মোটা দড়ি। বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের সাজসরঞ্জাম। তারপর এল আগ্নেয়াস্ত্র। দুটো মেশিনগান, দুটো ব্রেনগান, একটা মাউজার ও একটা কোল্ট। একটা বাক্সের মধ্যে কতকগুলো অদ্ভুত আকারের টর্চ, কিন্তু প্রত্যেকটাই বিশেষভাবে নির্বাচিত। দু দফা পরিচয় পত্র এবং বেশ কয়েক বোতল কড়া হুইস্কি।

অবশেষে অত্যন্ত সাবধানে দুটো কাঠের বাক্সও বোটের মধ্যে তোলা হল। একটার রং গাঢ় সবুজ, অপরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। সেটা কালো রঙের। দুটোর মধ্যেই নানা ধরনের মারাত্মক সব বিস্ফোরক আর নানা আকারের ডিনেমাইট ভরা আছে।

ইতিমধ্যে ব্রাউনের পরীক্ষানিরীক্ষাও শেষ হয়েছে। ইঞ্জিন ঘর থেকে বিরস মুখে বেরিয়ে এসে ব্রাউন মালোরির সামনে দাঁড়াল।

'স্যার, সত্যিই কি এই বোটে চড়ে আমাদের এতটা পথ পাড়ি দিতে হবে?'

'আমার তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। ...কিন্তু তোমার মনে এমন প্রশ্নে উদয় হল কেন?'

'কারণ কপালে যে কী লেখা আছে তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন!' ক্ষোভের সুরে ব্রাউন জবাব দিল। 'ইঞ্জিন ঘরটার মধ্যে একবার ঢুকে দেখুন। প্রতিটি যন্ত্রপাতিই ভাঙাচোরা মর্চে ধরা। সেগুলো কতবার যে ভেঙেছে আর কতবার তাদের জোড়াতালি লাগানো হয়েছে তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। মেশিনটাও খুব কম করে ত্রিশ বছরের পুরোনো।'

'কিন্তু ভদ্রলোক যে জানালেন, গতকালও এটা চলেছে।' শান্ত সুরে ব্রাউনকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল মালোরি। 'সে যা হোক এখন চল, প্রাতঃরাশটা সেরে আসি। আর একটা কথা, ফেরবার পথে গোটা কয়েক পাথরের টুকরো আনতে ভুলো না।'

'পাথর?' বিস্ময়ে মিলারের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। 'এর মধ্যে আবার পাথর?'

মালোরি কথা না বলে মৃদু হাসল।

'এই মালপত্রের ভারেই তো নড়বড়ে পানসিখানা ডুবতে বসেছে।' প্রতিবাদ জানালে

BanglaBook.org

মিলার। 'আবার পাথরের কি প্রয়োজন পড়ল?'

'সময় হলেই বুঝতে পারবে।' মালোরির কণ্ঠে রহস্যের আমেজ।

❖ ❖ ❖

তিনঘণ্টা বাদে রহস্যটা পরিষ্কার হল মিলারের কাছে। তুরস্কের উপকূল থেকে মাইল খানেক দূরত্ব বজায় রেখে সোজা উত্তর দিকে ছুটে চলেছে গাধাবোট। দিগন্ত প্রসারিত ঝকমকে সুনীল সমুদ্র। বাতাসের অস্তিত্বটুকুও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মিলার বিমর্ষ চিত্তে তার গা থেকে নাবিকের নীলচে পোশাকগুলো খুলে ফেলে সেগুলো তালগোল পাকিয়ে জড়ো করল এক জায়গায়। তার মধ্যে ভারী পাথর ভরে দেবার ফলে জলে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চালকের কেবিনের সংলগ্ন যে বড় আয়নাখানা লাগানো ছিল তার সামনে দাঁড়িয়েই নিজেকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করল মিলার। ঘোর বেগুনি রঙের এক টুকরো উড়নি তার কাঁধের ওপর ঝুলছে। গায়ে একটা নকশা কাটা জহর কোট। কোটটা এককালে রীতিমতো দামি ও শৌখিন বস্তু হলেও বর্তমানে তার পূর্ব গৌরব কিছু মাত্র বজায় নেই। অতি ব্যবহারে তার রংটাও এখন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। এ দুটি ছাড়া মিলারের পরিধানের যাবতীয় পোশাক-আশাক সমস্তই কালো রঙের। পায়ের জুতো জোড়াটাও কালো। এমনকী মাথা ভর্তি একরাশ তামাটে চুলও এখন কলপ লাগিয়ে কালো করে নিয়েছে।

যথেষ্ট অস্বস্তি ভরেই মিলার আয়নার দিক থেকে মুখটাকে ঘুরিয়ে নিল। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই পোশাকে বাড়িতে ছেলে মেয়েদের সামনে অন্তত দাঁড়াতে হয়নি।' স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল একবার। তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখল। সামান্য ছোটখাটো পার্থক্য ছাড়া সকলের পরনেই এখন একই ধরনের কালো পোশাক। আচমকাই মিলার এবার প্রাণ খুলে হেসে উঠল। 'ভালো ভালো, হয়তো খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না আমায়! ...কিন্তু বস্, এই যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভোল পালটানো, এর মুখ্য উদ্দেশ্যটা কী?'

'আমি খবর পেয়েছি, ইতিপূর্বে অন্তত দু-বার জার্মানির গুপ্তচর আমাদের পর্যবেক্ষণ করে গেছে। ...যাক, এখন একজন ভব্যসভ্য নাভারোনবাসী কী ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে সেই দিকে মনোযোগ দাও।'

'প্লেনের মধ্যেও তো আমরা একবার পোশাক বদলালাম?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আমরা নৌবাহিনীর শাদা পোশাক পরেই বেরিয়েছিলাম। ক্যাস্টালরসোয় অবতরণের আগেই সেগুলো বদলে নীল পোশাক পরে নিলাম। এখন আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সমস্তই গ্রিক ঢঙের, কারণ এটা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে আলেকজান্দ্রিয়া, ক্যাস্টালরসো বা যে দ্বীপ থেকে আমরা বর্তমান যাত্রা আরম্ভ করলাম—তার প্রতিটি অঞ্চলেই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

সেইজন্যে কোনওরকম ঝুঁকিই আমরা নিতে চাই না। আমাদের চলার পথে সামান্য কোনও চিহ্নও যেন না পড়ে থাকে।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মিলার, তারপর পায়ের নীচে পড়ে থাকা একটা শ্বেত শুভ্র পোশাক তুলে নিল। 'আর এই শাদা পোশাকটা কীসের জন্যে? ...আমরা যখন কোনও কবর খানার পাশ দিয়ে যাব তখন কি এর অন্তরালে গা ঢাকা দেব? যাতে সকলে আমাদের অশুভ প্রেতাত্মা বলে ভুল করে।'

'এটাও এক ধরনের ছদ্মবেশ।' হাসিমুখে জবাব দিল মালোরি। 'তুষারাবৃত্ত পাহাড়ি পথে এই পোশাকে ঘুরে বেড়ালে অপরের নজরে পড়বার সম্ভাবনা কম। নাভারোনে উঁচু উঁচু কয়েকটা পাহাড় আছে। সেগুলো আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে।'

এবারে সত্যিই বেশ হতভম্ভ হয়ে গেল মিলার। আর কথা না বাড়িয়ে ডেকের একপাশে জায়গা করে নিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

মালোরি এবার আন্দ্রিয়ার দিকে ফিরে তাকাল। 'মতলবটা মন্দ নয়। তুমিও না হয় কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। আমি বরং কয়েক ঘণ্টা চারদিকে নজর রাখব।'

ঝরঝরে গাধাবোটটা তুরস্কের উপকূলের ধার ঘেঁষে ঘণ্টা পাঁচেক এক নাগাড়ে নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে চলল। মাঝেমধ্যে কিছুটা পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লেও প্রধানত উত্তর দিকেই তার গতি। এবং তুরস্কের উপকূল থেকে দু মাইলের বেশি দূরেও কখনও সরে যায়নি। নভেম্বরের মিঠে রোদে গা ভাসিয়ে ডেকের ওপর একটা টুল নিয়ে বসেছিল মালোরি। তার কুঞ্চিত চোখের দৃষ্টি দূর দিগন্তে প্রসারিত। মাথার ওপর স্বচ্ছ সুনীল আকাশের দিকেও ফিরে তাকাচ্ছিল বারবার। কিছু দূরে আন্দ্রিয়া আর মিলার গভীর ঘুমে অচৈতন্য। কেসি ব্রাউনকে কিন্তু এখনও ইঞ্জিনঘর থেকে বিশেষ নড়ানো যায়নি। দু একবার শুধু বুকভরে নিশ্বাস নেবার জন্যেই ও বদ্ধ গুমোট কেবিন ছেড়ে অস্থির পায়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেল। এখন এই পুরোনো ভাঙাচোরা কালভিন ইঞ্জিনটার দিকেই ওর সারা মনপ্রাণ একভাবে নিবন্ধ। কখন যে কোনটা ভেঙে পড়বে বা কোনটা বিকল হয়ে যাবে তার কিছু স্থিরতা নেই। পক্ষাঘাতে পঙ্গু বৃদ্ধার মতোই ধুঁকতে ধুঁকতে কোনও রকমে নিজের অস্তিত্বটুকু এখনও পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছে। তাই বা আর কতক্ষণ! অথচ বোটটা অচল হয়ে গেলে সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল ব্রাউনের। দুচোখে কেমন একটা তন্দ্রার ঘোর চেপে বসতে শুরু করেছে। এই ইতচ্ছাড়া বদ্ধ কেবিনটার মধ্যে বাতাস প্রবেশের জন্যে একটা ঘুলঘুলিরও ব্যবস্থা নেই।

মাঝিমাল্লাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরখানায় একা একা বসেছিল লেফটেন্যান্ট অ্যান্ডি স্টিভেন্স। তার দুচোখের চকিত দৃষ্টি থেকে থেকে তুরস্কের উপকূলের দিকেই ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু মালোরির মতো তার দৃষ্টিতে কোনও স্থির অনুসন্ধিৎসা ছিল না। আসলে ও মনে মনে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। প্রত্যক্ষ কোনও সংঘাতে ইতিপূর্বে ওকে

BanglaBook.org

কোনওদিন অংশ গ্রহণ করতে হয়নি। বলতে গেলে এটাই ওর জীবনে প্রথম। কিন্তু এই কারণেই যে ভয় পেয়েছে তাও ঠিক বলা চলে না। আসলে ভয়টাই ওর সহজাত। ওর বাবা বিখ্যাত পর্বতারোহী স্যার সেড্রিক স্টিভেন্স। এবং ওর দুই দুঃসাহসী দাদাও হাজার চেষ্টা করে ওর মনের এই ভয়াতুর ভাবটা কখনও দূর করে দিতে পারেননি। ওদের পাল্লায় পড়ে ওকে দুর্গম সমুদ্রে সাঁতার দিতে হয়েছে, বিপদ-সংকুল পর্বত অভিযানে সঙ্গী হতে হয়েছে—কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও এই কুহকিনী ভয়ের হাত থেকে ও কোনওদিন নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। আজও স্টিভেন্স এই অনভিপ্রেত ভয়টাকে বুকের ভেতর থেকে উপড়ে ফেলতে চাইছে। এই অভিযানের অন্তিম পরিণতি কী হবে সে বিষয়েও তার কোনও নিশ্চিন্ত ধারণা নেই। সেই অনিশ্চিত পরিণতির কথা ভাবতেই তার বুকের ভেতরটা ভয়ে হিম হয়ে আসছে। কিন্তু তার এই মানসিক ভীতসন্ত্রস্ত ভাবটা পাছে কেউ জানতে পারে, সেজন্যেও দুশ্চিন্তা কম নয়।

❖ ❖ ❖

আড়াইটে নাগাদ হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিনটা। তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ঠিকই চলছিল, কিন্তু মাঝপথে আগাম কোনও নোটিশ না দিয়েই বেমাক্কা স্তব্ধ হয়ে গেল।

মালোরিই সর্বপ্রথমই ইঞ্জিন ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'ব্যাপার কি ব্রাউন, ইঞ্জিন কি বিকল হয়ে গেছে?'

'না, ঠিক তা নয়।' ব্রাউন তখনও ঘাড় নীচু করে ইঞ্জিনের একটা অংশের দিকে তাকিয়েছিল। সেইভাবেই জবাব দিল, 'আমিই বন্ধ করে দিয়েছি।'

ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল ব্রাউন। তারপর ক্লান্ত পা ফেলে দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। মুক্ত বাতাসে বুক ভরে নিশ্বাস নিল দু-চারবার। তার মুখ-চোখের অবস্থা এখন খুবই বিমর্ষ।

মালোরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্রাউনকে পর্যবেক্ষণ করছিল। প্রশ্ন করল, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন এইমাত্র মস্ত একটা যুদ্ধ করে এলে?'

মৃদুমন্দ মাথা নাড়ল ব্রাউন। 'গত দু ঘণ্টা ধরে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমার ফুসফুসে কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস জমা হচ্ছিল। আগে বুঝতে পারিনি। তবে মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছিল। এই গ্যাসটা খুবই বিষাক্ত ধরনের।'

'কোথাও কি লিক হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ···মানে এতক্ষণ তাই ছিল। কিন্তু এখন আর তাকে শুধুমাত্র লিক বলা চলে না। বেশ বড়সড় একটা ছিদ্রের আকার ধারণ করেছে। গ্যাসের চাপেই ফেটে গেছে স্ট্যান্ড-পাইপের সেই দুর্বল অংশটা। আর একটু হলেই বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেত। তাই তাড়াতাড়ি ইঞ্জিনটা বন্ধ করতে বাধ্য হলাম।'

মালোরি এতক্ষণে সমগ্র পরিস্থিতিটা সঠিকভাবে বুঝতে পারল। 'তা হলে এখন কী

BanglaBook.org

কর্তব্য? তুমি কি ওটা সারিয়ে নিতে পারবে?'

'তার আর সুযোগই নেই, স্যার।' জোরের সঙ্গে ঘাড় নাড়ল ব্রাউন। 'ছিদ্রটাকে সম্পূর্ণ ঝালাই করতে হবে। তবে নীচে গুদোম-ঘরে অনেক ভাঙাচোরা কলকবজা পড়ে আছে। তার মধ্যে একটা স্ট্রান্ড-পাইপও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য সেটার অবস্থাও এর চেয়ে কিছু ভালো বলে আশা করা যায় না।'

'আমি কি তোমায় কোনও সাহায্য করব?' অযাচিত ভাবে এগিয়ে এল মিলার।

'ধন্যবাদ।' মালোরির কণ্ঠে অনাবিল সৌজন্যের ছোঁয়া। 'ইঞ্জিনটা সারিয়ে তুলতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে, ব্রাউন?'

'একমাত্র ঈশ্বরই তা বলতে পারেন। দু ঘণ্টা···এমনকী চার ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে। সমস্ত নাটবল্টুগুলোও ভেঙেচুরে অকেজো হয়ে গেছে। সেগুলোও বদলানো প্রয়োজন।'

দু ঘণ্টা পরের কথা। ইঞ্জিনটা তখনও সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। জলের ওপর ভাসতে ভাসতে বোটটা তুরস্কের উপকূল থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে মাইল সাত-আট দূরে একটা নির্জন দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। ভাসতে ভাসতে সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে বোটটা। বাতাসটাও এখন বেশ গরম আর ভারী হয়ে উঠেছে। পশ্চিম দিগন্তে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস। মালোরি আপাতত ওই দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করল। কারণ উন্মুক্ত সমুদ্রে অপরের নজরে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। তুরস্কের বালুবিস্তীর্ণ উপকূলের দিকেও কয়েক পলক তাকিয়ে রইল মালোরি। ওখানকার সমুদ্রটা কত নিরাপদ! অকস্মাৎই তার চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে এল। তুরস্কের উপকূল থেকে একটা কালো রঙের বস্তু তাদের দিকে এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিতে।

'আন্দ্রিয়া, দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, ক্যাপটেন।' মাথা নাড়ল আন্দ্রিয়া। 'একটা হালকা বোট। সোজাসুজি আমাদের দিকেই ওর লক্ষ্য।'

'হুঁ' মালোরির কণ্ঠস্বর গম্ভীর। 'মিলার আর ব্রাউনকে খবর দাও। ওদের এখানে আসতে বল।'

সকলে একত্রে মিলিত হবার পর মালোরি একটু ভূমিকা না করেই তার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করল।

'ওরা আমাদের থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে।' দ্রুত কণ্ঠে বলতে লাগল মালোরি। 'যদি আমার খুব একটা ভুল না হয় তবে সকাল বেলা যে জার্মান বোটটা আমাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল, এটা সেই বোট। ওরা কীভাবে আমাদের সন্দেহ করল বলতে পারি না। কিন্তু ওরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেশ তৈরি হয়েই আসছে, এবং ওরা যদি সত্যিই আমাদের বোটের মধ্যে এসে সব কিছু পরীক্ষা করে দেখতে চায় তবে

BanglaBook.org

আত্মরক্ষার আর সুযোগই থাকবে না আমাদের। যে সমস্ত বিস্ফোরক এবং অস্ত্রশস্ত্র আমরা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি তার কোনও কৈফয়তই আমরা দিতে পারব না। সেগুলো জলে ফেলে দিতেও আমি রাজি নই। তা হলে প্রকৃত ব্যাপারটা এখন এই দাঁড়াচ্ছে—হয় ওরা আমাদের ধ্বংস করবে, না-হয় আমরা ওদের ধ্বংস করব। এই দুইয়ের মাঝখানে আর দ্বিতীয় পথ নেই।' একটু থেমে দম নিল মালোরি। তারপর তার পরিকল্পনার কথা সকলকে বুঝিয়ে বলল।

স্টিভেন্সের মনে হল শয়তান-সদৃশ সেই কালো ভয়টা অক্টোপাসের মত রোমশ শুঁড় বের করে এখন তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠেছে একটা অস্থির যন্ত্রণা। এক্ষুনি বুঝি হড়হড়িয়ে বমি করে ফেলবে সে। 'কিন্তু ··· কিন্তু স্যার ···'

'কী বলতে চাও, বলো?' মালোরি স্টিভেন্সের বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে ফিরে তাকাল।

'আপনি···আপনি এ কাজ করতে পারেন না।' কাঁপা কাঁপা গলায় কোনও রকমে উচ্চারণ করল স্টিভেন্স। 'এটা তো···এটা তো রীতিমতো খুনেরই সামিল?'

'তুমি একটু চুপ করো তো খোকা!' তীব্র কণ্ঠে গর্জে উঠল মিলার।

মালোরি কয়েক মুহূর্ত মিলারের বজ্র কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর স্টিভেন্সকে উদ্দেশ করে বলল, 'ভুলে যেও না, শত্রুপক্ষকে অসুবিধেজনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলাই যুদ্ধ জয়ের মূল মন্ত্র। আমরা যদি ওদের মারতে না পারি তবে ওরা আমাদের মারবে। সেইসঙ্গে খেরোস-এ আমাদের যে বারোশো সৈনিক আছে তাদের উদ্ধারেরও আর সুযোগ থাকবে না। অতএব বুঝতে পারছ, এখানে বিবেকের স্থান নেই। আমাদের প্রাণের মূল্য ওই হতভাগ্যদের কাছে অপরিসীম।'

বেশ কয়েক সেকেণ্ডে স্টিভেন্স স্থির দৃষ্টিতে মালোরির দিকে তাকিয়ে রইল। দলের অন্য সকলেই যে এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে এটাও সে অনুভব করল মনে মনে। এই মুহূর্তে মালোরিকে সে ভীষণভাবে ঘৃণা করছে। এমনকী মালোরিকে সে এখন খুন করতেও পারে। মালোরির প্রতি এই প্রচণ্ড ঘৃণার একমাত্র কারণ মালোরি যে যুক্তি দেখিয়েছে তা একবারে অভ্রান্ত। ধীরে ধীরে মাথা নামাল স্টিভেন্স। এই মালোরিকে যুদ্ধের পূর্বে প্রতিটি পর্বতারোহী এবং পাহাড়তলির বাসিন্দারা দেবতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করত। আটত্রিশ উনোচল্লিশ সালে প্রতিটি পত্রপত্রিকায় যার দুঃসাহসিক অভিযানের ধারাবাহিক কাহিনী ছাপা হত। এই মালোরি, মরুযুদ্ধে দু-দুবার বিশ্ববিখ্যাত জার্মান সেনাপতি রোমেলকে অতর্কিত আক্রমণে প্রায় পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল, কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছিল রোমেল। এই মালোরি—যে ক্রিট দ্বীপের প্রিয় অধিবাসীদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার জন্যে তিন-তিনবার নিজের পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং সেই দ্বীপের সরল অধিবাসীরাও তাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। মালোরির প্রতি তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনাগুলোও স্টিভেন্সের মনের মধ্যে ভেসে উঠল। আবার মুখ তুলল স্টিভেন্স। মালোরির রোদে পোড়া বলিষ্ঠ সুন্দর

BanglaBook.org

মুখের দিকে তাকিয়ে এবার তার অন্তরও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হল। মনে মনে লজ্জা পেল স্টিভেন্স। ক্যাপটেন মালোরি হৃদয়বান ব্যাক্তি হলেও তার বিচারবুদ্ধি অতুলনীয়।

'আমি খুবই দুঃখিত, স্যার!' স্টিভেন্সের ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান হাসির আভাস! 'কর্পোরাল মিলার ঠিক কথাই বলেছেন। এ ব্যাপারে আমার নিজের মাথা গলানো একেবারেই উচিত হয়নি।' আপনা থেকেই তার চোখ দুটো ভাসমান বোটটার ওপর গিয়ে পড়ল। আবার সেই পুরোনো ভয়ে কেঁপে উঠল বুকটা। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রত্যেয়ের সুর ধ্বনিত হল।' 'আমার কর্তব্যটুকু আমি যথোচিত যত্নের সঙ্গেই সমাধা করব, আপনি দেখবেন!'

'এই তো যথার্থই একজন সৈনিকের মতো কথা! তোমার ওপর আমার খুবই আস্থা আছে।' মালোরি মৃদু হেসে এবার মিলার ও ব্রাউনের দিকে ফিরে তাকাল। 'তোমরা সকলে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও। জিনিসগুলো যে যার কাছে লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু মুখে-চোখে যেন নিরীহ গোবেচারি ভাবটা ঠিক বজায় থাকে। মনে রেখো, ওরা অনেক দূর থেকেই দূরবীনের সাহায্যে আগে আমাদের চালচলন ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেবে।'

মালোরি ঘাড় ফিরিয়ে সোজা এগিয়ে চলল। তার পেছনে আন্দ্রিয়া।

'ছেলেটাকে বেশ কড়া করেই ধমক দেওয়া হয়েছে!' আন্দ্রিয়া মুখ খুলল।

'হুঁ,' ঘাড় নাড়ল মালোরি। 'যদিও আমার ঠিক এতটা ইচ্ছে ছিল না। ...কিন্তু না বলেও পারা গেল না।'

'হ্যাঁ, আমিও তা বুঝতে পেরেছি।' সায় দিল আন্দ্রিয়া। 'আচ্ছা, ওরা আমাদের বোটটা থামাবার জন্য কি গোলাগুলি ছুঁড়তে পারে?'

'কিছুই বিচিত্র নয়! তবে যতক্ষণ না ওরা আমাদের বিষয় নিঃসন্দেহ হচ্ছে ততক্ষণ ওরা আমাদের কাছ-ছাড়া হবে না।

শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিনের একটানা ঘটঘট শব্দ এবার বেশ জোরেই কানের পর্দায় এসে আঘাত করছে। দুটো বোটের মধ্যে দূরত্ব এখন বড় জোর আট-দশ ফুট। ডেকের ওপর একটা ভাঙা কাঠের বাক্সের ওপর বসেছিল মালোরি। তার কোলের ওপর ছড়ানো একটা কালো কোট। ছুঁচসুতো দিয়ে মালোরি এখন গভীর মনোযোগ সহকারে কোটের গায়ে বোতাম লাগাচ্ছে। তার ফাঁকেই আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, নৌবাহিনীর পোশাক পরা ছজন সশস্ত্র জার্মান কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাদের ওপরওয়ালা লেফটেন্যান্টটিকেও এবার সে দখতে পেল। কাটা-ছাঁটা গোঁফ বিশিষ্ট রুক্ষ মুখের একজন তরুণ জার্মান। ঠিক যেন হিটলারের মূর্ত প্রতিভূ।

'এই যে শুনতে পাচ্ছ, তোমাদের বোটের পালটা নামিয়ে নাও,' কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল জার্মান লেফটেন্যান্ট।

মালোরির সর্বাঙ্গে একটা তুহিন স্রোত বয়ে গেল। হাত-পাগুলোও যেন অসাড় হয়ে

BanglaBook.org

আসছে। ইংরেজিতেই কথা বলছিল জার্মান লেফটেন্যান্ট। অনভিজ্ঞ স্টিভন্সে নিশ্চয় ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে। আর তার ভূমিকাটুকু ঠিক মতো অভিনয় করতে পারবে না। মালোরির অন্তত সেই রকমই মনে হল।

কিন্তু স্টিভেন্স যা ভেলকি দেখাল তা অসাধারণ। মাঝিমাল্লাদের জন্যে নির্দিষ্ট খুপরিটার মধ্যে থেকে গোবেচারি মুখে বাইরে বেরিয়ে এল সে। কিছুক্ষণ বাতাসে কান পেতে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন তাদের উচ্চ চিৎকারটাই ভালোভাবে শোনার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই আদেশের মর্মার্থ একবিন্দু অনুধাবন করতে পারছে না। তাকে দেখে সত্যিই এখন ভাঁড়ের মতো মনে হয়। শুধু তার হাবভাবেই নয়, সেই সঙ্গে তার সাজসজ্জাও সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে। কালো রঙের নোংরা ছেঁড়া পোশাক-আশাক, মাথার চুলগুলোও অবিন্যস্ত। সরল নিরীহ অথচ একগুঁয়ে এক মৎসজীবিরই আর্দশ প্রতিভূ। সব কিছুতে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠাই যার সহজাত অভ্যাস।

'কী?... কী চাই?' বোকা বোকা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল স্টিভেন্স।

'তোমাদের বোটের পালটা নামিয়ে নাও। আমরা ভেতরে গিয়ে বোটটা পরীক্ষা করব।' ইংরিজিতেই আদেশ দিল লেফটেন্যান্ট।

স্টিভেন্স কয়েক মুহূর্ত নির্বোধ অসহায় দৃষ্টিতে আদেশকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার নির্বোধ চোখের দৃষ্টি এবার ধীরে ধীরে আন্দ্রিয়া এবং মালোরির মুখের ওপর দিয়েও ঘুরে গেল, কিন্তু তারা কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না।

'খুবই দুঃখিত, আমি তোমাদের জার্মান ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পারি না।' স্টিভেন্স জবাব দিল। 'তোমরা কি কেউ আমাদের ভাষা জানো না?'

স্টিভেন্সের গ্রিক ভাষার মধ্যে কোনও ভুলভ্রান্তি ছিল না। তার সুরে গ্রামও ভাবও বজায় ছিল। কিন্তু যে ধরনের কথ্যভাষায় স্টিভেন্স এখন কথা বলছে স্থানীয় দ্বীপবাসীরা ঠিক সেই ঢঙে কথা বলে না। অবশ্য এই সামান্য পার্থক্যটুকু যে জার্মানদের কানে ধরা পড়বে না মালোরি তা জানে।

বেশ বিরক্ত সহকারেই বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। তারপর ভাঙা ভাঙা গ্রিক ভাষায় থেমে থেমে উচ্চারণ করল, 'এক্ষুনি তোমাদের বোটটা থামাও। আমরা ভেতরে ঢুকে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখব।'

'আমরা বোট থামাব...?' স্টিভেন্সের কণ্ঠে ঘৃণা ও ক্রোধের যুগপৎ সমন্বয় এত সাবলীলভাবে ঘটল যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। একটা নির্বোধ একগুঁয়ে তরুণ জেলে যেন অবরুদ্ধ ক্রোধে গজগজ করছে। 'কেন আমি তোমাদের কথায় বোট থামাতে যাব? তুমি কে... কে...?'

'তোমাদের আর মাত্র দশ সেকেণ্ড সময় দেওয়া হল।' তরুণ লেফটেন্যান্ট এবার তার স্বাভাবিক স্থৈর্য ফিরে পেয়েছে। 'তারপরে আমরা গুলি চালাব।'

এতক্ষণে যেন বিপদের গুরুত্বটা ঠিকমতো মগজে ঢুকেছে স্টিভেন্সের। পরাজয়ের

BanglaBook.org

ভঙ্গিতে হাত নেড় হতাশ মুখে মালোরি ও আন্দ্রিয়ার দিকে ফিরে তাকাল। 'ওই লালমুখো বিদেশিরা আমাদের পাল নামাতে বলছে।' একরাশ তিক্ততা ঝড়ে পড়ল তার কণ্ঠস্বরে।

তাড়াতাড়ি সকলে মিলে পালের দড়ি খুলে দিল। মাথা ভারী পালটা মড়মড় করে পড়ে গেল ডেকের ওপর। ভাঙা কাঠের বাক্সটার ওপর গুটিসুটি মেরে বসে থেকেই মালোরি হাত বাড়িয়ে পালটা নিজের কাছে টেনে আনল। তার মুখ-চোখও রাগে থমথম করছে। শ্বাপদের মত এক ডজন তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি যে তার দিকেই বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ তা সে জানে। ভারী পালটায় এখন তার হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। কালো কোটটা তার কোমর থেকে পায়ের ওপর অংশ পর্যন্ত আগেই ঢেকে রেখে দিয়েছিল। আন্দ্রিয়াও অস্বস্তি ভরে এগিয়ে এল কয়েক পা। তার আজানুলম্বিত দুই বাহু যেন স্ক্রু দিয়ে কাঁধের দু-পাশে আঁটা আছে।

অনতিবিলম্বে জার্মানদের টহলদারি বোটটা তাদের বোটের গায়ে এসে লাগল। তিনজন সশস্ত্র জার্মানও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল তাদের বোটে। একজন দ্রুতপায়ে ভেতর দিকে এগিয়ে গেল। তার হাতের উদ্যত শক্তিশালী বন্দুকটা সকলের ওপরই কড়া নজর রেখে দিয়েছে। কেবল মালোরিই তার লক্ষ্যের বাইরে অবস্থান করছিল। তবে সেজন্যে ভাবনাচিন্তারও বিশেষ কারণ নেই। একেবারে ডেকের ওপর যে দাঁড়িয়ে আছে মালোরিকে চোখে চোখে রাখবার সম্পূর্ণ দায়িত্বটা তারই। এদের কাজকারবার একেবারে অঙ্কের মতো ছকে বাঁধা। কার কী কর্তব্য যেন আগে থেকেই সবকিছু নির্দিষ্ট করা আছে।

সামনের লোকটা এবার ধীরে ধীরে মাথা তুলে সকলকে একবার দেখে নিল। তার চোখে স্পর্ধিত অবজ্ঞা। কেসি ব্রাউন তখন সেই ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি সামনে মেলে বসে আছে। মিলারের হাতে একটা খালি টিনের কৌটো। সে যে ব্রাউনের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করছে সেটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় লোকটাও আন্দ্রিয়ার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রথম জার্মানটির পাশে এসে দাঁড়াল। সবকিছুই যেন তাদের আয়ত্তে। কোথাও এক ফোঁটা বিপদের সম্ভাবনা নেই—এমনই একটা হালকা মনোভাব নিয়ে প্রত্যেকের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল তারা।

খুবই ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে মালোরি তার কালো কোটের আড়াল থেকেই সামনে দাঁড়ানো লোকটার বুক লক্ষ করে গুলি চালাল। এক মুহূর্ত অবাক হবারও সুযোগ পেল না লোকটা। চোখের পলক ফেলবার আগেই ঝাঁজরা হয়ে গেল তার ফুসফুস। লোকটার প্রাণহীন দেহ তখনও মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি, সেই ফাঁকে এক সঙ্গে পরপর চারটে ব্যাপার ঘটে গেল। মিলারের সাইলেন্সার লাগানো অটোমেটিক রিভালবারটা কেসি ব্রাউনের সামনে ছড়ানো ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতির আড়ালেই এতক্ষণ লুকোনো ছিল। সামনের বোটের ডেকের ওপর দাঁড়ান জার্মানটার বুক লক্ষ করে পরপর চারবার ফায়ার করল ব্রাউন। মিলার তার হাতে ধরা বিস্ফোরকের টিনটা টহলদারি বোটটার ইঞ্জিন ঘর লক্ষ করে ছুঁড়ে দিল। স্টিভেন্সের হাতের ফাঁকে যে ছোট আকারের মারাত্মক

BanglaBook.org

হাতবোমাগুলো লুকোনো ছিল সেগুলোও আছড়ে পড়ল প্রতিপক্ষের বোটের ওপর। আন্দ্রিয়াও বিদ্যুৎগতিতে তার লম্বা দুটো হাত দিয়ে অবশিষ্ট জার্মান দুটোর মাথায় বজ্রের মতো এমন প্রচণ্ড আঘাত হানল যে সঙ্গে সঙ্গে চোখ উলটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দুজনে। দু-এক সেকেণ্ডর মধ্যেই ভয়ংকর একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল বাতাসে। জার্মান বোটের টুকরো টুকরো অংশগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সুনীল সমুদ্রের বুকের ওপর লেলিহান অগ্নিশিখার উন্মত্ত মাতামাতি। আকস্মিক বিস্ফোরণের পরে সমুদ্রটা এখন একবারে শান্ত, স্তব্ধ। ঈজিয়ানের এই নীরবতা যেন আগের চেয়েও বেশি ঘন।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে ধীরে ক্লান্ত পায়ে ভর দিয়ে সর্বপ্রথম উঠে দাঁড়াল মালোরি। তার দুচোখের দৃষ্টি এখন ঝাপসা। যুগল বিস্ফোরণের নারকীয় শব্দে ঝাঁঝাঁ করছে কানদুটো। মাথার মধ্যে এক নির্বোধ শূন্যতার অনুভূতি। হাঁটু দুটোও যেন থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সর্বপ্রথম তার মাথার মধ্যে যে বোধের উদয় হল—সেটা বিস্ময়। সমগ্র পরিকল্পনার এতখানি সাবলীল সাফল্য মালোরি চিন্তাই করতে পারেনি। তার ওপর এত কাছে গ্রেনেড ও টি.এন.টি-র সক্রিয় যুগল সমন্বয়ই বা কে কবে কল্পনা করেছে!

এতক্ষণে ডুবতে শুরু করেছে জার্মান বোটটা। এবং ডোবার গতিও বেশ দ্রুত। মিলারের হাতে তৈরি বোমাটা ইঞ্জিন রুমের তলাটাই বোধহয় ফাঁসিয়ে দিয়েছে। মালোরি একবার মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশের দিকে চকিতে তাকিয়ে দেখল। সমুদ্রের বুকে পুঞ্জীভূত কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশের বুকে ভাসমান কোনও বিমানের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, তবে ধোঁয়াটাও বিশেষ ঘন নয়, এবং দমকা বাতাসে তার অস্তিত্বও বেশিক্ষণ বজায় রইল না। জার্মান বোটটা সম্পূর্ণভাবে ডুবে যাবার আগে জ্বলন্ত ডেকের দিকে নজর গেল মালোরির। তরুণ জার্মান লেফটেন্যাট মাঝিমাল্লাদের জন্যে নির্দিষ্ট কেবিনটার সামনে চিত হয়ে পড়ে আছে। বোমার টুকরো লেগে উড়ে গেছে তার কপালের একটা অংশ। লেলিহান অগ্নিশিখা চারধার থেকে ঘিরে ধরেছে তাকে। ক্ষণিকের জন্যে মালোরির শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। পেটের ভেতরটাও যেন পাকিয়ে উঠল সেই সঙ্গে। সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে এক প্রবল বমনের ইচ্ছা। স্টিভেন্সও যে দৃশ্যটা দেখেছে মালোরি তা জানে। এর পরই বোটটার তেলের ট্যাংকে আগুন ধরল। চাপা একটা গর্জন করে ফেঁসে গেল ট্যাংকটা। একরাশ কুণ্ডলী পাকানো ঘন কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। এবার সমস্ত বোটটাই দু-আধখানা হয়ে গেল। জলের বুকে একটা অস্থির আলোড়ন। হুহু করে জল ঢুকছে বোটের মধ্যে। সামান্য দু-এক মিনিটের মাত্র মামলা। তারপর বার কয়েক অস্থির ভাবে দুলে উঠে সমস্ত বোটটাই সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গেল। জলের ওপর শুধু পোড়া তেলের বুদ্‌বুদ আর ভাসমান অঙ্গারের ছোটবড় টুকরো। একটা হেলমেটও ভাসছে ঢেউয়ের দোলায়। দেখতে দেখতে ঈজিয়ান আবার আগের মতই শান্ত সুশীল হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

মালোরি বিভ্রান্ত মনটাকে স্থির করে নিজের চারপাশের পরিস্থিতির হিসেব নিল। দলের কারোরই দৈহিক কোনও ক্ষতি হয়নি। ব্যাপারটা সত্যিই খুব আশ্চর্যজনক। মিলার এবং ব্রাউন ইতিমধ্যেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। স্টিভেন্স যদিও মাঝিমাল্লাদের ছোট খুপরিটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার চোখ-মুখ ছাইয়ের মত শাদা। জার্মান লেফটেন্যান্টের ভয়াবহ মৃতুদৃশ্য যে তার অন্তরে বড় একটা ঘা দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আন্দ্রিয়ার মুখ-চোখ শক্ত পাথরের মতো। চোখের দৃষ্টি বরফের মতোই শীতল। ডেকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা দুই জার্মান সৈনিকের নিথর দেহের দিকেই সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল! মালোরির চোখে চোখ পড়তেই গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল মালোরি।

'মারা গেছে মনে হচ্ছে?'

আন্দ্রিয়াও গভীর বিষাদে ঘাড় দোলাল। 'হ্যাঁ, আমি দেহের সমস্ত শক্তি দিয়েই ওদের মাথায় আঘাত করেছি। ঘাড়দুটো বোধহয় ভেঙে গেছে।'

মালোরি অন্যদিকে চোখ ফেরাল। আন্দ্রিয়াকে সে খুব ভালো করেই চেনে। শত্রু নিধনে তার মতো দক্ষ এবং তৎপর দুটো দেখা যায় না। তার বিশাল দেহে শক্তিও অসুরের মতো। তবে আন্দ্রিয়া ঘৃণা বা প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে নিধন যজ্ঞে ঝাঁপ দেয় না। দেশপ্রেমের মহান প্রেরণা বা সহকর্মীদের নিরাপত্তার প্রশ্নও তার মধ্যে জড়িত নেই। আন্দ্রিয়া শুধু একটা মাত্র মন্ত্রে বিশ্বাসী—ভালো লোকদেরই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা উচিত। তাই সে ঘৃণিত শত্রুদের নির্দ্বিধায় হত্যা করে।

'কেউ আঘাত পেয়েছে?' বেশ খুশি খুশি সুরেই প্রশ্ন করল মালোরি 'কেউ না? ...খুব ভালো! এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে দূরে সরে যেতে হবে।' বলতে বলতে হাতে বাঁধা রিস্টওয়াচের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখল। 'প্রায় চারটে বাজে। কায়রোর সঙ্গে বেতার যোগাযোগের সময় হয়ে এল। দেখি, ওদের প্রেরিত সংবাদটা ঠিকমতো ধরা যায় কি না।' পূর্ব দিগন্তে চোখ ফেরাল মালোরি। সেদিকের আকাশটা ক্রমেই পাঁশুটে বেগুনে বর্ণ ধারণ করছে। 'আগামী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়ার খবরটা ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার।'

মালোরির আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হল। কায়রো থেকে প্রেরিত সংবাদ বেতারযন্ত্রে স্পষ্ট ধরা যাচ্ছিল না। যদিও ওদের বক্তব্যটা মোটের ওপর বোঝা গেল। এরজন্যে মেঘে ঢাকা ঝোড়ো পরিবেশকেই দোষারোপ করল ব্রাউন। মাঝে মাঝে স্পষ্ট, আবার কখনও অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে শব্দগুলো।

'রাবার্ব পিমপারনেলকে ডাকছে। ... রাবার্ব পিমপারনেলকে ডাকছে।' রাবার্ব ও পিমপারনেল যথাক্রমে কায়রো ও মালোরির প্রতীক। 'তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?'

ব্রাউন প্রেরক যন্ত্রে স্বীকৃতি সূচক দুটো টোকা মারল। আবার গমগম করে উঠল গ্রাহক যন্ত্র। 'রাবার্ব পিমপারনেলকে ডাকছে। এখন এক্স থেকে এক বাদ দিয়ে পাঠিয়ে

BanglaBook.org

দাও।' এক্স মানে আগামী শনিবার। ওই দিন ভোরে জার্মানদের খেরোস আক্রমণ করার কথা ছিল। জেনসন জানাচ্ছেন, অভিযানটা ওরা একদিন এগিয়ে এনেছে। তার অর্থ, আগামী শুক্রবার ভোরে! ··· আর মাত্র তিনদিন বাকি!

'ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, পূর্ব অ্যাঙ্গলিয়া।' আবার সেই নিরাসক্ত কণ্ঠের বজ্র নির্ঘোষ। পূর্ব অ্যাঙ্গলিয়া মানে উত্তর স্পোরেড। 'সেখানে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। উত্তাপও ক্রমশ কমে আসছে, এবং আগামী চব্বিশ ঘণ্টা এইভাবেই কমতে থাকবে। বাতাসের গতি পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম।'

ডেকের ওপর কিছুক্ষণ ইতস্তত পায়চারি করল মালোরি। কী জটিল এক পরিস্থিতির মধ্যেই না তাকে পড়তে হয়েছে। আর মাত্র তিন দিন বাকি। এদিকে ইঞ্জিনের এই জরাজীর্ণ অবস্থা। তা ছাড়া সারা দিগন্ত জুড়ে কুটিল মেঘের ঘনকৃষ্ণ ভ্রূকুটি। বিমান বাহিনীর সেনানায়ক টরেন্সের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল। আবহাওয়া অফিসের কর্মচারীদের প্রতি ভদ্রলোক খুবই বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন, কিন্তু তাদের আজকের এই ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হতে বাধ্য। থমথমে বিশ্বপ্রকৃতি সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

'পরিস্থিটা ক্রমশই খুব ঘোরালো হয়ে উঠছে, বস্।' গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করল মিলার। হাত তুলে একটা দ্বীপের দিকে নির্দেশ করল, 'আপাতত ওখানেই আমাদের আশ্রয় নিতে হবে।'

'হ্যাঁ, দ্বীপের দক্ষিণে একটা সরু খাঁড়ি আছে। ওখানে পৌঁছোতে পারলে হয়তো এই মারাত্মক ঝড়ের ধাক্কাটা সামলো নেওয়া যাবে।

'বর্তমানে ওটা এখন কাদের দখলে?'

'সম্ভবত জার্মানদের।'

মিলার হতাশভাবে মাথা নেড়ে ব্রাউনকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। মিনিট চল্লিশ বাদে প্রবল ঝড় আর বৃষ্টির মধ্যে ভাসতে ভাসতে বোটটা এসে সংকীর্ণ একটা খাঁড়ির মধ্যে আশ্রয় নিল। অল্প দূরে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো ঘন নির্জন অরণ্য যেন ক্ষুদ্র দ্বীপটাকে পরম যত্নে সমুদ্রের বুক থেকে আড়াল করে রেখে দিয়েছে।

সোমবার সন্ধে

বিকেল ৫টা থেকে রাত এগারোটা

বৃষ্টির দাপটটা এখন অনেকটাই কমে এসেছে। তবে মাথার ওপর মেঘের বহর দেখে মনে হচ্ছে অচিরেই আবার প্রবল বেগে নেমে আসবে। সংকীর্ণ খাঁড়িটার মধ্যে থেকে অস্তগামী সূর্যটাকে দেখা না গেলেও পশ্চিমের দিকচক্রবালে সোনালি আলোর রোশনাই

BanglaBook.org

ফুটে উঠেছে। সমুদ্র থেকে শ-খানেক ফুট ওপরে উঁচু পাথরের ঢিবির ওপর পাহারারত সৈনিকদের বিশ্রামের জন্য যে আটচালা বাঁধা আছে তার মাথাতেও দিনান্তের আলো এসে পড়েছে।

উন্মুক্ত ডেকে দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখেশুনে মালোরি যখন কেবিনের মধ্যে ফিরে এল তখন তার মুখ-চোখ গম্ভীর।

'অপূর্ব ··· অভূতপূর্ব ···!' স্বগতোক্তির সুরে নিজের ভাগ্যকেই পরিহাস করল মালোরি। 'ঝড়ের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে অবশেষে জার্মানদের খপ্পরেই এসে পড়লাম!'

দলের অন্য সকলে কেউ কোনও মন্তব্য করল না, স্টিভন্সের তলপেটটা আবার যেন মোচড় দিয়ে উঠল। বুকের মধ্যে রোমশ ভয়ের হিমশীতল অনুভূতি। জার্মানরা নিশ্চয় এখানে কামানের ব্যবস্থাও রেখেছে! তা না হলে সংকীর্ণ খাঁড়ি পথে পাহারা দেওয়া কঠিন। কথাটা মনে আসতেই ওর হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল। অন্ধকারের জন্যেই সেটা কারও দৃষ্টিগোচর হল না। তবে তার কণ্ঠস্বরে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবই বজায় রইল। 'আপনি মিথ্যে নিজের ওপর দোষারোপ করছেন, স্যার। আমাদের চলার পথে এটাই হচ্ছে একমাত্র সুবিধেজনক জায়গা যেখানে নোঙর ফেলে দু-দণ্ড বিশ্রাম নেওয়া যায়। তা ছাড়া এই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আর কোথায় বা আমরা যেতে পারি?'

'খুবই খাঁটি কথা বলেছ!' স্থানীয় মানচিত্রটা ভাঁজ করে পকেটে ভরতে ভরতে সখেদে বলে উঠল মালোরি, 'আর কোথায় বা আমরা যেতে পারি! কোন চুলোই বা আছে? ঝড়ের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নিশ্চয় এটা একটা সুপরিচিত পোতাশ্রয়। আর জার্মানরাও তা জানে। সেইজন্যেই তারা আঁটোসাঁটো পাহারার বন্দোবস্ত করে রেখেছে। যে-কোনও ধরনের চুনোপুঁটি হোক না কেন তাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারবে না।' মালোরি এবার ব্রাউনের দিকে চোখ ফেরাল। 'হ্যাল্লো, চিফ ···!'

'কী ব্যাপার?' ইঞ্জিন-রুমের মধ্যে থেকে ব্রাউনের ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'তোমার কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে?'

'খুব একটা মন্দ নয়। কোনও গতিকে জোড়াতালি দিয়ে কলকবজাগুলো এখন একরকম খাড়া করেছি। এবারে জায়গা মতো এঁটে দিলেই হয়।'

স্বস্তির মন্থর নিশ্বাস ছাড়ল মালোরি। 'আর কতক্ষণ সময় লাগবে?'

'বড় জোর ঘণ্টাখানেক।'

'এক ঘণ্টা!' মালোরি একবার রিস্টওয়াচটা দেখে নিল, তারপর ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে রইল, 'এই ঘন আঁধারের মধ্যে আর একঘণ্টা যদি আমরা ওদের নজর এড়িয়ে থাকতে পারি ···'

'ওরা কি আমাদের থামাবার চেষ্টা করবে বলে মনে করছেন?' প্রশ্ন করল স্টিভেন্স। কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলেও কেমন যেন কেঁপে উঠল শেষের দিকটা। মালোরিরও তা কান এড়াল না। একটু যেন রেগে উঠল সে।

BanglaBook.org

'ওরা যে ব্যান্ড বাজিয়ে আমাদের বিদায় অভিবাদন জানাবে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।' আন্দ্রিয়াকে উদ্দেশ করে বলল, 'ওখানে কতজন প্রহরী আছে বলে তোমার মনে হয়, আন্দ্রিয়া?'

'দুজনকে তো ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।' চিন্তান্বিত কণ্ঠে আন্দ্রিয়া জবাব দিল। 'তবে তিন চারজনের বেশি না থাকাই সম্ভব। এই সমস্ত অপ্রধান অঞ্চলে বেশি সৈন্য নিয়োগ করে জার্মানরা কখনও তাদের শক্তির অপচয় করে না।'

'তুমি হয়তো ঠিকই বলছ।' ঘন ঘন মাথা নাড়ল মালোরি। 'অধিকাংশ সৈনিকই কিছু দূরে তাদের মূল ঘাটিতে অপেক্ষা করছে। আমার ম্যাপও সেই কথা বলছে। এখান থেকে মাইল সাতেক পশ্চিমে একটা গ্রাম আছে ...'

মাঝপথেই থামতে হল মালোরিকে। বাইরে থেকে উঁচু গলার ডাক তারা সকলেই শুনতে পেয়েছে। প্রহরী হিসেবে বাইরে কাউকে না রাখা যে অতিশয় কাঁচা কাজ হয়েছে সে-কথা স্মরণ করে মালোরি নিজেকেই নিজে অভিশম্পাত জানাল বার কয়েক। এই ধরনের অবহেলার ফলে ইতিপূর্বে ক্রিটেও তাকে বেশ কয়েকবার মারাত্মক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ধীর পায়ে পর্দা সরিয়ে মালোরি বাইরে বেরিয়ে এল। তার হাতে কোনও অস্ত্র নেই। কেবল বাঁ হাতে একটা মুখ-খোলা মদের বোতল ধরা আছে। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে রওনা হবার আগেই তারা এ ধরনের পরিকল্পনা করে নিয়েছিল। তার জন্যে সবরকম সাজসরঞ্জামও প্রস্তুত।

দৃঢ় পায়েই ডেকের ওপর দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল মালোরি। বেশ উদ্ধত ভঙ্গিতেই বাঁ হাতখানা কোমরে রেখে তীরে দাঁড়ানো জার্মান প্রহরীটির দিকে তাকিয়ে রইল। তবে এই মুহূর্তে লোকটার মধ্যে আক্রমণ করার কোনও মতলব দেখা যাচ্ছে না, এইটুকুই যা বাঁচোয়া। সঙ্গের স্বয়ংক্রিয় ক্যারিবিয়ানটা পিঠের ওপরেই ঝুলছে। তাদের দুজনের মধ্যে এখন দূরত্ব প্রায় দশ-বারো ফুট। কথা শুরু করার আগে খোলা বোতলটা থেকে বেশ খানিকটা নির্জলা হুইস্কি মালোরি তার গলার মধ্যে ঢেলে নিল। তারপর বিষম খেয়ে কাশতে লাগল খকখক করে।

তরুন জার্মান প্রহরীটি যে ক্রমশই বেশ রেগে উঠছে মালোরি সেটা লক্ষ করল, কিন্তু কোনও গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। জামার আস্তিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এবার বেশ মন্থর ভঙ্গিতেই জার্মান সৈন্যটির আপাদমস্তক পরীক্ষা করতে লাগল।

'ভালো ভালো ...,' স্থানীয় দ্বীপবাসীদের ঢঙে টেনে টেনে কথা বলল মালোরি, 'তা তুমি আবার এই অ-বেলায় জ্বালতন করতে এলে কেন?'

ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যেও চকচকে ক্যারিবিয়ানটার দিকে নজর পড়ল তার। অনুভব করল, সে যেন একটু বেশিই এগিয়ে যাচ্ছে। তবে পেছনে ইঞ্জিন ঘরের মধ্যে থেকে এখন আর কোনও শব্দ ভেসে আসছে না। মালোরি জানে ঠিক এই মুহূর্তে তার প্রাণের আশঙ্কা নেই। অন্ধকারের মধ্যে মিলার নিশ্চয় তার সাইলেন্সার লাগানো

BanglaBook.org

রিভলভারটা তাক করে ধরে আছে। তা হলেও এই বিদেশ বিভুঁইয়ে অনাবশ্যক ঝুটঝামেলা যত এড়ানো যায় ততই মঙ্গল। কারণ শুধু এর কথাই নয়, ওপরে আর যে দুজন প্রহরী আছে তাদের কথাও ভাবতে হবে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল তরুণ জার্মানটি। তার চোখে-মুখে প্রথমে যে রাগের ঝাঁজ ফুটে উঠছিল সেটা মুছে গিয়ে বিস্ময় ও অস্বস্তির ভাব প্রকাশ পেল। এটাই আশা করেছিল মালোরি। গ্রিকরা—এমনকী বেহেড মাতাল হলেও কখনও তার প্রভুর সঙ্গে চড়া সুরে কথা বলে না, যদি না তার পেছনে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে।

'এটা তোমাদের কীসের বোট?' ইতস্তত কণ্ঠে প্রশ্ন করল জার্মানটি। 'তোমরা যাচ্ছই বা কোথায়?'

মালোরি আবার খোলা বোতল থেকে মদ ঢালল গলায়। তারপর বেশ আমেজের সঙ্গেই সামনের দিকে অল্প ঝুঁকে বোতলটা বাড়িয়ে ধরল। 'তোমাদের জার্মানদের একটা মস্ত দোষ,' সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে মন্তব্য করল মালোরি, 'ভালো মদ বানাতে তোমরা কোনওদিনই শিখলে না। নাও ··· এক ঢোক খেয়ে দ্যাখো! আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এমন মাল তুমি জীবনে চোখেও দ্যাখোনি!'

বিরক্তিতে মুখ কোঁচকাল জার্মানটি। কোনও সৈনিকই তোষামোদকারীদের কখনও পছন্দ করে না। এমনকী সে যদি তার নিজের দলের লোক হয়, তা হলেও। এবং গ্রিসে তাদের অনুগত লোকের সংখ্যা খুবই কম।

'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি।' শীতল কণ্ঠে আবার বলল তরুণ জার্মান, 'এটা কীসের বোট? আর তোমাদের প্রকৃত গন্তব্যস্থলই বা কোথায়?'

'আমাদের বোটের নাম ঈজিয়ন।' মালোরি বেশ চেঁচিয়েই জবাব দিল। 'আমরা এখন সামোস-এ যাব। সেই রকমই নির্দেশ আছে।'

'কার নির্দেশ?' জার্মানটি জানতে চাইল। তবে ইতিমধ্যেই যে সে মালোরিকে কিছুটা সমীহ করতে শুরু করেছে সে-কথাও তার চোখ-মুখ দেখে বোঝা গেল।

'সেনাধ্যক্ষ গ্রেবেল-এর। আশা করি তোমার কাছে নতুন করে তার কোনও পরিচয় দিতে হবে না?' মালোরি জানে এবার সে যে মোক্ষম বোড়ের চাল দিয়েছে তাতে বাছাধন কাত হতে বাধ্য। বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক গ্রেবেল-এর কঠোর নিয়মানুবর্তিতার কথা সকলেরই অল্প বিস্তার কানে গেছে।

গ্রেবেল-এর নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীটির মুখ ঈষৎ তামাটে হয়ে উঠল। কিন্তু তার নাছোড়বান্দা স্পর্ধিত ভাবটা যেন কাটতে চায় না। 'তোমার কাছে পরিচয় পত্র আছে? কর্তৃপক্ষের সিলমোহর দেওয়া কোনও নির্দেশনামা ...?'

মালোরি একটা ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেছন ফিরে চাইল। 'আন্দ্রিয়া', ঘড়ঘড়ে গলায় ডাক দিল সে।

'আমাকে আবার কী দরকার?' কেবিনের পর্দা সরিয়ে আন্দ্রিয়ার বিশাল শরীরটা

BanglaBook.org

সচরাচর তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অজানা আশঙ্কায় প্রহরীর দুচোখ এখন বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। চালচলনে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। বুকের মধ্যে ছমছমে মৃত্যুর হিমশীতল অনুভূতি।

'বাঁচাও...আমাকে বাঁচাও! আমি পড়ে যাচ্ছি!' একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত সুরে চেঁচিয়ে উঠল মালোরি। প্রহরীটির চালচলনে এখন যেটুকু স্বাভাবিক ভাব বজায় ছিল সেটুকুও ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেল। থরথরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে শব্দের উৎস লক্ষ করে অন্ধকারের মধ্যেই ক্যারিবিয়ান তুলে ধরল। কিন্তু তার আগেই আন্দ্রিয়া তার হাতে ধরা লম্বা স্টিলের ছোরাটা প্রহরীটির পিঠের মধ্যে আমূল বসিয়ে দিয়েছে। লোকটার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে আন্দ্রিয়াই আবার তৎপর হয়ে ছোরাটা টেনে খুলে নিয়েছে পিঠ থেকে।

অনেকক্ষণ মালোরি কোনও কথা বলতে পারল না। অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে তার সারা বুক। তারপর ধীরে ধীরে সামলে নিল নিজেকে। আন্দ্রিয়ার চোখে-মুখে বিকারের ছিটেফোঁটা লক্ষণ নেই। আগের মতোই সহজ সরল এবং স্বাভাবিক।

'কী হল, খুব মুষড়ে পড়লে মনে হচ্ছে?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করল আন্দ্রিয়া।

'না।' মালোরি মাথা নাড়ল, 'আমি শুধু একটা কথা চিন্তা করছি। জার্মানদের কর্মপদ্ধতি খুবই নিখুঁত। তার মধ্যে কোথাও একচুল ফাঁক থাকে না! যদি তারা বিশ্বাস করে, এই দুর্যোগের রাতে অভ্রভেদী পাহাড় ডিঙিয়ে কারুর পক্ষেই এখানে হাজির হওয়া সম্ভব নয়, তবুও একজন মাত্র প্রহরীর ওপর সারা পাহাড়ের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চয় নিশ্চিন্তে থাকবে না। সুতরাং ...'

'হুঁ', এতক্ষণে আন্দ্রিয়ারও মগজে ঢুকছে ব্যাপারটা। 'নিশ্চয় ওদের মধ্যে কোনও গোপন সংকেত পাঠানোর একটা ব্যবস্থা আছে। হয়তো টর্চের আলো ...'

'না...না, আমার তা বিশ্বাস হয় না। এর ফলে সম্ভাব্য শত্রুপক্ষের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তারা কখনোই তাদের গোপন অস্তিত্বের কথা অন্য কাউকে জানিয়ে দিতে রাজি হবে না। যোগাযোগের ব্যাপারে টেলিফোনই সবচেয়ে সুবিধেজনক। ক্রিটদ্বীপের কথাটা একবার ভেবে দ্যাখো। পর্বত-সংকুল দুর্গম অরণ্যের মধ্যেও তারা কীভাবে টেলিফোনের তার ছড়িয়ে রেখেছে!'

আন্দ্রিয়া আর কোনও মন্তব্য করল না। মৃত প্রহরীটির পাশ থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে এধার ওধার খুঁজে দেখতে লাগল। অভীষ্ট বস্তুটির সন্ধান পেতেও বিশেষ দেরি হল না। একটা কালো পাথরের আড়ালে লুকোনো ছিল টেলিফোনটা।

মালোরি গম্ভীরভাবে যন্ত্রটিকে নিরীক্ষণ করল। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।' মৃদু সুরে বিড়বিড় করল মালোরি। 'ইতিমধ্যে যদি রিং হতে শুরু করে তবে আমাকেই তার উত্তর দিতে হবে। ওদের মনে সামান্য সন্দেহ জাগলেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে এখানে। এই মুহূর্তে আমরা সেটা ঘটতে দিতে পারি না।' দু-পা এগিয়ে আবার

BanglaBook.org

মালোরি থমকে দাঁড়াল। 'কিন্তু একজন তো সারারাত এখানে বসে পাহারা দিতে পারে না! নিশ্চয় অন্য কোনও বদলি লোকের বন্দোবস্ত আছে। তা ছাড়া এরও হয়তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় মূল ঘাঁটিতে রিপোর্ট পাঠাবার কথা। প্রত্যাশিত রিপোর্ট না পেলে ওরাও সবিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠবে। ... আন্দ্রিয়া, আর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট করলে চলবে না। আমার বিশ্বাস এক্ষুনি ওদের কেউ এসে পড়বে।'

'কিন্তু মৃত দেহটা ...?' আন্দ্রিয়া বিরস মুখে ভূলুণ্ঠিত সৈনিকটির দিকে ইঙ্গিত করল।

'ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে এধার দিয়ে গড়িয়ে দিলেই চলবে।' অস্বস্তিতে মুখ কোঁচকাল মালোরি।' এখন আর তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। কোনও রকম চিহ্ন রেখে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া শত্রুপক্ষ ভাবতে পারে পাহারা দেবার সময় ও হয়তো গড়িয়ে কোনও খাদের মধ্যে পড়ে গেছে। কারণ এই পাথরগুলো খুবই পিচ্ছিল এবং বিপজ্জনক। ওর পকেটে কোনও কাগজপত্তর আছে কি না ভালো করে দেখে নেবে। পরে হয়তো সেটা আমাদের কাজে লাগতে পারে।'

'কিন্তু এই বুট জোড়াটার মতো ততটা উপকারী হবে বলে মনে হয় না।' হাসিখুশি মুখে মন্তব্য করল আন্দ্রিয়া। 'শুধু মাত্র মোজা পায়ে এই পাহাড়ি রাস্তায় তোমার পক্ষে কতটাই বা হাঁটা সম্ভব?'

ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে মালপত্রগুলো একে একে টেনে তোলা হল। আন্দ্রিয়াই একা হাতে টেনে তুলল সবকিছু। মালোরি শুধু শক্ত হাতে পেছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে রইল, যাতে ভারসাম্য হারিয়ে আন্দ্রিয়া সামনের দিকে ছিটকে না পড়ে যায়।

প্রথমে দু-বার একরকম নিরাপদেই মালপত্রগুলো দড়ির প্রান্তে ঝুলতে ঝুলতে ওপরে উঠে এল। কিন্তু তৃতীয়বার মাঝপথে চমকে উঠল আন্দ্রিয়া। আপনা থেকেই তার গলা চিরে একটা হতাশার সুর বেরিয়ে এল।

'কী ব্যাপার?' বিস্মিত কণ্ঠে মালোরি জানতে চাইল।

'দড়িটা বোধহয় ছিঁড়ে গেল!' পাংশু মুখে জবাব দিল আন্দ্রিয়া।

'ছিঁড়ে গেল?' মালোরির কণ্ঠে শীতল নির্বেদ। 'বিশেষভবে তৈরি দড়িও ছিঁড়ে গেল।'

আন্দ্রিয়া কোনও কথা বলল না। একটা ঘন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক ঠেলে। পরীক্ষার পর বোঝা গেল দড়িটা আসলে ছিঁড়ে যায়নি। গিঁটটাই কেমন আলগা করে বাঁধা হয়েছিল।

'নিশ্চয় স্টিভেন্সের কাণ্ড!' অসুখী মনে বিড়বিড় করল আন্দ্রিয়া।

কী যেন একটা বলতে গেল মালোরি। তার আগেই প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও বজ্রপাত হল। গন্ধক পোড়ার মতো কটু গন্ধ এসে লাগল নাকে। সমস্ত পাহাড়টা কেঁপে উঠল থরথর করে।

'হায় ভগবান!' গভীর শঙ্কায় মালোরির বাক্‌রোধ হবার উপক্রম। খুব অল্পের জন্যে

BanglaBook.org

এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছি। আমাদের খুব দ্রুত হাতে কাজ সারতে হবে আন্দ্রিয়া। বজ্রপাতের পক্ষে পাহাড়টা খুবই আদর্শ। ...শেষ বোঝাটায় কী কী ছিল বলতে পার?'

মালোরির কণ্ঠে ঠিক জিজ্ঞাসার সুর ছিল না। কারণ উত্তরটা তার জানা। সে নিজের হাতে সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে তার যে এ ধরনের স্মৃতিবিভ্রম ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনারও কোনও কারণ নেই।

'আমাদের যাবতীয় খোরাক,' জবাব দিল আন্দ্রিয়া। 'খাবারের সমস্ত প্যাকেটগুলো, স্টোভ আর জ্বালানি—কম্পাসটাও ওর মধ্যে ছিল।'

পাঁচ কি দশ সেকেণ্ড মালোরি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার মনের অবচেতনে এখন একটা দ্বৈত-দ্বন্দ্বের খেলা। সে জানে এই সংকটময় মুহূর্তে সমস্ত কাজই বিদ্যুৎগতিতে সমাধা করা প্রয়োজন। অপর দিকে অবসাদ আর হতাশাও তার মনটাকে বিষাদে ভরিয়ে তুলল। এই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির রাতে আশ্রয়হীন তারা পাঁচটি প্রাণী। তাদের কাছে আহার্য নেই, স্টোভ বা জ্বালানিও নেই। অজানা হিমশীতল মৃত্যুই যেন এই নিশুতি রাতে তাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

আন্দ্রিয়ার বলিষ্ঠ আশ্বাসভরা হাতটা মালোরির পিঠের ওপর এসে পড়ল। 'অত ভাবনার কী আছে ক্যাপটেন, ঘটনাক্রমে বোঝাই তো বরং আরও হালকা হল। বন্ধুবর কর্পোরাল মিলার খবরটা শুনে কত খুশি হবে সে দিকটা একবার চিন্তা করো? বোঝাটা তো তারই বয়ে বেড়াবার কথা। ... আর সত্যি কথা বলতে কি, সমস্যাটাও তেমন কিছু গুরুতর নয়!'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই!' মালেরি গম্ভীর চালে মাথা নাড়ল, 'খুবই সামান্য ব্যাপার!' তারপর অভ্যস্ত হাতে পেটানো দড়ির দুটো প্রান্ত চারশো ফুট নীচে অতল অন্ধকারে নামিয়ে দিল।

পনেরো মিনিট বাদে কেসি ব্রাউনের মাথাটা অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, তখনও বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। ঘন ঘন বজ্রপাতেরও বিরাম নেই। এতখানি উঠে আসতে ব্রাউনের দেহের শেষ রক্তবিন্দুটাও যেন শুকিয়ে গেছে। মুখ-চোখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে।

আরও পনেরো মিনিট পরে ডাস্টি মিলারের আর্বিভাব ঘটল। তার অবস্থা আরও বেশি শোচনীয়। সর্বাঙ্গ বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত। দুচোখে বিহ্বল হতচকিত ছায়া। ওপরে উঠেই প্রথমে খানিকক্ষণ বুক ভরে নিশ্বাস নিল মিলার। তারপর একবার চোখ মেলে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখেই ছিটকে দূরে সরে গেল।

'এখন তুমি নিশ্চিন্তে বসে বিশ্রাম করতে পারো, কর্পোরাল।' সেই পরিস্থিতিতেও মালোরির গলার সুরে হালকা কৌতুক ফুটে উঠল। 'তুমি যে সত্যি এসে পৌঁছেছ তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

এতক্ষণ মিলার যেন কিছুটা সম্বিত ফিরে পেয়েছে। সহজ দৃষ্টিতে মালোরির দিকে তাকাবার চেষ্টা করল।

BanglaBook.org

'আচ্ছা, ওপরে ওঠবার সময় তুমি চোখ বুজিয়ে আসছিলে কেন?'

'আমি! ··· কই না তো!' জোরের সঙ্গে ঘোষণা করল মিলার। মালোরি তার কোনও প্রতিবাদ জানাল না দেখে সে নিজেই আবার সুর পালটালো, 'প্রথম দিকে অবশ্য চোখ বন্ধ করেই আসছিলাম, কিন্তু খানিকটা ওঠবার পর আর তার প্রয়োজন হয়নি।'

❖ ❖ ❖

কোনও কিছুকে ভয় কোরো না, তা হলে ভয়ই তোমায় পেয়ে বসবে! ··· ··· ' ওপরে উঠতে উঠতে কতবার যে এই কথাটা মনে মনে আবৃত্তি করল স্টিভেন্স তার আর হিসেব নেই। এক মনোচিকিৎসকই এই মন্ত্রটা তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষের মন ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু কোনও একক মুহূর্তে তার মধ্যে একটি মাত্র অনুভূতিই প্রবলভাবে সক্রিয় থাকে। অতএব সে যদি মনের মধ্যে সাহসের দীপশিখা জ্বালিয়ে তুলতে সমর্থ হয় তা হলে সেখানে ভয়ের আর্বিভাব ঘটতে পারে না।

নিজের মনেকেও অভয় বাণী শোনাল স্টিভেন্স। ··· স্টিভেন্স, তুমি উত্তিষ্ঠিত হও, জাগ্রত হও! তুমি বলো, তুমি বীর! তোমার দুর্জয় বুকে ভয়ের কলুষ কালিমা কোনওদিন স্পর্শ করতে পারবে না!

তবু তার পেটের মধ্যে তোলপাড় অস্বস্তি আগের মতোই লেগে রইল। থেকে থেকে গুলিয়ে উঠছে গা-টা। ঘনীভূত ভয়ই যে এর মূল উৎস সেটাও সে অনুভব করল অন্তর দিয়ে। সব কিছুর মধ্যেই সে ভয়ের ছায়া নাচতে দেখে। তার জলে ভয়, স্থলে ভয়, সমুদ্রে ভয়, পাহাড়ে ভয়,—প্রতি পদক্ষেপেই ভয়ের হিমেল বিস্তার। কিন্তু আজকের এই ভয়ের সঙ্গে যেন অন্য কারও তুলনা চলে না। এ ভয়ের প্রকৃতিই সম্পূর্ণ আলাদা।

❖ ❖ ❖

নির্জন শৈলশিখরে টেলিফোনের শব্দটা অনাবশ্যক জোরের সঙ্গেই অনুরণিত হল। মালোরির সর্বাঙ্গ নিরেট পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠল। হাতের আঙুলগুলোও মুঠো হয়ে এল আপনা থেকে। দীর্ঘ প্রলম্বিত লয়ে আবার বেজে উঠল ফোনটা।

দু-পা এগিয়েও আবার থমকে দাঁড়াল মালোরি। তারপর ধীরে ধীরে আন্দ্রিয়ার পাশে সরে এল। আন্দ্রিয়াও কৌতূহলী চোখে ফিরে তাকাল। 'কী ব্যাপার, তুমি কি অন্ধের মত পালটালে নাকি?'

মালোরি কথা না বলে মাথা নাড়ল।

'কিন্তু উত্তর না-পাওয়া পর্যন্ত ওরা রিং করেই চলবে!' বিড়বিড় করল আন্দ্রিয়া। 'এবং আদপেই কোনও উত্তর না পেলে সদলবলে এখানে ছুটে আসবে। সে ব্যাপারে ওরা নিশ্চয় একটুও দেরি করবে না।'

'আমি জানি ··· আমি জানি ···,' মালোরি অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, 'সেই ঝুঁকি

BanglaBook.org

আমাদের নিতেই হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই। কতক্ষণে ওরা এখানে এসে উপস্থিত হয় সেটাই শুধু প্রশ্ন।' সহজাত প্রবণতাবশে মিলার এবং ব্রাউনের দিকেও তাকিয়ে দেখল মালোরি। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে দুজনে দুটো পাথরের আড়ালে বসে আছে। 'তবে এ ধরনের ঝুঁকি নেওয়াও উচিত নয়। আত্মরক্ষার সুযোগ আমাদের যৎসামান্য। এ বিষয়ে যতই চিন্তা করছি ততই আমি মনে মনে হতাশ হয়ে উঠছি। শয়তানের প্রতীক এই হুনদের কার্যপদ্ধতি সমস্তই নিখুঁত ছকে বাঁধা। হয়তো ফোনে উত্তর দেবার সময়ও ওরা নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম মেনে চলে। হয়তো একটা সাংকেতিক চিহ্ন আছে ওদের মধ্যে—প্রহরীকে হয়তো আগে নিজের নাম বলতে হয়। তা ছাড়া আমার কণ্ঠস্বরও সব কিছু ফাঁস করে দিতে পারে। অপর পক্ষে প্রহরীর অন্তর্ধানের ব্যাপারেও কেউ কিছু জানতে পারেনি। এবং একমাত্র স্টিভেন্স ছাড়া আর সকলেই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। সোজা কথায় বলতে গেলে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছি। এবং সে সম্বন্ধে কাকপক্ষীও এখন কিছু টের পায়নি।'

'তা অবশ্য ঠিক!' আন্দ্রিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। স্টিভেন্সও দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে। এই মুহূর্তে ধরা পড়বার কোনও সুযোগ করে দেওয়া খুবই গর্হিত কাজ হবে।' অল্প থামল আন্দ্রিয়া। ফোনটাও ইতিমধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে। 'কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে এখানে ওদের এসে পড়ার সম্ভাবনা! ফোনটা যেভাবে আচমকা থেমে গেল তাতে মনে হয় ধড়াচুড়ো পরে ওরা ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে।'

'তাও আমি আন্দাজ করতে পারি। এখন শুধু স্টিভেন্সর জন্যেই যা কিছু ভয়-ভাবনা।' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল মালোরি। 'তুমি এখান থেকে স্টিভেন্সর ওপর নজর রাখো। আমি বরং বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানিয়ে অন্যদের সাবধান করে দিয়ে আসি।'

বড় বড় পা ফেলে মালোরি সামনের অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। মৃত জার্মান প্রহরীর বুটজোড়াটা ওর পায়ের পক্ষে খুবই ছোট। ক্ষতবিক্ষত আঙুলগুলোর ওপর নিষ্ঠুরভাবে চেপে বসেছে বুট দুটো। তার ফলে ওর হাঁটার মধ্যেও খুঁড়িয়ে চলার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। এইভাবে আর কিছুক্ষণ হাঁটলে ওর পায়ের অবস্থা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, জোর করেই সে চিন্তা থেকে আপাতত নিবৃত্ত করল মনটাকে। এখন ওর কাছে সমস্ত দলটার ভবিষ্যৎই একমাত্র ভাবনার বিষয়।

অন্ধকারের মধ্যেই আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল মালোরি। একটা কনকনে ধাতব পদার্থ তার ঘাড়ে এসে ঠেকেছে। 'আত্মসমর্পণ করো, নইলে গুলি চালাব।' মিলারের ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বরে কৌতুকের ছোঁয়া। এতটা পথ আকাশে ও সমুদ্রে পরিভ্রমণ করে এসে এই প্রথম মাটিতে পা দিয়ে তার মনটাও আবার বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ, খুবই মজার ব্যাপার! নিঃসন্দেহে মজার ব্যাপার।' মালোরি কৌতূহলী দৃষ্টিতে মিলারকে তাকিয়ে দেখল কয়েক পলক। ইতিমধ্যে বর্ষাতি আর মাথার টুপিটা খুলে

BanglaBook.org

ফেলেছে মিলার। বৃষ্টিও থেমে গেছে কোনও এক ফাঁকে। মিলারের গায়ে একটা জ্যাকেট, তার ওপর হাতেবোনা ওভারকোট। সমস্তই ভিজে সপসপ করছে।

'তুমিই একমাত্র ফোনের আওয়াজ শুনতে পেয়েছ?' মালোরি প্রশ্ন করল।

'ওটা কি সত্যিই ফোনের আওয়াজ? ... হ্যাঁ, তা হলে নিশ্চয় শুনেছি।'

'স্থানীয় প্রহরীকে ওরা ফোনে ডাকছিল। কিন্তু আমরা ফোনটা ধরিনি। কোনও উত্তর না পাওয়ায় খুব তাড়াতাড়িই ওরা এখানে খোঁজখবর নিতে আসবে। সামনের দুটো রাস্তার যে কোনও একটা দিয়েই আসতে হবে ওদের। তুমি আর ব্রাউন দুজনে দুদিকে লক্ষ রাখো।'

'ঠিক আছে, বস্। অটোমেটিকটা কি কাজে লাগাব?'

'না, একটাও গুলিগোলা নয়। কেবল ওদের আসার ইঙ্গিত পেলেই যত শিগগির সম্ভব খবরটা এখানে পৌঁছে দেবে। তবে যাই ঘটুক না কেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবে এখানে।'

দ্রুত পায়ে মালোরি আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। নীচের গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল আন্দ্রিয়া। মালোরির পদশব্দে ঘাড় ফেরাল। 'আমি ওর পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। মনে হয় ইতিমধ্যে ও এই ঝুলন্ত পাথরটা নীচে পৌঁছে গেছে।'

'ভালো ...! ওকে তাড়াতাড়ি ওঠবার কথা বলে দাও। আমাদের হাতে আর এক মুহূর্ত সময় নেই।'

মালোরি এবার অন্ধকারের মধ্যে চোখ তুলে তাকিয়ে রইল। কে যেন ছুটে আসছে তার দিকে। আর একটু কাছে আসতেই চিনতে পারল মূর্তিটিকে।

'ব্রাউন নাকি?' মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল মালোরি।

'হ্যাঁ স্যার, আমি।' ব্রাউন এবার আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। তার নাক-মুখ দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। যে দিক থেকে ছুটে এল, সেই দিকেই আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করল। 'কারা যেন আসছে স্যার। খুবই দ্রুতগতিতে আসছে। চারদিকে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে ছুটে আসছে এদিকে।'

'ওদের সংখ্যা কত?'

'চার-পাঁচ জন তো হবেই। আরও বেশি হতে পারে।' আগের মতোই হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল ব্রাউন। 'চার পাঁচটা টর্চই যেন জ্বলতে দেখলাম। আপনি নিজের চোখেই দেখতে পারেন।'

ব্রাউন আবার পেছনে ফিরে তাকাল। তার পরই বিস্ময়ে চোখ মিটমিট করল। 'খুবই মজার ব্যাপার! সকলেই দেখছি অন্ধকারের অদৃশ্য হয়ে গেছে।' মালোরিকে লক্ষ করে বলল, 'কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি ... '

'চিন্তা কোরো না।' ক্লান্ত সুরে আশ্বাস দিল মালোরি। 'তুমি ঠিকই দেখেছ। আমিও ওই আগন্তুকদের আশা করছি। নিশ্চয় ওরা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেইজন্যে

BanglaBook.org

আর কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। আলো জ্বালালে আমরা হয়তো ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে যাব, সেই কারণেই এই সাবধানতা! ... তুমি যখন দেখতে পেলে তখন ওরা কত দূরে?'

'একশো কি দেড়শো গজ হবে।'

মালোরি আবার দ্রুত পায়ে পাহাড়ের ধারে গিয়ে পৌঁছোল। আন্দ্রিয়ার পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে বলল, 'ওরা এসে পড়েছে আন্দ্রিয়া। বাঁদিকের রাস্তা ধরে আসছে। সংখ্যায় চার-পাঁচ জন হবে। দু মিনিটের মধ্যেই এখানে এসে পড়বে। স্টিভেন্স এখন কোথায়? তুমি কি ওকে দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে।' আন্দ্রিয়ার কণ্ঠস্বর উদ্বেগহীন। 'ঝুলন্ত পাথরটাও ও পেরিয়ে এসেছে ...'

আবার কাছে কোথাও বজ্রপাত হল। আন্দ্রিয়ার শেষ কথাগুলো আর শোনা গেল না। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না কোনও। মালোরিও এবার স্টিভেন্সকে দেখতে পেয়েছে। ক্লান্ত শম্বুক গতিতে এগিয়ে আসছে স্টিভেন্স। তার মধ্যে কেমন একটা জবুথবু ভীতসন্ত্রভাব। ও এখন ঝুলন্ত পাথর আর শৈলশিখরের কুড়ি ফুট নীচে যে পাথরের খাঁজ আছে তার ঠিক মাঝ বরাবর এসে পৌঁছেছে।

'হায় ভগবান!' স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল মালোরি, 'স্টিভেন্স ... স্টিভেন্স...'

স্টিভেন্সের দিক থেকে কোনও প্রত্যুত্তর এল না। ও যে ডাক শুনতে পায়নি সেটা বোঝা যাচ্ছে। আগের মতোই মন্থর শম্বুক গতি। একটা যান্ত্রিক রোবটই যেন ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে।

আন্দ্রিয়া বলল, 'দ্যাখো, ওঠবার সময় একবারও মাথা তুলছে না। একজন পর্বতারোহী যদি একবারও মাথা না তোলে ধরে নিতে হবে তার অবস্থা খুবই শোচনীয়।' একটু থেকে আবার প্রশ্ন করল, 'আমি কি নেমে গিয়ে ওকে সাহায্য করব?'

'না,' মালোরি দৃঢ় ভাবে ঘাড় নাড়ল? 'এই মুহূর্তে আমি তোমাদের দুজনকে হারাবার ঝুঁকি নিতে রাজি নই। ... হ্যাঁ, অবস্থা এখন সেই পর্যায়েই এসে দাঁড়িয়েছে।' ব্রাউন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে তাও সে জানে। অন্ধকারের মধ্যে ব্রাউনের নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। 'তুমি মিলারকে নিয়ে আগের মতোই কোনও পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকো। আমাদের ওপরেও দৃষ্টি রেখো সর্বদা।' ব্রাউনকে নির্দেশ দিল মালোরি।

'স্টিভেন্স ... স্টিভেন্স...'

এবারেও ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে গেল তার কণ্ঠস্বর।

'স্টিভেন্স...ঈশ্বরের দোহাই...তুমি শুনতে পাচ্ছ?' একরাশ চাপা ব্যাকুলতা ঝরে পড়ল তার কণ্ঠ থেকে।

এতক্ষণে স্টিভেন্সের কানে গিয়েও যেন কিছু একটা পৌঁছেছে। বোবা চোখে ফিরে তাকাল স্টিভেন্স। তবে সে যে স্পষ্ট করে কিছু শুনেছে তেমন কিছু মনে হল না।

BanglaBook.org

'কয়েকজন জার্মান সিপাই আসছে,' মালোরি তাকে বোঝাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল। 'তুমি আর ওপরে উঠো না। ওই পাহাড়ের খাঁজে কোথাও লুকিয়ে থাকো। আর কোনও শব্দটব্দ কোরো না। বুঝতে পারলে? পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকলে ওখানে যে হুকটা পোঁতা আছে সেটা শক্ত করে ধরে থেকো।'

স্টিভেন্স অভ্যাসবশেই মাথা নাড়ল। তবে সে কী বুঝল শুধু সে-ই জানে। পরমুহূর্তে আবার তাকে একই ভঙ্গিতে ওপরের দিকে উঠে আসতে দেখা গেল। তার গতি যেন এবারে আরও শ্লথ। সারা দেহ ক্লান্তি আর হতাশায় ভেঙে পড়েছে।

'তোমার কি মনে হয় ও কিছু বুঝতে পেরেছে?' আন্দ্রিয়ার কণ্ঠস্বর চিন্তামগ্ন।

'ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না।' মালোরি সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর এগিয়ে গিয়ে আন্দ্রিয়ার হাত ধরল। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবে তেমন জোরে নয়। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে বড় পাথরটার দিকে এগিয়ে চলল দুজনে। এক ইঞ্চি পাশে অতল অন্ধকার খাদ। বড় পাথরটাও সেখান থেকে ত্রিশ গজ সামনে। এই সামান্য পথটাই এখন যেন দুস্তর দুরতিক্রম্য বলে বোধ হচ্ছে। একটা রাইফেল পর্যন্ত তাদের হাতে নেই। কতখানি অসহায় হতভাগ্য তারা! এই সঙ্গে অন্য ধরনের একটা চিন্তাও তার মনের পর্দায় উঁকি দিল। যে মুহূর্তে তাদের ওপর শত্রুপক্ষের টর্চের আলো এসে পড়বে সেই মুহূতেই বেজে উঠবে মৃতুর বিষাণ। তবে তারা এই মৃত্যুর শিকার হবে না। মারা পড়বে ওই হতভাগ্যরা। মিলার এবং ব্রাউনের নির্ভুল লক্ষ্য সম্বন্ধেও তার মনে এক তিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই এখানে বড় কথা নয়। কীভাবে কোনও চিহ্ন না রেখে আত্মগোপন করা যায় তারই চেষ্টা দেখা উচিত। দূর পাল্লার শক্তিশালী টর্চের আলো কয়েকবার তাদের আশপাশ দিয়েও ঘুরে গেল। একবার তো মাত্র হাত দুয়েক তফাত দিয়েই বেরিয়ে গেল আলোটা। মাটিতে মুখ লুকিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছিল তখন। আলোটা একটু দূরে সরে যেতেই আবার তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলল। অবশেষে বড় পাথরটার পেছনে এসে আশ্রয় নিল দুজনে। এখানে আরও অনেকগুলো ছোটবড় পাথর উঁচুনীচু ঢিবির মতো ছড়িয়ে আছে। আত্মগোপনের পক্ষে স্থানটা খুবই আদর্শ। ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম। কোনও এক ফাঁকে মিলারও তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। টর্চের আলোর সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজনের টুকরো টুকরো উত্তেজিত কণ্ঠস্বরও এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। দূরত্বটা বড় জোর গজ কুড়ি হবে।

'আমাদের আরও কিছুটা ভেতরে সরে যাওয়া ভালো। দরকার হলে অন্য পাথরেরও আড়াল পাওয়া যাবে।' মিলার বলল। 'ওরা এখন চারধারেই তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখছে।'

'ওদের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখো। কিন্তু ওরা যদি হঠাৎ করে স্টিভেন্সকে দেখতে পায় তখন আর বিন্দুমাত্র ভাবনাচিন্তা করবে না। সে ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ক্যারিবিয়ানটাই বেশি কাজ দেবে। শব্দের জন্যেও খুব একটা ব্যস্ত হতে হবে না।'

BanglaBook.org

❖ ❖ ❖

কিছু একটা অ্যান্ডি স্টিভেন্সের কানে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেটা তার মগজে পৌঁছোয়নি। তার শরীরের সমস্ত অনুভূতিই এখন বোবা অসাড় হয়ে গেছে। তার ওপর সে অপরিসীম ক্লান্তও বটে। কোনও রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে ক্ষতবিক্ষত দেহভার টেনে নিয়ে চলেছে। স্টিভেন্স এখন সহ্যশক্তির শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে। তার কপালের ক্ষতস্থান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নাগাড়ে রক্ত পড়ছে। দৈহিক শক্তিও যেন সেই সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ে ওঠবার সময় কতবার যে নিরেট পাথরের গায়ে মাথা ঠুকে গেছে তারও কোনও লেখাজোখা নেই।

পাহাড়ের যে খাঁজটার কাছে মালোরি তাকে আত্মগোপন করে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিল সে অংশটাও পেরিয়ে এল স্টিভেন্স। আর মাত্র দশ ফুট বাকি! ...আর পাঁচ ফুট। ...শিখরের শেষ প্রান্তেও পৌঁছে গেল এক সময়। দুর্গম যাত্রাপথের শেষ হল। এখনও তার মনটা সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পায়নি, কিন্তু স্বাভাবিক অভ্যাসগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মালোরির মতোই সহজাত অনুপ্রেরণায় শিখরের এক প্রান্ত শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল সে। ওপরে ওঠবার আগে মাথা উঁচু করে চার দিকটা ভালো করে দেখে নেবার চেষ্টা করল। আশেপাশে দলের অন্য কাউকেই সে দেখতে পেল না। মালপত্র সমেত সমস্ত সঙ্গীরাই যেন বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কিঞ্চিত আশ্চর্যজনক। সকলে কি তার কথা ভুলে গেল? এমন সময় আচ্ছন্ন দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই চার পাঁচটা টর্চের আলো জ্বলতে দেখল স্টিভেন্স। বিদেশি ভাষায় কাদের যেন অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দও তার কানে ভেসে এল। স্টিভেন্সের মনে হল তার মাথার ওপর অকস্মাৎ যেন এক বাজ ভেঙে পড়েছে। ব্যাপারটা কী ঘটেছে সেটা কল্পনা করে নিতেও তাকে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হল না। দলের অন্য সকলে নিশ্চয় জার্মানদের হাতে ধরা পড়েছে। ইতিমধ্যে তাদের মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। তার অর্থ এই নির্বান্ধব শত্রুপুরীতে স্টিভেন্স এখন একলা।

তার কোনও সহায় নেই, সম্বল নেই। তিলমাত্র আশাভরসারও অস্তিত্ব নেই কোথাও। কথাটা ভাবতে ভাবতেই আবার তার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠল। চোখের সামনে কালো পর্দার যবনিকা। একই সঙ্গে অসংখ্য ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করল কানের মধ্যে, বুকের মধ্যে অসীম শূন্যতার নীরব হাহাকার। হাতের মুঠো দুটোও আলগা হয়ে এল আপনা থেকে। কুড়ি ফুট নীচে মালোরি যেখানে তাকে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিল সেইখানেই মুখ থুবড়ে পড়ল তার অসহায় দেহটা। এখন আর তার কোনও জ্বালাযন্ত্রণা নেই। ভয়ভাবনার অস্তিত্বটুকুও অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন শুধু চোখের গভীরে চাপচাপ পঞ্জীভূত অন্ধকার। অবচেতনার অন্ধকারে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

সোমবার

রাত দুটো থেকে ভোর ছ'টা

জার্মান রক্ষীদের সম্পর্কে মালোরি যা ধারণা করেছিল তা অভ্রান্ত। তাদের দক্ষতা অসাধারণ। কাজকর্ম নিখুঁত এবং পরিপাটি। তার ওপর তাদের কল্পনাশক্তিও ছিল। এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক।

তাদের দলের লোকসংখ্যা মোট চারজন। সকলের পায়ে ভারী গামবুট। মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ। প্রথমে এসেই তারা ফোনটা টেনে নিয়ে তাদের মূল ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করল। তারপর তরুণ সার্জেন্ট দুজন অধীনস্থ সিপাইকে পাহাড়ের ধার বরাবর খুঁজে দেখার নির্দেশ দিল। সার্জেন্ট নিজে বাকি প্রহরীটির সঙ্গে চারদিকে যে উঁচুনীচু পাথরের ঢিবিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল তার আশেপাশে পরীক্ষা শুরু করল। তবে স্বভাবতই বেশি ভেতরে সে গেল না। কারণ পাহারারত সিপাইটি যদি কোনও কারণে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে এতটা ভেতরের দিকে সে নিশ্চয় আশ্রয় নিতে আসবে না। তাই মালোরি ও তার সঙ্গীদেরও চিন্তার বিশেষ কারণ রইল না।

কিন্তু মালোরি মনে মনে এতক্ষণ যে বিপদের আশঙ্কা করছিল এবারে সেটাই সত্যে পরিণত হল। জোরালো টর্চের আলো ফেলে পাহাড়ের খাদের মধ্যেও উঁকি মেরে দেখতে শুরু করল তারা। মালোরির শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। অন্য সকলের অবস্থাও সেই রকম। সকলেই উদ্‌গ্রীব চিত্তে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির চিন্তায় মগ্ন। ইতিমধ্যে তরুণ সার্জেন্ট হঠাৎ বিস্মিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। তার টর্চের আলো যে স্টিভেন্সের ওপর গিয়ে পড়েছে তাতে আর ভুল নেই। স্টিভেন্সই তা হলে অসহায়ভাবে পড়ে আছে ওখানে। বেঁচে আছে কি মারা গেছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে বেঁচে থাকলেও জার্মান ক্যারিবিয়ানের একটা গুলিতেই যে-কোনও মুহূর্তে তার ভাবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে জার্মানরাও কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না। তাদেরও মরতে হবে এক সঙ্গে।

তরুণ সার্জেন্ট এবার বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টর্চের আলো ফেলতে লাগল। পেছন থেকে দুজন জার্মান সেপাই তার কোমরের বেল্টটা জোরে টেনে ধরে রেখেছে। দূর থেকে মালোরি এবং অন্যান্যরাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল সবকিছু।

অবশেষে সার্জেন্ট সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'হতভাগ্য এখ্‌রিখ-ই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।' তার কণ্ঠে ক্রোধ ও ক্ষোভের যুগপৎ সমন্বয়। 'কতবার যে আমি ওকে অসাবধানে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছি ...! জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক।' সহজাত অভ্যাসবশেই দু-পা পিছিয়ে এল তরুণ সার্জেন্ট। 'হয়তো ওর পা পিছলে গিয়েছিল। বন্দুকের বাঁটটাও হড়কে যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সেটা তেমন জরুরি ব্যাপার নয়।'

BanglaBook.org

'ও কি মারা গেছে বলে আপনি সন্দেহ করছেন?' যে সিপাইটি প্রশ্ন করল তাকে এখন নেহাতই বালক বলা চলে। গলার স্বরে করুণ ভীতসন্ত্রস্ত ভাব।

'সঠিক বলা শক্ত! ... তুমি নিজেই একবার উঁকি মেরে দ্যাখো না!'

যুবকটি এবার ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে দেখতে লাগল। অন্য দুজন প্রহরী তাকে ধরে রইল শক্ত হাতে। তারা নিজেদের মধ্যে মৃদু সুরে কথাবার্তাও বলতে লাগল দু একটা।

মালোরি মিলারের কানের পাশে মুখ এনে চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'পাহাড়ে ওঠার সময় স্টিভেন্স কি কালো পোশাকটাই পরে ছিল?'

অল্পক্ষণ চিন্তা করল মিলার। 'না, আমরা দুজনেই গায়ের ওপর বর্ষাতি চাপিয়ে নিয়েছিলাম।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মালোরি। জার্মানরা যে রঙের বর্ষাতি ব্যবহার করে ওদের বর্ষাতিও সেই রঙের। তার ওপর স্টিভেন্স চুলে কালো কলপ ব্যবহার করে। মৃত সিপাইটির চুলও কালো। এত ওপর থেকে স্টিভেন্সের বর্ষাতি বা চুল ছাড়া আর কিছুই হয়তো দেখা যাচ্ছে না। সেই জন্য ভুল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

ইতিমধ্যে যুবক সিপাইটিও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, সার্জেন্ট। এখ্‌রিখ-ই।' তার কথার সুরে কেমন একটা ইতস্তত ভঙ্গি। 'তবে আমার মনে হয়ে ও বেঁচে আছে। আমি যেন ওর মাথাটাও নড়তে দেখলাম। যদিও অন্ধকারের মধ্যে এত উঁচু থেকে সঠিক লক্ষ করা সম্ভব নয় ...'

মালোরি অধীর উত্তেজনায় আন্দ্রিয়ার একটা হাত চেপে ধরল। তা হলে স্টিভেন্স এখনও বেঁচে আছে! করুণাময় ঈশ্বরকে শতসহস্র ধন্যবাদ! তারা এখনও ছেলেটাকে বাঁচাতে পারবে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা নতুন চিন্তা এসে ঘিরে ধরল তাকে। দলের পক্ষে স্টিভেন্সের যেটুকু প্রয়োজন ছিল তা ফুরিয়ে গেছে। জরাজীর্ণ বোটটাকে নাভারোনের উপকূলে চালিয়ে আনার পথে স্টিভেন্সের ভূমিকা অপরিহার্য ছিল। তবে তার আর একটা কর্তব্য ছিল পর্বতারোহণে মালোরিকে সাহায্য করা, যাতে পরবর্তী সঙ্গীদের পথ সুগম হয়। কিন্তু তার আগেই স্টিভেন্স নিজে কাহিল হয়ে পড়ল। এজন্যে বেচারিকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে দলের পক্ষে পরিস্থিতিটা খুবই অস্বস্তিকর। এখন এই অক্ষম পঙ্গু স্টিভেন্সকে ঘাড়ে করে বয়ে বেড়ানোই এক দুর্বিষহ সমস্যা। তাদের অগ্রগতির পথে পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াবে স্টিভেন্স। তাদের মূল উদ্দেশ্যও এর ফলে ব্যহত হবে। এমনকী শুধু মাত্র স্টিভেন্সের জন্যে তারা সকলে ধরাও পড়ে যেতে পারে। এর চেয়ে স্টিভেন্স যদি নিজে থেকে মৃত্যু বরণ করত তবে অনেক সহজ হত সমস্যাটা। অন্ধকারের মধ্যে আপনা থেকেই হাত মুঠো করল মালোরি। না...না, এ সব সে কী ভাবছে! স্টিভেন্স এখনও খুব ছেলেমানুষ। সমস্ত ভবিষ্যৎটাই ওর চোখের সামনে পড়ে আছে। যে করেই হোক স্টিভেন্সকে সে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে। আবার তাকে আত্মীয়পরিজনদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

BanglaBook.org

তরুণ সার্জেন্ট এবার অন্যান্য প্রহরীদের দৃঢ় কণ্ঠে নির্দেশ দিচ্ছে। হতভাগ্য এখরিখ তাকে ঝামেলার মধ্যে ফেলেছে। এক্ষুনি একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভাঙা হাড় মেরামত করার যন্ত্রপাতিও আনতে হবে। তারপর স্ট্রেচার। পাহাড়ে নামার দড়ি, হুক, আর কিছু সাহায্যকারী লোকলশকর। প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুরই একটা তালিকা দিল সে। মালোরি আরও কিছু শোনার জন্যে কানখাড়া করে রইল। কজন লোক এখানে পাহারায় নিযুক্ত থাকবে সেই উত্তরটাই তার কাছে একান্ত গুরুতর। কারণ যে বা যারা পাহারা দেবে, মৃত্যুই তাদের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। তার ফলে মালোরিদের উপস্থিতির কথাটাও আর গোপন রাখা যাবে না। কিন্তু সার্জেন্টই সব সমস্যার সমাধান করে দিল।

'কিন্তু···কিন্তু এই খাদের ধারে তো একজনের পাহারায় থাকা উচিত!' দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে মন্তব্য করল যুবক সিপাইটি। 'আমরা কি কেউ এখানে অপেক্ষা করব?'

'তাতে উপকারটা কী হবে?' সার্জেন্টের কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়ল। 'ও যদি কোনও রকমে গড়িয়ে পড়ে যায় তা হলে কি আমরা সেটা ঠেকাতে পারব? তার চেয়ে যত তাড়াতাড়ি ওর উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যায় ততই ওর পক্ষে মঙ্গল।'

যে পথ দিয়ে এসেছিল আবার সেই পথ ধরেই ফিরে গেল প্রহরী তিনজন। জার্মান সার্জেন্ট ফোন তুলে কার সঙ্গে যোগাযোগ করল উত্তেজিত কণ্ঠে। তারপর ডান দিকের পথটা ধরে অদৃশ্য হল অন্ধকারে। সম্ভবত এই পথের শেষে দ্বিতীয় কোনও পাহারা-ঘাঁটি আছে।

মালোরি আর কালবিলম্ব করল না। তরুণ সার্জেন্টের অস্পষ্ট অবয়বটা নিকষ অন্ধকারে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবার আগেই আন্দ্রিয়ার হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মিলার আর ব্রাউন আগের মতোই পাহারায় নিযুক্ত রইল দু-দিকে।

দড়ি বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে দুজনে যখন স্টিভেন্সের কাছে এসে পৌঁছোল তখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। অচৈতন্য একটা দেহ খাঁজের মধ্যে হাত-মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। একটা পায়ের অবস্থা খুবই শোচনীয়। পাথরের খাঁজে আটকে সেটা এমনভাবে দুমড়ে আছে যে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সেখানকার হাড় ভেঙে গেছে। তা না হলে এমনভাবে কোনও পা দুমড়ে থাকতে পারে না। কপালের পুরোনো ক্ষতটাও লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

'একে পিঠে করে ওপরে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর অন্য পথ নেই।'

'কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব?' আঁতকে ওঠে মালোরি। 'অর্ধেক রাস্তা যেতে না যেতেই তো বেচারি মারা পড়বে!'

'এখানে এভাবে ফেলে রেখে দিলেও ভালো কিছু হবে না।' আন্দ্রিয়ার কণ্ঠস্বর নির্বিকার। 'এটুকু ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে।' তারপর মালোরিকে আর বাদপ্রতিবাদের সুযোগ না দিয়েই স্টিভেন্সের মৃতপ্রায় দেহটা পিঠের ওপর তুলে নিল। মালোরিও বাধিত ভঙ্গিতে হতচেতন স্টিভেন্সকে আন্দ্রিয়ার পিঠের সঙ্গে বেঁধে দিল শক্ত করে।

BanglaBook.org

নীচে থেকে ঠেলে ঠেলে আন্দ্রিয়াকে ওপরে উঠতে সাহায্যও করল যথেষ্ট। কিন্তু তারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। একশো ষাট পাউণ্ড বোঝা নিয়ে আন্দ্রিয়াকে যেন আগের চেয়ে আরও বেশি ক্ষিপ্র আরও বেশি তৎপর বলে মনে হল। মাঝেমধ্যে দু-একবার গুঙিয়ে উঠেছিল স্টিভেন্স। তার অচৈতন্য কণ্ঠ থেকে একটা ঘড়ঘড়ে যন্ত্রণাকাতর শব্দও বেরিয়ে আসছিল থেকে থেকে। যেন এক হতভাগ্য মৃত্যুপথযাত্রীর অস্ফুট মর্মান্তিক আর্তনাদ।

ওপরে উঠে অল্প থেমে জিরিয়ে নিল মালোরি।

'আন্দ্রিয়া, তুমি বরং উঁচুনীচু পাথরের ঢিবিগুলোর মধ্যে দিয়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে যাও। প্রথমে যেখানে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফাঁকা জায়গা দেখতে পাবে সেখানেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

আন্দ্রিয়া কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ল। ইতিমধ্যে স্টিভেন্সকে পিঠ থেকে নামিয়ে দু হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছিল আন্দ্রিয়া। স্টিভেন্সের অচৈতন্য রক্তাপ্লুত মুখের দিকেও তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। তার চোখ দেখেই মনে হয় সে এখন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। অথবা স্থিরভাবে কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। আন্দ্রিয়ার হাবভাব লক্ষ করে মালোরির অন্তরটাও অস্বস্তিতে ভরে উঠল। আপনা থেকেই কান পাতল বাতাসে। কালো রাত্রির বিক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই তার কানে ধরা পড়ল না। তার সঙ্গে বৃষ্টির একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু যেন জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জরুরি কাজগুলোও সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে হবে। কোথাও একটুও খুঁত রাখলে চলবে না। অনিচ্ছুক ক্লান্ত হাতে পাহাড়ের গা থেকে হুকটা উপড়ে আনতে হল। হুক সংলগ্ন লম্বা দড়িটাও গুটিয়ে নিল ছোট করে। ফিরে আসার সময় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা ঝলসে উঠল মগজের মধ্যে। স্টিভেন্সের অচৈতন্য দেহটা যেখানে পড়েছিল সেখানে পাহাড়ের খাঁজে একটা হুক এখনও আটকানো আছে। এবং সেই হুক সংলগ্ন লম্বা দড়ি ঝুলছে নীচের দিকে। ওপরে ওঠার সময় স্টিভেন্সেরই এটা সঙ্গে করে নিয়ে আসবার কথা।

মালোরি এখন দৈহিক ভাবে এত বেশি ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত যে স্বাভাবিক বোধ-অনুভূতি গুলোও ওর ভোঁতা হয়ে গেছে। বিশেষ করে স্টিভেন্সের বর্তমান অবস্থা দেখেই ও যেন ভেঙে পড়েছে ভীষণ ভাবে। সাফল্যের শেষ সম্ভাবনাটুকুও বুঝি অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে মনে মনে একটা অশ্রাব্য অভিশাপ উচ্চারণ করেই আবার ক্লান্ত হাতে হুক পুঁতল মালোরি। দড়ি ধরে ধীরে ধীরে কুড়ি ফুট অন্ধকারে নেমে এসে দ্বিতীয় হুকটা উপড়ে নিল পাথরের খাঁজ থেকে। হুক সংলগ্ন দড়িটাও গুটিয়ে নিল যত্ন করে। কুড়ি মিনিট বাদে মিলার ও ব্রাউনের সঙ্গে আবার দেখা হল তার।

BanglaBook.org

❖ ❖ ❖

আন্দ্রিয়াকে খুঁজে পেতেও বেশি দের হল না। নীচু পাথরের আড়ালে একটা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে অপেক্ষা করছিল আন্দ্রিয়া। জায়গাটার আয়তন একটা বিলিয়ার্ড টেবিলের চেয়ে বেশি বড় হবে না। ভিজে মাটির ওপর হালকা রবার-ক্লথ পেতে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল স্টিভেন্সকে। পাথরের আড়ালে থাকার ফলে বৃষ্টিটাও সোজাসুজি তার গায়ে লাগছিল না। কনকনে ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আসছিল সকলের হাত-পা। তবে উঁচুনীচু ঢিবিগুলোর জন্যেই ঝড়ের দাপটটা কিছু কম মনে হচ্ছিল। দূর থেকে তিনজনকে আসতে দেখেই আন্দ্রিয়া চোখ তুলে তাকাল। মালোরির নজর পড়ল আন্দ্রিয়া ইতিমধ্যে স্টিভেন্সের ট্রাউজারটা হাঁটু অবধি গুটিয়ে ফেলেছে। ভারী বুট দুটোও ছুরি দিয়ে কেটে নিয়েছে তার পা থেকে।

অন্ধকারের মধ্যেও স্টিভেন্সের ক্ষতবিক্ষত হাড়-ভাঙা পায়ের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল মালোরি। 'হায় ভগবান! ছেলেটা যে কী নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে!' সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মালোরি তার মুখের দিকে ফিরে তাকাল। 'এক্ষুনি আমাদের কিছু একটা করতে হবে, বস্। আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা চলবে না। ছেলেটা সত্যিই এখন মৃত্যুপথ-যাত্রী,' মিলার বলল।

'সবই আমি জানি। কিন্তু ডাস্টি, ছেলেটাকে আমাদের বাঁচাতেই হবে! যে কোনও ভাবে বাঁচাতেই হবে।' এই মুহূর্তে এটাই মালোরির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল। স্টিভেন্সের হাঁটুর কাছে পা মুড়ে বসে পড়ল মালোরি। 'এসো, পরিস্থিতিটা একবার ভালো করে নজর দিয়ে দেখা যাক!'

মিলার তাকে জোর করে সরিয়ে দিল। 'দায়িত্বটা সম্পূর্ণ ভাবে আমার ওপরই ছেড়ে দাও, বস্।' মিলারের কণ্ঠে একটা সুনিশ্চিত প্রত্যেয়ের সুর ছিল। 'তার চেয়ে ওষুধের বাক্সটা তাড়াতাড়ি বের করার ব্যবস্থা করো। সেইসঙ্গে একটা তাঁবুরও প্রয়োজন।'

'তুমি একলাই কি সমস্তটা সামলে উঠতে পারবে?' মালোরির কণ্ঠে প্রশ্নের আভাস থাকলেও ঈশ্বর জানেন মিলারকে সে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করতে চায়নি। বরঞ্চ মিলারের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় তার সারা মন ভরে উঠল। একটা যেন পাষাণ ভার নেমে গেল বুকের ওপর থেকে। তবু তার কিছু একটা বলা উচিত এই ভেবেই বলল, 'কিন্তু কীভাবে যে তুমি ...'

'দেখ বস্,' মিলার তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল, 'সারাজীবন মারাত্মক সব বিস্ফোরক নিয়েই কাজ করেছি আমি। এ ধরনের হাত-পা ভাঙার ঘটনাও আমার কাছে নতুন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি নিজের হাতেই তাদের চিকিৎসা করেছি।' মৃদু হাসল মিলার। 'তবে সেখানে আমিই ছিলাম আমার বস্—এইটুকুই যা সুবিধে ছিল।'

'ধন্যবাদ ... অসংখ্য ধন্যবাদ।' মালোরি গভীর আন্তরিকতায় তার পিঠ চাপড়ে দিল। 'ওর দায়িত্ব এখন পুরোপুরি তোমার, ডাস্টি। ... কিন্তু ... তাঁবুর ব্যাপারটা ...?' সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অন্ধকারের উঁচু পাহাড়টার দিকে ফিরে তাকাল মালোরি। 'মানে ... আমি বলতে চাই ...'

BanglaBook.org

'আমার বক্তব্য তুমি বুঝতে পারোনি, বস্।' অভ্যস্ত হাতে ওষুধের বাক্সটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে মুখ খুলল মিলার। 'আমি এখানে তাঁবু খাটিয়ে হাসপাতাল খুলে বসছি না। তাঁবুর গায়ে অনেক শক্ত কাঠের টুকরো লাগানো আছে। ভাঙা হাড় জোড়া দেবার জন্যে এক টুকরো কাঠের প্রয়োজন।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়!' এতক্ষণে উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে ধাতস্থ হল মালোরি। 'ব্যাপারটা আগে আমার মাথায় ঢোকেনি।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে সিরিঞ্জে মর্ফিয়া ভরে নিয়েছিল মিলার। 'ব্যান্ডেজ বাঁধার আগে মর্ফিয়া না দিলে ছেলেটা হয়তো শকেই মরে যাবে। তা ছাড়া একটু আশ্রয়, একটু উষ্ণ পরিবেশ আর কিছু শুকনো পোশাক পরিচ্ছদেরও দরকার।'

'উষ্ণতা? ... শুকনো পোশাক পরিচ্ছদ?' মালোরর কণ্ঠে হঠাৎ কিছুটা ব্যঙ্গের ঝাঁজ ফুটে উঠল। স্টিভেন্সের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যেই যে স্টোভ এবং জ্বালানির বোঝাটা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে সে কথাটাও মনে পড়ল তার। এই স্টিভেন্সই যেন তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে! 'এই মুহূর্তে কীভাবেই বা আমরা এগুলো সংগ্রহ করব?'

'তা আমি বলতে পারি না।' শান্ত সুরে জবাব দিল মিলার। 'কিন্তু ওকে বাঁচাতে গেলে এই জিনিসপত্রগুলো একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে ও হয়তো নিউমোনিয়াতেই মারা পড়বে। এতখানি দুর্বল শরীরে এই ধকল কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।'

'ঠিক আছে, তুমিই এখন বস্!' মালোরি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।' এদিককার বন্দোবস্ত তুমি করো। আমি একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা দেখছি।'

তবে আশ্রয় যে একটা জুটবে এ বিষয়ে তার নিশ্চিত কোনও ভরসা ছিল না। তবু এই পাহাড়-বেষ্টিত অঞ্চলে গুহা বা ওই জাতীয় কিছু একটা হয়তো মিলে যেতে পারে। বৃষ্টিমুখর গভীর রাত্রে এইটুকুই যা আশা! ঘন আঁধারের মধ্যে কেসি ব্রাউনকেও দেখতে পেল মালোরি। কার্বনমনোক্সাইডের অধিক্যে এতক্ষণ বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছিল বেচারি! এখন হয়তো সেই বিপর্যস্ত অবস্থাটা কিছু সামলে উঠতে পেরেছে। উঁচুনীচু ঢিবির পাশ দিয়ে টলমল করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে ব্রাউন।

'কোথায় চললে, চিফ্?'

'বাকি মালপত্রগুলো নিয়ে আসতে যাচ্ছি, স্যার।'

'তুমি একলা সব সামলাতে পারবে তো?' মালোরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্রাউনকে লক্ষ করল। 'কিন্তু তোমাকে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না?'

'আমিও সেটা টের পাচ্ছি।' অকপটে স্বীকার করল ব্রাউন। তারপর মালোরির দিকে সোজাসুজি ফিরে তাকাল। 'যদি অপরাধ না নেন তো বলি, আপনিও নিশ্চয় ইতিমধ্যে আপনার বর্তমান শারীরিক অবস্থাটা ভালোভাবে বুঝে নেবার সুযোগ পাননি?'

'তা অবশ্য ঠিক। সমঝদারের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল মালোরি। 'ঠিক আছে চলো,

BanglaBook.org

আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

পরবর্তী দশ মিনিট স্টিভেন্সের ভাঙা পা নিয়েই মিলার মশগুল হয়ে রইল। আন্দ্রিয়া প্রয়োজনমতো সাহায্য করল তাকে। অবচেতনার অন্ধকার থেকেই স্টিভেন্স মাঝে মাঝে নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠছিল। অবশেষে মার্ফিয়ার প্রতিক্রিয়া শুরু হল। আর একটাও গোঙানি বা কাতরানি শোনা গেল না। মিলারও কাজ সারতে পারল দ্রুত হাতে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কোনওরকমে হাড়টা আবার শক্ত করে বাঁধা গেছে।' ক্লান্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করল মিলার। ছেলেটা যে কতখানি অমানুষিক কষ্ট পাচ্ছে তা আমি অনুভব করতে পারি!' অকস্মাৎ মিলারের কানদুটো সজাগ হয়ে উঠল। 'কিন্তু কী যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আন্দ্রিয়া?'

আন্দ্রিয়া হেসে উঠল। 'বন্ধু, ভয় পেয়ো না! ওটা ব্রাউনের পায়ের আওয়াজ। এক মিনিট আগেই এ শব্দ আমরা কানে এসেছে।'

'এটা যে ব্রাউনেরই পায়ের আওয়াজ সে বিষয় তুমি এতখানি নিশ্চিত হলে কী-ভাবে?' মিলারের কণ্ঠে চ্যালেঞ্জের সুর। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ যে নিরর্থক মিলার তা জানে। অটোমেটিকটাকে পুনরায় প্যান্টের পকেটে ভরতে ভরতে নিজের অজ্ঞতায় মনে মনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল মিলার।

'পাহাড়ি অঞ্চলে ব্রাউনের চালচলন খুবই ক্ষিপ্র এবং তৎপর।' মৃদু সুরে উত্তর দিল আন্দ্রিয়া। 'তবে আজ ও সত্যিই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের ক্যাপটেন মালোরি ...' আন্দ্রিয়া মাঝপথে থেমে গিয়ে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'লোকে আড়ালে আমাকে বনবেড়াল বলে ডাকে, তা আমি জানি। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে আমাদের ক্যাপটেন ক্ষিপ্রতম বেড়ালকেও হার মানায়। সেখানে ওর চলাফেরা অশরীরী প্রেতাত্মার মতো। ক্রিটের আধিবাসীরা ওর নাম দিয়েছে পাহাড়ি-প্রেত। ও যখন পেছন থেকে এসে তোমার কাঁধের ওপর হাত রাখবে তখনই ওর উপস্থিতির কথা তুমি প্রথম জানতে পারবে।'

মিলারের স্নায়ুতন্ত্রীর ওপর দিয়ে অস্বস্তির শিহরণ খেলে গেল। 'তোমাদের মতো লোকেরা রাতের অন্ধকারে যত না-ঘুরে বেড়ায় ততই পৃথিবীর মঙ্গল!' স্বগতোক্তির সুরে ফিসফিস করল ও। ব্রাউনের অন্ধকার আগমন পথের দিকেই তাকিয়ে রইল চোখ তুলে। একটা উঁচু পাহাড়ের আড়াল থেকেই এগিয়ে আসতে দেখা গেল ব্রাউনকে। নিকষ কালো আঁধারের পটভূমিতেও পরিচিত অবয়বটুকু চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। ব্রাউনের ক্লান্ত পিঠে বিরাট এক বোঝা। মিলার এগিয়ে গিয়ে বোঝার ভার লাঘব করল। 'কী খবর, কেসি? ব্যাপার-স্যাপার কোন দিকে গড়াচ্ছে?'

'নেহাত মন্দ নয়!' মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল ব্রাউন। ইতিমধ্যে আন্দ্রিয়া এসে ব্রাউনের পিঠের বাকি বোঝাটাও হালকা করে দিয়েছে। 'অবশিষ্ট মালপত্র যা পড়েছিল এই তার

BanglaBook.org

শেষ কিস্তি। ক্যাপটেনই বোঝাটা পিঠে তুলে দিয়ে আমাকে ফেরত পাঠালেন। আমরা কিছুদূরে জার্মানদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি। স্টিভেন্স অদৃশ্য হয়েছে জানতে পারলে ওদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয় সেই খবরটা জানার জন্যে ক্যাপটেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছেন। এই সূত্রে ওদের পরবর্তী পরিকল্পনাটাও আমরা আগাম টের পাব। সেটুকু লাভও কম নয়!'

'আমার মনে হয় তোমাকে ওদের পেছনে লাগিয়ে দিয়ে ক্যাপটেন নিজেই বোঝাটা ঘাড়ে করে নিয়ে আসতে পারত!' মৃদু অভিযোগের সুরে গুনগুন করল মিলার। মালোরির অধিনায়কোচিত দক্ষতা অন্য সকলের ব্যক্তিত্বকে যেন অনেকখানি নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। এইখানেই মিলারের সর্বপ্রথম আপত্তি। সে আগে কোনওদিন এতখানি স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেনি। তাই যা হোক একটা ছুতো ধরেই তার অন্তরের অভিযোগ যেন দ্রুত বেরিয়ে আসার পথ খুঁজল। 'তুমি শারীরিক ভাবে যতটা কাহিল হয়ে পড়েছ, তার তুলনায় আমাদের ক্যাপটেন তো এখনও অনেক চাঙা আছে! তবে কেন ...' মাঝপথে কথা থামিয়ে ককিয়ে উঠল মিলার। আন্দ্রিয়ার বজ্রকঠিন আঙুলের খোঁচা তার পাঁজরের গভীরে গিয়েই লেগেছে।

'এভাবে তোমার কথা বলা উচিত নয় বন্ধু,' আন্দ্রিয়ার কণ্ঠস্বর রীতিমতো ক্ষুব্ধ। 'আর একটা বিষয় তোমার হয়তো মনে নেই, আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্রাউনই জার্মান ভাষা একবর্ণও বোঝে না।'

মিলার বিব্রত ভঙ্গিতে আহত পাঁজরে হাত বোলাল। 'দুঃখিত ... খুবই দুঃখিত। পোড়া জিবটাই যত নষ্টের গোড়া! কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না। কেমন একটা বকবকানির বদভ্যাস হয়ে গেছে! ...আচ্ছা বন্ধুগণ, অতঃপর কিং কর্তব্য?'

'ক্যাপটেন বলে পাঠিয়েছেন এখন আমরা পাহাড়ের দক্ষিণ দিক ধরে এগিয়ে যাব।' অন্ধকারের মধ্যে ব্রাউন কোনদিকে আঙুল দেখাল ঠিক বোঝা গেল না। 'মিনিট পনেরোর মধ্যেই ক্যাপটেন আমাদের ধরে ফেলবেন।' মিলারের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ব্রাউন। 'বিস্ফোরণের বাক্সগুলো আমরা তার জন্যে রেখে যেতে পারি। তিনি যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন।'

'না...না, এই সামান্য মালপত্র আমি একলাই নিয়ে যেতে পারব,' অনুতপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল মিলার। 'এখন মনে হচ্ছে আমি যেন আরও দু-ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছি।' ভূতলে শায়িত স্টিভেন্সের দিকে তাকিয়ে মিলার বিব্রত ভঙ্গিতে ইতস্তত করল কয়েক মুহূর্ত। 'আমার ভাবনা হচ্ছে আন্দ্রিয়া, হয়তো ...'

'ভাবনার কিছু নেই।' সহজ সুরে জবাব দিল আন্দ্রিয়া। তারপর স্টিভেন্সের অসুস্থ শরীরটা রবার-ক্লথে জড়িয়ে সাবলীল ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়াল। 'তাকে দেখে মনেই হচ্ছে না রবার-ক্লথের ভেতর একশো ষাট পাউণ্ডের একটা দেহ ভরা আছে।'

'আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।' সৌজন্য সহকারে মিলার জানাল। 'হয়তো

BanglaBook.org

একটা সহজ পথও আমি তোমাদের জন্যে আবিষ্কার করে ফেলতে পারি!'

জেনারেটার এবং মালপত্রের বিরাট একটা বোঝা হ্যাঁচকা টানে পিঠের ওপর তুলে নিতেই ওজনের ভারে থরথর করে কেঁপে উঠল মিলারের সারা দেহ। সে যে আজ এতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে আগে সে-কথা বুঝতে পারেনি। 'যা বাব্বা, এ যে দেখছি পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে!' মিলারের গলায় হালকা পরিহাসের সুর। 'আন্দ্রিয়া, এরপর হয়তো স্টিভেন্সের সঙ্গে আমাকেও তোমার কাঁধে চাপতে হবে।'

❖ ❖ ❖

সঙ্গীদের সঙ্গে পুনরায় দেখা হতে যে এতখানি সময় লাগতে পারে মালোরি আগে তা ভাবেনি। এক ঘণ্টা আগে তার সঙ্গে ব্রাউনের শেষ কথাবার্তা হয়েছে। এবং পনেরো মিনিটের মধ্যেই সে সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হবে, এই কথাই ব্রাউনকে জানিয়েছিল। কিন্তু এতক্ষণ একটানা হেঁটেও সে দলের অন্য কারও হদিশ খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর অন্ধকার পাহাড়ি রাস্তায় সত্তর পাউন্ড বোঝা পিঠে চাপিয়ে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়ানোও খুব একটা আরামদায়ক ব্যাপার নয়।

তবে এর জন্যে তাকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া চলে না। স্টিভেন্সের অচৈতন্য দেহটা পাথরের খাঁজ থেকে অদৃশ্য হবার ফলে জার্মানরা ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠল। জোরালো টর্চের আলো ফেলে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল চারধার। বাধ্য হয়ে মালোরিকেও অন্ধকারে আত্মগোপন করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। কারণ ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ কোনদিকে হবে সেটাও ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার। তবে বিশেষ কিছুই তারা করল না। প্রহরীর দেহটা খাঁজে আটকে ছিল এবং কোনওক্রমে সেটা নীচে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেছে—এটাই আন্দাজ করে সকলে তার বদলে নতুন একজন প্রহরী নিযুক্ত করল বাকিরা মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে মিশে গেল গভীর অন্ধকারে।

তারপর থেকে মালোরি সঙ্গীদের অন্বেষণ করে ফিরছে। ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে উঁচুনীচু পাথরের ঢিবি ডিঙিয়ে কতটা পথ যে চলে এল তার কোনও হিসেব পাচ্ছে না। ও কি সঙ্গীদের ছাড়িয়ে এল? না, তাই বা কেমন করে হবে! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে নজর রেখেই নিঃশব্দে পথ হাঁটছে মালোরি। পাহাড়ের গায়ে বিশেষ কিছুই নড়তেচড়তে দেখেনি। তা হলে নিশ্চয় ওর চোখে তা ধরা পড়ত। তবে আন্দ্রিয়া যতক্ষণ না একটা মনের মতো আশ্রয় খুঁজে পাবে ততক্ষণ কোথাও নোঙর ফেলবে না।

অবশেষে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর মালোরি একবারে তার সঙ্গীদের প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। একটা উঁচু পাথরের পাশ দিয়ে যাবার সময় পাথরের অন্যদিক থেকে মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে এল। আগুনের একটা ফুলিকও দেখতে পেল সে।

কাঁধের ওপর কার শীতল হাতের স্পর্শ পেয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল মিলার।

BanglaBook.org

সহজাত অভ্যাসবশেই তার ডান হাতটা বিদ্যুৎ গতিতে হিপ পকেটের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর মালোরিকে চিনতে পেরে আশ্বস্ত হল।

'থাক, আর কেরামতির প্রয়োজন নেই।' পিঠের বোঝাটা নামাতে নামাতে ক্লান্ত পরিহাসের সুরে মন্তব্য করল মালোরি, 'এই মুহূর্তে রিভলভারটা না বের করলেও চলবে।'

মিলারের ভ্যাবাচ্যাকা মূর্তি দেখে আন্দ্রিয়াও হাসতে শুরু করল।

'এতে এত হাসির ব্যাপার কী ঘটল?' প্রশ্ন করল মালোরি।

'এই মাত্র আমার বন্ধুটিকে তোমার কথাই বলছিলাম।' হাসতে হাসতে জবাব দিল আন্দ্রিয়া। 'ওকে বললাম তুমি একেবারে পেছন থেকে কাঁধে হাত না রাখলে তোমার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। পাহাড়ি পথে তুমি বেড়ালের মতো নিঃশব্দে চলাফেরা করো। ও তখন কথাটা ঠিকমতো বিশ্বাস করেনি।'

'তোমার অন্তত একটু কাশির শব্দ করা উচিত ছিল।' মিলারের হতচকিত ভাবটা তখনও কাটেনি। তার কণ্ঠেও ক্ষুণ্ণ অভিযোগের সুর। 'আমি ভীষণ ভাবে চমকে উঠেছিলাম। ...একটা কথা মনে রেখো বস্, আঠারো ঘণ্টা আগেও আমার নার্ভগুলো যে রকম ছিল এখন আর সে-রকম নেই!'

মালোরি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মিলারের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। কী যেন একটা বলতেও গেল মুখ ফুটে। কিন্তু কম্বলের ওপর শোয়ানো স্টিভেন্সের শীর্ণ পাণ্ডুর মুখটাই তার দৃষ্টি কেড়ে নিল। ক্লান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে স্টিভেন্স। তার চোখের শূন্য দৃষ্টি মালোরির ওপরই নিবদ্ধ। দু-পা এগিয়ে মালোরি স্টিভেন্সের সামনে হাঁটু মুড়ে বসল।

'যাক, এতক্ষণে তা হলে তোমার জ্ঞান ফিরেছে!' সান্ত্বনার সুরে মৃদু হাসল মালোরি। স্টিভেন্সও মৃদু হেসে তার প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করল। তার ঠোঁটদুটো ফ্যাকাশে রক্তহীন। মুখে-চোখে ধূসর বিবর্ণ ছায়া। 'তোমার কি এখন খুব কষ্ট হচ্ছে স্টিভেন্স?'

'খুব একটা কষ্ট বললে ভুল হবে। তেমন মারত্মক কিছু নয়।' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল স্টিভেন্স। কথা বলতে গিয়েও যেন ওর চোখদুটো যন্ত্রণায় ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। সারা মুখে তীব্র যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। আপনা থেকে স্টিভেন্সের দৃষ্টি এবার তার ব্যান্ডেজ জড়ানো পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। যেন কিছুটা অস্বস্তিভরে বোকার মতো হেসে উঠল স্টিভেন্স। দুচোখের দৃষ্টিতেও এখন একটা নির্বোধ শূন্যতা। 'সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। আমার দোষেই এমন একটা অঘটন ঘটল।'

'না, তোমার বোকামির জন্যে এমন ঘটেনি।' ধীরে ধীরে বলল মালোরি। তার কণ্ঠস্বরে বিধুর বেদনার আভাস। 'আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই এতবড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সমস্ত অপরাধ আমার। অবিশ্রান্ত রক্তক্ষরণের ফলে তুমি যে কী পরিমাণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলে সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল। সকলের প্রতি সর্বদা সমান দৃষ্টি রাখাই

BanglaBook.org

আমার কর্তব্য। আমি সে-কর্তব্য ঠিকমতো পালন করতে পারিনি। তোমার দুর্বল ঘাড়ে এতটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়াই উচিত হয়নি আমার।' এক টুকরো ম্লান হাসি ফুটে উঠল মালোরির ঠোঁটে। 'এরকম শারীরিক অবস্থায় তুমি যে কীভাবে দুর্গম পাহাড় ঠেলে ওপরে উঠে এলে তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন! আমার বিশ্বাস তোমার নিজেরও হয়তো এই বিপুল শক্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেই।' আর কিছুটা ঝুঁকে পড়ে মালোরি স্টিভেন্সের একটা হাত স্পর্শ করল। 'আমায় তুমি ক্ষমা করো, অ্যান্ডি। সত্যিই বলছি, তুমি যে এতখানি কাহিল হয়ে পড়েছিলে সে-কথা আমি আগে বুঝতে পারিনি।'

স্টিভেন্সের সারা দেহটা অস্বস্তিতে কেঁপে উঠল। সেই সঙ্গে একটা অনাবিল আনন্দের দীপ্তিও ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে-মুখে।

'এমন ভাবে বলবেন না স্যার,' স্টিভেন্সের কণ্ঠে সকাতর অনুনয়। 'এতে আমি সত্যিই খুব লজ্জা পাচ্ছি।' অল্প থামল স্টিভেন্স। তীব্র যন্ত্রণার একটা তুহিন শীতল স্রোত পা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে সমস্ত শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে কোনওরকমে সামলে নেবার চেষ্টা করল সে ধাক্কাটা। তারপর যন্ত্রণাক্লিষ্ট চোখ মেলে মালোরির মুখের দিকে ফিরে তাকাল। 'এই পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই স্যার।' অকপটে স্বীকার করল ও। 'এমনকী এ সম্পর্কে কিছুই এখন আমার স্মরণে নেই।'

মালোরি নীরবে স্টিভেন্সের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময়ে তার দীর্ঘ ঘন ভ্রূ জোড়াও ধনুকের মতো বেঁকে গেছে।

'ওপরে ওঠার সময় আমি তো প্রায় ভয়েই মরে যাচ্ছিলাম!' সহজ সুরে স্বীকার করল স্টিভেন্স। তার কণ্ঠে জড়তা বা দ্বিধার লেশমাত্র স্পর্শ নেই। এমন একটা গ্লানিকর স্বীকারোক্তির চেয়ে মৃত্যুও যে অনেক শ্রেয়, এই সত্যটুকু উপলব্ধি করার মতো বোধবুদ্ধি এখন ওর নেই। 'জীবনে আমি এত ভয় কখনও পাইনি।'

মালোরি মন্থর ভঙ্গিতে বার কয়েক ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলাল। তার চোখে-মুখে একটা ইতস্তত বিব্রত ভাব। কী যে জবাব দেবে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তারপর স্টিভেন্সের দিকে মুখ তুলে মৃদু হাসল।

'এ ধরনের অভিযানে তুমি যে একেবারে নতুন সেটা এখন বুঝতে পারলাম।' আবার মৃদু হাসল মালোরি। 'তুমি কি মনে করছ আমরা সকলে প্রাণ খুলে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ে উঠেছি! তুমি কি ভাবছ আমি ভয় পাইনি?' একটা সিগারেট ধরাল মালোরি। তারপর একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গম্ভীর সুরে বলল, 'তবে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক ভয় বলা চলে না ... যদিও আমি যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। আন্দ্রিয়ার অবস্থাও ঠিক আমার মতো। দুজনেই আমরা এই ধরনের অভিযানে অনেক দিনের অভিজ্ঞ। তাই ভয় পাবার অভ্যেসটা অনেক আগেই বর্জন করতে শিখেছি।'

BanglaBook.org

'আন্দ্রিয়া ...!' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হেসে উঠল স্টিভেন্স। সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বিষহ যন্ত্রণায় আবার চোখ বুজল। সামান্য একটু নড়তেচড়তে গেলেই এখন ওর শরীর তীব্র ব্যথায় ঝনঝনিয়ে উঠছে। বুকের মধ্যে ফুসফুসটাও বুঝি বাতাসের অভাবে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। মালোরির মনে হল পুনরায় স্টিভেন্স হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামনে নিল স্টিভেন্স।

যন্ত্রণাবিদ্ধ খসখসে কণ্ঠে বিড়বিড় করল, 'আন্দ্রিয়া কখনও ভয় পাবে একথা ভাবাই যায় না!'

'আন্দ্রিয়াও ভয় পায় হে ছোকরা!' বিশালদেহী আন্দ্রিয়া স্নেহ-কোমল সুরে বলে উঠল, 'এবং আজকেও খুব ভয়ে পেয়ে গিয়েছিলাম। শুধু আজকেই কেন জীবনভর আন্দ্রিয়া ভীতসন্ত্রস্ত। সেইজন্যেই এতদিন এত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছি।' তার আজানুলম্বিত বাহুর দিকে একপলক দেখে নিল আন্দ্রিয়া। 'প্রতিনিয়ত এত অসংখ্য সৈনিকই বা মারা যাচ্ছে কেন? কারণ তারা আমার মতো এতখানি ভীত নয়। বেপরোয়া মনোভাবের জন্য অনেক কিছুই ওরা অনায়াসে ভুলে যায়। সেইজন্যে বিপদকালে আত্মরক্ষা করার মতো তাদের আর কোনও উপায় থাকে না। কিন্তু আমি সর্বদা শঙ্কিতচিত্তে সাবধানে চলাফেরা করি। ভয়ে ভয়ে সবকিছু বিপদাপদের জন্যে আগে থেকে নিজেকে প্রস্তুত করে রাখি। সেইজন্যেই বিপদ এলেও আমাকে তা স্পর্শ করতে পারে না। খুবই সহজ ব্যাপার!'

স্টিভেন্সের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল আন্দ্রিয়া।

'মনে রেখো, পৃথিবীতে একদল সাহসী বীর আর একদল ভীরু কাপুরুষ—এমন কোনও সীমারেখা নেই। আমরা প্রত্যেকেই বীর এবং সাহসী। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা, বেঁচে থাকা ইত্যাদি প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যেই সংগ্রাম ও বীরত্বের নিগূঢ় পরিচয় নিহিত থাকে। সহজাত অভ্যাসবশতই আমাদের এই গুণগুলো অর্জন করতে হয়। সেইসঙ্গে একটা ভীতির ভাবও আমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে থাকে। তবে সেটা ভীরুতাজনিত নয়। মানসিক সংশয় সঞ্জাত। পৃথিবীর লোকে যাকে বীরশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করে সেও এর হাত থেকে মুক্ত নয়।'

স্টিভেন্স কথা বলল না। ও শুধু বুকের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইল। তার মুখটাও কেউ এখন দেখতে পাচ্ছে না। জীবনে এত সুখ কখনও পায়নি। হৃদয় জুড়ে এক অনাবিল প্রশান্তির আমেজ। ও যে মালোরি ও আন্দ্রিয়ার কাছ থেকে ওর মনের ভয়াতুর ভাবটা গোপন রাখতে পারবে না তা ও জানত। কিন্তু সেটা যে সত্যিই তেমন কিছু কলঙ্কিত ব্যাপার নয়, সেটা উপলব্ধি করেই ওর মানসিক গ্লানি দূর হল। স্টিভেন্সের মনে হল এ প্রসঙ্গে ওরও কিছু বলা উচিত। কিন্তু কী বলবে তেমন কোনও জুতসই কথা ও চিন্তা করতে পারল না। তা ছাড়া ও এখন অসম্ভব ক্লান্তও বটে। ও জানে আন্দ্রিয়া যা বলেছে তার সমস্তটাই সত্যি। কিন্তু আরও একটা বৃহত্তর সত্য যেন আড়ালে থেকে

BanglaBook.org

যাচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে সে বিষয় চিন্তা করতেও ও ক্লান্তি অনুভব করছে। যাকগে, কী-ই বা তাতে এসে যায়!

মিলার এবার গলা খাকারি দল।

'আর কথা নয় লেফটেন্যান্ট,' তার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার আভাস। 'তুমি এখন চুপচাপ শুয়ে থাকো। চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করো।'

স্টিভেন্স এক পলক মিলারের দিকে তাকিয়ে পরে মালোরির দিকে চোখ ফেরাল। তার দুচোখে ঘন বিস্ময়ের ছায়া।

'ও যা বলছে তাই তুমি মেনে চলবে অ্যান্ডি।' মৃদু হেসে মালোরি জবাব দিল। 'ওই এখন তোমার ডাক্তার। ওর পরামর্শ মতোই তোমার চিকিৎসা চলবে। তোমার ভাঙা পায়ে ও-ই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। তুমি এখন মিলারের চিকিৎসাধীন।'

'ও তাই নাকি, আমি জানতাম না···ধন্যবাদ ডাস্টি। ব্যান্ডেজ বাঁধতে তোমার কি খুব একটা অসুবিধে হয়েছিল?'

মিলার অসহায় ভাবে মাথা নাড়াল। 'আরে না ··· না, এ বিষয় আমার অভিজ্ঞতা কতদিনের তার কোনও খোঁজ রাখো? আর তা ছাড়া তোমারটা তো খুব সামান্য ব্যাপার!' ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল মিলার। একটু থেমে আন্দ্রিয়ার দিকে ফিরে তাকাল। 'আন্দ্রিয়া, তুমি ওর শোবার একটু ব্যবস্থা কর।' অবশেষে মালোরিকে উদ্দেশ করে ডাকল, 'বস্'।

মিলার এবং মালোরি অন্ধকারে পাশাপাশি এগিয়ে চলল। তুহিন শীতল বাতাস পেছন থেকে দৌড়ে এসে ওদের জড়িয়ে ধরছে। 'এই ছেলেটাকে বাঁচাতে হলে আমাদের এক্ষুনি খানিকটা আগুন আর কিছু শুকনো পোশাক পরিচ্ছদের প্রয়োজন।' মিলারের কণ্ঠে ঘনিষ্ঠ উদ্বেগ। 'ওর নাড়ির গতি এখন একশো চল্লিশ, দেহের তাপমাত্রা একশো তিন ডিগ্রি। এই ভীষণ জ্বর তার ওপর প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে ওর প্রাণশক্তিও আশঙ্কাজনক ভাবে নিস্তেজ হয়ে এসেছে। যে-কোনও মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি, সমস্তই বুঝি!' উদ্বিগ্ন চিত্তে মাথা ঝাঁকাল মালোরি। 'তবে এই ঘন বর্ষার রাতে এখানে কোনও শুকনো জ্বালানি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। চল, ভেতরে গিয়ে দেখা যাক শুকনো পোশাক পরিচ্ছদই বা কতটুকু জোগাড় করা যায়।'

সাবধানে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল দুজনে। স্টিভেন্স তখন জেগেছিল। তার দু দিকে ব্রাউন আর আন্দ্রিয়া। মিলার এগিয়ে গিয়ে ওর হাঁটুর কাছে বসল।

'আজকের রাতটা আমরা এই তাঁবুর মধ্যেই কাটাব।' ঘোষণা করল মালোরি। 'সেইজন্যে যতটা সম্ভব গোছগাছ করে নিয়ে বসাই ভালো। তবে একটা কথা মনে রেখো, পাহাড়ের ওই চুড়ো থেকে আমরা খুব একটা দূরে নেই। সেদিকে সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। তবে আমরা যে এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছি যে বিষয়েও ওরা কিছু জানে না। সেইটুকুই যা বাঁচোয়া!'

BanglaBook.org

'বস্' কী একটা বলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল মিলার। মালোরি বিস্মিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল। ব্রাউন ও স্টিভেন্সের চোখেও থমথমে অস্বস্তির ছায়া ওর নজরে পড়ল। কী যেন একটা উদ্বেগ একটা সংশয় অশরীরী ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাঝখানে। নিশ্চয় কোথাও কোনও গভীর ছন্দপতন ঘটেছে। মালোরি মনে মনে শঙ্কিত হল। দুচোখে নীরব জিজ্ঞাসা।

'কী,...ব্যাপার কী?' আপনা থেকেই তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কেঁপে উঠল। 'তোমরা সকলে এমন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছো কেন? কী ঘটেছে? ...'

'একটা খুব অশুভ সংবাদ আছে, বস্।' ধীরে ধীরে মুখ খুলল মিলার। 'আগেই তোমাকে জানানো উচিত ছিল। তবে প্রত্যেকেই ভাবছে, আমাদের মধ্যে কেউ-না-কেউ এ বিষয়ে প্রথম মুখ খুলবে। ... আন্দ্রিয়া যে সিপাইটাকে মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল তার কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে?'

মালোরি মন্থর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। এরপরেও মিলার কী বলবে সেটাও যেন ও ইতিমধ্যে অনুমান করতে পেরেছে।

'সিপাইটাকে জলে ফেলে দেওয়া হলেও ওর দেহটা কিন্তু ভেসে যায়নি। অল্পদূরে দুটো পাথরের মাঝখানে আটকে আছে। এবং খুব যে মোক্ষমভাবেই আটকেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কাও দেহটাকে সেখান থেকে সরাতে পারেনি।'

'হুঁ,' চিন্তাছন্ন কণ্ঠে বিড়বিড় করল মালোরি। 'বর্ষাতি থাকা সত্ত্বেও তুমি যে কীভাবে এতটা ভিজে গেলে সেই কথা ভেবেই এতক্ষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এতক্ষণে রহস্যটা পরিষ্কার হল!'

'আমি চারবার চেষ্টা করেছি বস্,' ক্ষুণ্ণ অভিযোগের কণ্ঠে মিলার জানাল। 'এরা সকলে আমার কোমরে দড়ি বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিয়েছিল,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মিলার, 'কিন্তু তীব্র ঢেউ আমাকে দূরে সরিয়ে দিল। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনো এক অসম্ভব ব্যাপার।'

ঘণ্টা তিন-চারেকের মধ্যে ভোরের আলো ফুটে উঠবে। মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাসের সুরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল মালোরি। 'চার ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের উপস্থিতির কথা ওরা জানতে পারবে। কেন-না ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহটা নজরে পড়বে ওদের। এবং সেটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে একটা বোটও নিশ্চয় ওরা পাঠাবে!'

'কিন্তু তাতে কি খুব একটা যায় আসে?' প্রশ্ন করল স্টিভেন্স। 'মৃতদেহটা তো পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েও ওভাবে আটকে থাকতে পারে?'

মালোরি পর্দার প্রান্তটা অল্প তুলে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। কনকনে ঠাণ্ডায় শরীরের সমস্ত রক্ত জমে যাবার উপক্রম। ইতিমধ্যে প্রবল তুষারপাতও শুরু হয়েছে। পর্দাটা আবার নামিয়ে দিল মালোরি।

'মাত্র পাঁচ মিনিট,' অন্যমনস্ক সুরে মালোরি বিড় বিড় করল। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে

BanglaBook.org

আমরা এখান থেকে রওনা দেব।' স্টিভেন্সের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান ব্যথার হাসি ফুটে উঠল, 'তোমাকে একটা কথা জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। পেছন দিক থেকে প্রহরীটির পিঠে ছুরি মেরেই আন্দ্রিয়াই তাকে খুন করেছিল।'

❖ ❖ ❖

পরবর্তী কয়েক ঘন্টার ইতিহাস এক অন্ধকার দুঃস্বপ্নে ঢাকা। মনে হচ্ছিল এই দুঃসহ যন্ত্রণাময় মুহূর্তগুলো যেন ক্রমশ বাড়তে বাড়তে অসীমের সঙ্গে মিশে গেছে! কোনও দিনই ফুরোবে না জীবন থেকে। যেতে যেতে কতবার যে ক্ষতবিক্ষত ব্যথাবিদ্ধ শরীর নিয়ে শক্ত পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে পড়েছিল তার কোনও হিসেব লেখা নেই। মাঝে মাঝেই পিঠের ভারী বোঝাগুলো পথের ওপর নামিয়ে রেখে দম নিতে হচ্ছিল সকলকে। দেহের সমস্ত মাংসপেশিগুলোও যেন সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত টনটন করছে অসহ্য যন্ত্রণায়। তুষার ছড়ানো পাথুরে পথের ওপর দিয়ে খাড়া হয়ে হেঁটে চলাও দুষ্কর। থেকে থেকে পিছলে যাচ্ছে পায়ের আঙুল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালা। প্রত্যেকের পেটের মধ্যে যেন অনির্বাণ দাবানল জ্বলছে দাউদাউ করে। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় জিবটা ব্লটিং পেপারের মতো শুকনো খরখর করছে।

যে পথ দিয়ে ওরা এগিয়ে এসেছিল সেই পথ ধরেই ফিরে চলল সকলে। পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম অভিমুখেই ওদের গতি। কারণ জার্মানরা ওদের উপস্থিতির কথা জানবার পর প্রথমেই ধারণা করবে উত্তর দিকেই ওরা এগিয়েছে। উত্তর দিকের পথ ধরে যাত্রা করলেই দ্বীপের অভ্যন্তরে সহজে পৌঁছোনো যায়। ওদের কাছে এখন কোনও দিকনির্ণয়ের যন্ত্র নেই। চাঁদ বা একটা তারাও আকাশের বুকে দেখা যাচ্ছে না, যার সাহায্যে কোন দিকে এগোচ্ছে বুঝতে পারে। মঁসিয়ে ভ্লাকোসের আঁকা নাভারোনের ম্যাপটাই এখন শুধু মালোরির চোখের সামনে ভাসছে। সামান্য এই একটা মাত্র সূত্র ধরেই এখন তাকে নির্ভুল ভাবে দিক নির্ণয় করতে হবে। পাহাড়ের ঢালটা কোন দিকে গড়িয়েছে সেই জ্ঞানটুকু সম্বল করেই অন্ধকারে এগিয়ে চলল মালোরি। তবে ওরা যে পাহাড়টাকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে এখন একটা সংকীর্ণ গিরিসংকট ধরেই দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে সেটাও মালোরি অনুভব করতে পারল।

বরফই হচ্ছে এখন ওদের প্রধান শত্রু। হালকা পেঁজা তুষারের স্তূপ, রোঁয়া ওঠা কম্বলের মতোই ওদের ভিজে পোশাকের চারধারে জড়িয়ে আছে। কলারের ফাঁক দিয়ে পোশাকের অভ্যন্তরেও ঢুকে যাচ্ছে কিছু কিছু। চোখে কানে ঘাড়ে গলায় এখন শুধু বরফ আর বরফ। জুতোর মধ্যেও একরাশ বরফ ঢুকে গেছে। সারা শরীরটাই সিটিয়ে উঠছে হাড় হীম ঠাণ্ডায়। ব্যথা-বেদনা অনুভব করবার শক্তিটুকুও বুঝি আর স্নায়ুতন্ত্রীতে অবশিষ্ট নেই। সকলেই কষ্ট পাচ্ছে নিদারুণ, তবে স্টিভেন্সের কষ্টটাই সবচেয়ে বেশি। তাঁবু গুটিয়ে যাত্রা করার অল্পক্ষণ বাদেই ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। ভিজে পোশাক

BanglaBook.org

আশাকের অভ্যন্তরে ওর অসুস্থ শরীরটা হিমশীতল বরফের মতোই ঠাণ্ডা। দৈহিক পরিশ্রমের ফলে শীরের মধ্যে আপনা থেকেই যে তাপের সঞ্চার হয় সেটুকু থেকেও ও বেচারি বঞ্চিত। এমনকী স্টিভেন্স বেঁচে আছে না মরে গেছে সে বিষয়েও আন্দ্রিয়ার মাঝেমধ্যে ঘোরতর সন্দেহ জাগছিল। দু বার স্টিভেন্সকে পিঠ থেকে নামিয়ে আন্দ্রিয়া তার বুকের স্পন্দন অনুভব করতে চেয়েছিল, কিন্তু ঠাণ্ডায় জমে ওর নিজের হাত দুটোও অসাড় হয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারল না আন্দ্রিয়া। অগত্যা আবার তাকে পিঠে করে টালমাটাল পায়ে এগিয়ে চলল দলের সঙ্গে সঙ্গে।

অবশেষে দুরতিক্রম্য বন্ধুর পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে ওরা যখন সত্যিই একটা অপরিসর গুহার সন্ধান পেল, তখন পূর্বদিগন্তে ম্লান মেঘের আস্তরণ ভেদ করে ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটতে শুরু করেছে। মঁসিয়ে ভ্লাকোস অবশ্য বলেছিলেন নাভারোনের দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলোতে মৌচাকের মতো অসংখ্য গুহা আছে। তবে এ পর্যন্ত তারা মাত্র এই একটিরই সন্ধান পেয়েছে। এবং এটাকেও ঠিক গুহা বলা চলে না। আগ্নেয়গিরির লাভা দিয়ে সৃষ্টি ছোট আকারের একটি খুপরি বিশেষ। দু-হাজার ফুট নীচে সমগ্র উপত্যকা জুড়ে এখনও রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে আছে।

ঠিক গুহা না হলেও ওদের ক্লান্ত বিপর্যস্ত দেহের পক্ষে এই আশ্রয়টুকুই বর্তমানে যথেষ্ট। এমনকী এটুকুর আশাও ওরা করতে পারেনি। আর কিছু না হোক সকলে অন্তত হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারবে তার মধ্যে।

মালপত্রগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রেখে সর্বপ্রথম স্টিভেন্সের গা থেকে ভিজে পোশাক-আশাকগুলো খুলে নেওয়া হল। এক প্রস্থ শুকনো পোশাক কোনওরকমে পরানো হল ওকে। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক করে গলার মধ্যে ব্রান্ডিও ঢেলে দেওয়া হল কিছুটা। তারপর ধরাধরি করে একটা কম্বলের ওপর শুইয়ে দেওয়া হল ওকে। জরুরি কর্তব্যটুকু শেষ করে যে যেখানে পারল হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। অনতিবিলম্বেই ঘুমিয়ে পড়ল সকলে। ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হিমশীতল কয়েকটা দেহ এখন গভীর ঘুমে অচৈতন্য।

মঙ্গলবার

দুপুর তিনটে থেকে সন্ধে সাতটা

তাঁবুর পর্দা দিয়ে ভালো করে ঢাকা ছিল গুহার মুখটা। আলতো ভাবে পর্দা সরিয়ে আন্দ্রিয়া বাইরে এসে দাঁড়াল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। পায়ের গাঁটে গাঁটে ব্যথার পাহাড় জমে আছে। দুচোখেও ঝাপসা ঠেকছে সবকিছু। ধীরে ধীরে শারীরিক জড়তাটুকুও কাটিয়ে উঠল আন্দ্রিয়া। দৃষ্টিশক্তিও স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

রক্তরাঙা সূর্যটি পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। পাঁশুটে মেঘের আড়ালে যেন শুধু তার ক্লান্ত আভাসটুকুই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। অস্তগামী সূর্যের ম্লান আভায় বরফাবৃত পাহাড়ের মাথাগুলো ঝলমলে করছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে নিঃশব্দ পায়ে দু-চার কদম এগিয়ে গেল আন্দ্রিয়া। তারপর টানটান হয়ে বরফের ওপর শুয়ে পড়ল। অতি সাবধানে একজোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখল চারধার। অনেক নীচে পাহাড়ের কোল থেকেই বিস্তীর্ণ এক উপত্যকার শুরু। সমতল উপত্যকাটা সোজাসুজি উত্তর দিক বরাবরই এগিয়ে গেছে। ডানদিকের দৃষ্টি জুড়ে অভ্রভেদী বিরাট এক পাহাড়। পাহাড়ের চুড়োটা মেঘের ভেতর গিয়ে ঠেকেছে। এটাই নিশ্চয় নাভারোনের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কোস্টাস। গতকাল রাত্রে এই কোস্টাসের পশ্চিম দিকটাই মাড়িয়ে এসেছে তারা। মাইল পাঁচেক পূর্বে আন্দ্রিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে আর একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। এর উচ্চতা কিছু কম। তবে উত্তর দিকটা বড় বেশি খাড়াই। উত্তর-পূর্বে মাইল চারেক দূরে পাহাড়ের মাঝ বরাবর এক নির্জন অঞ্চলে কোনও এক মেষ পালকের পরিত্যক্ত একখানা কুঁড়েঘর। তার অনেক নীচে পাহাড়ের ঠিক কোল ঘেঁষে ছোট্ট একটা গ্রাম। সম্ভবত ওই গ্রামটার নামই মার্গারিথা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে দেখতে দেখতেও আন্দ্রিয়া কিন্তু অনাগত বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। এই রকম একটা কিছুর আভাস পেয়েই প্রথমে সে জেগে ওঠে। ঘুমন্ত অবস্থাতেও সেটা তার কানে গিয়ে লেগেছে। এবং পরমুহূর্তেই উঠে বসেছে সোজা হয়ে। এ সমস্তই তার অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু জেগে ওঠার পর কী কারণে জেগে উঠল সেটাও যেন ঠিকমতো স্মরণে আনতে পারল না। তারপর আরও তিনবার শব্দটা তার কানে এসে লাগল। একটা তীক্ষ্ণ হুইসিলের শব্দ। তখন মনে পড়ল সবকিছু। এবং পরক্ষণেই নিজেকে প্রস্তুত করে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আন্দ্রিয়ার মনে হল, কোস্টাসের নীচের দিক থেকেই যেন ভেসে আসছিল শব্দটা।

মালোরির শক্তিশালী জাইস-আইকন দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর বোলাল আন্দ্রিয়া। প্রথমে তার মনের গভীরে যে আশঙ্কার কথা উদয় হয়েছিল এখন দেখল সেটাই সত্যি। পঁচিশ কি তিরিশ জনের পাহাড়ি সৈন্যের একটা দল কোস্টাসের ঢাল বেয়ে ধীরে সুস্থে ওপর দিকে উঠে আসছে। প্রত্যেকের পরিধানেই বরফ রঙের সাদা প্যান্ট শার্ট। কিন্তু দু-মাইল দূর থেকেও তাদের সকলকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওঠার সময় প্রতিটি গিরিখাত, উঁচুনীচু পাথুরে ঢিবির জটলা—সমস্তই তারা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াবার মতো পাহাড়ের প্রতিটি শিরা উপশিরারও হদিশ নিচ্ছে তারা। সকলের পায়ের সঙ্গে লম্বা লম্বা স্কী আটকানো আছে। পাহাড়ি পথে দ্রুত চলাফেরা করার সময় এরা সচরাচর স্কী ব্যবহার করে। মাঝখানে হুইস্‌ল মুখে লোকটা নিশ্চয় এদের দলপতি। সে-ই সকলকে হাত নেড়ে নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছে।

'আন্দ্রিয়া, কোথাও কোনও গোলমাল দেখা দিয়েছে?' গুহার মুখ থেকে মালোরির

BanglaBook.org

মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মালোরিকে নীরব থাকতে ইঙ্গিত করল আন্দ্রিয়া। নিজেও বরফের ওপর দিয়ে টানটান হয়ে গড়িয়ে গেল কয়েক পাক। মালোরি গুহার বাইরের পর্দাটার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। একগাল খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি, মলিন শতচ্ছিন্ন পোশাক পরিচ্ছদ। একটা হাত আড়াআড়িভাবে শুভ্র তুষারের চোখধাঁধানো দ্যুতি থেকে দৃষ্টিটাকে আড়ালে রাখতে নিযুক্ত। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে মালোরি এবার আন্দ্রিয়ার আরও কাছে এগিয়ে গেল। চলতে গিয়েই বুঝতে পারল তার আর সোজা হয়ে হাঁটার ক্ষমতা নেই। পা-দুটোর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিহত জার্মান সৈনিকের ছোট সাইজের বুট জোড়া জোর করে ক্ষতবিক্ষত পায়ের মধ্যে গলিয়ে দেবার পর আর একবারের জন্যেও পা থেকে খোলেনি। এবং এখন আর খুলতেও ভরসা পাচ্ছে না। কারণ চাপ চাপ রক্ত জমে আছে পায়ের পাতায় পাতায়। আঙুলগুলো থেঁতলে গেছে মনে হচ্ছে। সে দৃশ্য নিজের চোখে না দেখাই ভালো।

'কী ব্যাপার আন্দ্রিয়া? কোনও সৈন্যদল আসছে নাকি?'

'হ্যাঁ, সবচেয়ে জঘন্যতম সৈন্যদল।' বিচলিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল আন্দ্রিয়া। 'তুমি নিজের চোখেই একবার দ্যাখো না!' মালোরির দিকে দূরবিনটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার বন্ধু জেনসন কিন্তু নাভারোনে এদের উপস্থিতির কথা আমাদের একবারের জন্যেও জানাননি!'

মালোরির চোখেও পরিষ্কার ধরা পড়ল সবকিছু। সারা মুখ গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠল। দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল কপালে। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে তাকিয়ে ভালো করে দেখল মালোরি। অবশেষে চোখ থেকে নামিয়ে নিল দূরবিনটা। 'বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত পাহাড়ি সৈন্যের দল—ডব্লিউ.জে.বি.।' একরাশ হতাশা ধ্বনিত হল মালোরির কণ্ঠস্বরে।

'হ্যাঁ, ওরাই জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ পাহাড়ি সৈন্য।' আন্দ্রিয়াও মন্থর ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল। 'পাহাড়ি এলাকায় ওদের মতো নিপুণ আর দক্ষ কেউ নেই। ওদের উপস্থিতিই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধেজনক হয়ে দাঁড়াবে।'

'কেউ যদি আমাদের খোঁজ পায় তবে একমাত্র ওরাই পাবে। এবং ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে খোঁজ না-পাওয়া পর্যন্ত ওরা ক্ষান্ত হবে না।' মালোরি আবার তার উদ্বেগাকুল চোখের সামনে দূরবিনটা তুলে ধরল। ওদের প্রতিটি চলাফেরা এবার পরিষ্কার নজরে আসছে। কি নিখুঁত ভাবে এবং তন্নতন্ন করে ওরা খুঁজে দেখছে চারধার! ওদের কর্মপদ্ধতির মধ্যেও একটা সুচিন্তিত ঐক্য আছে। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কীসের অন্বেষণে ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে! পুনরায় অপ্রসন্ন কণ্ঠে গুনগুন করে উঠল মালোরি। 'একমাত্র ওদের উপস্থিতিটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট চিন্তার কারণ। আমরা যে এখানে এসে পৌঁছেছি তা ওরা জানে। এও জানে, গতরাত্রে কোস্টাসের পশ্চিম দিক দিয়েই আমরা এগিয়ে এসেছি। সেইজন্যে দ্বীপের মধ্যে প্রবেশ করার সম্ভাব্য সমস্ত পথই ওরা বন্ধ করে

BanglaBook.org

দিয়েছে। এখন আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে সদলবলে। আমরা যে একজন অসুস্থ লোককে বয়ে বেড়াচ্ছি সে বিষয়েও ওদের মনে একটুও সন্দেহ নেই। তার ফলে বেশি দূর পালিয়ে যাওয়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব! ... আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎটাই এখন একটা অন্ধকারময় অমোঘ নিয়তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র কয়েকঘণ্টা সময়ের মামলা!'

'তা অবশ্য ঠিক!' রুগ্ন বিষাদ-মলিন হাসি ফুটল আন্দ্রিয়ার ঠোঁটের ফাঁকে, একবার চোখ তুলে সূর্যের দিকেও ফিরে তাকাল। কিন্তু কালো মেঘের আড়ালে তখন ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য। 'এক ঘণ্টা, বড় জোর দেড় ঘণ্টা। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই ওরা এখানে এসে পড়বে।' অল্প থেমে মালোরির মুখের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল আন্দ্রিয়া। 'ছেলেটাকে আমরা এখানে ফেলে যেতে পারি না! এবং ওকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে পালানোও দুঃসাধ্য। অতএব একটা মাত্র পথই এখন আমাদের সামনে খোলা আছে। তা হচ্ছে অনিবার্য মৃত্যু! ... এবার চলো, অন্য সঙ্গীদের সুখবরটা জানানো দরকার!'

❖ ❖ ❖

আন্দ্রিয়া এবং মালোরিকে গুহার মুখে ঢুকতে দেখে চোখ তুলল মিলার। ও এতক্ষণ অচৈতন্য স্টিভেন্সের পাশে বসে তার পায়ের অবস্থাটা পরীক্ষা করে দেখছিল। 'এক্ষুনি আমাদের কিছু একটা করা দরকার ক্যাপটেন! তা না হলে তো ছেলেটাকে আর বাঁচানো যাবে না। এমন ভাবে চললে আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ওর মৃত্যু অবশম্ভাবী। ওকে এখন উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে রাখতে হবে। গরম কিছু পানীয়েরও একান্ত প্রয়োজন।'

'হয়তো খুব শিগগিরই ওকে হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে!' শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিল মালোরি। 'ওর পায়ের অবস্থা এখন কেমন?'

'রীতিমতো আশঙ্কাজনক!' নির্বোধকণ্ঠে মিলার জানাল। 'এমনকী তাকানো পর্যন্ত যায় না। আমি কেবল জীবাণুনাশক কিছু ওষুধ ছড়িয়ে আবার আগের মতো বেঁধে দিয়েছি। এ ছাড়া আর কীইবা এখন করতে পারি! এ কেবল মনকে সান্ত্বনা দেবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র! ... কিন্তু ... তুমি এক্ষুনি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যাপারে কী যেন ঠাট্টা করলে?' মিলারের কণ্ঠস্বরে ঘনীভূত সংশয় ধ্বনিত হল। এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরেছে তার।

'না, এটা ঠাট্টা-তামাশা নয়।' মালোরির গলার স্বর শান্ত সংযত। 'বাস্তব জীবনেরই বহুবিধ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির একটা। জার্মান সৈন্যরা আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। তাদের ঐকান্তিক উদ্যমেরও কোনও অভাব নেই। ধরা আমাদের পড়তেই হবে।'

মৃদু কণ্ঠে বিড়বিড় করল মিলার, 'বাঃ চমৎকার! খুবই সুন্দর অবস্থা!' একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওরা এখন কতদূরে আছে বস্?'

'ওদের এখানে পৌঁছোতে বড় জোর এক ঘণ্টা কি তার কিছু বেশি সময় লাগবে।'

'আমরা এখন স্টিভেন্সকে নিয়ে কী করব? ওকে কি এখানে রেখে যাবে? এ ছাড়া

BanglaBook.org

আর তো কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না।'

'স্টিভেন্স আমাদের সঙ্গেই থাকবে।' মালোরির কণ্ঠে অবিচল দৃঢ়তা। মিলারও সে কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত হল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মালোরির দিকে। তার মুখ-চোখ গম্ভীর থমথমে।

'স্টিভেন্স আমাদের সঙ্গেই থাকবে!' ক্ষোভের সুরে মালোরির কথার প্রতিধ্বনি করল সে। 'যতক্ষণ না মারা যায় আমরা ওকে ঘাড়ে করে টেনে নিয়ে যাব—অবশ্য খুব একটা সময় ও নেবে না। তারপর ওর মৃতদেহটা কোনও বরফের স্তূপের ওপর ফেলে দেব! তুমি কি এই কথাই বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে পোশাকের ওপর থেকে কয়েকটা বরফের কুচি ঝাড়তে ঝাড়তে মিলারের দিকে ফিরে তাকাল মালোরি। 'একটা কথা ভুলে যেও না ডাস্টি, স্টিভেন্স অনেক কিছুই জানে। আমাদের এই দ্বীপে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা জার্মানরা হয়তো আঁচ করে নিতে পারবে, কিন্তু কোন পথে আমরা দুর্গে প্রবেশ করার মতলব আঁটছি সে বিষয়ে ওরা কিছু জানে না। আমাদের নৌ বহর কখন এসে পৌঁছোবে সে সম্বন্ধেও ওদের কিছু ধারণা নেই। কিন্তু স্টিভেন্স সমস্তই জানে। তারা ওকে কথা বলতে বাধ্য করাবে। স্কপোল্যামাইন-এ যে কোনও লোক কথা বলবে।'

'স্কপোল্যামাইন!... একজন মুমূর্ষু রুগির ওপর এই মারাত্মক ভেষজ ওরা প্রয়োগ করবে?' মিলারের দুচোখে অকপট বিস্ময়ের ছায়া।

'নয় কেন? আমি নিজে হলেও তাই করতাম। তুমি নিজে যদি একজন জার্মান সেনাপতি হও এবং কোনও রকমে জানতে পারো যে তোমার অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত সমস্ত কিছুই বিপর্যয়ের মুখে তা হলে তুমিও ঠিক তাই করতে।'

বিব্রত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মিলার। তার ঠোঁটের ফাঁকে ক্লান্ত হাসির আভাস। 'আমি আর আমার এই ...'

'হ্যাঁ, আমি জানি। তুমি আর তোমার বেআদব মুখ...এই তো?' মৃদু হেসে মিলারের চওড়া পিঠে হাত রাখল মালোরি। 'তোমার চেয়ে আমি কিছু কম শঙ্কিত নই ডাস্টি।' মালোরি এবার পেছন ফিরে ব্রাউনের দিকে এগিয়ে গেল। 'চিফ, তোমার শরীরগতিকের অবস্থা এখন কেমন?'

'খুব একটা মন্দ নয় স্যার।' সবেমাত্র চোখ মেলে তাকিয়েছিল ব্রাউন। দেহের সমস্ত মাংসপেশিতে যেন ব্যথার পাহাড় জমে আছে। পোশাক পরিচ্ছদও ভিজে জবজবে। কনকনে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কেঁপে উঠছে হাত-পা। 'কেন, কোনও বিপদাপদের আশঙ্কা করছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, খুবই সাংঘাতিক ধরনের বিপদ!' মালোরি ব্রাউনের মানসিক সংশয় দূর করে দিল। 'অনুসন্ধানকারীদের দলটা এই দিকেই এগিয়ে আসছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এখান থেকে রওনা দেব।' রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল মালোরি। 'ঠিক চারটের

BanglaBook.org

সময় বেরোব। তুমি কি এই ফাঁকে কায়রোর সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারবে?'

'একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!' অকপটে ব্যক্ত করল ব্রাউন। বেশ কষ্ট করেই দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল! 'রেডিওটার ওপর দিয়ে কাল থেকে যা ধকল গেছে তাতে ওর কলকবজা ঠিক থাকলে হয়! একবার নেড়েচেড়ে চেষ্টা করে দেখি!'

'ধন্যবাদ চিফ। দেখো, তোমার এরিয়ালটা আবার বেশি উঁচুতে খাটিও না!'

মালোরি গুহা ছেড়ে বাইরে বেরোবার উদ্যোগ করছিল, কিন্তু আন্দ্রিয়াকে লক্ষ করে থমকে দাঁড়াল। এক ধারে বসে দূরপাল্লার টেলিস্কোপিক রাইফেলটা একটা শাদা কাপড়ে জড়িয়ে নিচ্ছিল আন্দ্রিয়া।

নীরবেই আন্দ্রিয়ার কাজকর্ম লক্ষ করল মালোরি। আন্দ্রিয়া কথা না বলে মৃদু হাসল। আধ মিনিটের মধ্যেই শ্বেত শুভ্র পোশাক পরিচ্ছদে নিজেকে আবৃত করে নিল আন্দ্রিয়া। তার পায়ের বুট থেকে শুরু করে মাথার টুপিটি পর্যন্ত ধবধবে শাদা। তারপর শাদা কাপড়ে জড়ানো মাউজারটা হাতে তুলে আর এক ঝলক হাসি ফোটাল চোখে-মুখে।

'আমি বাইরে থেকে একটু পায়চারি করে আসছি ক্যাপটেন।' আবেদন মেশানো গলায় আন্দ্রিয়া বলল, 'অবশ্য তুমি যদি অনুমতি দাও ...'

মলোরি আপন মনে মাথা নাড়ল বার কয়েক। 'তুমি হয়তো ভাবছ আমি কোনও ভাবনাচিন্তা করছি না?' স্বগতোক্তির সুরে মন্তব্য করল মালোরি। 'ব্যাপারটা আমার জানা উচিত ছিল। তুমিও আমায় বলতে পারতে আন্দ্রিয়া!'

মালোরির এই অভিযোগের পশ্চাতে নিগূঢ় কোনও তাৎপর্য নিহিত ছিল না। কিছু একটা বলতে হয় তাই বলা। তার অধিনায়কোচিত পদমর্যাদার এই অবমাননাতেও তার মনে কোনও রাগ বা বিরক্তির উদ্রেক হল না। আন্দ্রিয়াকে সে চেনে। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে নিজে থেকেই এগিয়ে এসে হাল ধরে আন্দ্রিয়া। মালোরি বরং মনে মনে এক ধরনের শান্তি অনুভব করল। বুকের ওপর থেকে যেন একটা ভারী পাষাণ ভার নেমে গেল।

'আমি খুবই দুঃখিত!' ঈষৎ লজ্জা পাওয়া ভঙ্গিতে হাসল আন্দ্রিয়া। 'তোমাকে আমার জানানো উচিত ছিল। তবে ভাবলাম তুমিও নিশ্চয় বুঝতে পারবে, এই পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ।'

'হ্যাঁ, একমাত্র পথ!' মালোরিও নির্দ্বিধায় স্বীকার করল। 'তুমি ওদের ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে চাও?'

'এ ছাড়া আর কীইবা আমি করতে পারি! যদি আমি নীচের দিকে নামার চেষ্টা করি তবে ওরা স্কী-এর সাহায্যে এক মিনিটেই আমাকে ধরে ফেলবে। আমাকে অন্য পথে যেতে হবে! এবং সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে না এলে ফিরেও আসতে পারব না। ততক্ষণ কি তোমরা এখানেই অপেক্ষা করবে?'

'হ্যাঁ, সকলে না হলেও কেউ কেউ নিশ্চয় থাকবে!' মালোরি ঘাড় ফিরিয়ে স্টিভেন্সের

BanglaBook.org

দিকে তাকাল। ইতিমধ্যে স্টিভেন্সের ঘুম ভেঙে গেছে। সোজা হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে ও। 'আমাদের কিছু খাদ্য ও জ্বালানির প্রয়োজন আন্দ্রিয়া।' মৃদুকণ্ঠে মালোরি বলল, 'সন্ধে হলেই আমি নীচে উপত্যকার দিকে যাব।'

'নিশ্চয়...নিশ্চয়,' মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করল আন্দ্রিয়া। 'অবশ্য যতখানি আমাদের সাধ্যে কুলোবে। ওকে তো এখনও নেহাত বালকই বলা চলে,...বোধহয় আর বেশিক্ষণ টিকবেও না!' আন্দ্রিয়া পর্দা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল। 'মনে হয় সাতটার মধ্যেই ফিরে আসব।'

'সাতটার মধ্যে?' আন্দ্রিয়ার কথার প্রতিধ্বনি করল মালোরি। তাকিয়ে দেখল, এরই মধ্যে আকাশটা ঘোর হয়ে আসছে। চারদিকে একটা থমথমে বিষণ্ণ ভাব। অচিরেই যে প্রবল বেগে তুষারপাত শুরু হবে এটা তারই পূর্বলক্ষণ। আচমকাই মালোরি ঈষৎ কেঁপে উঠল। আন্দ্রিয়ার বিশাল হাতটা আবেগে জড়িয়ে ধরে শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই আন্দ্রিয়া, তুমি কিন্তু নিজের দিকেও লক্ষ রেখো!'

'আমার জন্য চিন্তা করছ?' মৃদু হাসল আন্দ্রিয়া। তবে সে হাসির মধ্যে আনন্দের কোনও উচ্ছ্বাস নেই। ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। 'আমার জন্যে কিছু ভেবো না।' জবাব দিল শান্ত কণ্ঠে, 'যদি সত্যিই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে হয়, তবে যারা আমাদের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের জন্যেই প্রার্থনা জানাও!'

আর কোনও বাক্যব্যয় না করে মন্থর পায়ে এগিয়ে গেল আন্দ্রিয়া। মালোরি বেশ কিছুক্ষণ তার চলে যাওয়া পথের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে রইল। তারপর গুহার মধ্যে ফিরে এসে স্টিভেন্সের পাশে বসল। চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল স্টিভেন্স। কিন্তু তার দৃষ্টি অনুভূতিহীন নিষ্প্রাণ। সারা মুখ পাণ্ডুর ও রক্তশূন্য। মালোরি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। মানসিক ভয়ভীতির কোনও চিহ্ন যেন স্টিভেন্সের নজরে না পড়ে, এইটুকুই তার ভাবনা।

'ভালো...ভালো! তা হলে তোমার ঘুমও অবশেষে ভাঙল! তবে একবারে না ভাঙার চেয়ে দেরিতে ভাঙা ভালো।' ওয়াটার-প্রুফ সিগারেট-কেসের ভেতর থেকে একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে ধরল স্টিভেন্সর দিকে, 'তারপর অ্যান্ডি, এখন কী রকম বোধ করছ?'

'ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছি স্যার।' শুকনো ঠোঁটে হাসবার চেষ্টা করল স্টিভেন্স। তার হাসির চেহারা দেখে মালোরিরও অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল।

'আর তোমার পা?'

'পা দুটোও জমে গেছে মনে হচ্ছে!' স্টিভেন্স চোখ নামিয়ে তার ব্যান্ডেজ জড়ানো পায়ের দিকে ফিরে তাকাল। 'তবে আমি কোনও সাড় পাচ্ছি না, এইটুকুই যা সুবিধে!'

'কী বললে? ...জমে গেছে?' কৃত্রিম ক্ষোভের সুরে চেঁচিয়ে উঠল মিলার। 'তোমার মতো অকৃতজ্ঞ আর দুটো নেই! মনে রেখো, প্রতিনিয়ত আমি যেভাবে তোমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে যাচ্ছি, কোনও প্রথম শ্রেণির হাসপাতালেও তুমি তা পাবে না।'

BanglaBook.org

'দেখুন স্যার, আমাকে বাচ্চা ছেলের মতো ভোলাতে চেষ্টা করবেন না!' প্রাণহীণ মৃদুকণ্ঠে শুরু করল স্টিভেন্স। 'আমি অকৃতজ্ঞও নই। এমনকী সস্তা বীরত্বের মূল্যহীন গৌরবও আমি পছন্দ করি না। কিন্তু ··· কিন্তু এটা তো ঠিক যে আমি এখন আপনাদের কাছে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি···'

'অতএব তোমাকে এই অবস্থায় মরণের মুখে ফেলে রেখে আমরা চলে যাই?' মালোরি কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে উঠল। 'কী, এই তো তোমার বক্তব্য? ··· ওসব কোনও চিন্তা মনে স্থান দিও না। তুমি এখন নেহাতই নাবালক। তোমাকে আমরা ঠিকই দেখাশোনো করতে পারব। সেই সঙ্গে আমাদের রাইফেলগুলোর কথাও স্মরণে রেখো। সেগুলো জার্মানদের মোকাবিলা করতে সক্ষম।'

'কিন্তু স্যার···'

'তোমার কথায় আমরা খুবই অপমানিত বোধ করছি, স্টিভেন্স!' এবার প্রতিবাদ জানাল মিলার। 'তুমি আমাদের আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলেছ! তা ছাড়া একজন পেশাদার চিকিৎসক হিসেবে আমার কর্তব্য হচ্ছে আরোগ্য লাভ না-করা পর্যন্ত তোমার ওপর নজর রাখা। সেজন্যে যদি আমাদের সকলকে জার্মানদের জেলখানায় পচে মরতে হয় তা হলেও আমি মোটেই পিছপা নই।'

'যাক, এ বিষয়ে আর কোনও কথাবার্তার প্রয়োজন নেই।' মিলারকে থামিয়ে দিল মালোরি। স্টিভেন্সের চোখেও উজ্জ্বল আনন্দের আভাস তার নজরে পড়ল। তার সঙ্গে একটু কৃতজ্ঞতার ভাবও মিশে আছে। কিন্তু স্টিভেন্স যদি জানতে পারে তার অসুস্থতার জন্যে তার সঙ্গীরা ততটা উদ্বিগ্ন নয়, যদি জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে সব গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেয়, সেই ভয়েই তারা শঙ্কিত—তখন ওর মানসিক অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে মালোরি এবার জুতোর দিকে মনোনিবেশ করল। ঘাড় হেঁট করে ফিতে খুলতে খুলতে মৃদু সুরে ডাকল, 'ডাস্টি!'

'কি বলছ বস্?'

'স্টিভেন্সকে পরীক্ষার পর আমার এই হতভাগ্য পা দুটোর দিকেও একবার নজর দিও। বেচারিদের অবস্থা এখন খুবই কাহিল।'

মিনিট পনেরো বাদে মালোরির সারা পায়ে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল মিলার। নিজের হাতের কাজ দেখে সে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। 'বাহবা···মিলার বাহবা!' আত্মপ্রশাংসার সুরে মিলার বলল, 'বাল্টিমোরের জন হপকিন্স যে কীর্তি স্থাপন করে গেছেন, তুমি যেন তাকেও ছাড়িয়ে গেছ!' আচমকাই বিষম খেয়ে মাঝপথে থেমে গেল সে।' কিন্তু বস্—একটা কথা এখন আমার মনে হচ্ছে ···'

'হ্যাঁ, আমিও যেন সেটা বুঝতে পারছি!' বিষাদ গম্ভীর মুখে মালোরি বলল, 'আমি এই ব্যান্ডেজ বাঁধা পা দুটো কেমন করে যে আবার এই বুটজোড়ার মধ্যে ঢুকবে

BanglaBook.org

কথা ভেবেই এখন কেঁপে উঠছে বুকটা।' মৃত জার্মান প্রহরীর বুটজোড়ার দিকে ফিরে তাকাল মালোরি। 'সাইজ দেখে মনে হচ্ছে সাত নম্বর। কীভাবে যে এত ছোট জুতো ওরা পায়ে দেয়...'

স্টিভেন্স নিজের পরিত্যাক্ত বুট দুটো মালোরির দিকে এগিয়ে দিল। 'আমারটা স্যার ন'নম্বর। আপনি অনায়াসে এটা পায়ে দিতে পারেন। কারণ আপাতত এটা আমার আর কোনও কাজে লাগবে না।' শব্দ করে হেসে উঠল স্টিভেন্স। পরমুহূর্তেই ব্যাথার দমকে কুঁকড়ে উঠল ওর সারা শরীর। দু-এক মিনিট সময় লাগল তার ধাক্কা সামলাতে। তারপর চোখে-মুখে রুগ্ন হাসি ফুটিয়ে বলল, 'এই অভিযানের স্বপক্ষে এটাই আমার প্রথম—এবং সম্ভবত শেষ স্বার্থত্যাগ। আচ্ছা, এর জন্য সরকারি তরফ থেকে আমায় কি ধরনের মেডেল দেবে বলে আপনি মনে করেন?'

হাত বাড়িয়ে বুট দুটো গ্রহণ করল মালোরি। দীর্ঘক্ষণ একদৃষ্টে স্টিভেন্সের মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। বেতারের সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ব্রাউন। চোখে-মুখে ক্লান্ত বিপর্যস্ত ভঙ্গি। কনকনে ঠাণ্ডায় যেন জমে গেছে ওর সর্বাঙ্গ।

মালোরি একটা সিগারেট ধরাল। ব্রাউনের দিকেও বাড়িয়ে দিল একটা। 'তোমার খবর কি কেসি? ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে?'

'ওরাই বরঞ্চ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল বলা চলে।' এক বুক ধোঁয়া টেনে জবাব দিল ব্রাউন। 'কিন্তু ওদের কথাবার্তা কিছুই আমার বোধগম্য হল না। অস্পষ্ট কতকগুলো শব্দই শুধু শুনতে পেলাম। দক্ষিণের উঁচু পাহাড়টার জন্যেই বোধহয় এমন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, খুবই সম্ভব!' মালোরি মাথা নাড়ল। 'তারপর কায়রোর বন্ধুরা কী বললেন? প্রাণপণে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব, এই তো?'

'ওদের একটা কথাও আমি বুঝতে পারলাম না। আমাদের খবরও ওদের কাছে পাঠানো গেল না। এদিককার সংবাদ না পেয়ে ওরা খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছে। তবে আমরা খবর পাঠাতে পারি আর না-পারি, চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছে।'

'তা হলেই আমরা একবারে উদ্ধার হয়ে যাব!' মিলারের কণ্ঠে ব্যঙ্গের ঝাঁজ। 'বুঝব যে ওরা আমাদের পাশেপাশেই আছে। সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছে।' পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে ইঙ্গিত করল মিলার। 'এদিকে ওখানে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা কিন্তু প্রত্যেকেই জাতে ব্লাডহাউন্ড। একবার শিকারের গন্ধ পেলে তাকে শেষ না-করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না। ... ব্রাউন, তুমি কি আসার পথে ওদের কোনও রাজহাঁসের লোভ দেখিয়ে এসেছ?'

'না, তেমন সুযোগই ছিল না আমার।' ব্রাউনের গলার স্বর বিষাদমগ্ন। 'তবে আমি কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি। মনে হল একজন অফিসার তার অধীনস্থ সৈন্যদের

BanglaBook.org

নির্দেশ দিচ্ছে।' অন্যমনস্কভাবেই ব্রাউন তার অটোমেটিক রাইফেলটা হাতে তুলে নিল। 'এখন দূরত্ব বোধহয় এক মাইলেরও কম।'

❖ ❖ ❖

অনুসন্ধানকারী দলটি এখন গুহার কাছাকাছি এসে পড়েছে। দূরত্ব বড় জোর আধ মাইল। সম্ভাব্য শত্রুপক্ষের অন্বেষণে এধার ওধার দেখতে গিয়েই মাঝেমধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা। দলপতি আবার জোরালো হুইস্‌ল বাজিয়ে সকলকে জড়ো করছে এক জায়গায়। এই ভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তারা। এক জায়গায় মাথা গুনে দেখা গেল তিনজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দলপতির টকটকে লাল মুখ ক্রোধে বেগুনি হয়ে উঠল। কী করে যে এই ভেড়াগুলো বারবার দলছুট হয়ে যায়! দু-পা এগিয়ে একটা হাতখানেক উচু পাথরের ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে গাল ফুলিয়ে হুইস্‌ল-এ ফুঁ দিল দলপতি। একবার ··· দু বার। কিন্তু তিনবারের আগেই হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য তার সারা শরীর শক্ত হয়ে উঠল। মুখের খাঁজে খাঁজে নিদারুণ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। দুচোখে সন্ত্রস্ত বিভ্রান্ত দৃষ্টি। তারপর বার কয়েক শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে তার নিশ্চল দেহটা পাথরের বুকে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গের হৃষ্টপুষ্ট সার্জেন্টও ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিক অভ্যাস বশেই সে পতনোন্মুখ দলপতির দিকে ছুটে গেল। এবং তারপর সমস্ত ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে নিতেও তার এক মুহূর্ত সময় লাগল না। একবার চেঁচিয়ে উঠে সার্জেন্ট তার সঙ্গীদের সচেতন করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটুকুও সময়ও বেচারি পেল না। দলপতিকে অনুসরণ করে তার দেহটাও লুটিয়ে পড়ল পাথরের ওপর। মৃত্যুর আগে দূরপাল্লার মাউজারের একটা ক্রুদ্ধ গর্জনই শুধু তার কানে গিয়ে পৌঁছোল।

কোস্টাস পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে ইংরেজি ভি-এর মতো দুটো পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল আন্দ্রিয়া। রাইফেল সংলগ্ন শক্তিশালী টেলিস্কোপের ওপরই তার দৃষ্টি স্থিরভাবে নিবদ্ধ। অনুসন্ধানকারী দলটা ইতিমধ্যে বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো হয়ে পড়েছে। সেই বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলের ওপর আরও তিন ঝলক অগ্নিবর্ষণ করল তার মাউজার। আন্দ্রিয়ার মুখের খাঁজে কিন্তু এর একটুও প্রতিফলন পড়েনি। মানবিক ভাব-অনুভূতির সামান্য চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না সেখানে। ওর আচার-ব্যবহার আগের মতোই দৃঢ় এবং অবিচল।

ধীরে ধীরে মাউজারের উদ্যত নলটা নামিয়ে নিল আন্দ্রিয়া। শত্রুপক্ষ ইতিমধ্যেই দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। তবে তারা যে সকলেই ছড়ানো-ছেটানো পাথরের ঢিবিগুলোর আড়ালে আত্মগোপন করে আছে সেটা বুঝে নিতেও বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না। তাদের এই অবস্থিতিটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ ওদের মতো দুর্ধর্ষ একগুঁয়ে পাহাড়ি যোদ্ধা দুনিয়ায় দুটো নেই। পরিস্থিতি কিছুটা সামলে নেবার পরই ওরা আবার হন্যে হয়ে শিকারের দিকে ছুটে আসবে। এবং মানুষের পক্ষে একবারে সাধ্যাতীত না

BanglaBook.org

হলে অভীষ্ট শিকারকে ওরা ছেড়ে দেবে না। তার টুঁটি ছিঁড়ে না-ফেলা পর্যন্ত ওদের স্বস্তি নেই। সেইজন্যেই আন্দ্রিয়া সর্বপ্রথম ওদের দলপতিকে হত্যা করল। তার ফলে সঠিক নির্দেশের অভাবে ওরা হয়তো কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে।

হামাগুড়ি দিয়ে আন্দ্রিয়া এবার কিছু দূরে অন্য একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করল। এক ঝাঁক ক্ষুধিত আগুন ছুটে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে। এতক্ষণ সে যে-পাথরের আড়ালে লুকিয়েছিল তারই আশেপাশে এসে পড়ল সেগুলো। এটাই আশা করেছিল সে। শত্রুপক্ষ এখন তার হদিশ জানতে পেরেছে। পাথরের আড়ালে গা বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তারা। সেই সঙ্গে সুযোগ বুঝে আগুনের ঝলকও ছুঁড়ে মারছে। দ্রুত হাতে আন্দ্রিয়া তার মাউজারে আর এক প্রস্থ তাজা কার্তুজ ভরে নিল। খুব বিবেচনা সহকারেই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে এই স্থানটা নির্বাচন করেছিল সে। অল্প মাথা তুলে শত্রুপক্ষের গতিবিধির ওপর আবার দৃষ্টি স্থির করল। আরও এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল তার দিকে। তুষারের ওপর দিয়ে কয়েক পাক গড়িয়ে গেল আন্দ্রিয়া। জনা ছয়েকের ক্ষুদ্র একটা দল এখন দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে অর্ধ বৃত্তাকার পথে দু-দিক থেকে উঠে আসতে শুরু করেছে। পরিস্থিতিটা আন্দ্রিয়ার পক্ষে নিঃসন্দেহে খুবই বিপজ্জনক, কিন্তু আন্দ্রিয়াও রীতিমতো তৎপর। নিজের ওপর আস্থাও তার অপরিসীম। তবে সবচেয়ে আশঙ্কার কথা হল, যে দলটা পশ্চিম দিক দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে ওই গুহাটাও তাদের নজরে পড়বে।

আন্দ্রিয়া ঘাড় ফিরিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকাল। সন্ধের আঁধার ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে। আসন্ন তুষারপাতের সম্ভাবনায় ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। আন্দ্রিয়া আবার নিরাপদ পাথরের আড়াল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দেবার জন্য সরাসরি নীচের দিকে গুলি ছুঁড়লো বার কয়েক। তারপর কোনাকুনি পথ বেয়ে পাহাড়ের শিখরের দিকে এগিয়ে চলল।

পাহাড়ি যোদ্ধারা এবার পুরোনো পথ পরিহার করে নতুন ভাবে বেড় দেবার চেষ্টা করল আন্দ্রিয়াকে। কিন্তু আন্দ্রিয়ার অবয়বটা এখন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। আকাশ থেকেও তুষার ঝরতে শুরু করেছে গুঁড়িগুঁড়ি। আন্দ্রিয়া আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোজাসুজি নীচের দিকে নামতে শুরু করল। দুটো পাথরের আড়ালে খানিকটা ফাঁকা জায়গাও নজরে পড়ল তার। হাত-পা টানটান করে ছড়িয়ে দিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ল আন্দ্রিয়া। ভেতরের পকেট থেকে একটা স্টিলের ছোট আয়না বের করে শত্রুপক্ষের গতিবিধির ওপর মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত হল না। তারপর দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটল। পাহাড়ি যোদ্ধার একগুঁয়ে ক্ষুদ্র দলটা এখন আবার একসঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রস্ত

BanglaBook.org

পায়ে ওপর দিকে উঠে আসছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আন্দ্রিয়া আবার তার বারুদঠাসা মাউজারটা দু হাতে বাগিয়ে ধরল।

❖ ❖ ❖

'বস্,' মিলারের কণ্ঠস্বর বিষাদ ভারাতুর।

'হ্যাঁ, কি বলো?' মালোরি তার দাড়ি ও জ্যাকেটের কলার থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে প্রশ্ন করল। তার দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত জমাটবাঁধা অন্ধকারের দিকেই নিবদ্ধ।

'তুমি কি ছোটবেলায় স্কুল-জীবনে কখনও সে রকম কোনও কাহিনি পড়েছো—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঝড়-ঝঞ্ঝা তুষারপাতের মধ্যে পাহাড়ি এলাকায় পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

'হ্যাঁ, কুইন্সটাউনের স্কুলে এই একই বই আমাদের পাঠ্য ছিল।' মাথা নেড়ে সায় জানাল মালোরি।

'এবং তারা আর কোনওদিনই ঘরের পথ খুঁজে পেল না। আ-মৃত্যু বরফের রাজ্যেই ঘুরে বেড়াল!' মিলারের কণ্ঠস্বর আগের মতই বিষাদ মন্থর।

'ওহ্, ঈশ্বরের দোহাই!' অধৈর্যভাবে হাত নাড়ল মালোরি। 'এসব চিন্তা তোমার মাথাতেই বা আসছে কেন? আমরা তো এখন ক্রমশ নীচের দিকেই নামছি! তা হলে পথ হারিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াবার সুযোগ কোথায়? তুমি কি ভেবেছ আমরা কোনও সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপর দিকে উঠে চলেছি?'

মিলার আর কথা বলল না। মালোরির পাশে পাশে নিরবে হেঁটে চলল। দুজনের গোড়ালি পর্যন্ত এখন ভেজাভেজা কনকনে বরফে ডুবে যাচ্ছে। আন্দ্রিয়া শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করতে বেরিয়ে যাবার পর গত তিন ঘণ্টা ধরে তারা ক্রমাগত এই ভাবেই হেঁটে চলেছে। এমনকী ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতেও মালোরি কখনও ক্রিট দ্বীপে এমন অবিশ্রান্ত তুষারপাত হতে দেখেনি। তা ছাড়া গ্রিস দ্বীপপুঞ্জও সূর্যের অকৃপণ দান থেকে কখনও বঞ্চিত নয়—এমনই একটি ধারণা তিল তিল করে তার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। জীবনের উজ্জ্বল স্মৃতিগুলো এই দুর্বিষহ মুহূর্তে বিশেষ করেই মনে পড়ছে তার। খাদ্য এবং জ্বালানির সন্ধানে যখন মার্গারিথা গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল তখনও পর্যন্ত এমন পরিস্থিতির কথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। অবশ্য তা হলেও তাদের এই রাতের অভিসার বন্ধ থাকত না। কারণ স্টিভেন্সের মধ্যে থেকে দৈহিক জ্বালাযন্ত্রণার অনুভূতিগুলো ক্রমেই অসাড় হয়ে আসছে, আর সেটা যে ওর চরম পরিণতিরই নামান্তর তাও সহজে বুঝতে পারা যায়। ওর জন্যেই খাদ্য আর জ্বালানির প্রয়োজন সর্বাধিক।

সমস্ত আকাশ নিশ্ছিদ্র আঁধারে ঢাকা। সামান্য একটা তারার আভাসও দিগন্তের বুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘন তুষারপাতের ফলে এক হাত দূরের সমস্ত পৃথিবীই মিশমিশে

BanglaBook.org

কালো যবনিকার অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে। কম্পাসটা হারানোর পরিণতি যে কত শোচনীয় সেটাও এখন মালুম পাওয়া যাচ্ছে হাড়ে হাড়ে। তা সত্ত্বেও মার্গারিথা গ্রামটাকে যে তারা খুঁজে বের করতে পারবে, এটুকু বিশ্বাস তাদের ছিল। কারণ পথটা এমন কিছু কঠিন নয়। পাহাড়ের নীচে উপত্যকার ঠিক মুখেই একটা ঝরনা পড়বে। সেই ঝরনা ধরে উত্তর দিকে এগোলেই ছোট্ট গ্রাম মার্গারিথা। তবে আবার তারা পথ চিনে তাদের পুরোনো গুহায় ফিরে আসতে পারবে কি না, সেটাই এক সুকঠিন সমস্যা।

হঠাৎ মিলারের সরু ইস্পাতের মতো আঙুলের খোঁচা খেয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মালোরি। মিলার এখন শক্ত মুঠোয় তার কনুইটা চেপে ধরেছে। অন্তরের অবচেতনে অব্যক্ত এক বিপদের ইঙ্গিত পেলেও অবদমিত ক্রোধও তার বুকের মধ্যে বিষের মতো ছড়িয়ে পড়ল, নিজের প্রতিই ক্ষুব্ধ হল মনে মনে। সে যে কিছুক্ষণের জন্যে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে অসতর্ক হয়ে পড়েছিল এটাই ক্ষোভের মূল কারণ। অন্য চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছিল মালোরি। উড়ন্ত তুষারের হাত থেকে চোখ দুটোকে আড়াল করে মালোরি এবার অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে সামনেটা দেখে নেবার চেষ্টা করল। তুষার-শুভ্র কুয়াশার আস্তরণ ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়ছে না। কম্পমান যবনিকার মতো তুষার ঝরছে চোখের সামনে। তারপর ধীরে ধীরে সেই অবিশ্রান্ত তুষারপাতের মধ্যে একটা রুপোলি দেওয়াল পরিস্ফুট হয়ে উঠল। তাদের থেকে মাত্র হাত কয়েকের ব্যবধান। তারা প্রায় বেঁহুশের মতো দেওয়ালটার ঘাড়ের ওপরই এসে পড়েছিল বলা চলে।

'এটা নিশ্চয় মেষপালকের কুঁড়েঘর?' মৃদু কণ্ঠে ফিসফিস করল মালোরি। দুপুরের দিকেও কুঁড়েঘরটাকে দেখা গিয়েছিল। তাদের গুহা আর মার্গারিথা গ্রামের মাঝ বরাবর এই কুঁড়েঘরটার অবস্থান। মালোরির বুক ঠেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস উঠে এল। দুর্বহ চিন্তার পাষাণ ভারও যেন কিছুটা হালকা হল এতক্ষণে। নতুন আশায় ভরে উঠছে মন-প্রাণ। আধঘণ্টার মধ্যেই তারা গ্রামের প্রান্তে পৌঁছোতে পারবে। মিলারকেও সে বিষয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মালোরি, তার আগেই আবার মিলারের শক্ত আঙুলের খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেল। মিলারের মুখটা এখন ওর কানের কাছে ঝুঁকে এসেছে।

'বস্, আমি যেন কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছি!' মৃদু নিশ্বাসের সুরে ফিসফিস করল মিলার।

'তুমি কি সম্পূর্ণ নিশ্চিত?' মিলারের স্বয়ংক্রিয় পিস্তলটা এখনও যথাস্থানেই সুরক্ষিত আছে, সেটাও মালোরি লক্ষ করল নজর দিয়ে।

মিলারের চোখে-মুখে স্পষ্ট দ্বিধার ছাপ। স্বগতোক্তির সুরে নিজেকেই নিজে অভিসম্পাত জানাল। 'আমার আজকাল কী যে হয়েছে—একটা বিষয়েও আর যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারছি না!' অল্প থেমে আবার বিড়বিড় করল মিলার, 'গত কয়েক ঘণ্টা ধরে আমি সম্ভব-অসম্ভব নানা রকম ঘটনার কথা চিন্তা করে চলেছি!' কানচাপা

BanglaBook.org

টুপিটাও এবার খুলে ফেলল মাথা থেকে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মন দিয়ে কী যেন শোনার চেষ্টা করল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ...বস্, আমি মোটের ওপর নিশ্চিত।'

'এসো আমরা একবার আশপাশটা ঘুরে দেখি।' মালোরি আবার এগোতে উদ্যত হল। 'আমার মনে হচ্ছে তুমি বোধহয় ভুল করেছ। পাহাড়ি সৈন্যরা কেউ হতে পারে না। কারণ আসবার সময় কোস্টারের পেছন দিকেই ওদের যেতে দেখেছি। আর মেষপালকও কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালেই এই কুঁড়েটা ব্যবহার করে।'

দুজনে পাশাপাশি নিঃশব্দে কুঁড়েটার পেছনে এসে দাঁড়াল। চারপাশে একপলক দেখে নিয়ে কুঁড়েটার বাইরের দিকের দেওয়ালের গায়ে কান পাতল মালোরি। কানের ভেতর দিয়ে যেন বরফের স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে দেহের মধ্যে। পাঁচ সেকেণ্ড...দশ সেকেণ্ড ...আধ মিনিট... অবশেষে এক মিনিটও কেটে গেল। হালকা পায়ে উঠে দাঁড়াল মালোরি। 'না, ভেতরে কেউ নেই। ...আর সত্যিই যদি কেউ থাকে সে কোনও সাড়াশব্দ দিচ্ছে না। তবে তারও বিশেষ সম্ভাবনা নেই ডাস্টি। তা হলেও তুমি বাঁ দিকের দেওয়াল ধরে ধরে সামনের সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাও। আমি ডান দিক দিয়ে এগোচ্ছি। তারপর দুজনে এসকঙ্গে ভেতরে ঢুকব। তবে সর্বদা খুব সতর্ক হয়ে থেকো কিন্তু। কেউ যেন তোমাকে বোকা বানাতে না পারে।'

মিনিট কয়েক বাদে ওরা দুজনেই পা টিপে টিপে কুঁড়েঘরটার একমাত্র দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। হাত দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ঢুকে তারা আবার আগের মতই নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিল। শক্তিশালী টর্চের আলোয় মালোরি এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ভেতরটা। কুটিরের মধ্যে লোকজন কেউ নেই। কেবল এক কোণে একটা জরাজীর্ণ কাঠের চৌকি পাতা। তার পাশে একটা ভাঙাচোরা স্টোভ, আর একটা মসিলিপ্ত লণ্ঠন। জিনিসপত্র বলতে শুধু এই। চেয়ার নেই, টেবিল নেই, ধোঁয়া বেরুবার কোনও ব্যবস্থা নেই—এমনকী একটা মাত্র দরজা ছাড়া আলো বাতাস প্রবেশের জন্যে জানলারও বালাই নেই কোনও।

মালোরি এবার এগিয়ে গিয়ে লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিল। জিনিসটা নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করল ভালো ভাবে। 'বেশ কয়েক হপ্তা লণ্ঠনটা ব্যবহারই করা হয়নি, কেরাসিন কিন্তু ভর্তিই আছে। আমাদের কনকনে গুহার মধ্যে বস্তুটা খুবই কাজে আসবে—অবশ্য যদি গুহার পথ খুঁজে পাই, তবেই।'

'মিলার, আজকের ত্রুটির জন্যে ভবিষ্যতে আমি একদিন ক্ষমা চেয়ে নেব,' মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করল মালোরি, 'কিন্তু সত্যিই কেউ যেন আসছে। তোমার রিভলভারটা আমাকে দাও। আর তুমি নিজেও প্রস্তুত হয়ে থেকো। মুখের বকবকানিও বন্ধ কোরো না। বাইরে থেকে যেন মনে হয় ঘরের মধ্যে আমরা কথাবার্তা বলছি।'

এ বিষয়ে মিলারকে আর কিছু নির্দেশ দেবার প্রয়োজন হল না। একবারের জন্যেও

BanglaBook.org

চোখ তুলে তাকাল না মিলার। 'আবার ক্যাস্টালরসোয় যেতে হবে?' ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই আজগুবি প্রসঙ্গের অবতারণা করল ও। 'এই যাত্রা যে কত বেশি ক্লান্তিকর আর এক ঘেয়ে। লোকটা নিশ্চয় চিনেম্যান···এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি···'

মিলারকে একা রেখেই নিঃশব্দ চরণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মালোরি। সাইলেন্সার লাগানো অটোমেটিকটা আলগাভাবে তার কোমর বন্ধে ঝুলছে। গা ঘেঁষে ঘেঁষে সবে মাত্র দু-চার পা এগিয়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে একটা ছায়ামূর্তি তার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মালোরিও প্রস্তুত ছিল রীতিমতো। ছায়ামূর্তির চোয়াল বরাবর প্রচণ্ড এক ঘুসি হাঁকাল। এক অস্ফুট আর্তনাদ করে বরফের ওপর ঘাড় গুঁজড়ে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। তার হাতের মুঠোয় একটা ক্যাম্বিসের থলি ধরা ছিল। সেটাও পড়ে গেল মাটিতে।

মিনিট খানেক অপেক্ষা করল মালোরি। লোকটা তখনও একই ভাবে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। অবশ্য এটা একটা পুরোনো কৌশলও হতে পারে। মালোরি সাবধানে বুটের ডগা দিয়ে লোকটাকে চিত করে ফেলল। তখনও তার মধ্যে প্রাণের কোনও স্পন্দন নেই। লোকটা যে প্রকৃতই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে সেটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মালোরি এক হাতে মাটিতে পড়ে থাকা ক্যাম্বিসের থলেটা তুলে নিল। অন্য হাতে লোকটাকে টানতে টানতে কুঁড়েঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। মিলারও এগিয়ে এসে সাহায্য করল তাকে। দুজনে ধরাধরি করে চৌকির ওপর শুইয়ে দিল লোকটাকে। দরজার পাল্লা দুটোও ভেজিয়ে দিল নিঃশব্দে।

এত জোরে না মারলেই হতো, মনে মনে চিন্তা করল মালোরি। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এখানকারই কোনও স্থানীয় অধিবাসী। এর ওপর এতখানি বীরত্ব ফলানো তার উচিত হয়নি। কতক্ষণে যে জ্ঞান ফিরবে কে জানে!

মঙ্গলবার

সন্ধে সাতটা থেকে রাত বারোটা পনেরো

মিনিট পাঁচেক নীরবে অতিবাহিত হল। তারপর খুব ধীরে ধীরে চোখ মেলল লোকটা। গোঙানির মতো একটা অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ে আওয়াজও বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে। লোকটা এবার নড়েচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে। মালোরি এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করল। মিলার ইতিমধ্যে কালি-পড়া লণ্ঠনটাও জ্বালিয়ে দিয়েছে। মিটমিটে চোখ মেলে লোকটা এবার মালোরি ও মিলারকে লক্ষ করল কয়েক পলক। তার ফ্যাকাশে চিবুকে রক্তের আভাসও ফিরে আসছে ক্রমে ক্রমে।

BanglaBook.org

'তোমরা কে?' স্পষ্ট ইংরিজিতে প্রশ্ন করল লোকটা। তার উচ্চারণে একটুও জড়তার আভাস নেই।

'দুঃখিত, আমাদের সম্বন্ধে যত কম জানবে ততই তোমার মঙ্গল।' মৃদু হাসল মালোরি। তার কথায় যাতে লোকটা অপমানিত বোধ না করে সেটাই চাপা দেবার চেষ্টা করল হাসি দিয়ে। 'তোমার ভালোর জন্যেই একথা বলছি। এখন কেমন বোধ করছ?'

'তোমার ঘুসির জোর আছে!' লোকটার চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছায়া বিস্তৃত হল।

'এ ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না।' জবাব দিল মালোরি। 'কিন্তু তুমিই বা আমায় পেছন থেকে আচমকা আক্রমণ করলে কেন?'

'আমি তোমায় শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বলেই সন্দেহ করেছিলাম। ...কিন্তু...আমার হাঁটু দুটোর এত যন্ত্রণার কারণ কি?'

'তুমি মুখ থুবড়ে পড়ার সময় হাঁটুতে জোর চোট পেয়েছিলে?' অকপটে ব্যক্ত করল মালোরি।

'তোমরা কারা?' আবার প্রশ্ন করল লোকটা।

মিলার রিস্টওয়াচের দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে শব্দ করে কেশে উঠল। 'বস্, আমাদের এবার ফেরা প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়! তুমি ঠিকই বলেছ ডাস্টি। সারারাত তো এখানে কাটানো যায় না।' মালোরি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। 'ওর ব্যাগের মধ্যে কি কি জিনিসপত্র আছে একবার পরীক্ষা করে দেখে নাও।'

মিলার এগিয়ে গিয়ে থলিটার মধ্যে উঁকি মারল। অচেনা লোকটার মধ্যে সেজন্যে একটুও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না।

'খাবার...বস্, খাবার!' মিলারের কণ্ঠে উৎফুল্লতার ছোঁয়া। 'রান্না করা মাংস, রুটি, মাখন—এমনকী মদের বোতল পর্যন্ত আছে।'খুব হতাশ ভঙ্গিতে মিলার থলির মুখ বন্ধ করে লোকটির দিকে ফিরে তাকাল। 'এতে যা খাবার আছে তাতে তো রীতিমতো একটা পিকনিক করা যায়!'

'তোমরা তা হলে আমেরিকান—ইয়াংকি?' এই প্রথম লোকটার মুখে মৃদু হাসি ফুটল। 'ভালো...ভালো...!'

'তুমি কী বলতে চাও?' মিলারের দুচোখে সন্দেহের ঝলক।

'নিজের চোখেই একবার দ্যাখো না।' লোকটার মুখে একগাল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'ওই দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।' দরজার দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা।

মালোরি চমকে ফিরে তাকাল। তার চোখে-মুখে হতাশ বিষণ্ণ ভাব। সে যে নিদারুণ-ভাবে প্রতারিত হয়েছে তাতে আর ভুল নেই। মিলারের বাহুতে মৃদু আঙুলের চাপ দিল মালোরি।

'এই লোকটার ওপর থেকে চোখ ফিরিও না ডাস্টি। এবং তোমার রিভলভারটাও

BanglaBook.org

এখন স্পর্শ কোরো না।' বলতে বলতে মালোরির গলাটা ঈষৎ কেঁপে উঠল। নিজের অদূরদর্শিতার জন্যে মনে মনে ধিক্কার জানাল নিজেকে। ডাস্টি ঠিকই বলেছিল। একাধিক লোকের কণ্ঠস্বরই শোনা গিয়েছিল তখন।

দীর্ঘাকৃতি একজন লোক দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার টুপিটা চোখের একবারে কোণ পর্যন্ত নামানো। তারই ছায়া পড়েছে মুখে। সেইজন্যে মুখটাও দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট। তার হাতে ধরা রিভলভারটা মালোরির দিকে উদ্যত। ভেজানো দরজা খুলে কখন যে নিঃশব্দে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে সেটা তারা কেউ খেয়াল করেনি।

'হঠাৎ গুলি ছুঁড়ে বোসো না।' প্রথম লোকটি গ্রিক ভাষায় তার বন্ধুকে নির্দেশ দিল। 'আমরা যাদের খোঁজে বেরিয়েছি মনে হচ্ছে এরা তারাই, প্যানায়িস।'

মালোরি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল। প্যানায়িস নামটার মধ্যেই যেন এই শিহরণের তরঙ্গ লুকিয়ে আছে। আলেকজান্দ্রিয়ায় মঁসিয়ে ইউগিন ভ্লাকোসের মুখেও এই নামটা ও শুনেছিল।

'মনে হচ্ছে চাকা ঘুরে গেছে, তাই না?' মালোরির দিকে তাকিয়ে প্রথম লোকটা চোখ মটকাল। তার লম্বা গোঁফগুলোও এবার খাড়া হয়ে উঠেছে। আমি তোমার কাছে আবার জিজ্ঞেস করছি, 'তোমরা কে?'

'এস.ও.ই.', অনাড়ম্বরভাবেই জবাব দিল মালোরি।

পরম সন্তোষে লোকটার লম্বাটে মাথাটা মৃদুমন্দ দুলে উঠল বার কয়েক। 'তোমরা তা হলে ক্যাপটেন জেনসনের চর?'

মালোরি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চৌকির একধারে বসে পড়ল। 'ডাস্টি, বরাতক্রমে আমরা বন্ধুদের মাঝখানেই এসে পড়েছি। এরা আমাদের বন্ধু।' ঈষৎ খর্বকায় প্রথম লোকটির দিকে এবার তার কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। 'আর তোমার নামই নিশ্চয় লৌকি? মার্গারিথা গ্রামের ঢোকবার মুখে প্রথম বড় গাছটার পাশেই তো তোমার আস্তানা?'

লৌকি উজ্জ্বল মুখে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'হ্যাঁ আমিই আপনার আজ্ঞাবহ দাসানুদাস লৌকি।'

'আর তোমার সঙ্গীটির নাম প্যানায়িস?'

রাইফেলধারী হাসিমুখে এগিয়ে এসে বাধিত ভঙ্গিতে মাথা নত করল।

'তোমরা ঠিকই আমাদের চিনতে পেরেছ।' লৌকির চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল করে উঠল। 'আলেকজান্দ্রিয়া এবং কায়রোর লোকেরাও আমাদের চেনে?'

'খুব ভালোই চেনে। তোমাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা অনেক উঁচু। তোমরাই এ অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু।'

'আমাদের সে বন্ধুত্বও সম্পূর্ণ অটুট থাকবে।' সাগ্রহে জবাব দিল লৌকি। 'আচ্ছা, আর মিথ্যে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। জার্মান সৈন্যরা পাহাড়ের আশেপাশেই হাজির

BanglaBook.org

আছে। তারচেয়ে তোমাদের কি কি সাহায্যের প্রয়োজন সেটাই আগে খুলে বল?'

'খাদ্য চাই, লৌকি। এই খাদ্যেরই এখন বড় প্রয়োজন। খাদ্য ছাড়া কেউই আর জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারছে না।'

'হ্যাঁ, তাও আমরা দিতে পারি!' লৌকির কণ্ঠে গর্বের আমেজ। হাসিমুখেই থলিটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। 'ওর মধ্যে কি মালপত্তর আছে তা তো সমস্তই জানো। এবং আমরা এই থলি কাঁধে করে তোমাদের উদ্দেশেই বেরিয়েছিলাম।'

'আমাদের উদ্দেশে বেরিয়েছিলে!' বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল মালোরির। 'আমরা কোথায় আছি তোমরা জানতে পারতে কী করে? তার ওপর আমরা যে এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছি সে খবরটাই বা তোমাদের কে দিল?'

লৌকি অবহেলা ভরে হাত নাড়ল। 'খুবই সহজ ব্যাপার। আজ ভোরবেলা থেকেই জার্মান সৈন্যরা সারা চৌহদ্দিটা ঢুঁড়ে ফেলছে। সমস্ত সকাল ওরা কোস্টাসের পশ্চিম দিকটা চষে বেড়িয়েছে। তখনই আন্দাজ করলাম, এ অঞ্চলে নিশ্চয় কারও আর্বিভাব ঘটেছে। তারই খোঁজ করছে জার্মানরা। কোস্টাসের দক্ষিণ দিকটা যে তারা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে সে খবরও আমরা পেয়েছি। অতএব উত্তর দিক ছাড়া তোমাদের আর যাবার কোনও গতি নেই। এই বিপদ সংকুল খাড়াই রাস্তাটা ওদের ধারণায় আসবে না। সেইজন্যেই তোমরা ওদের বোকা বানাতে পেরেছ!'

'কিন্তু···কিন্তু আমাদের খোঁজ পাবে কি না সে বিষয়েও তো তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলে না?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নিশ্চিতই ছিলাম!' লৌকির কণ্ঠস্বরে প্রগাঢ় প্রত্যয়। 'প্যানায়িস এবং আমি দুজনেই এই নাভারোনের প্রতিটি ঘাস পাথরের নাড়িনক্ষত্র পর্যন্ত জানি!' অল্প থেমে আবার মন্তব্য করল লৌকি, 'আবহাওয়াটা সাংঘাতিক ভাবে তোমাদের পেছনে লেগেছে!'

'এই দারুণ দুর্যোগই আমাদের কাছে মঙ্গলময় বিধাতার আর্শীবাদ!' মালোরির কণ্ঠস্বর দ্বিধাহীন।

'হ্যাঁ, তা অবশ্য বটে!' লৌকিও সায় দিল মাথা নেড়ে। 'গতকাল রাতে ওই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তোমাদের আর্বিভাব কল্পনা করাও সাধ্যাতীত। কোনও বিমান বা হেলিকপ্টারের শব্দও তখন শোনা যাবে না। এবং ওই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে কেউ যে বিমান থেকে অচেনা পাহাড়ি এলাকায় ঝাঁপ দিতে পারে সেটাও আশা করা যায় না!'

'আমরা সমুদ্র পথেই এসেছি।' মিলার মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিল। তারপর অবহেলা ভরে মাথা ঝাঁকাল। 'দক্ষিণ দিকের উঁচু পাহাড়টা টপকাতে হয়েছে আমাদের!'

'কী বললে? ··· দক্ষিণ পাহাড়?' লৌকির কণ্ঠে দৃঢ় অবিশ্বাসের সুর ফুটে উঠল। 'কেউ-ই ওই পাহাড় টপকে আসতে পারে না। এটা অসম্ভব!'

'অর্ধেকটা ওঠার পর আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল।' শান্ত স্বরে জবাব দিল মালোরি।

BanglaBook.org

'তবে ডাস্টি যা বলেছে, ঠিকই!'

এক-পা পিছিয়ে গেল লৌকি। তার মুখে ভাব-অনুভূতির স্পর্শ বিহীন। 'আমি বলছি এটা অসম্ভব!' তার কণ্ঠস্বরে সুনিশ্চিত প্রত্যয়।

'আমি সত্যি কথা বলছি, লৌকি!' মিলার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'তুমি কি কাগজ-টাগজ পড়ো?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়!' লৌকির কণ্ঠে ঝাঁজের সুর। 'তোমরা কি মনে করছ ··· যে আমরা অশিক্ষিত?'

'তা হলে যুদ্ধের ঠিক আগের কথা চিন্তা করো!' মিলার বলল, 'বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী কিথ মালোরির কথা কি তোমার মনে পড়ছে? ···এই হচ্ছে মালোরি···কিথ মালোরি!' মালোরির দিকে ফিরে তাকাল মিলার। 'তবে তখন এ আরও যুবক ছিল। চোখে-মুখে প্রাণ-প্রাচুর্যের ভাব উপছে পড়ত। ···দ্যাখো, নিশ্চয় মনে পড়বে তোমাদের।'

মালোরি কোনও কথা বলল না। ও এখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লৌকির দিকে তাকিয়ে ছিল। লৌকির মুখে এখন হতচকিত বিভ্রান্তির ছায়া। চোখ-ভরা বিস্ময় নিয়ে সে এখন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মালোরিকে নিরীক্ষণ করছিল। কিছু পরে সে চোখে যেন একটা আলোও জ্বলে উঠতে দেখল মালোরি। অবশেষে দু-পা এগিয়ে এসে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতেই হাত দুটো বাড়িয়ে দিল লৌকি। 'কী সৌভাগ্য! ···কী অসীম সৌভাগ্য আমার! হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই। তুমিই মালোরি। বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী কিথ মালোরি। পৃথিবীর দুর্গমতম পাহাড়ও তোমার দুর্দমনীয় জেদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।' লৌকি মালোরির দুটো হাত টেনে নিয়ে জোরে জোরে করমর্দন করল। 'তবে বয়সটাও যে কিছু বেড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ···আর দাড়ি গোঁফটাও কামানো প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, আমি ক্রমশই বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি।' মালোরি থেমে থেমে ঘাড় নাড়ল। 'এ হচ্ছে কর্পোরাল মিলার, একজন আমেরিকান।'

'নিশ্চয় অপর কোনও বিখ্যাত পর্বতারোহী?' প্রশ্ন করল লৌকি।

মৃদু হাসল মালোরি। মিলারের পর্বতারোহণের সেই হাস্যকর দৃশ্যও তার মানসচক্ষে ভেসে উঠল। 'হ্যাঁ, তা তো বটেই! ··· তবে আমাদের দলে আরও অন্য কয়েকজনও আছে। আমরা সাহায্য চাই লৌকি। সাহায্যের আমাদের একান্তই প্রয়োজন। এবং আর বেশি দেরি করলেও চলবে না। আমাদের সাহায্য করলে তোমরাও যে সাংঘাতিক বিপদে পড়তে পারো, তা আমি জানি। ··· '

'বিপদ!' লৌকি উদ্ধত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'লৌকি এবং প্যানোয়িসকে সকলে নাভারোনের শিয়াল বলেই জানে! তাদের কাছে বিপদ! অসম্ভব! আমরা হচ্ছি নিশীথ রাতের প্রেতাত্মা! খাদ্য বোঝাই থলিটা পিঠের কাছে তুলে নিল লৌকি। 'চল, আমরা বন্ধুদের কাছে এই খাদ্যসম্ভার পৌঁছে দিই।'

'এক মিনিট অপেক্ষা করো।' মালোরি তাকে বাধা দিল। 'আমাদের আরও দুটো

BanglaBook.org

জিনিসের প্রয়োজন। প্রথম হচ্ছে স্টোভ ও জ্বালানি। আর দু নম্বর হচ্ছে ওষুধপত্র ও ব্যান্ডেজ। আমাদের দলের একজন খুবই অসুস্থ। তা ছাড়া পাহাড়ে ওঠার সময় আমাদের স্টোভ এবং জ্বালানিও সমস্ত সমুদ্রগর্ভে পড়ে গেছে।'

'প্যানায়িস!' লৌকি চেঁচিয়ে উঠল। 'এক্ষুনি গ্রামে ফিরে যাও।' গ্রিক ভাষাতেই দ্রুতলয়ে কথা বলছিল লৌকি। মালোরি ইতিমধ্যে তাদের গোপন গুহার অবস্থানটাও লৌকিকে জানিয়ে দিয়েছিল। প্যানায়িসকেও লৌকি সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিল। 'প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ওই গুহাতেই এনে হাজির করবে।' অবশেষে লৌকি মালোরির দিকে ফিরে তাকাল। 'তুমি কি ওই গুহার পথ চিনতে পারবে?'

'একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!' অকপটে ব্যক্ত করল মালোরি। 'তবে মনের মধ্যে তেমন একটা ভরসা পাচ্ছি না।'

'তা হলে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। প্যানায়িসের একার পক্ষে বোঝাটা হয়তো খুব ভারী হয়ে উঠবে, এই যা সমস্যা।'

'আমি প্যানায়িসকে সাহায্য করতে পারি।' মিলার মুখ খুলল। গত দু-তিন দিন তার শরীরের ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে তাতে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে সর্বাঙ্গ। এখন পিঠ সোজা করে খানিকটা হাঁটতে পারলে ব্যাথাটা বোধহয় কিছু কমবে।

লৌকি মিলারের বক্তব্যটা প্যানায়িসকে ব্যাখ্যা করে বলতেই যেন ক্ষেপে গেল লোকটা। অনর্গল গ্রিক ভাষায় প্রতিবাদের ঝড় তুলল চোখে-মুখে। মিলারও ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল।

'লোকটার বক্তব্যটা কী?' মালোরিকে প্রশ্ন করল মিলার। 'মনে হচ্ছে আমার প্রস্তাবে বিশেষ খুশি নয়?'

'ও একাই সবকিছু সামলে নিতে পারবে। তোমাকে অযথা আর কষ্ট দিতে রাজি নয়।' মালোরি বুঝিয়ে বলল। 'ও ভাবছে তুমি হয়তো পাহাড়ি পথে ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারবে না।' ঠাট্টার সুরে হেসে উঠল মালোরি। 'ও এখনও ঠিকমতো তোমাকে চিনতে পারেনি।'

'খুবই খাঁটি কথা!' লৌকি মাথা নেড়ে প্যানায়িসকে নতুন করে বোঝাতে চেষ্টা করল। তার কণ্ঠে ক্ষোভের সুর। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন সঙ্গীর সঙ্গে মস্ত একটা ঝগড়া বাধাতে যাচ্ছে।

'ও এখন কী বলছে, বস্?' মিলার চাপা সুরে প্রশ্ন করল।

'যা সত্যি তাই বলছে।' মালোরির কণ্ঠ নির্বিকার। 'বলছে যে হাঁসিয়ে মিলার যদি সঙ্গে যায় তবে প্যানায়িসের সেটা মহাভাগ্য বলে গণ্য করা উচিত। এদিকে প্যানায়িসও তার সংকল্পে অবিচল। একজন নাভারোনবাসীও যে পাহাড়ি পথে চলাফেরা করতে কত বেশি অভ্যস্ত ও তৎপর, সে আজকে তারই প্রমাণ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।'

'হায় ভগবান!' মিলারের কণ্ঠে সকাতর আক্ষেপ।

BanglaBook.org

'ফেরার সময় খাড়াই পাহাড়ি পথে কিন্তু প্যানায়িসের দিকে সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াতে দ্বিধা কোরো না।'

ঝড় ঝঞ্ঝার দাপটে মিলারের প্রত্যুত্তরটা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

❖ ❖ ❖

ঝড়ের দাপট যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ছোট ছোট বরফের কুচিগুলো ঝাপটা মারছে মুখের ওপর। চোখ দুটোও প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। দুই ভ্রূর মাঝে শাদা কাশফুলের মতো তুষার জড়িয়ে আছে। কতকগুলো বরফের টুকরো দেহের উত্তাপে গলে গিয়ে ভেতরের পোশাক পর্যন্ত ভিজিয়ে সপসপে করে দিয়েছে। মৃত্যুর মতো একটা তুহীন শীতল স্রোতই যেন গড়িয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। জুতোর ওপরও চাপ চাপ জমাট বাঁধা বরফ শক্ত হয়ে আছে।

কোনাকুনি পা ফেলে ফেলে খাড়াই পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠছে লৌকি। তার চলার মধ্যে একটা সহজ সাবলীল গতি। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর একটা পাহাড়ি ছাগলই যেন হেঁটে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে। সেই সঙ্গে তার জিবেরও কোনও বিরাম নেই। এক নাগাড়ে বকে চলেছে অবিশ্রান্ত ভাবে। এবং সে কণ্ঠস্বরও আনন্দে উদ্বেল। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে যে কোনও কাজই লৌকিকে করতে বলা হোক না কেন, কোনও কিছুতেই ও আপত্তি জানাবে না। বরঞ্চ আগ্রহ সহকারেই এগিয়ে আসবে। সেখানে কায়িক পরিশ্রম বা বিপদের ঝুঁকি—সমস্তই তুচ্ছ হতে বাধ্য। এর আগের তিনটে অভিযান এবং তার ব্যর্থতার বিবরণও ধীরে ধীরে ব্যক্ত করল লৌকি। নাভারোনকে কায়দা করা খুবই শক্ত। এ বড় শক্ত ঘাঁটি। বিশেষ করে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা তো সাধ্যাতীত। তবে প্যানায়িস বার দুয়েক ওই দুর্গের অভ্যন্তরে যাবার সুযোগ পেয়েছে। সেখানকার যথাযথ বিবরণ লৌকির চাইতে প্যানায়িসই ভালো জানে। একবার তো পুরো একটা রাতই প্যানায়িস দুর্গের মধ্যে ছিল। সেইজন্যে ও ওখানকার নাড়ি-নক্ষত্র সব কিছুরই খবর রাখে।

মৃদু সুরে শিস দিয়ে উঠল মালোরি। এতখানি সৌভাগ্য স্বপ্নেও সে আশা করতে পারেনি। যদিও অভীষ্ট লক্ষ্য এখনও বহুদূর। মাকড়সার জালের মতো প্রহরীদের ব্যূহ ভেদ করে তাকে প্রথমে দুর্গদ্বারে পৌঁছোতে হবে। এবং সেখান থেকেও দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সহজ সাধ্য নয়। তবে একবার ভেতরে ঢুকতে পারলে···এবং সে ব্যাপারে প্যানায়িসও নিশ্চয় কোনও উপায় বাতলে দিতে পারবে ···। অন্যমনস্ক ভাবেই মালোরি চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

'তোমার এই বন্ধু, প্যানায়িস—সত্যিই খুব তুখোড় লোক।' ধীরে ধীরে মন্তব্য করল মালোরি। 'তোমাদের বন্ধুত্বও নিশ্চয় অনেক দিনের? ওর সম্বন্ধে অনেক কিছুই তুমি হয়তো জানো?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, বন্ধুত্ব আমাদের অনেক দিনের পুরোনো। কিন্তু ওর সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি!' কারোর পক্ষেই প্যানায়িসের গতিবিধির সম্পূর্ণ হদিশ রাখা সম্ভব নয়। ওর সাহস যেমন অসাধারণ ভাগ্যের জোরও তেমনি! ও যে কখন কীভাবে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এক মুহূর্ত আগেও তার কিছু আন্দাজ পাওয়া যায় না। রাতের অন্ধকারে ক্ষুধিত নেকড়ের মতোই ও নিঃশব্দে চলাফেরা করে। ওর দু হাত রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেছে!'

মালোরি নিজের অজ্ঞাতেই একবার শিউরে উঠল। প্যানায়িসের পোড়া তামাটে চেহারা—ভাবলেশহীন মুখ—দুচোখের মণিতে যেন গোখরো সাপের ফণা থমকে আছে। সব মিলিয়ে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

'প্যানায়িসকে দেখলেই মনে হয় ওর জীবনটা ঘটনা বহুল।' মালোরি এবার যুক্তির পথ ধরল। 'এবং তোমরা দুজনেই যখন নাভারোনের অধিবাসী··· '

'হ্যাঁ, সে-কথা সত্যি।'

'আর দ্বীপটাও বিশেষ বড় নয়। বলতে গেলে পাশাপাশিই বাস করছ তোমরা!'

'না মেজর, এখানে আপনি একটা মস্ত ভুল করছেন!' মালোরির পদ যে মেজর নয়, সে বিষয়ে তার কোনও প্রতিবাদও লৌকি কানে তুলল না। 'বহুদিন আমি মঁসিয়ে ভ্লাকোসের পার্শ্বচর হিসেবে বাইরে বাইরে কাটিয়েছি। মঁসিয়ে ভ্লাকোস যে একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তা নিশ্চয় জানেন!'

'হ্যাঁ, খুব ভালো করেই জানি।' অন্ধকারেই মালোরি মাথা নাড়ল। 'এখানে আসার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেছি!'

'মঁসিয়ে ভ্লাকোসের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?' লৌকির কণ্ঠে খুশির আমেজ। 'ভালো···ভালো, খুবই সুখবর। পরে এই সাক্ষাতের কথা আরও ভালো করে শোনা যাবে। সত্যিই তিনি একজন অনেক বড় মাপের মানুষ। তাঁর বিষয়েই কি আপনাকে এখন কিছু বলছিলাম ···?'

'না, আমরা প্যানায়িসের সর্ম্পকেই··· ,' মালোরি স্মরণ করিয়ে দিল তাকে।

'ও হ্যাঁ, প্যানায়িস। আমার সঙ্গে খুব ছোটবেলা থেকেই ওর বন্ধুত্ব। কিন্তু আমি দীর্ঘদিন নাভারোনের বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম, প্যানায়িসের বাবা মারা গেছে। ওর মা-ও বিয়ে করেছে আবার। প্যানায়িস তখন তার অন্য দুই সৎ বোনের সঙ্গে ক্রিট দ্বীপে তার বি-পিতার সঙ্গেই বাস করত। তার বি-পিতা ছিল মৎস্যজীবী। কিন্তু ক্যান্ডিয়ার কাছে জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাদের ঘরবাড়ি জার্মান সৈন্যরা জ্বালিয়ে দেয়। তারপর থেকেই ও জার্মানদের তীব্রভাবে ঘৃণা করতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে ওদের প্রধান শত্রু হয়ে ওঠে। নিজের হাতে কত জার্মান যে মেরেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। একবার ধরাও পড়েছিল ওদের হাতে। কিন্তু কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে। এবং বি-পিতার ছোট ডিঙিটা সম্বল করেই নাভারোনে এসে হাজির হয়।

BanglaBook.org

এখানে ও যে কেন ফিরে এল বলতে পারি না, তবে মনে হয় নিজের জন্মভূমিতে বসে শত্রু নিধন করতেই ও যেন বেশি করে আনন্দ পায়। জার্মানদের অত্যাচারেই ওর মারা যাওয়া উচিত ছিল—এবং এখনও যে কেন বেঁচে আছে তারও সুনির্দিষ্ট অর্থ খুঁজে পাই না। কারণ জীবনে সূর্যালোক, নারী, সুরা, খাদ্যদ্রব্য বা বিশ্রাম—কোনও কিছুরই যেন ওর প্রয়োজন নেই।' অল্প থেমে পুনরায় শুরু করল লৌকি, 'তবে ও আমাকে মেনে চলে। কারণ ভ্লাকোস পরিবারে আমি দেওয়ানের কাজ করতাম, আর ও ছিল সেখানকার এক সহিস। অবশ্য আমিও মনে মনে ওকে রীতিমতো ভয় পাই। কেন-না, ক্রমাগত হত্যা করে চলাই ওর স্বভাবধর্ম।' কথা বলতে বলতে মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল লৌকি, তারপর গতিপথ পরিবর্তন করে কোনাকুনি উঠতে লাগল।

'আর কতদূরে যেতে হবে লৌকি?'

'বেশি দূর নয় মেজর, বড় জোর দুশো গজ।'

ওপরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাটাও বেড়ে গেছে প্রচণ্ডভাবে। বাতাসের গতি ক্রমে তীব্রতর হচ্ছে। তুষার ঝড়ের ভেতর দিয়ে এক-পা এগোনোই এখন দুঃসাধ্য ব্যাপার। অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে। কী যেন শোনবার চেষ্টা করল কান খাড়া করে। দুজনেরই দৃষ্টি এখন সজাগ। তারমধ্যে একটা শঙ্কার ছায়া যেন নাচানাচি করছে। কিন্তু শাদা তুষার ছাড়া আর কিছুই তাদের নজরে পড়ছে না।

'কী একটা শব্দ শুনলাম না!' ইতস্তত কণ্ঠে মালোরি প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আমি!' পেছন থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ভীষণ ভাবে চমকে উঠে ফিরে তাকাল মালোরি। 'অকেক্ষণ আগেই তোমাদের কথার আওয়াজ আমার কানে এসেছে। কিন্তু ঝড়ের জন্যে কার কণ্ঠস্বর আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।'

মালোরি এবার কৌতূহলী দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইল। 'তুমি এখানে কীভাবে হাজির হলে, আন্দ্রিয়া?'

'শুকনো কাঠের খোঁজে বেরিয়েছিলাম।' আন্দ্রিয়া ব্যাখ্যা করল। 'বিকেলে কোস্টাস পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে এর কাছাকাছি একটা কুঁড়েঘর আমার নজরে পড়েছিল। আমি খুব নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি ... '

'হ্যাঁ, ঠিকই!' লৌকি ঘাড় নেড়ে সায় দিল। 'বুড়ো লেরির কুঁড়েঘর। লোকটা ছিল পুরোদস্তুর পাগল। সেই জন্যে এত উঁচুতে এসে ঘর বেঁধেছিল। আমরা ওকে অনেকবার নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু ও কারোর কথাই কানে তুলত না। কারোর সঙ্গে কথাও বলত না। কেবলমাত্র নিজের ছাগলগুলোর সঙ্গেই সারাদিন আপন মনে বকবক করত। ধসে চাপা পড়েই একদিন মারা পড়ল বেচারা!'

'আজকের হিমেল বাতাসটা সত্যিই অশুভ!' আন্দ্রিয়া বিড়বিড় করল। 'বুড়ো লেরিই না-হয় আজ রাতে আমাদের আগুনের জোগান দেবে।'

ঝড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে তিনজনে গুহার সামনে এসে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

মুখের কাছে দাঁড়িয়ে রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছিল ব্রাউন। মালোরিকে দেখে দৌড়ে কাছে এগিয়ে এল।

❖ ❖ ❖

মোমবাতির স্বল্প আভায় অপরিসর গুহাটার মধ্যে আলোর চেয়ে ছায়ার মাতামাতিই বেশি করে শুরু হয়েছিল। বাইরের ঝোড়ো হাওয়ায় বাতির শিখাটাও মাঝে মাঝে থরথরিয়ে কেঁপে উঠছিল। বাতিটা এখন পুড়তে পুড়তে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। সম্পূর্ণ নিভে যাবার আগে কিছুটা উজ্জ্বল হল অগ্নিশিখা। লৌকি আর একটা মোম নিয়ে তার পাশে জ্বালিয়ে দিল। দুটো মোমের স্বচ্ছ আলোয় এবার আরও স্পষ্ট করে দেখা গেল লৌকিকে। আয়তনে ঈষৎ খর্বকায় হলেও শরীরের বাঁধন অটুট। চোখে-মুখে স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব। ঠোঁটের ফাঁকে সহজ প্রাণের মিষ্টি হাসি। কিন্তু ওর ধূসর চোখের মণিতে একটা বিষণ্ণ আভাসও যেন খুঁজে পাওয়া যায়।

স্টিভেন্সেকে একটা বেডিংয়ের উপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর নিশ্বাসপ্রশ্বাসও অনিয়মিত, ছন্দহীন। মালোরিরা গুহার ফেরার পরে ও একবার মাত্র জেগেছিল, কিন্তু খাদ্য বা পানীয় কিছুই স্পর্শ করেনি। সব কিছুতেই ওর এখন প্রবল অনীহা। তার পরেই মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়েও পড়ল অচিরে। ওকে দেখেই মনে হচ্ছে ব্যথা বেদনার অনুভূতিটাও যেন ওর মধ্যে থেকে ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছে। দেহের অভ্যন্তরে কোনও বোধই বুঝি আর সক্রিয় নেই। খুবই খারাপ লক্ষণ। নিঃসন্দেহে খুবই খারাপ লক্ষণ। মনে মনে গম্ভীর হয়ে উঠল মালোরি। এই মুহূর্তে মিলারের আগমনই ওর কাছে সবচেয়ে বেশি কাম্য বলে মনে হল।

কেসি ব্রাউন রুটির শেষ টুকরোগুলো একসঙ্গে মুখের মধ্যে পুরে দিল, তারপর কয়েক ঢোক হুইস্কি গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়াল। পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক করে বাইরেটাও একবার দেখে নিল উঁকি মেরে। তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে দিয়ে যেন একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল। অবিশ্রাম তুষার ঝরছে নিঃশব্দে। তার সঙ্গে তীব্র ঝড়ের উল্লাস। অনিচ্ছাসহকারেই ব্রাউন এবার তার ওয়াটার-প্রুফ ব্যাগটায় প্রয়োজনীয় মালপত্র ভরতে শুরু করল। মালোরি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। কায়রোর সঙ্গে বেতার সংযোগের সময় এসে গেছে।

'এই দুর্যোগ মাথায় নিয়েও তোমায় বাইরে বেরোতে হচ্ছে কেসি!' মালোরির কণ্ঠ সমবেদনায় মন্থর। 'এমন রাতে একটা কুকুর বেড়ালকেও রাস্তায় বের করে দেওয়া যায় না!'

'হ্যাঁ, আমিও তা দিতে পারতাম না।' ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে ব্রাউন জানাল, 'কিন্তু আমার যাওয়াটা একান্তই দরকার। বিশেষত রাতে খবরটাও খুব পরিষ্কার ধরা যায়। তা ছাড়া এখন একটু উঁচুতে গিয়েই এরিয়ালটা টাঙাবো ঠিক করেছি, যাতে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সংকেতবার্তা আদানপ্রদানের কোনও ব্যাঘাত না ঘটতে পারে। দিনের বেলায়

BanglaBook.org

উঁচুতে এরিয়াল টাঙালে হলদে মুখো জার্মানদের নজরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।'

'ঠিক বলেছ কেসি। তোমার কাজ তুমিই সবচেয়ে ভালো বোঝো।' মালোরি কৌতূহলের দৃষ্টিতে ব্রাউনকে নিরীক্ষণ করছিল। 'কিন্তু তোমার ওই দড়িদড়াগুলো কী কাজে লাগবে?'

'বাইরের কোনও ভারী পাথরের গায়ে দড়ির একটা প্রান্ত শক্ত করে বেঁধে রাখব। তারপরে এক হাতে টর্চ ধরে অন্য হাতে দড়িটা ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে এগোব। যদি কোথাও খানাখন্দে গড়িয়ে পড়ি তবে এই দড়িটা ধরেই আবার উঠে আসতে পারব।'

'খুব ভালো বুদ্ধি বের করেছ!' ঘাড় নেড়ে সায় দিল মালোরি। 'তা হলেও দেখেশুনে পথ হাঁটবে।'

'আমার জন্যে কিছু চিন্তা করতে হবে না, স্যার।' দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল ব্রাউন। 'কেসি ব্রাউনকে বিপদ কখনও স্পর্শ করবে না।'

ব্রাউনের বলিষ্ঠ দেহটা ছায়ার মতো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মিনিট খানেক বাদে মালোরিও উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে। 'ব্রাউন যদি এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বেরোতে পারে ...,' মনে মনে চিন্তা করল মালোরি, তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'জ্বালানির প্রয়োজনে বুড়ো লেরির ভাঙা কুঁড়েতে যেতে হবে। কে আমার সঙ্গী হতে রাজি আছ?'

আন্দ্রিয়া ও লৌকি দুজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

'একজনই যথেষ্ট। অসুস্থ স্টিভেন্সের পাশেও কারও থাকা প্রয়োজন।'

'ও এখন গভীরভাবেই ঘুমোচ্ছে।' বিড়বিড় করে উঠল আন্দ্রিয়া। 'আমরা যদি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারি তবে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'না, এখন আমি সে-কথা ভাবছি না। কিন্তু একে জার্মানদের হাতে ধরা পড়ার একটা সুযোগও আমি দিতে রাজি নই। ওরা ওকে কথা বলতে বাধ্য করাবে। যদিও সেটা ওর দোষ নয়, তবে তেমন ঝুঁকিও আমি নেব না।'

'আপনি মিথ্যেই ভয় পাচ্ছেন মেজর,' লৌকি তাকে অভয় দিল, 'এখান থেকে দু-তিন মাইলের মধ্যে জার্মানদের অস্তিত্বই নেই এখন। আমার মুখের কথায় সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারেন।'

অল্প ইতস্তত করল মালোরি। তারপর চেষ্টা করে মৃদু হাসল। 'ঠিকই বলছ তুমি। আমিই হয়তো চারদিকে মিথ্যে ভয়ের ছায়া দেখে বেড়াচ্ছি!'

এগিয়ে গিয়ে মালোরি স্টিভেন্সের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর কাঁধ ধরে মৃদু নাড়া দিল। ধীরে ধীরে চোখ মেলল স্টিভেন্স! তার অসুস্থ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা ক্লান্ত গোঙানির সুর বেরিয়ে এল।

'জ্বালানির খোঁজে আমরা বাইরে যাচ্ছি, স্টিভেন্স। খুব শিগগিরই ফিরে আসব। তোমার অসুবিধে হবে না তো?'

'না...স্যার, ভাবনার কিছু নেই। কী আর বিপদ হতে পারে! শুধু আমার পাশে একটা

BanglaBook.org

রাইফেল রেখে যাবেন। মোমবাতিটাও নিভিয়ে দেবেন যাবার আগে।' মৃদু হাসল স্টিভেন্স, 'তবে ভেতরে ঢোকার আগে আমার নাম ধরে ডাকতে ভুলবেন না যেন!'

ফুঁ দিয়ে মোমাবাতিটা নিভিয়ে দিল মালোরি। পলকের মধ্যে গভীর অন্ধকার গ্রাস করে নিল গুহাটা। বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার তীব্র হিস হিস শব্দ। পর্দাটা তুলে ধরে মালোরিই বেরিয়ে এল প্রথম। পেছন পেছন আন্দ্রিয়া ও লৌকি।

বুড়ো লেরির ভাঙা কুঁড়েয় পৌঁছোতে দশ মিনিট সময় লাগল ওদের। পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরের জরাজীর্ণ দরজা জানলাগুলো জ্বালানি হিসেবে চলনসই। তার সঙ্গে ভাঙাচোরা টেবিল চেয়ারও দু একটা আছে। আন্দ্রিয়াই তার আজানুলম্বিত বাহুর চাপে সেগুলোকে সাইজ করে ভাঙল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনটে বিরাট বোঝা পিঠে নিয়ে ফিরে চলল তিনজনে। এবার একেবারে ঝোড়ো বাতাসের ঠিক মুখোমুখি। হিমেল বাতাসটা কোস্টাসের উত্তর দিক থেকেই তীব্র বেগে তাদের দিকে ছুটে আসছে। স্বয়ং নিয়তিই যেন শতসহস্র শীতল কষাঘাত হেনে চলেছে তাদের চোখ-মুখে। অবশেষে যখন তারা আবার গুহার মুখে এসে পৌঁছোল তখন প্রত্যেকেরই দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

মালোরিই মৃদু সুরে স্টিভেন্সের নাম ধরে ডাকল, কোনও সাড়া শব্দ নেই। আরও কয়েক বার ডেকেও প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। পিঠের বোঝাটা পাশে নামিয়ে রেখে মালোরি এবার ফাঁক দিয়ে টর্চের আলোয় ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। কোনও জনপ্রাণী আছে বলে মনে হচ্ছে না। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল মালোরি। টর্চ ফেলে ভালো করে দেখল চারদিক। স্টিভেন্সের কোনও চিহ্ন নেই। শুধু তার বিছানাটাই এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মঙ্গলবার রাত্রি

বারোটা পনেরো থেকে দুটো

'দ্যাখা যাচ্ছে, আমিই ভুল করেছিলাম!' মৃদু সুরে বিড়বিড় করল আন্দ্রিয়া। 'স্টিভেন্স তখন ঘুমোয়নি, জেগেই ছিল।'

'সে বিষয়ে এখন আর একটুও সন্দেহ নেই।' মালোরির কণ্ঠও অপ্রসন্ন। 'আমাকেও বোকা বানিয়েছে স্টিভেন্স। এবং আমাদের আলাপ-আলোচনার প্রতিটি শব্দই ও শুনতে পেয়েছে।' বলতে বলতে মালোরির ঠোঁটের ফাঁকে একটা কুঞ্চিত বিষাদের হাসি ফুটে উঠল। 'এখন ও জানে কেন আমরা ওর জন্য এতখানি উদ্বিগ্ন। ও যে সত্যিই দলের পক্ষে ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিজের সম্পর্কে এই ধারণাটাও ওর অভ্রান্ত। সমস্ত কিছুই এখন ওর চোখের সামনে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে পড়েছে তাও আমি অনুমান করতে পারি।'

BanglaBook.org

আন্দ্রিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, ও যে কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে আন্দাজ করে নেওয়া শক্ত নয়।'

মালোরি চকিত দৃষ্টিতে একবার রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল। 'ও হয়তো আমরা বেরিয়ে যাবার মিনিট কুড়ি পরে বেরিয়েছে, কি তার কিছু কমও হতে পারে। কারণ আমরা বেশ কিছুটা দূরে সরে না গেলে ও পালাতে সাহস করবে না। এর মধ্যে বড় জোর পঞ্চাশ গজ যেতে পারে। মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই আমরা ওকে ধরে ফেলব। আন্দ্রিয়া, তুমি টর্চ নিয়ে বাঁ দিকের খাড়াই পথটা ধরে উঠে যাও। আমি ডান দিকে খুঁজে দেখছি।'

'চড়াই পথে এগোবে?' লৌকি প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠে অবাক বিস্ময়ের সুর। 'পায়ের ওই অবস্থায় ...'

'হ্যাঁ, চড়াই পথেই ওকে পাওয়া যাবে।' অধৈর্য ভঙ্গিতে উত্তর দিল মালোরি। 'ও জানে, আমি হয়তো উতরাই-এর পথেই ওর খোঁজ করব। সেইজন্যে ও বিপরীত দিকে যাবে।' অল্প থামল মালোরি, পরে নিজেকে শুনিয়েই যেন বলল, 'মৃত্যুপথযাত্রী একটা মানুষ যদি এই অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যে পথে বেরোয়, তবে সে সবচেয়ে কঠিন পথটা ধরেই এগোবে!'

তিন-চার মিনিটের মধ্যেই স্টিভেন্সকে খুঁজে পাওয়া গেল। মালোরির অনুমানই ঠিক। খাড়াই পথ ধরেই হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে এগিয়ে চলছিল স্টিভেন্স। যখন ওকে জোর করে তাঁবুতে ফিরিয়ে আনা হল তখন ওর সংজ্ঞা হারিয়ে গেছে। আন্দ্রিয়া ওকে নিয়ে গিয়ে ওর বিছানায় শুইয়ে দিল। মালোরি স্টিভেন্সের গাল ফাঁক করে ব্র্যান্ডি ঢেলে দিল কিছুটা। অধিকাংশই কাশির সঙ্গে উগরে ফেলল স্টিভেন্স, সামান্য কিছু ছিটেফোঁটা পেটে গেল। এত অসুস্থ রুগিকে ব্র্যান্ডি দেওয়া উচিত কি না মালোরি জানে না, তবে কিছু একটা করণীয় ভেবেই ব্র্যান্ডির বোতালটা টেনে নিয়েছিল। এই মুহূর্তে প্যানায়িসকে সঙ্গে নিয়ে মিলারের প্রত্যাগমনই তীব্রভাবে প্রার্থনা করছে ও। তবে মিলারও অবধারিত নিয়তিকে প্রতিরোধ করতে পারবে কি না সন্দেহ।

ইতিমধ্যে লৌকিও গুহার মুখে কয়েকটা শুকনো কাঠের টুকরো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কাঠগুলো জ্বলবার সময় চটপট করে শব্দ হচ্ছিল, তবে ধোঁয়া বেশি হয়নি। অপরিসর গুহাটাও ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। মালোরি ও আন্দ্রিয়া দুজনেই আগুনের আরও কাছাকাছি সরে এল। গুহাটার মাথায় আট-দশটা ফাটল আছে। সেখান থেকে বরফ-গলা জল ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়। তবু এত অসুবিধের মধ্যেও মালোরি আর আন্দ্রিয়ার বুকে পুলকের শিহরণ খেলে গেল। গত তিরিশ ঘণ্টা হাড়হিম ঠাণ্ডার মধ্যে কাটাবার পর এই প্রথম তারা উষ্ণ আগুনের স্পর্শ পেল। অবশেষে জড়িয়ে এল মালোরির চোখদুটো। সারা শরীর জুড়ে একরাশ অবসাদের পাহাড়।

আধ ঘণ্টা বাদে তুষার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল ব্রাউন। সারা

BanglaBook.org

শরীর বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত। আধ ঘণ্টা এই ঝড়ের মধ্যে কাটিয়ে আসা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার সকলেই সেটা অনুভব করল অন্তর দিয়ে। তাড়াতাড়ি একটা গেলাশে কড়া হুইস্কি ঢেলে ব্রাউনের দিকে এগিয়ে ধরল মালোরি। আগুন দেখে ব্রাউনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পিঠের বোঝাটা নামিয়ে রেখে আগুনের একপাশেই বসে পড়ল পা ছড়িয়ে।

'কায়রোর কি খবর?' প্রশ্ন করল মালোরি।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল ব্রাউন। কোনও জবাব দিল না। অবশেষে মুখ খুলল। তার কণ্ঠে চাপা বিরক্তির সুর। 'কর্তৃপক্ষ খবর পেয়েছেন গত দশ-পনেরো দিন ধরে নাভারোনের পাহারা নাকি আরও জোরদার করা হচ্ছে। ... আমাদের বর্তমান অবস্থার কথা শুনে একটাও মন্তব্য করলেন না। শুধু বললেন, আমরা যেন কোনও কারণেই উদ্যম হারিয়ে না ফেলি। এখনও আমাদের বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে।'

'হুঁ', মালোরি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল।' রাত পোহাবার আগেই লৌকি আমাদের পথ দেখিয়ে মার্গারিথায় নিয়ে যাবে। সেখানে কয়েকটা পুরোনো পরিত্যক্ত কুটিরের কথা ও জানে। দিনটা আমাদের কুয়োর মধ্যে লুকিয়ে কাটাতে হবে। রাত্রে আমরা নাভারোনের উদ্দেশে রওনা হব।'

'হায় ভগবান!' একটা সকাতর আর্তনাদ বেরিয়ে এল ব্রাউনের গলা চিরে। 'অদ্যরাত্রে এই ফুটোফাটা গুহার মধ্যে, কাল সমস্ত দিনভর পরিত্যক্ত ইদারায়—কে জানে তার ভেতর হাঁটুভোর জলও জমে আছে কি না! আচ্ছা, নাভারোনে আমাদের জন্যে কোন জায়গা নির্দিষ্ট থাকবে? ...স্থানীয় কবরখানা?'

মালোরি ঠাট্টায় যোগ দিল না। 'পাঁচটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়ব।' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল ও। স্টিভেন্সের পাশেই যতদূর সম্ভব হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল ব্রাউন এবার মালোরি চোখ তুলে লৌকির দিকে মনোনিবেশ করল। আগুনের এক ধারে একটা বাক্সের ওপর স্থির হয়ে বসেছিল লৌকি। তার দৃষ্টিও মালোরির মুখের দিকে নিবদ্ধ।

'আপনাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে, মেজর?' লৌকির কণ্ঠে হতচকিত ইতস্তত ভাব 'খুব চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে! আমার পরিকল্পনাটা কি আপনার মনঃপূত হয়নি?'

'না...না, সে বিষয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই।' অকপটে ব্যক্ত করল মালোরি 'এমনকী তোমার কথাও আমি ভাবছি না। কিন্তু তুমি যে বাক্সটার ওপর বসে আছ সেটাই আমাকে শঙ্কিত করে তুলেছে। ওর মধ্যে যে পরিমাণ বিস্ফোরক ভরা আছে তার সাহায্যে একটা গোটা শহরই নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায়!'

'তাই নাকি!' অস্বস্তিভরে উঠে দাঁড়াল লৌকি। 'শুনেছি এই সমস্ত বিস্ফোরকের ব্যাপারে তোমরা খুবই দক্ষ।'

'এই বিশেষ ধরনের বিস্ফোরককে এমনিতে কোনও ভয় নেই। এর ওপর কুড়ুল চালালেও কিছু হবে না। দশ বছর নুন জলে ডুবিয়ে রাখলেও এর শক্তি অটুট থাকবে। কিন্তু উত্তপ্ত আবহাওয়ায় এদের গা ঘামতে শুরু করে। তখনই অতর্কিত বিস্ফোরণের

BanglaBook.org

সম্ভাবনা। বাক্সটা যেখানে আছে তার থেকে আগুনের দূরত্ব তিন ফুটেরও কম।'

'তা হলে তো এটা আমরা বুড়ো লেরির পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরেই লুকিয়ে রাখতে পারি। কেউ কখনও হদিশ পাবে না তার। এই গুহা ছেড়ে তাড়াতাড়ি অন্য কোথাও যাবার দরকার পড়লেও আমাদের বিশেষ অসুবিধে হবে না। আবার প্রয়োজনমতো লুকোনো জায়গা থেকে বাক্সটাকে সহজে নিয়ে আসা যাবে।'

'তোমার মতলবটা মন্দ নয়।' মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল মালোরি। 'সারারাত আগুনের পাশে বাক্সটাকে বসিয়ে রাখা ঠিক হবে না।'

কিন্তু মালোরি আর কিছু বলার আগেই লৌকি হ্যাঁচকা টানে বাক্সটা পিঠে তুলে নিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল। পেছন থেকে আন্দ্রিয়া এগিয়ে এসে বাধা দিল তাকে! 'এগুলো নাড়াচাড়া করবার বিশেষ কতকগুলো নিয়ম আছে, বন্ধু! তুমি হয়তো সব জানো না। দাও আমিই ঘাড়ে করে পৌঁছে দিচ্ছি।'

❖ ❖ ❖

মালোরি হাতে বাধা রিস্টওয়াচের দিকে ফিরে তাকাল। এখন ঠিক একটা। মিলার এবং প্যানায়িসেরও এসে পড়বার সময় হয়ে গেছে। ঝড় ঝঞ্ঝার বেগও এখন কমে এসেছে কিছুটা। ওদের পক্ষে সেটা বেশ সুখের কথাই বলতে হবে। তবে চলার পথে পদচিহ্ন রেখে আসবে—এইটুকু যা অসুবিধে। অবশ্য সেজন্যেও তার বিশেষ ভাবনাচিন্তার কারণ নেই। রাত পোহাবার আগেই তো তারা সদলবলে চোরাপথে উপত্যকার দিকে এগিয়ে যাবে। সে পথে নিশ্চয়ই এমন তুষার ছড়ানো থাকবে না। আর থাকলেও তারা তখন নদীর ওপর দিয়েই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

নিভে আসা আগুনের মধ্যে আর কয়েকটা কাঠের টুকরো গুঁজে দিল মালোরি। কিছু দূরে ব্রাউন টানটান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পাশে অসহায় অবসন্ন স্টিভেন্স। স্টিভেন্সের মুখের ওপর একটা বিবর্ণ পাণ্ডুর ছায়া। ওর প্রাণশক্তি যে ফুরিয়ে আসছে হৃদয় দিয়ে সেটা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। মিলারেরও তাই ধারণা।

কিছু পরেই আন্দ্রিয়া এবং লৌকি ফিরে এল। মিলার এবং প্যানায়িসের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল সেই সঙ্গে। ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার জানাতে জানাতে পথ ভেঙে এগিয়ে আসছে মিলার। যখন কোনও রকমে গুহার মুখে এসে পৌঁছোল তখন ওর শেষ প্রাণশক্তিটুকুও নিঃশেষ হবার উপক্রম।

মালোরি সহানুভূতির দৃষ্টিতে মিলারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'তা হলে ডাস্টি,' প্যানায়িস নিশ্চয় তোমার গতিকে খুব একটা মন্থর করে দিতে পারেনি?'

মিলারের হাবভাবে মনে হল কথাটা ও শুনতে পায়নি। ওর বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি তখন স্থিরভাবে নীল অগ্নিশিখাগুলোকেই নিরীক্ষণ করছে। 'কী আশ্চর্য! আমি স্টোভ আর এক পিপে কেরোসিন ঘাড়ে করে এই দুর্জয় ঠাণ্ডায় এতখানি পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠছি, আর এখানে দেখি তোমরা বেশ আগুন জ্বালিয়ে নরক গুলজার করছ!'

BanglaBook.org

'তোমার মতো লোকের মাঝে মাঝে ব্লাড প্রেসারটা পরীক্ষা করে দ্যাখা উচিত।' পরিহাসের সুরে মালোরি বলল, 'তারপর অন্য খবর কী?'

'খবর খুব ভালোই। কম্বল এবং ওষুধপত্র আমরা নিয়ে এসেছি।'

'কম্বলগুলো কোথায় আছে জানতে পারলে স্টিভেন্সের ভালো একটা শোবার বন্দোস্ত করে দিই।' কথার মাঝখানে আন্দ্রিয়ার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল।

'আর খাবারদাবার?'

'হ্যাঁ, তাও প্রচুর পেয়েছি। রুটি, মদ, সেদ্ধ মাংস, সসেজ এমনকী ভাতও আমরা জোগাড় করে এনেছি?'

'ভাত?' মালোরির দুচোখে বিস্ময়ের ছায়া। 'কিন্তু এ সময় তো স্থানীয় আধিবাসিরা ভাত খায় না।'

'প্যানায়িস সমস্তই খুঁজে পেতে আনতে পারে।' মিলারের কণ্ঠস্বরে খুশির আমেজ। 'ও স্কোডনামে একজন জার্মান কমান্ডারের হেঁশেল থেকে এই সমস্ত মালপত্র নিয়ে এসেছে।'

'জার্মান কমান্ডারের হেঁশেল! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করছ?'

'না বস্, আমি নির্ভেজাল সত্যি কথাই বলছি।' মিলার হাত-পা ছড়িয়ে বসে খানিকটা তরল হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল। 'আমি পেছন দিকের দরজার কাছে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তাতেই আমার হাঁটু দুটো অস্থিরভাবে ঠোকাঠুকি শুরু করে দিয়েছিল। আর প্যানায়িস দিব্যি পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে কমান্ডারের রান্নাঘর থেকে মালপত্তর চুরি করে নিয়ে এল। ছিঁচকে চোরদের সঙ্গে ভিড়লে ও নিঃসন্দেহে এতদিনে নাম কিনে ফেলত। ও শুধু কমান্ডারের রান্নাঘর থেকে খাবারদাবারই চুরি করেনি, সেগুলো বয়ে আনবার জন্যে একটা হ্যান্ডব্যাগও তুলে এনেছে। এ ধরনের চরিত্রের সঙ্গে বেশিক্ষণ চলাফেরা করলে আমার হার্টের ওপর তার প্রতিক্রিয়া শুরু হতে পারে।'

'কিন্তু পাহারাদার সিপাইরা তো থাকবে? তাদের চোখে ধুলো দিল কী উপায়ে?'

'মনে হয় ওদের তখন ছুটি ছিল।' জবাব দিল মিলার। 'প্যানায়িসও দেখলাম খুব শান্তশিষ্ট। মুখে কোনও কথা বলে না। সেইজন্যেই ওকে আমার এত বেশি দুর্বোধ্য লাগে। তবে পরিস্থিতিটা যতদূর আঁচ করতে পারলাম, আমাদের খোঁজে চারদিকে একটা সাজোসাজো রব পড়ে গেছে।'

'তোমরা যে অন্য কারও সামনে পড়ে যাওনি এটাই মস্ত সুখবর!' গেলাশে হুইস্কি ঢেলে মিলারের সামনে এগিয়ে ধরল মালোরি।

'না, তেমন দুর্ভাগ্য ঘটেনি। তবে আমাকে আড়ালে রেখে প্যানায়িস ওর দু-চারজন পরিচিত বন্ধুকে খুঁজে বের করেছিল। তাদের সঙ্গে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথাও বলেছিল কিছুক্ষণ। ফিরে আসবার সময় আমাকেও বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। কিন্তু স্থানীয় ভাষায় ও যে কী বলে গেল তার একটা বর্ণও আমার মগজে ঢুকল না।'

BanglaBook.org

মালোরি সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। কিছু দূরে লৌকি আর প্যানায়িস পাশাপাশি বসে কথাবার্তায় ব্যস্ত। প্যানায়িসই অঙ্গভঙ্গি সহকারে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছিল, লৌকির ভূমিকা শুধু নীরব শ্রোতার।

'মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে।' আপন মনে মালোরি বলল, তারপর গলা উঁচু করে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যপার লৌকি, তোমার বন্ধু নতুন কী সংবাদ এনেছে?'

'খুবই দুঃসংবাদ, মেজর! লৌকি অধৈর্যভাবে তার পাকানো গোফের প্রান্ত ধরে ঈষৎ টান দিল। 'আমাদের এক্ষুনি গুহা ছেড়ে রওনা দিতে হবে। প্যানায়িস বলছে যত শিগগিরই স্থান ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল। ও খবর পেয়েছে জার্মান সৈন্যরা রাত বারোটার সময় মার্গারিথা গ্রামের প্রত্যেক ঘরে ঘরে ব্যাপক ভাবে খানাতল্লাশি চালাবে।'

'এটা তো ওদের রুটিন মাফিক অনুসন্ধান নয়?'

'না···না, বেশ কয়েক মাস এভাবে কোনও অনুসন্ধান ওরা করেনি। ওদের ধারণা, তোমরা কোনওরকমে প্রহরীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে এই গ্রামে ঢুকেছ। এবং সেখানেই কোথাও আত্মগোপন করে আছ। তবে সেখানে তো তোমাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই আর ভয় কি! এবং ওরা বিদায় নেবার পরই তোমাদের সেখানে যাওয়া অনেক সুবিধেজনক। তবে আমাদের দুজনকে বিছানায় না দেখতে পেলে ওরা সন্দেহ করবে, সেইজন্যে আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা প্রয়োজন।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। ধরা পড়বার বিন্দুমাত্র সুযোগ আমি দেব না। কিন্তু এখনও তো হাতে কিছু সময় আছে। সেই সুযোগে আমি প্যানায়িসের সঙ্গে সামান্য কিছু আলোচনা করে নিতে চাই।' মালোরি পকেট থেকে ভ্লাকোস প্রদত্ত ম্যাপটা বের করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। 'প্যানায়িস তো বার দুয়েক দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অনেক কিছু দেখা আছে ওর। ওর মুখ থেকেই আমি দুর্গের অভ্যন্তরের একটা বিশদ ছবি পেতে চাই। যদিও আমি অনেক কিছুই জানি তবুও প্রত্যক্ষদর্শীর মুখের বিবরণের একটা আলাদা দাম আছে।'

প্যানায়িস ম্যাপটা টেনে নিয়ে মালোরিকে বুঝিয়ে দিল সবকিছু। লৌকিই তাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করল। অনেক কিছু প্রয়োজনীয় নতুন তথ্য পাওয়া গেল প্যানায়িসের কাছ থেকে। মালোরি যত্নসহকারে পেন্সিল দিয়ে ম্যাপের গায়ে লিখে রাখল সেগুলো। প্যানায়িসের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। দুর্গের অভ্যন্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে গেল ধীরে ধীরে। মাত্র এক রাত কি দু-রাত দুর্গের মধ্যে থেকে এত নিখুঁত ভাবে সবকিছু খুঁটিয়ে লক্ষ করা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। জার্মানদের প্রতি সুতীব্র ঘৃণাই হয়তো প্যানায়িসকে এত কিছু মনে রাখতে সাহায্য করেছে। মনের অবচেতনে একটা আশার আলো জ্বলে উঠতে দেখল মালোরি। প্রতি মুহূর্তেই সে যেন নবীন আশার সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনতে পাচ্ছে। ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে তার ধ্বনি।

কেসি ব্রাউনের সর্বাঙ্গে ক্লান্তির জড়তা, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘুমটা ভেঙে গেল। টুকরো

BanglaBook.org

টুকরো কণ্ঠস্বরই নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দিল না তাকে। একবারে গুহার মুখ বরাবর আগুনের পাশে তিনজনে আরাম করে বসে মৃদু সুরে জরুরি কথাবার্তা বলছে। অন্যদিকে মিলার আর আন্দ্রিয়া স্টিভেন্সের পরিচর্যায় ব্যস্ত। সেখানে তার কিছু করণীয় নেই। আড়মোড়া ভেঙেই সোজাসুজি উঠে দাঁড়াল ব্রাউন। এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গেল গুহার মুখে। পর্দাটা ঈষৎ সরিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করল বাইরেটা। পরক্ষণেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'সস্...চুপ! বাইরে থেকে কীসের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি! একবার নয়, বার দুয়েক শব্দটা আমার কানে এল! ...'

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিঃশব্দে দাঁত চেপে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গেল প্যানায়িস। আন্দ্রিয়াও তার সঙ্গে যাবার জন্য উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু মালোরিই তাকে বাধা দিল। 'প্যানায়িসকে একাই যেতে দাও, আন্দ্রিয়া। এ সমস্ত অঞ্চল নিশ্চয় ওর খুবই সুপরিচিত। ...তা ছাড়া ব্যাপারটাও হয়তো আসলে তেমন গুরুতর কিছু নয়, খুবই সামান্য!'

দু-চার মুহূর্ত বাদে ফিরে এল প্যানায়িস। একেবারে আগুনের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে-মুখে একারাশ বিরক্তি। 'নাঃ, কেউ নেই। তবে অনেক নীচে একটা যেন পাহাড়ি ছাগলকে চরে বেড়াতে দেখলাম!'

'আমার কাছে শব্দটা কিন্তু অন্যরকম মনে হল!' সংশয়ের সুরে ব্রাউন বলল, 'ছাগল টাগলের ব্যাপার নয়!

'আমি না হয় একবার দেখে আসি।' প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে এল আন্দ্রিয়া। 'সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া ভালো! তবে মনে হয় প্যানায়িসের কথাই ঠিক।'

তিন মিনিট বাদে আন্দ্রিয়া ফিরে এল। 'না, কাউকেই দেখা গেল না। এমনকী প্যানায়িস যে ছাগলের কথা বলল তারও হদিশ পেলাম না।'

লৌকি ও প্যানায়িস রাতের মতো বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'শত্রু দেখলেই একেবারে শেষ করে দেবে।' যাবার আগে দুজনকে হুঁশিয়ার করে দিল মালোরি। 'একটুও ঝুঁকি নেবে না। ধরা পড়ার সুযোগটুকুও দেবে না।'

'প্যানায়িস সঙ্গে থাকতে কোনও উপদেশের প্রয়োজন হবে না, মেজর!' লৌকি হালকা সুরে হেসে উঠল। 'তা হলে ওই কথাই রইল। কাল ভোর সাড়ে ছ'টায় বড় অলিভ গাছটার নীচে আমরা দুজনে অপেক্ষা করব।'

রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে মিশে গেল দুজনে। গুহার মুখে পর্দাটায় শুধু একটু কাঁপন জাগল। এক ঝলক তুষার ঝড়ও ঢুকে পড়ল গুহার মধ্যে।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মালোরি এবার ভেতর দিকে তাকাল। স্টিভেন্সের ভাঙা পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে কীসের যেন গন্ধ নেবার চেষ্টা করছে মিলার।

একটা আতঙ্কের শিহরণ বয়ে গেল মালোরির চওড়া বুকের মধ্যে। 'হায় ভগবান!

BanglaBook.org

তোমার আশঙ্কাটাই যদি সত্যি হয় ...'

'এক বিন্দু ভুল নেই।' মিলার তার মুখটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল। 'ঠিকই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গ্যাংগ্রিন! ওর ভাঙা পায়ে বিষাক্ত পচন ধরছে। দাবানলের মতো সারা শরীরেও এই পচন ছড়িয়ে পড়বে। স্টিভেন্সেকে বাঁচাবার আর কোনও উপায় নেই। মিথ্যেই আমরা সময় নষ্ট করছি।'

মঙ্গলবার রাত্রি

চারটে থেকে ছ'টা

ওরা যখন জার্মানদের হাতে ধরা পড়ল তখন রাত চারটে। শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে সকলেই তখন গভীর ঘুমে অচৈতন্য। বাধা দেবার বা পালিয়ে যাবার সামান্য একটু সুযোগও ছিল না ওদের। ঘুম ভাঙার পর সকলে বুঝতে পারল ওরা এখন জার্মানদের হাতে বন্দি।

সর্বপ্রথম ঘুম ভাঙলো আন্দ্রিয়ার। একটা চাপা ফিসফিস কথাবার্তার শব্দ তার কানে এসে পৌঁছোল। সহজাত অভ্যাসবশেই কোণের দিকে গড়িয়ে গিয়ে কার্তুজ-ভরা মাউজারটা তুলে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু এক ঝলক তীব্র আলোর দ্যুতিতে ঝলসে উঠল ওর সর্বাঙ্গ।

'কেউ নড়াচড়ার চেষ্টা করবে না।' গুহার ঠিক বাইরে থেকে একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। পরিষ্কার ইংরিজিতে নির্ভুল নির্দেশ। 'সামান্য কিছু বেচাল দেখলেই আমরা গুলি চালাব।' ইতিমধ্যে আরও দু-তিনটে টর্চের আলো এসে পড়েছে ওদের ওপর। গুহাটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত যেন তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেছে। মালোরি নিথর নিস্পন্দ। অলোর মধ্যে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতেও যেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার। গুহার মুখে এক ঝাঁক উদ্যত রাইফেলের ঝকমকে দীর্ঘ নলই যেন তার অস্তিত্বের বিশ্বজগৎ জুড়ে ছিল। এ ছাড়া আর সমস্ত অনুভূতিই ভোঁতা হয়ে গেছে!

'প্রত্যেকের হাত ওপরে তুলে পাথরের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও।' আবার সেই বজ্র-নির্ঘোষ ধ্বনিত হল। কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর। 'সার্জেন্ট, তুমি ওদের ভালো করে দেখে নাও।' বক্তা এবার সহজ সুরে পাশের একজন সঙ্গীকে নির্দেশ দিল। তবে টর্চের আলো বা বন্দুকের নলগুলো একচুল নড়াচড়া করল না। 'খুব সাবধানে পরীক্ষা করবে। এক পলকের জন্যেও অন্যমনস্ক হবে না। ইংরেজরা এই সমস্ত পেশাদার খুনেদের খুব দেখেশুনেই নির্বাচিত করে।'

মালোরির দৃষ্টির মধ্যে পরাজয়ের বিষাদ-বিধুর বিহ্বলতা। সারা জিবটায় এক তেঁতো আস্বাদ জড়িয়ে গেছে। বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে তাকে। এক মুহূর্ত আগেও যে কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এখন তাই তাকে সত্যি বলে মেনে নিতে

BanglaBook.org

হচ্ছে। তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। শেষ আশার বিন্দুটুকুও যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। তবু আন্দ্রিয়া যতক্ষণ জীবিত আছে ততক্ষণ মনের কোণে কোথায় যেন এক টুকরো বিশ্বাসের ছোঁয়া লেগে থাকে। কেসি ব্রাউন তো বেতারের সাজসরঞ্জাম নিয়ে একটা উঁচু ফাঁকা জায়গার খোঁজে বেরিয়েছিল। তারই বা কী অবস্থা এখন? সেই প্রশ্নটাই ও করতে যাচ্ছিল কিন্তু কী ভেবে সামলে নিল নিজেকে। ব্রাউনের খবর হয়তো এখনও ওরা জানে না।

'তোমরা আমাদের খোঁজ পেলে কী করে?' শান্ত সুরে প্রশ্ন করল মালোরি।

'কেবল বোকারাই জুনিপারের কাঠ পোড়ায়।' বেশ বিজ্ঞের মতোই উত্তর দিল অফিসার। 'সারাটা দিন এবং প্রায় সমস্ত রাত্রিই আমরা এই কোস্টাসের পাহাড়ি পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যে কোনও মৃত ব্যক্তির নাকেও এর গন্ধ গিয়ে লাগে।'

'কোস্টাস পাহাড়ে?' প্রতিবাদের ঢঙে মাথা নাড়াল মালোরি। 'কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব...'

'আর একটাও প্রশ্ন নয়।' অফিসারের কাটাছাঁটা কণ্ঠস্বর। অফিসার এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্য সঙ্গীদের জার্মান ভাষায় নির্দেশ দিতে শুরু করেছে। 'এই পর্দাটা ছিঁড়ে ফেল। ...রাইফেলধারীরা সাবধান, সব সময় খুনেগুলোর বুক লক্ষ করে রাইফেলগুলোকে খাড়া রাখবে। মনে রেখো, এরা প্রত্যেকেই খুব বিপজ্জনক প্রাণী।' অফিসার এবার মালোরির উদ্দেশে তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমাদেরও জানিয়ে রাখছি, আমাদের প্রহরীরা তোমাদের কুকুরের মতো গুলি করে মারার জন্যে অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে আছে। যা হোক একটা অজুহাত পেলেই ওরা ওদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবে।'

দু-হাত ওপরে তুলে টালমাটাল পায়ে তিনজনে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। তার আগেই অফিসারের বজ্রকণ্ঠ গর্জে উঠল আবার। 'দাঁড়াও! ...এই লোকটা কে? তাঁর তীব্র টর্চের আলো এখন ভূতলে শায়িত অচৈতন্য স্টিভেন্সের ওপর গিয়ে পড়েছে।

'ওকে ভয় পাবার কিছু কারণ নেই।' শান্ত সুরেই জবাব দিল মালোরি। 'ও মারাত্মক-ভাবে আহত। এখন প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী।'

'ঠিক আছে, আমরা দেখছি।' অফিসারের কণ্ঠস্বর গম্ভীর ভাবলেশহীন। তোমরা এখন ওই দেওয়ালটার সামনে গিয়ে দাঁড়াও।' ওরা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে না-দাঁড়ানো পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করল অফিসার। তারপর স্টিভেন্সের দিকে এগিয়ে গেল। ওর হাতের মুঠোয় রাইফেলের বদলে এখন একটা চকচকে পিস্তলই শোভা পাচ্ছে।

বেশ ভালো করেই অচৈতন্য স্টিভেন্সকে নেড়েচেড়ে দেখল অফিসার। গ্যাংগ্রিনের কটু গন্ধও তার নাকে এল। তার ভাঙা পায়ের দিকেও নজর পড়েছিল অফিসারের।

'হ্যাঁ, কথাটা তুমি মিথ্যে বলোনি।' অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুমন্দ মাথা নাড়ল। এবার তার কণ্ঠস্বরও কিঞ্চিৎ মোলায়েম। 'মুমূর্ষু লোকের সঙ্গে আমাদের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। ও এখন এখানেই থাক। তোমরা বাকি তিনজন আমার সঙ্গে বাইরে চলো।'

BanglaBook.org

গুহার বাইরে এসে মালোরি দেখল তুষারপাত একেবারেই থেমে গেছে। দূর দিগন্তে কয়েকটা তারারও যেন নীল আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ঝোড়ো বাতাসেরও এখন আর বিশেষ অস্তিত্ব নেই। ঠাণ্ডাটা আগের তুলনায় কিছুটা কম। ঝকঝকে রোদ উঠলে দুপুরের মধ্যে সমস্ত তুষারও হয়তো গলে যাবে।

চোখে-মুখে উদ্দেশ্যহীন মন্থরভাব ফুটিয়ে মালোরি আশেপাশে ফিরে তাকাল। কেসি ব্রাউনকে নজরে পড়ছে না। তা হলে হয়তো এখনও একটু আশা আছে। ব্রাউন যদি ধরা না পড়ে তবে তাদের মুক্তির জন্যে নিশ্চয় সে চেষ্টা করবে। ব্রাউনের হাতে একটা রাইফেল আছে। গেরিলা যুদ্ধে ওর দক্ষতাও অসাধারণ।

জার্মান অফিসারের অভিজ্ঞ দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। মালোরির মনের ভাব আঁচ করতে পেরেই যেন ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'তোমাদের পাহারাদার কোনও দিকে গেল, চিন্তা করছ? ...ভাবনার কিছু নেই। সামান্য দূরেই বরফের ওপর শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।'

'তোমরা তাকে হত্যা করেছ?' আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল মালোরি। অসহায় আঙুলগুলো যেন আপনা থেকেই মুঠো হয়ে আসতে চাইছে।

'ঠিক বলতে পারি না। তবে ব্যাপারটা খুব শক্ত নয়। আমাদেরই একজন লোক মাঝ রাস্তায় শুয়ে শুয়ে করুণ সুরে গোঙানির ভান করছিল। জানতাম তোমাদের বোকা প্রহরীটাও এই ফাঁদে ধরা পড়বে। আর ঘটলোও ঠিক তাই। কৌতূহলী হয়ে ও ব্যাপারাটা দেখার জন্যে এগিয়ে এল। আর একজন লোককেও আমরা আড়ালে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। সে-ই গিয়ে প্রহরীটার পিঠে বন্দুকের ঠাণ্ডা নলটা ঠেকিয়ে ধরল। খুব সহজ সুন্দর ব্যবস্থা। এবং যথেষ্ট ফলপ্রসূও বটে।'

বিষয়টার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে মালোরির মনেও লেশমাত্র সন্দেহ জাগল না। এমন ফাঁদে ব্রাউন সহজেই ধরা পড়তে পারে। তার ওপর মাঝরাতে ও একটা কিছুর শব্দও শুনতে পেয়েছিল। প্যানায়িস এবং আন্দ্রিয়া অবশ্য পরীক্ষা করে কিছু দেখতে পায়নি। তবে এখন মনে হচ্ছে কেসি ব্রাউনের সন্দেহটাই হয়তো সত্যি। কেউ নিশ্চয় আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল।

মালোরি আবার অফিসারে দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'এখান থেকে কোথায় আমাদের যেতে হবে?'

'মার্গারিথায়। এবং খুব শীঘ্রই। তবে একটা কথা ইংলিশম্যান, ...' জার্মান অফিসার এখন একেবারে মালোরির সামনে এসে দাঁড়াল। দুজনের উচ্চতাও প্রায় সমান। ইতিমধ্যে হাতে-ধরা জ্বলন্ত টর্চটাকেও সুইচ টিপে নিভিয়ে দিয়েছিল অফিসার। সেটা এখন তার মুঠোর মধ্যে অবহেলাভরে ধরা আছে। 'রওনা হবার আগে একটা ছোট্ট প্রশ্নের আমি জবাব চাই। বিস্ফোরকের বাক্সগুলো কোথায়?' ঘৃণা মিশ্রিত থুথু ছিটিয়েই যেন অফিসার শেষ করল কথাটা।

'বিস্ফোরক।' মালোরির চোখে-মুখে অবাক বিস্ময়। 'কোন বিস্ফোরক?' অপকটে

BanglaBook.org

প্রশ্ন করল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার দুচোখের সামনে অতল অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মালোরি। জার্মান অফিসারের সবল হাতের মুঠোয় ধরা লম্বা টর্চটা সপাটে তার চোয়ালের ওপর এসে পড়েছে। ধীরে ধীরে দু-হাতে ভর দিয়ে মালোরি উঠে বসল। দু-পায়ে ভর দিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল বার কয়েক।

'হ্যাঁ, বিস্ফোরক।' অফিসারের ভরাট কণ্ঠে সেই একই শীতল সুরের অনুরণন। তার হাতে-ধরা টর্চটা এখন অবহেলাভরে দোল খাচ্ছে। 'আমি তোমায় দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করছি। উত্তর দাও।'

'তুমি কোন বিষয়ে কথা বলছ কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।' কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা সদ্য ভাঙা দাঁতও মালোরি মুখ থেকে ছুঁড়ে ফেলল। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে রক্ত ভেসে যাচ্ছে। জামার হাতা দিয়ে সেটুকু মুছে নেবার চেষ্টা করল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। 'এই-ভাবেই বোধহয় জার্মানরা তাদের বন্দিদের সঙ্গে ব্যবহার করে?' মালোরির কণ্ঠস্বর অবিচল, অকম্পিত।

'চোপরও...শুয়োর কাঁহাকা!' গর্জে উঠল জার্মান অফিসার। তার হাতে-ধরা টর্চটাও আবার নেচে উঠল। মালোরি কিছুটা প্রস্তুত ছিল এবারে। তাই প্রথম ধাক্কাটা কোনও রকমে সামলে নিল। কিন্তু পরেরটা আর ঠেকাতে পারল না। সোজাসুজি রগের ওপর এসে পড়েছিল। আগের মতোই সমস্ত ত্রিভুবনই যেন তার চোখের সামনে থেকে কিছুক্ষণের জন্যে অবলুপ্ত হয়ে গেল। শুধু এক মসিলিপ্ত ঘন অন্ধকার। জার্মান অফিসারের গম্ভীর কণ্ঠস্বরও যেন দূর দিগন্তের কোনও মেঘের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে।

'আমরা রণাঙ্গনের রীতিনীতি সমস্ত কিছুই মেনে চলি।' তীব্র আক্রোশে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে জার্মান অফিসার। মনে হয় যেন অবদমিত ক্রোধকে অনেক কষ্টে সংযত করে রেখেছে বুকের মধ্যে। 'জেনেভা চুক্তির প্রতিটি শর্তই আমরা পালন করি। কিন্তু সে-সমস্তই শুধু সৈনিকদের জন্যে। খুনে গুপ্তচরদের জন্যে নিয়মকানুন আলাদা।'

'আমরা খুনে গুপ্তচর নই।' মালোরি প্রতিবাদ জানাল।

'তাই নাকি? তা হলে তোমাদের ইউনিফর্ম কোথায়?' ভ্রূকুটি কুটিল চোখে ফিরে তাকাল অফিসার। 'আমি বলছি তোমরা গুপ্তচর। ভাড়া করা খুনে গুণ্ডা। তোমরা পেছন থেকে মানুষের পিঠে নির্দ্বিধায় ছুরি চালাও। গলা-কাটা শয়তানের দল।' উত্তেজনার আধিক্যে থরথর করে কেঁপে উঠল অফিসারের কণ্ঠস্বর। মালোরি ঈষৎ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। জার্মান অফিসারের এই তীব্র ক্ষোভের যথোচিত কারণ রয়েছে।

'আমরা গলা-কাটার দল!' বিস্মিত ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানাল মালোরি। 'এইসব তুমি কী বলছ?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। একজন নির্দোষ প্রহরীকে তোমরা হত্যা করেছ। কতই বা বয়েস হবে ছেলেটার। এখনও কুড়ি পেরোয়নি। এমনকী তার হাতে তখন বোধহয় একটাও

BanglaBook.org

অস্ত্র পর্যন্ত ছিল না। এক ঘণ্টা আগে আমরা তার মৃতদেহটা সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছি। ...আঃ, আমি আবার বাজে বকে সময় নষ্ট করছি!' জার্মান অফিসার মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

দূর থেকে ব্রাউনকেও এবার দেখতে পেল মালোরি। দুজন সশস্ত্র প্রহরী তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে। ব্রাউনের বাঁ দিকের রগের ওপর বিরাট একটা ক্ষত। সেখানে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সারা দেহে অন্য কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।

'এই শয়তানদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বাঁধো।' দৃঢ় কণ্ঠেই নির্দেশ দিল জার্মান অফিসার।

'বোধহয় এরপর আমাদের গুলি করে মারবে?' মালোরি শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল। এই মুহূর্তে এই প্রশ্নটিই অত্যাধিক জরুরি বলে মনে হল তার কাছে। কারণ ওরা যদি মারতে চায় তবে তাদের মরতেই হবে। তবু কাপুরুষের মতো বিনা প্রতিবাদে মরার চেয়ে ওরা বরং লড়াই করেই মরবে। কিন্তু ওদের মনে এখনই যদি হত্যার তেমন বাসনা না থাকে, তবে বর্তমানে আত্মহত্যার সামিল এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকাই উচিত। পরে হয়তো পালাবার অন্য সুযোগ তারা পেতে পারে।

'না, দুর্ভাগ্যবশত এই মুহূর্তে আমি তোমাদের গুলি করে মারতে চাই না। আমাদের সেকশান-কমান্ডার হ্যাপ্টম্যান স্কোডা এখন মার্গারিথায় আছেন। তিনি নিজের চোখে তোমাদের একবার দেখতে চান। এবং নাভারোনের এই কমান্ডারের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর চাইতে আমার বন্দুকের গুলিই তোমরা শেষ পর্যন্ত বেশি কাম্য মনে করবে।' মৃদু হাসল অফিসার। 'তবে সূর্যাস্তের আগেই যে তোমাদের দিন ফুরিয়ে যাবে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। বিশেষত এই নাভারোনে গুপ্তচরদের আমরা বেশি ধকল পোহাতে দিই না।'

'কিন্তু স্যার। ...ক্যাপটেন...।' দল ছেড়ে দু-পা সামনের দিকে এগিয়ে এল আন্দ্রিয়া। তার কণ্ঠস্বরে সকাতর আবেদনের সুর।

'ক্যাপটেন নয়, লেফটেন্যান্ট।' জার্মান অফিসার গম্ভীর গলায় আন্দ্রিয়ার ভুল সংশোধন করে দিল। 'ওবারলেফটেন্যান্ট তারজিগ। 'এখন বলো, তোমার কী বক্তব্য?' তার কণ্ঠে অনাগ্রহের সুর।

'আপনি আমাদের সকলকে গুপ্তচর বলছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি গুপ্তচর নই।' এত দ্রুত লয়ে কথা বলছিল আন্দ্রিয়া যেন মনে হল সমস্ত শব্দগুলো একসঙ্গে জড়াজড়ি করে ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমি গুপ্তচর নই। ওদের দলেরও কেউ নই আমি।' আন্দ্রিয়ার দুই চোখ এখন ভয়ে বিস্ফারিত। মুখটাও যেন বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে। 'আমি একজন গ্রিক, খুবই দরিদ্র একজন গ্রিক। ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে। আমাকে দিয়ে ওরা দোভাষীর কাজ করিয়ে নিতে চায়। আমি এক বর্ণও মিথ্যে বলছি না, লেফটেন্যান্ট।'

BanglaBook.org

'এই হলদে-মুখো শয়তান!' মিলার প্রচণ্ড গর্জন করে আন্দ্রিয়ার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল; কিন্তু জার্মান প্রহরীর বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেল।

মালোরি কিন্তু একটা কথাও বলল না। এমনকী মিলারের দিকেও একবার ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। আন্দ্রিয়া যে মনে মনে একটা মতলব এঁটেই এই সব কীর্তি করছে সেটা ও উপলব্ধি করল। কিন্তু তার ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে কী সুরাহা হতে পারে সেইটাই বুঝে উঠতে পারল না। তা সত্তেও এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্দ্রিয়াকে নিজের পথেই চলতে দেওয়া ভালো।

'এতক্ষণে শয়তানদের আসল স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে!' চিন্তান্বিত কণ্ঠে বিড়বিড় করল অফিসার। মালোরির মনে হল আন্দ্রিয়ার কথা অফিসার যেন বিশ্বাস করেছে কিছুটা। কিন্তু তা হলেও অফিসার একটুও সুযোগ দিতে রাজি নয়। 'কিন্তু শোনো হুঁশকো, এতে করে তোমার শাস্তির কিছুমাত্র লাঘব হবে না। ইংরেজরা কী যেন একটা কথা বলে—তুমি যখন নিজের কবর নিজে খুঁড়েছ তখন তোমাকেই এর মধ্যে শুতে হবে।' আন্দ্রিয়ার বিশাল চেহারাটার দিকে অফিসার কিছুক্ষণ ব্যাজার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'মনে হচ্ছে তোমার জন্যে ফাঁসির দড়িটা আমাদের একটু মোটা দেখে বাছতে হবে।'

'না, না,...ও কথা বলবেন না!' ছেলেমানুষের মতো ভয় পেয়ে আন্দ্রিয়া আঁতকে উঠল। 'আমি যা বলছি তার প্রতিটি কথাই সত্যি। লেফটেন্যান্ট তারজিগ, আপনি বিশ্বাস করুন আমি ওদের দলের কেউ নই। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়েই একথা আমি বলছি।' অসহায়ভাবে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে আন্দ্রিয়া তার হাত দুটো তুলে ধরল। তার গোলাকার বিশাল মুখটাও এখন বিবর্ণ পাণ্ডুর। 'আমি নিজে যে-দোষ করিনি তার জন্যে আমার কপালে মৃত্যুদণ্ড জুটবে কেন? ওদের সঙ্গে আমি আসতেও চাইনি। আমি শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ। যুদ্ধটুদ্ধ আমার ধাতে পোষায় না!'

'হ্যাঁ তোমাকে দেখে সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি।' শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিল তারজিগ। 'তুমি একটি সিংহচর্মাবৃত গর্দভ বিশেষ। তার ওপর যা একখানা হোঁতকা মার্কা চেহারা বানিয়েছ, তাতে বোঝা যায় শরীরের প্রতি তোমার বেশ দরদ আছে।' অফিসার এবার মিলার ও মালোরির দিকে ফিরে তাকল। দুজনকেই এখন পিছমোড়া করে বেঁধে মাথা নীচু করে ঠাণ্ডা বরফের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। 'সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে তোমার এই বন্ধুদের আমি তারিফ করতে পারি না।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়! আমি আপনাকে সব কিছুই খুলে বলছি লেফটেন্যান্ট। সমস্তই আমি জানি।' আগ্রহ সহকারে আবার দু-পা সামনে এগোল আন্দ্রিয়া। অফিসারের মনে তার সম্পর্কে ধারণাটা বদ্ধমূল করতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 'আমি যে ইংরেজদের বন্ধু নই, সে-কথা আমি আপনার কাছে প্রমাণ করে দেব। তখন হয়তো আমি ...'

'ওরে শয়তান জুডাস...বিশ্বাসঘাতক...!' দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল মালোরি। 'তুই যদি একবার মুখ খুলিস তবে তোকে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না। ...' মালোরি পিঠের

BanglaBook.org

ওপর আবার বেয়নেটের তীক্ষ্ণ খোঁচা অনুভব করল।

'চুপ করো!' ঠাণ্ডা সুরে আদেশ দিল তারজিগ। 'এ ধরনের সস্তা নাটক আমি অনেক দেখেছি। আর একটা কথা বললেই তোমার বুক ঝাঁজরা করে দেওয়া হবে।' তারপর আন্দ্রিয়ার দিকে ফিরে তাকাল। 'শোনো হুঁশকো, তোমায় আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। তবে তুমি কী বলতে চাও আমি শুনব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তারপর আপনিই বিচার করবেন…।' আন্দ্রিয়ার গদগদ কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ আশার রেশ স্পন্দিত হল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল আন্দ্রিয়া। অবশেষে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলে মালোরি ও মিলারকে দেখিয়ে বলল, 'এরা কেউই সাধারণ সৈনিক নয়, লেফটেন্যান্ট তারজিগ। এরা ক্যাপটেন জেনসনের বিশেষ নির্বাচিত অর্ন্তঘাত বাহিনী। বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নাশকতামূলক কাজ করে বেড়ানোই এদের পেশা। গত রোববার এরা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্লেনে করে কস্টালরসোয় এসে পৌঁছোয়। সেই রাতেই আবার সেখান থেকে ওরা রোডস-এর কাছাকাছি একটা দ্বীপে এসে ওঠে।'

'হ্যাঁ, টর্পেডো বোটেই ওরা এসেছিল, সে খবরও আমরা পেয়েছি।'

'সে খবর আপনি পেয়েছিলেন! কী করে …?'

'তোমার তাতে কিছু প্রয়োজন নেই।' তারজিগের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

'হ্যাঁ, সে তো নিশ্চই।' মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল আন্দ্রিয়া। কারণ এখানেই তার একটু ভয় ছিল। যদি তারজিগ খবর পেয়ে থাকে যে ওই গুপ্তদলটার মধ্যে বিশালকায় একজন ব্যক্তিকেও দেখা গিয়েছিল, তা হলেই আন্দ্রিয়ার সব জারিজুরি ধরা পড়ে যাবে। 'টর্পেডো বোটটা রোডস-এর কাছাকাছি নির্জন একটা জায়গায় এসে ভিড়েছিল। তবে ঠিক যে কোথায়, আমি বলতে পারব না। সেখান থেকেই ওরা একটা ভাঙাচোরা গাধাবোট চুরি করে তুরস্কের উপকূল ধরে এগোতে থাকে। মধ্যিখানে টহলদারী একটা জার্মান বোটের সঙ্গেও ওদের দেখা হয়। বোটটাকে ডুবিয়ে দেয় ওরা।' অল্প কাশল আন্দ্রিয়া। তার কথায় অফিসারের চোখে-মুখে কী রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেটা লক্ষ করার জন্যেই এই বিরতি। 'আমি তখন আমার জেলে ডিঙি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আধ মাইলটাক দূরে ছিলাম।'

তারজিগের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। 'কিন্তু এত বড় একটা বোটকে ওরা ডুবিয়ে দিল কীভাবে উপায়ে?' বোটটা যে সত্যিই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে এ-বিষয়ে ওর মনে লেশমাত্র নেই।

'ওরা যে শয়তানের চর সেটা আগে বোঝা যায়নি। জার্মান বোটটাও ওদের খুব কাছে এগিয়ে এসেছিল। তখনই গোলাগুলি চলতে শুরু করে। তার মধ্যেই ওরা হঠাৎ দুটো বাক্স জার্মান বোটের ইঞ্জিন-ঘর লক্ষ করে ছুঁড়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই …' মাঝ-পথে থেমে গিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল আন্দ্রিয়া।

'খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!' মৃদুমন্দ মাথা নাড়ল অফিসার। 'ঠিক আছে, তারপর…?'

BanglaBook.org

'কোনটা আশ্চর্যের ব্যাপার লেফটেন্যান্ট?' আন্দ্রিয়া প্রশ্ন করল। কিন্তু তারজিগের চোখের দৃষ্টি রক্তবর্ণ হয়ে ওঠাতে সঙ্গে সঙ্গে বিষম খেয়ে সামলে নিল। 'হ্যাঁ...যা বলছিলাম, ওই খণ্ডযুদ্ধে এদের দোভাষীটা মারা পড়েছিল। তারপর সুকৌশলে ওরা এসে আলাপ জমাল আমার সঙ্গে। যখন বুঝতে পারল অনেকদিন সাইপ্রাসে থাকার ফলে ইংরিজিটা আমি ভালো বলতে-কইতে পারি, তখন আমাকে জোর করে ওদের সঙ্গে ধরে নিয়ে এল।'

'কিন্তু ওদের দোভাষীর কী প্রয়োজন?' তারজিগের সন্দেহ তখনও সম্পূর্ণ দূর হয়নি। 'অনেক ব্রিটিশ অফিসারই তো ভালো গ্রিক বলতে পারে?'

'আমি এবার সেই প্রসঙ্গেই আসছি।' এবারে আন্দ্রিয়ার কণ্ঠেও অধৈর্যের স্বর ফুটে উঠল। 'যদি সবটা শেষ করতে দেবার আগেই আমাকে আপনারা প্রশ্ন শুরু করেন, তা হলে আর আমি কী করতে পারি। ...হ্যাঁ, ওরা জোর করেই আমাকে ওদের সঙ্গে ধরে নিয়ে এল। ওদের বোটের ইঞ্জিনও তখন সম্ভবত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঠিকঠিক কী হয়েছিল আমি বলতে পারি না। কারণ আমাকে নীচে একটা খুপরির মধ্যে আটকে রেখেছিল। বোটটা সারাবার জন্যেই ওরা বোধহয় সাময়িকভাবে একটা সংকীর্ণ খাঁড়ির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে যেভাবে ওরা মদ খেয়ে মাতলামি শুরু করেছিল সে দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এমন একটা অর্ন্তঘাতী দল যে প্রকাশ্যে এত হুল্লোড় করতে পারে সে-কথা হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না! ...'

'না...না, তোমার কথা আমি ঠিকই বিশ্বাস করছি।' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল তারজিগ, 'তারপর?'

'তারপর আমরা ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে নাভারোনের দক্ষিণ দিকে এসে পৌঁছোলাম। অবশেষে উঁচু পাহাড়টা টপকে...'

'দাঁড়াও...দাঁড়াও...' ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে আন্দ্রিয়াকে থামিয়ে দিল তারজিগ।' 'এতক্ষণ তোমার কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম। কারণ তুমি যতখানি জানো বলে তোমার বিশ্বাস তোমার দেওয়া তথ্যের দাম তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এইমাত্র তুমি যা বললে তা কখনই সত্যি হতে পারে না। তুমি নিজেকে যতই চালাক বলে মনে করো, আসলে একটি নিরেট বোকা, বুঝলে হুঁশকো! এখন তোমার সব জারিজুরিই ধরা পড়ে গেছে। পাহাড় সম্পর্কে আমার বাস্তব জ্ঞান অনেক বেশি। আমি বলছি নাভারোনের দক্ষিণ পাহাড়ে কেউ কোনও দিন ওঠেনি—ওঠা অসম্ভব!'

'হ্যাঁ, আপনাদের কাছে অসম্ভব মনে হতে পারে', বিষাদ মন্থর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আন্দ্রিয়া, 'কিন্তু এই খুনেগুলো সে-ব্যাপারে আপনাদের ছাড়িয়ে যায়। সত্যিই এরা খুব চতুর, লেফটেন্যান্ট, খুবই ধুরন্ধর।'

'তোমার কথা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না! বুঝিয়ে বলো।' তারজিগ ধমকে উঠল।

'ব্যাপারটা হচ্ছে এই ইংরেজরা জানে নাভারোনের দক্ষিণ পাহাড়ে ওঠা দুঃসাধ্য।

BanglaBook.org

সেইজন্যে তারা পর্বতারোহীদের নিয়ে একটা দল গড়ল। তারা গ্রিক ভাষা জানে কি না-জানে, তাতে কিছু যায় আসে না।' নাটকীয় ভঙ্গিতে আন্দ্রিয়া আবার মালোরির দিকে আঙুল দেখাল, 'এ কে আপনি জানেন—লেফটেন্যান্ট? তবে আপনি যখন একজন পর্বতারোহী তখন নামটা নিশ্চয় শুনে থাকবেন। এর নাম হচ্ছে মালোরি—নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী কিথ মালোরি...'

তারজিগের গলা দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল। নিজের অজান্তেই সামনের দিকে এগিয়ে গেল দু-পা। সোজাসুজি টর্চ ফেলল মালোরির মুখে। প্রায় দশ সেকেণ্ড একইভাবে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল তারজিগ। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তার দুচোখের সামনে থেকে যেন সমগ্র দৃশ্যপট পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ ঠিকই,' তারজিগ মৃদু কণ্ঠে বিড়বিড় করল, 'মালোরি...কিথ মালোরি। পৃথিবীর প্রত্যেকের কাছেই এ নাম পরিচিত।' অল্প থামল তারজিগ। 'আমার বোঝা উচিত ছিল ... আগেই বোঝা উচিত ছিল...' মাঝপথে থেমে গিয়ে অসহায় ভাবে মাথা ঝাঁকাল বার কয়েক। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ডানপায়ের বুটের ডগা দিয়ে তুষারের ওপর গর্ত খুঁড়ল। আচমকাই আবার ফিরে তাকাল মালোরির মুখের দিকে। 'যুদ্ধের আগে এমনকী যুদ্ধ শুরুর পরেও তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটলে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতাম। কিন্তু...কিন্তু...এখানে নয়, এখনও নয়,...। কোনও ক্রমেই সেটা আর সম্ভব নয়। আমার বদলে অন্য কাউকে যদি ওরা এই দায়িত্ব ভার দিয়ে পাঠাতেন তবে আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম।' অল্প ইতস্তত করে তারজিগ আবার আন্দ্রিয়ার দিকে তাকাল। 'আমাকে ক্ষমা কর হুঁশকো, মনে হচ্ছে তুমি সব সত্যি কথাই বলছ!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।' আন্দ্রিয়াও বিনয়ে গলে গেল। তার গোলগাল মুখে-চোখে চকচকে হাসিখুশি ভাব। 'এই মালোরিই প্রথমে ওপরে উঠে সেখান থেকে মোটা মোটা দড়ি ঝুলিয়ে দেয়। সেই দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে আমরাও একে একে ওপরে এসে পৌঁছোলাম। সেই সময় ওদের দলের এই ছোকরাটা খুব আঘাত পেয়েছিল। আর আপনার প্রহরীটাকে কে মেরেছিল জানেন—সেও মালোরি। তারপর সারারাত কোস্টাসের পশ্চিম দিক ধরে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে এই গুহাটার সন্ধান পাই। একে এই কনকনে ঠাণ্ডা—তার ওপর দিনভর খাওয়াদাওয়াও কিছু জোটেনি। তার ফলে সকলেই একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলাম। তখন থেকেই আমরা এই গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে আছি।'

'তারপর আর কিছু ঘটেনি?'

'ঘটেনি মানে!' আন্দ্রিয়ার দু-চোখে গর্বিত কৌতুকের ছটা। পরিস্থিতিটা সে যেন বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। 'দুজন স্থানীয় অধিবাসী এদের সঙ্গে দ্যাখা করতে এসেছিল। আমি তাদের মুখ-চোখ দেখতে পাইনি। তারা ইচ্ছে করেই মুখটাকে আড়াল করে রেখেছিল। কোথা থেকে এসেছিল তাও আমি জানি না।'

BanglaBook.org

'তবু ভালো যে তুমি কথাটা স্বীকার করেছ।' তারজিগ মন্থর ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাল। 'এখানে যে অন্য কেউ এসেছিল সেটা আমি আঁচ করতে পেরেছি। এই স্টোভটা আমি চিনি। এটা হচ্ছে হ্যাপ্টম্যান স্কোডার সম্পত্তি।'

'তাই বুঝি।' আন্দ্রিয়ার চোখে-মুখে বিনীত বিস্ময়। 'আমি অতটা জানতাম না। তারপরও এদের মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল।' '

কী বিষয়ে ওরা কথাবার্তা বলছিল তুমি কি কিছু শুনেছ? মানে তুমি কি গোপনে আড়ি পেতেছিলে?'

মালোরির যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। এমন সুকৌশলে এবং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নটা করা হয়েছে যে এর অন্তর্নিহিত ফাঁদটুকু সহজে নজরে পড়ে না। কিন্তু বুদ্ধিমান আন্দ্রিয়া অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গেই ধাক্কাটা সামলে নিল।

'আড়ি পাতার বিষয় জিজ্ঞেস করছেন?' আন্দ্রিয়ার ঠোঁটের ফাঁকে বিরক্তির আভাস। 'কিন্তু একটা কথা আপনাকে কতবার বলব লেফটেন্যান্ট তারজিগ, যে আমিই ওদের দোভাষী। আমার মাধ্যম ছাড়া ওদের মধ্যে কোনও কথাই আদানপ্রদান সম্ভব নয়। ওরা কী বিষয়ে কথাবার্তা বলছিল তার সমস্তই আমি জানি। বন্দরের ওই শক্তিশালী কামানগুলোকে ওরা নিশ্চিহ্ন করে দেবার পরিকল্পনা আঁটছে।'

'হ্যাঁ, ওরা যে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে সদলবলে এখানে এসে হাজির হয়নি, তা আমি জানি।'

'কিন্তু কী উপায়ে ওরা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবার ফন্দি এঁটেছে সে বিষয়ে নিশ্চয় কিছু জানেন না? আগামী শনিবারই যে ওদের নৌবহর খেরোসে হানা দেবে তাও বোধহয় আপনি শোনেননি? এমনকী ওরা যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কায়রোর সঙ্গে বেতারে সংযোগ রেখে চলেছে সে খবরও নিশ্চয় এখনও কানে পৌঁছোয়নি আপনার? শুক্রবার মধ্যরাতে এই কামানগুলো ধ্বংস করে দেবার পরই বৃটিশ নৌবহর মিডোস ধরে ...'

'থাক...থাক! অনেক হয়েছে।' তারজিগের চোখ দুটো আনন্দে ও উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল। 'বৃটিশ নৌবাহিনী আসছে? ভালো...ভালো! এই কথাটাই আমি শুধু শুনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আর না, বাকি যা কথাবার্তা সব হ্যাপ্টম্যান স্কোডা আর দুর্গের অধ্যক্ষের জন্যে তুলে রাখো। এবার আমরা রওনা হব। কিন্তু তার আগে আর একটা প্রশ্ন, ওই সমস্ত বিস্ফোরকগুলো ওরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?'

আন্দ্রিয়া এবার হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। অসহায় ভাবে আকাশের দিকে মেলে ধরল দু-বাহু। 'হায় লেফটেন্যান্ট তারজিগ, এই একটি ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না! ওদের মধ্যে কে যেন বলল, গুহাটা ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে—বাক্সগুলো অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখা ভালো।' যে দিকে পাগলা লেরির পরিত্যক্ত কুটির সম্পূর্ণ তার বিপরীত দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল আন্দ্রিয়া, 'মনে হচ্ছে দুজনে ধরাধরি করে বাক্সটা ওই দিকেই নিয়ে গেল। কিন্তু আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। কারণ ওরা কিছুই আমাকে খুলে বলেনি।'

BanglaBook.org

আন্দ্রিয়া এবার দুচোখে বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে মালোরির দিকে ফিরে তাকাল। 'এই বৃটিশগুলো এমনই—কাউকেই এরা বিশ্বাস করে না।'

'ঈশ্বর জানেন, সেজন্যে আমি অন্তত ওদের দোষ দিতে পারি না।' অকপটেই মন্তব্য করল তারজিগ। বিশ্বাসঘাতক আন্দ্রিয়ার ওপর তার মনে একটা তীব্র ঘৃণার ভাবও সঞ্চারিত হচ্ছিল। সে ভাবটাও গোপন রাখার চেষ্টা করল না। 'তা সত্ত্বেও তোমার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে পারলেই আমি বেশি খুশি হতাম, তবে দুর্গের অধ্যক্ষ এইসব সংবাদ প্রদানকারীদের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। সেইজন্যে আরও কিছুদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যে তুমি হয়তো বেঁচে থাকতে পারো।'

'ধন্যবাদ···অসংখ্য ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট তারজিগ। আপনি যে যথার্থই সুবিবেচক সে-কথা আমি আগেই অনুভব করতে পেরেছিলাম। আমি শপথ করছি···'

'চোপরও।' তারজিগ এবার গর্জে উঠল। তারপর অধীনস্থ সার্জেন্টের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'সার্জেন্ট, এদের প্রত্যেকের হাত-পা শক্ত করে বেঁধে দাও। এই শয়তান হুঁশকোটাকেও বাদ দিও না। আর গুহার মধ্যের ওই অসুস্থ লোকটাকে বাইরে বের করে নিয়ে এসো। একজন রক্ষী এখানে পাহারায় থাকবে। আমরা বাকি সবাই বিস্ফোরকগুলোর অন্বেষণে যাব।' একটু থেকে তারজিগ মালোরির দিকে চোখ তুলল। তারপর স্পষ্ট ইংরিজিতে বলল, 'তোমাকে আমি প্রথমে ভুল বুঝেছিলাম, কিথ মালোরি। তোমার গায়ে আঘাত দেবার জন্যে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।'

খুব দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিল তারজিগ। আন্দ্রিয়া যে দিকে নির্দেশ করেছিল সঙ্গীদের নিয়ে সেই দিকেই এগিয়ে গেল ব্যস্ত পায়ে। কেবলমাত্র একজন রক্ষীই রাইফেল হাতে সেখানে পাহারায় নিযুক্ত রইল।

❖ ❖ ❖

হ্যাপ্টম্যান স্কোডা ক্ষয়া ক্ষয়া চেহারায় বেঁটেখাটো মানুষ। তার বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। চোখে-মুখে শয়তানির কলুষ ছায়া। ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে ক্রূর ব্যঙ্গের হাসি।

'খুব চমৎকার কাজ করেছ তারজিগ!'গদি আঁটা চেয়ারে আরামে গা এলিয়ে দিয়ে স্কোডা বলল, 'তোমাদের দক্ষতা সত্যিই অসাধারণ!' স্কোডা এবার সামনে দাঁড়ানো তিনজন বন্দির দিকে ফিরে তাকল। প্রত্যেকের মুখ-চোখ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। 'এরা নিশ্চয় তোমায় খুব ভুগিয়েছে? তোমার সঙ্গে কোনও রকম সহযোগিতা করেনি?'

'না···না, ওরা তেমন একটা বাধা দেবার সুযোগই পায়নি। ধরা পড়ার পর আর ঝামেলাও বাধায়নি কোনও।'

'হুঁ,' মৃদুমন্দ মাথা নাড়ল স্কোডা। 'তবে লোক হিসেবে ওরা খুব সাংঘাতিক। ভয়ংকর প্রকৃতির সব মানুষ!' স্কোডা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আন্দ্রিয়ার সামনে দাঁড়াল। 'কেবল এই লোকটা বাদে, তাই না লেফটেন্যান্ট?'

'ও কেবল বন্ধুদের কাছেই বিপজ্জনক।' ছোট্ট করে জবাব দিল তারজিগ। 'আমি

BanglaBook.org

আপনাকে বলে রাখছি স্যার, হোঁতকাটা নিজের জান বাঁচাবার জন্যে ওর মায়ের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।'

'এখন ও আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চায়, সেই কথাই বলছে তো?' স্কোডার কণ্ঠে ক্ষুরধার বিদ্রুপের হাসি। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আন্দ্রিয়ার চোয়ালের ওপর সজোরে একটা ঘুসি হাঁকাল।

যন্ত্রনায় ককিয়ে উঠল আন্দ্রিয়া। তার ঠোঁট ফেটে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে।

'তোমার নাম কি হে বীর পুঙ্গব?' নির্বিকার চিত্তে প্রশ্ন করল স্কোডা।

'প্যাপাগস।' ম্লান করুণ মুখে আন্দ্রিয়া বিড়বিড় করল। 'পিটার প্যাপাগস।' আন্দ্রিয়া তার কাটা চিবুকে হাত বোলাল আলতো ভাবে। আঙুলের ডগায় লাল লাল রক্তের ছোপ। নিজের রক্ত দেখে পলকের জন্যে সিটিয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গ।

স্কোডা বেশ মজা পাওয়া ভঙ্গিতেই বিশালকায় প্যাপাগসের ভীত চকিত ভাবভঙ্গি নিরিক্ষণ করছিল। 'তুমি বোধহয় রক্ত তেমন পছন্দ করো না, তাই না প্যাপাগস? বিশেষত রক্তটা যদি আবার নিজের হয়।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে অতিক্রান্ত হল। তারপর আন্দ্রিয়া ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল। তার গোলাকার চর্বি লাগানো মুখে বিহ্বল শোকার্ত ছায়া। এক্ষুনি বুঝি কেঁদেই ফেলবে বেচারি। 'আমি একজন দীনদরিদ্র জেলে, হুজুর।' কাতর কণ্ঠে নিবেদন করল আন্দ্রিয়া। 'আমি রক্তটক্ত পছন্দ করি না বলে আপনি ঠাট্টা করছেন, তা করুন। কিন্তু কথাটা সত্যি। দুঃখকষ্ট বা ঝক্কিঝামেলা আমি অপছন্দ করি। এই সমস্ত কিছুই আমি এড়িয়ে চলতে চাই।' অসহায় দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। 'তা হলে কেন আমি মুক্তি পাব না? ঈশ্বর জানেন আমি ওদের কেউ নই...'

'ও একজন মিথ্যেবাদী—বিশ্বাসঘাতক!' কথার মাঝখানে তীব্র কণ্ঠে বাধা দিল মালোরি। এতক্ষণ ঘরের প্রত্যেকের দৃষ্টি আন্দ্রিয়ার ওপরই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে ওদের আকর্ষণ অন্যদিকে সরিয়ে আনার জন্যেই এই প্রচেষ্টা। এবং স্বাভাবিক ভাবে স্কোডাও আন্দ্রিয়াকে ছেড়ে দিয়ে মালোরির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে তীব্র ব্যঙ্গের ঝলক।

'তা হলে তুমিই সেই কিথ মালোরি?' চিন্তান্বিত কণ্ঠে থেমে থেমে শব্দগুলো উচ্চারণ করল সে। 'তোমরা চেহারা ঠিক ওই হোঁতকাটার বিপরীত। ভেতরটাও নিশ্চয়ই সেই রকমই হবে।' অল্প থেমে আবার স্কোডা প্রশ্ন করল, 'তোমার পদটা কি মালোরি?'

'ক্যাপটেন।' স্পষ্ট করে জবাব দিল মালোরি।

'ক্যাপটেন মালোরি?...ক্যাপটেন কিথ মালোরি? তুমিই সেই বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী, যুদ্ধের আগে সমগ্র ইউরোপ যাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা জানাত।' কৃত্রিম বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল স্কোডা। 'কে জানত তার জন্যে এমন শোচনীয় পরিণাম অপেক্ষা করে আছে! ...আমার বিশ্বাস, তোমার শেষ আরোহণটাই তোমার জীবনের

BanglaBook.org

সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে স্থান পাবে। নাভারোনের দুর্গ থেকে ফাঁসির মঞ্চের দূরত্ব মাত্র দশ-পা।' স্কোডা মৃদু হাসল। 'চিন্তাটা হয়তো তেমন আনন্দদায়ক নয়, তাই না ক্যাপটেন মালোরি?'

'ও কথা এখন আমি চিন্তাই করছি না।' পরিতৃপ্ত কণ্ঠে মালোরি জবাব দিল। 'এখন আমাকে সবচেয়ে যা চিন্তায় ফেলেছে...' অল্প ভ্রূ কোঁচকালো মালোরি, 'মনে হচ্ছে তোমায় যেন আগে আমি কোথায় দেখেছি! অথবা ঠিক তোমার মতো দেখতে অন্য কেউ-ও হতে পারে।'

'তাই নাকি?' স্কোডার কণ্ঠে কৌতূহলের সুর ধ্বনিত হল। 'যুদ্ধের আগে অবশ্য আমি মাঝেমধ্যে পাহাড়ে পর্বতে...'

'এখন মনে পড়েছে।' মালোরির মুখের ওপর থেকে চিন্তার ছায়া অপসারিত হল। সে জানে এখন যা করতে যাচ্ছে তার ঝুঁকিও কম নয়। কিন্তু যেভাবেই হোক এই মুহূর্তে সকলের দৃষ্টি আন্দ্রিয়ার ওপর থেকে সরিয়ে আনা প্রয়োজন। স্কোডার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল মালোরি। 'তিনমাস আগে কায়রোর চিড়িয়াখানায় একটা বৃহদাকার বাজপাখি দেখেছিলাম। সুদানেই পাখিটা ধরা পড়েছিল।' মালোরি দুঃখিত কণ্ঠে বাকিটা শেষ করল, 'সেই একই রকম লম্বা গলা, ছুঁচোলো মুখ, টাক মাথা...'

মাঝপথে থেমে গেল মালোরি। তৎপর ভঙ্গিতে মাথাটাকে সরিয়ে স্কোডার উদ্যত ঘুসির আঘাতটাও সামলে নিল অনেক কষ্টে। স্কোডার মুখ-চোখ রাগে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে তার সর্বাঙ্গ। সেইজন্যে ঘুসির মধ্যে প্রচণ্ড জোর থাকলেও সেটা ঠিক সময়মতো নিক্ষিপ্ত হয়নি। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে যেতেও সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল স্কোডা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীব্র যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে দূরে ছিটকে পড়ল। মালোরির বুটসুদ্ধ লাথিটা সোজা তার তলপেটে লেগেছে।

ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের শীতল নীরবতা। তারপর কোনও রকমে টেবিলের কোনা ধরে উঠে দাঁড়াল ও। দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুকটা। দুচোখে আহত শ্বাপদের হিংস্র কুটিল দৃষ্টি। কাঁপতে কাঁপতেই টেবিলের টানা খুলে একটা চকচকে অটোমেটিক পিস্তল হাতে তুলে নিল। তার উদ্যত নলটা মালোরির বুকের দিকেই নিবদ্ধ।

মালোরি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ-চোখ ভাবলেশহীন। নিজের মূর্খামির জন্যে নিজেকেই ধিক্কার জানাল সে। সে যেন বড় বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। স্কোডা যে এখন তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছে তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। ওর মুখ-চোখের চেহারা দেখে ঘরের প্রত্যেকেই সেটা অনুভব করতে পারছে। তবে মালোরি যে মরবে না তা সে জানে। মারা পড়বে স্কোডা আর আন্দ্রিয়া। স্কোডা ট্রিগারে চাপ দেবার আগেই আন্দ্রিয়ার জামার আস্তিনের মধ্যে লুকোনো লম্বা ধারালো ছোরাটা স্কোডার বুকটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। প্রহরীর গুলিতে আন্দ্রিয়াও প্রাণ হারাবে

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে। আন্দ্রিয়া এখন ডান হাত দিয়ে তার গাল থেকে রক্তের দাগ মোছার চেষ্টা করছে। ওটা যে ওর একটা চালাকি সেটাও মালোরির বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না। মূর্খ···মূর্খ···মহামূর্খ আন্দ্রিয়া। মনে মনে ভাবতে লাগল মালোরি। আড়চোখে আন্দ্রিয়ার পেছনে দাঁড়ানো সশস্ত্র প্রহরীদের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখল। সবচেয়ে কাছের প্রহরীটির দূরত্ব আন্দ্রিয়ার থেকে মাত্র ছ ফুট। কোনও রকমেই আন্দ্রিয়া তার লক্ষ এড়াতে পারবে না।

তবে তারজিগই সামলে দিল সমস্ত ব্যাপারটা। অনিবার্য নিয়তিকে রুখে দিল। 'না, স্যার।' মৃদুকণ্ঠে অনুনয় জানাল তারজিগ। 'ঈশ্বরের দোহাই, এভাবে মারবেন না।'

'তুমি সরে দাঁড়াও!' চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে গরগর করল স্কোডা। তার চোখের তীব্র ঘৃণাভরা দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও মালোরির দিক থেকে একচুল সরে যায়নি। 'তুমি যদি মরতে না-চাও তবে আমাকে বাধা দিতে এসো না।'

'কিন্তু আপনি ওদের মারতে পারেন না, স্যার!' তারজিগের কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর। 'এ বিষয়ে শাসন-অধিকর্তার নির্দেশ খুব স্পষ্ট। তিনি কয়েদিদের জীবন্ত অবস্থায় তার কাছে হাজির করতে বলেছেন।'

'শয়তানটা পালাতে গিয়েই মারা পড়েছে, এই কথা বলে দিলেই হবে।' স্কোডাও তার সিদ্ধান্তে বদ্ধপরিকর।

'না···স্যার, সে যুক্তি টিকবে না।' তারজিগ মাথা নাড়ল। 'কারণ সকলকেই তো একসঙ্গে আপনি মেরে ফেলতে পারবেন না। ওদেরই কেউ জানিয়ে দেবে প্রকৃত ঘটনা।'

এতক্ষণে সমস্যাটা স্কোডার মাথায় ঢুকেছে। মালোরির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সে একবার তারজিগের দিকে তাকাল। অন্তরের অবরুদ্ধ ক্রোধটাকেও ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছে কিছুটা। দুচোখের মণিতে আবার আগের মতো ধূর্ত শয়তানির ছায়া ফুটে উঠল। ঠোঁটের ফাঁকে শ্বাপদ-হাসির মৃদু আভাস। 'তুমি কি আমায় জ্ঞান দিতে এসেছ তারজিগ? আমি শুধু ভয় দেখিয়ে শুয়োরের বাচ্চাটার মুখ খোলাতে চেষ্টা করছিলাম। তুমিই মাঝখান থেকে সমস্তটা মাটি করে দিলে। এর ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে জিব টেনে উপড়ে ফেললেও বেল্লিকটার পেট থেকে একটা কথা বের করা যাবে না।' স্কোডা এবার শেয়ালের মতো হেসে মালোরির দিকে ফিরে তাকাল। 'এখন ভালো ছেলের মতো বলে ফেলো দিকিনি—বিস্ফোরকের বাক্সগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?'

'বিস্ফোরক?' মালোরি যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!'

'হুঁ,' এবার মিলারের দিকে মন দিল স্কোডা। 'তোমার কি এ বিষয়ে কিছু মনে পড়ছে?

'খুব ভালোই মনে পড়ছে।' ঘন ঘন মাথা নাড়ল মিলার। 'আমাদের ক্যাপটেনের ঠিক স্মরণ নেই। সেদিন সারাক্ষণ আমি ক্যাপটেনের পাশেপাশেই ছিলাম। পাখিটা বাজ নয়—বুড়ো শকুন।'

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্কোডার ঠোঁটের ফাঁক থেকে ধার-করা মসৃণ হাসিটা হড়কে পড়ে গেল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই শয়তানটা আবার নিজেকে সামলে নিল। দেঁতো হাসি হেসে তারজিগের দিকে ফিরে তাকাল। 'হ্যাঁ, ছোকরা বেশ রসিক। ঘটে বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু ধরে। তবে এখন একটু আমোদ স্ফূর্তি করে নিক। দু-চার ঘণ্টা বইতো নয়!'

ভেজানো দরজা হঠাৎ খুলে গেল। দুজন লোক হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে। তাদের হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। পেছন থেকে দুজন সশস্ত্র প্রহরীকেও এবার দেখা গেল। হঠাৎ মালোরির যেন শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম। বন্দি দুজন অন্য কেউ নয়—লৌকি ও প্যানায়িস। দুজনেরই সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। ছিন্নভিন্ন পোশাক পরিচ্ছদ। মালোরি শূন্য দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সারামুখে নির্বিকার নির্লিপ্ত একটা ভাব।

'এবার ক্যাপটেন মালোরি?' দাঁত খিঁচিয়ে স্কোডা বলল, 'এই দুজন পুরোনো বন্ধুকে অভিনন্দন জানাবার মতো তোমার কি কোনও ভাষা নেই? নাকি এদের দেখে তুমি এমনই বিমোহিত হয়ে পড়েছ যে মুখে কোনও ভাষা ফুটছে না? হয়তো এদের এত তাড়াতাড়ি আবার দেখতে পাবে সেটা ঠিক আশা করতে পারোনি?'

'এবার আবার কি সস্তার খেল শুরু করেছ?' সতর্ক কণ্ঠে জবাব দিল মালোরি।' 'এই দুজনকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি পর্যন্ত।' মালোরি পলকের জন্যে প্যানায়িসের দিকে মুখ ফেরাল। প্যানায়িসের দুচোখে একটা তীব্র ঘৃণা জ্বলজ্বল করছে।

'অবশ্য মনে না-পড়াটাও খুব আশ্চর্যের নয়।' স্কোডা একটা বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'মানুষের স্মৃতিশক্তিটাই বিস্মরণশীল।' আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল স্কোডার। তার চালচলনে নাটকীয় অভিব্যক্তি। ইঁদুরকে জাঁতাকলে ফেলে কত রকম ভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে খেলা করা যায় যেন তারই সুনিপুণ প্রদর্শনী। সে এবার এগিয়ে গিয়ে সরু কাঠের বেঞ্চের ওপর শায়িত স্টিভেন্সের সামনে দাঁড়াল। তার গায়ের ওপর ঢাকা দেওয়া কম্বলটাও খুলে ফেলল হ্যাঁচকা টানে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল মুমূর্ষু স্টিভেন্সের ব্যান্ডেজ জড়ানো ভাঙা পায়ের দিকে। তারপর ব্যান্ডেজের কিছুটা ওপরে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল। স্টিভেন্সের সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে যেন এক প্রবল যন্ত্রণার ঢেউ বয়ে গেল। তবু সামান্য একটু আর্তনাদও শোনা গেল না তার মুখ থেকে। স্থির দৃষ্টিতে যখন স্কোডার দিখে ফিরে তাকাল তখনও তার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস।

'এ কাজ তুমি করতে পারো না, হ্যাপ্টম্যান স্কোডা!' মালোরি প্রতিবাদ জানাল। তার কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ ক্রোধে চাপা আর খসখসে। তবে ঘরের হিমশীতল স্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে শুনতে কিছু অসুবিধে হল না। 'এর জন্যে তোমার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত!'

'তাই নাকি ক্যাপটেন মালোরি?' আর একবার স্কোডা স্টিভেন্সের ভাঙা পায়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল, এবারও স্টিভেন্সের মুখে-চোখে তার কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা

BanglaBook.org

গেল না। 'তা হলে তো এখন আমায় দু-বার মরতে হয়, তাই না? তবে তোমাদের এই ছোকরাটির জান বড় শক্ত, সে-কথা মানতেই হবে। কিন্তু বৃটিশদের হৃদয়ও নাকি দুর্বল হয়, এরকম একটা অপবাদও বাজারে চালু আছে?' ধীরে ধীরে ও এবার মালোরির দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'আমি তোমায় মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, ক্যাপটেন মালোরি, এর মধ্যে যদি প্রকৃত সত্য আমার কাছে সব খুলে না বলো...'

হঠাৎ টালমাটাল পায়ে সামনের দিকে দু-পা এগিয়ে গেল আন্দ্রিয়া। স্কোডার থেকে এখন ব্যবধান মাত্র কয়েক গজ। 'বাইরে নিয়ে চলো...আমাকে বাইরে নিয়ে চলো!' হাঁপাতে হাঁপাতে আন্দ্রিয়া আবেদন জানাল, ওর মাথাটা এখন নীচের দিকে ফেরানো। একটা হাত গলার কাছে, অন্য হাত দিয়ে তলপেটটা চেপে ধরেছে জোরে। 'আমি...আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। বাতাস..বাতাস চাই আমার। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে...'

'না...না, ওসব কোনও বুজরুকি চলবে না, প্যাপাগস। তোমাকে এখানে উপস্থিত থেকেই দৃশ্যটা উপভোগ করতে হবে। ...আরে আরে! এ কী! ...কর্পোরাল, শিগগির ওকে ধরো। গাধাটা একটা বিশালকায় দৈত্য বিশেষ। জ্ঞান হারিয়ে আমাদের কারও ঘাড়ে পড়ার আগে শক্ত করে চেপে ধরো।'

মালোরি পলকের মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা একবার জরিপ করে নিল। দুজন সিপাই দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। লৌকির দুচোখে অবিশ্বাস্য ঘৃণার উদ্ভাস। মিলার এবং ব্রাউনের সঙ্গেও চকিতে তার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। মিলারের দুচোখে একটা অলস মন্থর ছায়া। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ব্রাউনও যেন মাথা ঝাঁকাল সামান্য। সিপাই দুজন এখন এগিয়ে এসে দুদিক থেকে আন্দ্রিয়ার পেশিবহুল হাত দুটো চেপে ধরেছে। মাত্র চার ফুট দূরে তৃতীয় প্রহরীটি পড়ো পড়ো আন্দ্রিয়ার বিশাল শরীরের দিকেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার রাইফেলটাও এখন অবহেলা ভরে কাঁধের পেছনে ঝুলছে।

আগ্রহান্বিত দৃষ্টিতেই মালোরি এবার আন্দ্রিয়া দিকে নজর দিল। আন্দ্রিয়ার বিশাল দুটো বাহু এখন অসহায় ভঙ্গিতে প্রহরী দুজনের কাঁধের ওপর দিয়ে বুক বরাবর দুলছে। দুজনেরই গলা এখন আন্দ্রিয়ার আয়ত্তের মধ্যে। অকস্মাৎ তৎপর ক্ষিপ্র শার্দুলের মতোই আন্দ্রিয়ার সারা অঙ্গে এক বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। প্রহরী দুজনের মাথা দুটো চেপে ধরে প্রচণ্ড জোরে ঠুকে দিল পরস্পরের সঙ্গে। বুক ফাটা আর্তনাদ করে উঠল প্রহরীরা।

মালোরি হাত-বাঁধা অবস্থায় তৃতীয় প্রহরীটির দিকে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপ দেবার আগেই আন্দ্রিয়ার বাহুবেষ্টিত প্রহরী দুজন জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। মিলার এবং ব্রাউন দুজনে একই সঙ্গে চতুর্থ প্রহরীটির দিকে ঝাঁপ দিল। ইতিমধ্যে আন্দ্রিয়া একজন ভূপতিত প্রহরীর পিঠে ঝোলানো রাইফেলটা টান মেরে ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন সেটা সোজাসুজি স্কোডার বুক লক্ষ করে উদ্যত।

এক সেকেন্ড কি দু সেকেন্ডের জন্যে সমস্ত পরিবেশ স্তব্ধ হয়ে গেল। মাটিতে পিন ফেললেও যেন তার শব্দ শোনা যায়। সমস্ত ঘর জুড়ে এখন এক হিমশীতল নীরবতা।

BanglaBook.org

কেউ একচুল নড়ল না। একটা কথাও বলল না কেউ। এমনকী কারও শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও যেন এখন আর শোনা যাচ্ছে না। সমগ্র ঘটনাটার অভাবনীয়তায় হকচকিয়ে গেছে সকলে। কেউ যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না নিজের রক্তমাংসের চোখ দুটোকে।

তারপর আন্দ্রিয়ার হাতের আঙুলগুলো ঈষৎ নড়ে উঠল। একবার দু-বার তিন বার। একে একে তিন ঝলক আগুন ছুটে গেল স্কোডার বুক লক্ষ করে। স্কোডার দণ্ডায়মান দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠল কয়েক মুহূর্ত। তারপর অসহায় ভাবে ভূমি স্পর্শ করল। তার দুচোখ তখনও বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

আন্দ্রিয়ার উদ্যত রাইফেলটা এখন তারজিগ আর পাশের সার্জেন্টের দিকে লক্ষ রাখছে। সেই অবস্থাতেই আন্দ্রিয়া স্কোডার কোমরবন্ধে গোঁজা লম্বা ছুরিটা টেনে খুলে নিল। মালোরির হাতের বাঁধনও কেটে দিল ক্ষিপ্রভাবে।

'ক্যাপটেন, তুমি কি কিছুক্ষণ রাইফেলটা ধরে রাখতে পারবে?'

মালোরি তার অসাড় আঙুলগুলো নেড়েচেড়ে সোজা করে নিল। এতক্ষণ বাঁধা থাকার ফলে সেখানে রক্ত চলাচলও প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে। তারপর নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

আন্দ্রিয়া এবার ছুরির সাহায্যে লৌকি ও প্যানায়িসের হাতের বাঁধনও কেটে দিল। অভাবিত বিস্ময়ের তাড়নায় লৌকির মুখে-চোখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে। হাসবে কি কাঁদবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। অবশেষে সারা মুখ পরিব্যপ্ত করে তার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝলক উপছে উঠল।

'এখানে সোলজারের শোবার ঘর কোনদিকে লৌকি?' প্রশ্ন করল মালোরি।

'বাড়ির পেছনে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া একটা ঘর আছে। সেটাই সোলজারের শোবার ঘর।'

'ঘর থেকে বেরোবার রাস্তা?'

'একটা মাত্র ছোট দরজা। একসঙ্গে দুজনের বেশি যাতায়াত করা যায় না।'

'ভালো···খুব ভালো। আন্দ্রিয়া, এদের প্রত্যেককে পাশের ঘরে নিয়ে যাও। না···না, তুমি নয় লেফটেন্যান্ট। তুমি ওই চেয়ারেই বসে থাকো।' আঙুল দিয়ে গোল টেবিলের পেছনে একটা চেয়ারের দিকে নির্দেশ করল মালোরি। 'শিগগিরই নিশ্চয়ই কেউ খোঁজ নিতে আসবে। তখন তাকে জানাবে একজন কয়েদি পালাতে গিয়েছিল বলে তুমি তাকে গুলি করেছ। তারপর গেটের কাছে পাহারাদারদের ডেকে পাঠাবে।'

কয়েক মুহূর্ত তারজিগ কোনও উত্তর দিল না। আড়চোখে আন্দ্রিয়াকে সে লক্ষ করল। আন্দ্রিয়া তার সামনে দিয়েই অচৈতন্য প্রহরীগুলোর কলার ধরে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

'তুমি যদি আমার নির্দেশ না পালন করো,' আবার মুখ খুলল মালোরি, 'তবে শুধু তুমি মরবে না, এই হতভাগ্য প্রহরীগুলোও ক্ষতম হবে সঙ্গে সঙ্গে। তোমার অন্য

BanglaBook.org

প্রহরীদেরও আমরা হত্যা করব। ভেবে দ্যাখো তারজিগ, কেবলমাত্র তোমার একগুঁয়েমির জন্যেই এতগুলো লোক প্রাণ হারাবে। ...'

দূর থেকে কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। রাইফেলের নলটা তারজিগের দিকে ধরে রেখেই পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিল মালোরি। দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। হাঁপাতে হাঁপাতে একজন প্রহরী প্রবেশ করল। 'লেফটেন্যান্ট ... লেফটেন্যান্ট, যেন দু এক রাউন্ড গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম?'...

'ও কিছু নয়।' কাঁপা কাঁপা গলা উত্তর দিল তারজিগ। 'একজন বন্দি পালাতে চেষ্টা করেছিল তাই ...। নৈশ-প্রহরীদের একবার এখানে পাঠিয়ে দাও। তারপর তুমিও বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

'আমি কি গেটে কোনও বদলি প্রহরীর ব্যবস্থা করব?'

'না...না, তোমাকে কিছুই করতে হবে না।' তারজিগের কণ্ঠস্বরে অধৈর্যের সুর। 'তুমি যাও, তাড়াতাড়ি করো। সারারাত তো আমরা এখানে বসে থাকতে পারি না!'

প্রহরী চলে যেতে মালোরি আবার গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এল।

'এবার সন্তুষ্ট তো?' তারজিগের কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের সুর তার সঙ্গে বেদনাও মিশে আছে খানিকটা।

'হ্যাঁ, তোমার কর্তব্য তুমি ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছ।'

'এখন বুঝতে পারছি কেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তোমাকে নায়ক করে এখানে পাঠিয়েছে। এ কাজ যদি আদৌ কারও পক্ষে সম্ভব হয়—তবে তোমার দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু তুমিও তোমার অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছোতে পারবে না। কারণ এ অসম্ভব। ... তবে আমি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার সঙ্গে আমার যেন আর দেখা না হয়। অন্তত এই যুদ্ধ চলাকালীন তো নয়-ই।'

বুধবার

দুপুর দুটো থেকে চারটে

সারাদিন তারা পাহাড়ের মাঝ বরাবর ঘন অরণ্যের মধ্যেই লুকিয়ে রইল। বনটা যদিও দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে খুব বেশি নয়, তবে রীতিমত গভীর। আশ্রয়টাও অবশ্য তেমন স্বস্তিদায়ক নয়। দিনভর এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে থাকা খুবই কষ্টসাধ্য। কিন্তু আত্মগোপনের পক্ষে স্থানটা নিঃসন্দেহে আদর্শ। তাদের বাঁদিকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুনীল ঈজিয়ান সাগর। ডানদিকে বেশ কিছুটা দূরে মার্গারিথা গ্রাম। মাইল তিনেক সামনে ছোট্ট শহর নাভারোন। বড় জোর চার-পাঁচ হাজার লোক সেখানে বাস করে। সমস্ত শহরটা আগ্নেয় পাহাড়ে

BanglaBook.org

ঘেরা। কেবল উত্তর-পশ্চিম দিকে বোতলের সরু মুখের মতো অপরিসর একটা প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের দু-দিকেই সারাক্ষণ জোরালো সার্চলাইট জ্বলছে। মেশিনগান হাতে সেন্যরা পাহারা দিচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা। সমস্ত কিছুই এখন মালোরির চোখের সামনে ভেসে উঠছে নিখুঁত ভাবে। মালোরিও গভীর মনোযোগ সহকারে বুকের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছে সব কিছু। প্রতিটি রাস্তাঘাট প্রতিটি বাড়িঘরের ছবিও এখন সে পরিষ্কার এঁকে দিতে পারে। মালোরি এবার শহরের শেষ সীমানায় সমুদ্রের প্রায় বুকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দুর্ভেদ্য দুর্গটার দিকে নজর দিল। থরে থরে সাজানো স্বয়ংক্রিয় কামানগুলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

অন্যমনস্ক ভাবেই মালোরি মাথা নাড়াল। এই হচ্ছে সেই দুর্গ যা নাকি দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে মিত্রপক্ষকে প্রতিহত করে আসছে। এতক্ষণে মালোরিও উপলব্ধি করল সে-কথা। স্থলপথে একে আক্রমণ করা অসম্ভব। জলপথে এবং আকাশপথেও সেই একই অবস্থা। জেনসন ঠিকই বলেছিলেন। বিশেষ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী ছাড়া একে ধ্বংস করা অসম্ভব।

চিন্তান্বিত চিত্তেই মালোরি চোখ থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা নামিয়ে রাখল। তার ওপর অর্পিত দায়িত্বটাও এখন সে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছে।

লৌকির প্রতিও তার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। আত্মগোপনের পক্ষে আদর্শ এই স্থানে লৌকিই তাদের নিয়ে এসেছিল। বুড়ো লেরির কুঁড়ে থেকে বিস্ফোরকগুলো উদ্ধার করে আনার ব্যাপারেও প্রধানভাবে সাহায্য করেছিল লৌকি।

মালোরি একবার ঘাড় ফিরিয়ে লৌকির দিকে তাকাল। অল্প দূরে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে লোকটা। গত পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাকে একচুল নড়তে দেখা যায়নি। মালোরি নিজেও অসম্ভব ক্লান্ত। তার পা দুটো ব্যাথায় টনটন করছে। ক্লান্তির ভারে যেন আপনা থেকেই বুজে আসছে চোখ দুটো। কিন্তু ঘুমন্ত লৌকিকে দেখে তার মনের মধ্যে একটুও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল না। সমানেই অসম্ভব পরিশ্রম করছে লৌকি। ওর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। অবশ্য সে ব্যাপারে তার লম্বা বন্ধুটিও কিছু কম যায়নি। তবে ইতিমধ্যেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসেছে প্যানায়িস।

কিছু দূরে শুকনো ডালপালা সাজিয়ে একটা প্ল্যাটফর্মের মতো জায়গা তৈরি করে দিয়েছিল আন্দ্রিয়া। তার ওপরই শুয়েছিল স্টিভেন্স। তার জ্ঞান এখনও বেশ টনটনেই আছে। যতদূর স্মরণ হচ্ছে গুহা থেকে তারজিগ তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার পর একবারের জন্যেও চোখ বোজেনি ও।

মালোরি দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাকে তুলে নিয়ে আর একবার শহরটাকে দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে প্যানায়িসও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এখন সময় ক'টা, ক্যাপটেন মালোরি?' গ্রিক ভাষাতেই প্রশ্ন করল সে।

BanglaBook.org

'আড়াইটের কাছাকাছি।' মালোরি ধীরে ধীরে চোখ ফেরাল। 'কিন্তু তোমাকে যেন এখন খুব বিচলিত মনে হচ্ছে!'

'আমাকে আপনার ইতিমধ্যে ডেকে দেওয়া উচিত ছিল। এক ঘণ্টা আগেই আমাকে ডাকা উচিত ছিল।' প্যানায়িসের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের আভাস। 'পাহারা দেবার পালা এখন আমার।'

কিন্তু গত রাতে তুমি এক মুহূর্তও ঘুমোবার সময় পাওনি।' নরম সুরে উত্তর দিল মালোরি। সেইজন্যেই ভাবলাম ...'

'কিন্তু এখন তো আমারই পাহারা দেবার পালা,' প্যানায়িসও তার জেদ ছাড়বে না।

'ভালো কথা। সত্যিই তুমি যদি আগ্রহান্বিত হও...,' আর বিশেষ কথা বাড়াল না মালোরি। কারণ প্যানায়িসকে যুক্তি দেখিয়ে নিবৃত্ত করা যাবে না। 'ঈশ্বর জানেন, তোমার আর লৌকির সাহায্য ছাড়া আমাদের যে কী অবস্থা হতো...! আমি না হয় এখন কিছুক্ষণ তোমাকে সঙ্গ দিই।'

'ওঃ...সেইজন্যেই বোধহয় আমাকে ঘুম থেকে ডাকা হয়নি।' প্যানায়িসের কণ্ঠে নতুন করে ক্ষোভের সুর ফুটে উঠল। 'তার মানে আপনি প্যানায়িসকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না?'

'না...না, ঈশ্বরের দোহাই প্যানায়িস।' মালোরি মাঝপথে বাধা দিল। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আমি তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। ঠিক আছে, তুমিই তা হলে এখন পাহারা দাও। অনুগ্রহ করে যখন সুযোগ দিলে, তখন না-হয় একটু গড়িয়েই নিই। তবে দু-ঘন্টার মধ্যেই আমাকে ডেকে দিতে ভুলো না।'

'নিশ্চয়...নিশ্চয়।' হাসিমুখে মাথা নাড়ল প্যানায়িস। 'আমার ঠিক মনে থাকবে।'

❖ ❖ ❖

'ক্যাপটেন মালোরি...ক্যাপটেন মালোরি...,' ব্যগ্র হাতে তাকে ঠেলা দিচ্ছে কেউ, 'উঠুন...উঠে পড়ুন!'

মালোরি ধড়মড় করে উঠে বসল। তাকিয়ে দেখল প্যানায়িসই ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাকে ধাক্কা দিচ্ছে।

'ব্যাপার কী প্যানায়িস?

'প্লেন...! হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল প্যানায়িস। 'অনেকগুলো প্লেন এদিকেই উড়ে আসছে!

'প্লেন? কী প্লেন? কাদের প্লেন?'

'আমি সঠিক বলতে পারব না ক্যাপটেন। যদিও এখন অনেকটা দূরে আছে, কিন্তু ...'

'কোনদিক থেকে আসছে?' আবার প্রশ্ন করল মালোরি।

'উত্তর দিক থেকে।'

BanglaBook.org

দুজনেই ছুটে গিয়ে বনের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। উত্তর দিকে ইঙ্গিত করল প্যানায়িস। উজ্জ্বল সূর্যের আলোতে মালোরিও দেখতে পেল পরিষ্কার। সবকটাই বোমারু প্লেন।

তাড়াতাড়ি এদিকে আসুন ক্যাপটেন!' প্যানায়িসের কণ্ঠে উত্তেজনার ছোঁয়া। 'আমাদের আর এক মুহূর্তও নষ্ট করবার মতো সময় নেই।' এক রকম হাত ধরেই মালোরিকে টেনে নিয়ে চলল প্যানায়িস। 'আমরা এখন শয়তানের মাঠের দিকেই যাব। এক্ষুনিই আমাদের সেখানে পৌঁছোতে হবে। আর দেরি নয়...'

'কিন্তু কি কারণেই বা আমরা সেখানে যাব?' মালোরি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'ওরা যে আমাদের খোঁজে আসছে, সে-কথা ভাবারও বিশেষ কারণ নেই। আর আমাদের খোঁজই বা ওরা পাবে কী করে? আমরা যে এখানে আত্মগোপন করে আছি সে-কথা অন্য কেউই জানে না।'

'আমার কিন্তু কোনও রকম সন্দেহ নেই।' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল প্যানায়িস। 'কারণ আমি জানি। কীভাবে জানতে পারলাম, আমাকে প্রশ্ন করবেন না। সেই নিগূঢ় কারণটাও আমার অজানা। তবে লৌকিকে জিজ্ঞেস করলে বুঝতে পারবেন, কেবল মাত্র অনুভূতির জোরেই আমি অনেক কিছু জানতে পারি। সত্যিই আমি টের পাই ক্যাপটেন...আমি বুঝতে পারি ...'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে মালোরি প্যানায়িসের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার হাবভাবে ব্যগ্রতা বা একাগ্রতার একটুও অভাব ছিল না। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল যার স্পর্শে মালোরিও সাময়িক ভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। বুদ্ধির চেয়ে অন্তরের অনুভূতিরই জয় হল শেষ পর্যন্ত। কিছু না ভেবেই সামনের চড়াই পথ ধরে দৌড়তে শুরু করল মালোরি। তাকিয়ে দেখল সকলেই তার মতো দৌড়োচ্ছে। প্রত্যেকেই শঙ্কায় এবং উত্তেজনায় অধীর। রাইফেলগুলোও সকলের হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা আছে।

'সকলে বনের ঠিক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াও।' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল মালোরি। 'তাড়াতাড়ি করো। ওখানে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে অপেক্ষা করবে। তারপর আমরা ওই পাথরগুলোর আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেব।' হাতের ইশারায় কিছু দূরে মালোরি কতকগুলো বড় বড় পাথরের ঢিবির দিকে নির্দেশ করল। অরণ্য যেখানে শেষ হয়েছে তার থেকে পাথরের ঢিবিগুলোর দূরত্ব প্রায় চল্লিশ গজের মতো। লৌকির দূরদৃষ্টি আছে বলতে হবে। আত্মগোপনের পক্ষে খুব সুন্দর জায়গাই নির্বাচিত করেছিল। 'আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ এগিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। আমি ...'

কিন্তু আন্দ্রিয়াকে সম্পূর্ণ নির্দেশ দেওয়ার আগেই ষ্টিভেন্সের দেহটা কাঁধে তুলে বড় বড় গাছের আড়াল দিয়ে খাড়াই পথ বেয়ে এগিয়ে চলল আন্দ্রিয়া।

'ব্যাপারটা কী বস্?' মালোরির পাশে পাশে চলতে চলতে প্রশ্ন করল মিলার। 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

BanglaBook.org

'অনবরত বকবক না করে চুপচাপ থাকলে তুমিও নিশ্চয় কিছু শুনতে পেতে।' ব্যাজার গলায় ব্যক্ত করল মালোরি। 'আর না-হয় তো পাতার আড়াল দিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।'

মালোরির নির্দেশ অনুসারে আকাশের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল মিলার। 'আরে ব্বাস, এগুলো সব বোমারু প্লেন নয় তো?'

'হ্যাঁ, প্রত্যেকটাই শক্তিশালী বোমারু প্লেন।' মালোরির কণ্ঠস্বরে একরাশ বরফ ঝরে পড়ল।

'কিন্তু ওরা তো আর আমাদের খোঁজে আসছে না।' তবু একবার প্রতিবাদ জানাতে চাইল মিলার।

'আমার স্থির বিশ্বাস, ওরা আমাদের খোঁজেই বেরিয়েছে।'

'কিন্তু ওগুলো তো সব দূরে চলে যাচ্ছে?'

'না, ওরা আমাদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে। এক্ষুনিই বোমা ফেলতে শুরু করবে। তবে খবরদার, ফায়ার করবার চেষ্টা কোরো না। আমাদের সঠিক অবস্থানটা যেন ওরা না জানতে পারে। আর শোনো, মাথাটা নীচু করে চলো। দু হাত দিয়ে যতটা সম্ভব মাথাটাকে আড়াল রাখার চেষ্টা করো।'

মালোরি কিন্তু নিজের নির্দেশ নিজে মেনে চলল না। ওর দুচোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি আকাশের বুকে বোমারু বিমানগুলোর দিকেই এক ভাবে নিবদ্ধ। গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে চক্কর খেতে খেতে ক্রমশই নীচের দিকে নেমে আসছে বিমানগুলো। পৃথিবীর সঙ্গে ওদের দূরত্বটা ক্রমেই কমে আসছে। পাঁচশো ফুট···চারশো ফুট···তিনশো ফুট···। শক্তিশালী ইঞ্জিনগুলোর প্রচণ্ড শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম। তারপরই বিমানগুলো তাদের উদরের মধ্যে বোঝাই করা বোমার পাহাড় খালাস করতে শুরু করল একে একে। জঙ্গলের ঠিক মাঝ বরাবর তাদের লক্ষ্য।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। দুচোখের সামনে যেন লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতের নীল শিখা ঝলসে উঠল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল মহিরুহের মাথাগুলো। তারপরই ঝড়ের বেগে রাশ রাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল চার ধারে।

'বিষাক্ত ধোঁয়ার সাহায্যে ওরা আমাদের এখান থেকে বের করে কোনও খোলা জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে।' মিলারকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল মালোরি। 'শক্তিশালী বিস্ফোরকগুলো এই জঙ্গলে তেমন কাজ দেবে না। সেইজন্যেই এই পথটা বেছে নিয়েছে। এবং একশোবারের মধ্যে নিরানব্বুই বারই ওদের উদ্দেশ্য সফল হবার কথা।···' কাশির দমকে মালোরি কথা আটকে গেল। তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, 'তবে এবারে বোধহয় ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমার মাত্র এক মিনিট সময় চাই।'

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল মিলার। ঘন কালো তপ্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলী শাখাপ্রশাখা

BanglaBook.org

ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ক্রমে সেটা অরণ্য ছাড়িয়ে আশেপাশের ফাঁকা জায়গাগুলোও গ্রাস করে নিল। মিলারও মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে, 'হ্যাঁ সেই ধোঁয়ার আড়াল দিয়েই হয়তো পালাবার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে!'

'এ ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই। তা না হলে এখানেই ঝলসে পুড়ে মরতে হবে। অথবা বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিংবা হয়তো দুটোই জুটবে বরাতে।' এবারে গলা চড়াল মালোরি, 'কেউ কি আকাশে কী ঘটছে দেখতে পাচ্ছ?'

'আর এক ঝাঁক বিমান আমাদের ওপর বোমা বর্ষণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।' বিমর্ষ কণ্ঠে উত্তর দিল ব্রাউন। 'প্রথম ঝাঁকটা এখনও চক্কর খাচ্ছে চারদিকে বেড় দিয়ে।'

'আমরা কোন পথে পালাবার চেষ্টা করি সেইটাই দেখবার চেষ্টা করছে। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা ওরা করবে না। এবং এই সুযোগটাই আমাদের নিতে হবে।'

মালোরি ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে সজল নেত্রে চড়াই পাহাড়টার দিকে ফিরে তাকাল। এই ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা যে কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে তার কিছু হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। এবং হদিশ নেবার জন্যে আর একটুও অপেক্ষাও করা চলে না।

'সকলে প্রস্তুত হও।' মালোরি গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল। 'আমরা এই গাছপালার আড়াল দিয়েই পনেরো গজের মতো ডান দিকে এগিয়ে যাব। তারপর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে ওই উঁচু উঁচু পাথরের ঢিবিগুলোর দিকে দৌড়োব। তবে একশো গজ ভেতরে না পৌঁছোনো পর্যন্ত কেউ থামবে না। আন্দ্রিয়া, তুমি সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো। এবার সকলে যাত্রা শুরু কর।' ঘন ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই অন্য সকলের হদিশ নেবার চেষ্টা করল মালোরি। 'প্যানায়িস কোথায়?'

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

'প্যানায়িস?' চেঁচিয়ে ডাকল মালোরি, 'প্যানায়িস?'

'হয়তো কিছু নিয়ে আসতে আবার বনের দিকেই গেছে।' যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল মিলার, 'আমি কি একবার দেখব?'

'তুমি-তোমার নিজের রাস্তায় চলো!' ধমকে উঠল মালোরি, 'এবং স্টিভেন্সের যদি কিছুমাত্র ক্ষতি হয় তার জন্যে তুমিই দায়ী থাকবে। ...' কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই মিলার লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার পেছন পেছন আন্দ্রিয়াও টালমাটাল পায়ে কাশতে কাশতে এগিয়ে চলল।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মালোরি, তারপর কিছুক্ষণ আগে তারা যেখানে আত্মগোপন করে ছিল সেই দিক লক্ষ করেই ছুটতে শুরু করল। কিন্তু দু-চার পা এগিয়েই বুঝতে পারল আর এগোনো অসম্ভব। কারণ ধোঁয়া আর আগুনের হলকায় গায়ের চামড়া ঝলসে যাবার উপক্রম। শ্বাসপ্রশ্বাসও রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছে। প্যানায়িস নিশ্চয় ওর ভেতর থাকতে পারে না।

মালোরি এবার পেছন দিকে ফিরে ছুটতে শুরু করল। ঘন কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে

BanglaBook.org

গেছে চার দিক। পথঘাট কিছুই আর চোখে দেখা যাচ্ছে না। বনবাদাড় পেরিয়ে সে এখন উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়েছে। এক বিন্দু নির্মল বাতাসের জন্যে ছটফট করছে ফুসফুসটা। এক্ষুনি বুঝি চৌচির হয়ে ফেটে যাবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করছে। চড়াই পথে এভাবে বেশিক্ষণ ছোটা যায় না। অবশেষে হাতে-পায়ে ভর দিয়েই এগোতে লাগল মালোরি। কানের পাশে ঝাঁক ঝাঁক ক্রুদ্ধ মৌমাছির গুঞ্জনও যেন সে শুনতে পেল। ইতিমধ্যে আবার নতুন করে বোম পড়তে শুরু হয়েছে। তার থেকে মাত্র আশি-নব্বুই হাত পেছনে প্রচণ্ড শব্দে ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ ঘটল। মালোরির মনে হল, কেউ যেন তাকে পাথরের বুক থেকে তুলে নিয়ে আবার তার ওপরই আছাড় মারল সজোরে। দুচোখের সামনে শুধু চাপ চাপ জমাটবাঁধা অন্ধকার। মাথার মধ্যে অসীম শূন্যতার অনুভূতি। তারপর সমগ্র সত্তাই যেন এক অতল অন্ধকারে ডুবে গেল।

বুধবার

বিকেল চারটে থেকে ছ'টা

অবচেতনার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে উত্তীর্ণ হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে মালোরি, প্রতিবারই ব্যর্থ হচ্ছে এই আকুল প্রচেষ্টা। মাঝেমধ্যে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আবছা ভাবে তার সংবিৎ ফিরে আসছে। প্রাণপণে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে সেই মুহূর্তগুলোকে, কিন্তু তার পরেই প্রগাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে সব কিছু। দুঃস্বপ্নের এক জমাট কুয়াশাই যেন চেতনার দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যদি কোনও রকমে একবার চোখদুটোকে খোলা যায় তা হলে হয়তো এই কুয়াশাঘন মেঘ কেটে যাবে। কিন্তু সেটুকুই এখন তার কাছে এক দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে। অসহায় ভাবে তার মাথাটাও যেন একবার নড়ে উঠল।

'দ্যাখো দ্যাখো···!' একটা পরিপূর্ণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মিলার, 'অবশেষে প্রাণের স্পন্দন ফিরে এসেছে।' তার কণ্ঠে অনাবিল আনন্দের উচ্ছ্বাস। 'ডাক্তারিতেও আমি বড় কম যাই না হে! সর্বত্রই আমার জয়জয়কার।'

আবার কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। মালোরি মনে মনে অনুভব করল, অন্ধকারের ঘোরটা যেন কেটে যাচ্ছে। কানের মধ্যে হাজার মৌমাছির ঐকতানও যেন মন্দীভূত হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। এবার মালোরি ঘাড়ের নীচে মিলারের সবল বাহুর স্পর্শ পেল। সযত্নে তার মাথাটা তুলে ধরে কোমল সুরে তাকে বলছে, 'এক ঢোক গিলে নাও, বস্, পুরোনো ব্র্যান্ডি পেটে পড়লে তুমি আবার চাঙা হয়ে উঠবে।'

ঠোঁটের ফাঁকে বোতলের শীতল স্পর্শও মালোরি অনুভব করল। আগুনের মতো

BanglaBook.org

খানিকটা তরল পদার্থ তার গলায় গিয়ে জমা হল। তারপরই প্রচণ্ড কাশির দমকের সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে উঠে বসল গা-ঝাড়া দিয়ে। এখনও যেন তার বুকের মধ্যে বিষের ধোঁয়া জমাট বেঁধে আছে। এক ঝলক নির্মল বাতাসের জন্যে ছটফট করছে প্রাণটা। অবশেষে কোনও গতিকে চোখ মেলল। তার পাশেই হাঁটুগেড়ে বসে আছে মিলার। তার দু চোখে উজ্জ্বল বিস্ময়।

'সত্যিই বস্, তোমার তুলনা হয় না।' প্রশংসাসূচক ভঙ্গিতে মিলারের মাথাটা দুলে উঠল বার কয়েক, 'নাটক-নভেলে দেখা যায় বটে, কিন্তু এত বড় প্রচণ্ড একটা শক এতো অল্প সময়ের মধ্যে সামলে নিতে আমি অন্তত কখনও কাউকে দেখিনি।!'

'কিন্তু তুমি কী করতে চাও আমাকে?' ক্লান্ত কণ্ঠে মালোরি প্রতিবাদ জানাল। তার চেতনাও ফিরে এল ধীরে ধীরে। 'আমাকে কি বিষ দিয়ে মারার চেষ্টা করছ? তুমি তো খুব বড় ডাক্তার দেখছি! শক-এর রুগির গলার মধ্যে স্পিরিট ঢালার কথা কোন ডাক্তারি শাস্ত্রে লেখা আছে?'

'রাগটা একটু থামাও ক্যাপটেন।' বিষণ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল মিলার। 'এটা তো খুবই সামান্য। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমাদের আরও বড় ধরনের শক-এর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। সদলবলে ওরা আবার ফিরে আসছে।'

'কই, প্লেনের আওয়াজ তো আর শোনা যাচ্ছে না?' মালোরির কণ্ঠে প্রশ্নের আভাস। 'ফিরে গেছে মনে হচ্ছে?'

'এরা সব শহর থেকে বাঁধানো সড়ক ধরে আসছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়েই এগিয়ে আসবে।' মিলারের চোখ-মুখে ক্ষোভের ছোঁয়া। 'এইমাত্র লৌকি এই সুখবরটা দিল। আধডজন মিলিটারি বোঝাই ভ্যান, তার সঙ্গে ফিল্ডগান আর মর্টার বোঝাই দুটো ট্রাক। ফিল্ডগানগুলো লম্বায় টেলিগ্রাফপোস্টের চেয়ে কম হবে না।'

'হু,' মালোরি ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। তারা এখন একটা গুহার মধ্যে বসে আছে। গুহার মুখে সূর্যের আলোও নজরে পড়ল। অবশ্য এটাকে গুহা না বলে সুড়ঙ্গ বলাই ভালো। লৌকি ঠিকই খবর দিয়েছিল। এই পাহাড়ি প্রান্তর, যেটা শয়তানের মাঠ বলেই প্রসিদ্ধ—জায়গাটা মৌচাকের মতো গুহায় ভর্তি। মালোরি এবার মিলারের দিকে মুখ ফেরাল। 'সত্যিই ডাস্টি, আমাদের এখন পদে পদেই বিপদ জড়িয়ে আছে। তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আমার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছ—এজন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না বস্, কারণ ভেবে দেখলাম তোমার দেহটা বেশি দূর ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।'

'হ্যাঁ, তার ওপর আবার এই চড়াই পথে...'

'সে-কথা তো ঠিকই,' মিলার তৎপর কণ্ঠে সায় দিল, 'তবে আরও অনেক সমস্যা আছে। প্রকৃত পক্ষে তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবার মতো সুস্থ লোকের খুবই অভাব। কেসি

BanglaBook.org

ব্রাউন এবং প্যানায়িস—দুজনেই রীতিমত আহত।'

'কী বললে? দুজনেই?' মালোরি উত্তেজিত ভঙ্গিতে সোজা হয়ে উঠে বসল। তার দুচোখে শঙ্কার ছায়া। 'হায় ভগবান! আমি এতক্ষণ বোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।... ওদের আঘাতটা কি খুব সাংঘাতিক, ডাস্টি? আমাদের সময় এত কম, অথচ এত কাজ বাকি আছে ...'

'খুব একটা আশঙ্কাজনক নয়।' মিলার সিগারেটের প্যাকেট বের করে মালোরির দিকে বাড়িয়ে ধরল। নিজেও একটা ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজলো। 'হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ব্যাপারটা সহজেই মিটে যেত। তবে চড়াই পাহাড়ি পথে ওরা বেশিক্ষণ চলাফেরা করতে পারবে কি না বলা শক্ত। দুজনেরই বাঁ পায়ের খানিকটা মাংস থেতলে গেছে। ব্রাউনের পায়ে আমি ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছি। বাছাধন চলার সময় টের পাবে।'

'আর প্যানায়িস?'

'ও নিজেই নিজের ব্যান্ডেজ বেঁধে নিয়েছে। আমাকে দেখতে পর্যন্ত দিল না। জোর করে দেখতে গেলে ভীষণ রেগে উঠছে। ওর মতিগতির হদিশ পাওয়া আমার পক্ষে সাধ্যাতিত।'

'ওকে বরং একা একাই থাকতে দাও। এই সমস্ত দ্বীপবাসীদের আচার-আচরণ অনেক সময় বুঝে ওঠা যায় না। কারও কারও কতকগুলো অদ্ভুত কুসংস্কার থাকে। তবে ও যে কীভাবে এখানে এসে পৌঁছোল সেইটাই এখনও পর্যন্ত কিছুতে আমার মাথায় ঢুকছে না।

'ওই সবচেয়ে প্রথমে ছিল।' ব্যাখ্যা করল মিলার। 'কেসিও ছিল ওর সঙ্গে। ধোঁয়ার মধ্যে তুমি ঠিক দেখতে পাওনি। চড়াই ভেঙে ওঠার পথেই ওরা আঘাত পেয়েছিল।'

'আর আমিই বা এখানে পৌঁছোলাম কীভাবে?'

'তার জন্যে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই।' মিলার বিরস মুখে আন্দ্রিয়ার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওই দৈত্যটার দম অফুরন্ত। আমিও তোমায় উদ্ধার করে আনার ব্যাপারে ওর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। আমায় কী উত্তর দিল জানো? বলল, ফেরার পথে দুজনকে ঘাড়ে করে আনতে ওর নাকি খুব কষ্ট হবে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিলার। 'জীবনে আমি আর কোনওদিন হিরো হতে পারলাম না!'

মালোরি মৃদু হাসল। 'আবার তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্দ্রিয়া।'

'শুধুই শুকনো ধন্যবাদ?' প্রতিবাদে মুখর হল মিলার। 'একজন নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তোমার প্রাণ বাঁচাল, তুমি তাকে শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে ছেড়ে দিলে।'

এ পরিহাসে মালোরি যোগ দিল না। 'স্টিভেন্সের অবস্থা কী রকম?

'এখনও নিশ্বাস নিচ্ছে।'

মালোরি আবার গুহার বাইরে আলোর উৎসের দিকে ফিরে তাকাল। নাকটাও

BanglaBook.org

কুঁচকে উঠল আপনা থেকে। 'ওই কোণের দিকেই শুয়ে আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ অবস্থাও খুব সংকটাপন্ন।' মিলার মাথা নাড়ল। 'গ্যাংগ্রিন ওর পা ছাড়িয়ে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। ও এখন মৃত...তবে শুধু মাত্র মরেনি। সূর্যাস্তের আগেই নিশ্চয় শেষ হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত যে কীসের জোরে বেঁচে আছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!'

'বললে হয়তো সেটা খুবই অবিশ্বাস্য শোনাবে', 'গম্ভীর ভাবে মালোরি মন্তব্য করল, 'তবে মনে হচ্ছে উত্তরটা আমার জানা।'

'প্রথম শ্রেণির ডাক্তারি তত্ত্বাবধানে থাকার জন্যেই, তাই না?' আশান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল মিলার।

'প্রথম নজরে সেই রকমই মনে হয়,' মালোরি মিলারের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, 'কিন্তু আমি সে-কথা বলতে চাইনি। যা হোক এখন এসো, আমাদের কিছু জরুরি আলোচনা সেরে নিতে হবে।'

❖ ❖ ❖

'ডিনামাইটের সাহায্যে আমি ব্রিজ ওড়াতে পারি, অন্যের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইঞ্জিনের বেয়ারিং-এ একমুঠো বালি ফেলে দেওয়াও আমার পক্ষে অসাধ্য নয়,' সদর্পেই ঘোষণা করল মিলার, 'কিন্তু কোনও রকম কৌশল বা চাতুরি আমার মাথায় আসে না। অবশ্য তা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে, আমাদের ধরার জন্য যে সমস্ত জার্মান সোলজাররা লাইন বেঁধে ওপর দিকে এগিয়ে আসছে ওদের মতো মূর্খ আর দুনিয়ায় কেউ নেই। ওরা তো সোজাসুজি আত্মহত্যার পথেই পা বাড়াচ্ছে। এর চেয়ে সকলে যদি পরস্পরের বুক লক্ষ করে গুলি চালায় তা হলে বরং ওদের পরিশ্রমটা অনেক কম হয়।'

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত।' মালোরি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। ওরা এখন উঁচুনীচু পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সংকীর্ণ গিরিসংকটের ঠিক মুখেই বসে আছে। তাদের থেকে কিছুটা নীচে অগ্নিদগ্ধ জঙ্গলটার মধ্যে থেকে এখনও ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেতে খেতে ওপর দিকে উঠে আসছে। অনেক নীচে একেবারে পাহাড়ের কোল বেয়ে একদল সশস্ত্র সোলজার মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে চড়াই ভেঙে। তাদের মাথার ওপর উন্মুক্ত নীল আকাশ। আত্মরক্ষার জন্যে একটুকরো আড়ালও নেই কোথাও। আবার মুখ খুলল মালোরি। 'ওরাও একেবারে শিশু নয়। এবং এই ধরনের অভিযান যে ওদেরও খুব অপছন্দ সেটা প্রত্যেকের পদক্ষেপের মধ্যেই ফুটে উঠেছে।'

'তা হলে এই পথটাই বা ওরা বেছে নিল কেন?'

'সম্ভবত এছাড়া তাদের আর অন্য উপায় নেই। আমাদের আক্রমণ করতে গেলে সামনের দিক দিয়েই করতে হবে।' মালোরি পাশ ফিরে লৌবির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'আমাদের বন্ধুটি অনেক মাথা খাটিয়েই এ জায়গাটি নির্বাচন করেছে। কেন-না, পেছন দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করতে গেলে এক হপ্তার আগে ওরা এখানে এসে

BanglaBook.org

পৌঁছোতে পারবে না। তার ওপর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সূর্য ডুবে যাবে। সূর্যাস্তের আগে আমাদের নাগাল না পেলে অন্ধকারের মধ্যে সে সম্ভাবনা একেবারেই থাকবে না। সেইজন্যেই ওরা এতটা হন্যে হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ওদের হাইকমান্ডও হয়তো রেগে গেছে মারাত্মকভাবে। আমরা ওদের খাঁচার মধ্যে থেকেই পালিয়ে এসেছি। সেইজন্যে আঁতে খুব লেগেছে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে আদপেই ভাল ঠেকছে না বস্।' মিলারের কণ্ঠে ক্ষুণ্ণ অভিযোগের সুর।

'আমিও তাই মনে করি।' মালোরির কণ্ঠ শান্ত উত্তাপহীন। এমনকী রণাঙ্গনেও এই ধরনের নির্বিচার নরহত্যা আমার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু উপায় কী! আমরা ওদের না মারলে ওরাই আমাদের মারবে। আর সেই সঙ্গে খেরোসে আমাদের বারোশো সোলজারে পরিণতির কথাটাও চিন্তা করো।'

'আমি সমস্তই জানি বস্।' অস্বস্তিতে মিলার ঈষৎ কেঁপে উঠল। 'বারবার সে-কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। মৃত্যুযজ্ঞ কখন শুরু হবে তাই বলো?'

'আরও শ খানেক গজ এগিয়ে আসতে দাও।' নীচের দিকে তাকিয়ে মালোরি বিড়বিড় করল। 'আমার একমাত্র প্রার্থনা আমাদের বন্ধু তারজিগ যেন এর মধ্যে না থাকে।'

দূরবীক্ষণ যন্ত্রটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মালোরি। কিন্তু হঠাৎ আন্দ্রিয়ার কাণ্ডকারখানা দেখে থেমে গেল। লৌকিও সবেমাত্র কোমরবন্ধ থেকে তার দূরবিনটা নিয়ে চোখে লাগাতে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে আন্দ্রিয়া ঝুঁকে পড়ে দূরবিন সমেত তার হাতটা ধরে ফেলেছে।

'কী ব্যাপার আন্দ্রিয়া?' প্রশ্ন করল মালোরি।

'এখন দূরবিন বের করা ঠিক হবে না, ক্যাপটেন। আমার বিশ্বাস এই কারণেই ওরা একবার আমাদের হদিশ জানতে পেরেছে। অনেকক্ষণ থেকেই মনে মনে ব্যাপারটা ভাবছিলাম। খুব সম্ভববত লেন্সে আলো লেগে তার প্রতিফলন ঘটেছে। সেইজন্যেই আমাদের সঠিক অবস্থিতিটা জানতে পেরেছিল ওরা।'

'ঠিক ঠিক! আমার মাথাতেও ঘোরফেরা করছিল প্রশ্নটা। আমাদের মধ্যেই কেউ হয়তো অসাবধানে করে ফেলেছে কাজটা। এছাড়া আর কী উপায়েই বা আমাদের সন্ধান জানা সম্ভব?' বিব্রত ভঙ্গিতে মৃদু হাসল মালোরি। 'হয়তো···হয়তো দোষটা আমারই।'

'আমি সে-কথা বিশ্বাস করি না ক্যাপটেন।' অকপটে ব্যাক্ত করল আন্দ্রিয়া। 'তোমার পক্ষে এ ধরনের মারাত্মর ভুল কোনওদিন সম্ভব নয়।' সম্ভবত আমিই ভুল করে···'

'থাক, সে বিষয়ে পরে বিচারবিবেচনা করে দ্যাখো যাবে। এখন এদিকে মন দেওয়াই ভালো।'

ইতিমধ্যে আরও কিছুটা এগিয়ে এসেছে সোলজাররা। সকলেরই ভাবভঙ্গি অসহায়, সন্ত্রস্ত। 'এবার আমাদের নিধন যজ্ঞ শুরু হবে, লৌকি। মাঝখানের শাদা হেলমেট পরা সোলজারটাই হবে আমার প্রথম লক্ষ্য।' তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই আন্দ্রিয়া

BanglaBook.org

মিলার এবং লৌকি রাইফেলে চোখ রেখে নিশানা ঠিক করল। সর্বমোট চারটে মেশিন গান—দুটো ব্রেন এবং দুটো মুখ-লম্বা স্মাইজার-এর কাছে সেটাকে যুদ্ধই বলা চলে না। মালোরি যে নাম দিয়েছিল 'নিধন যজ্ঞ', ব্যাপারটা সেই রকমই ঘটল। অসহায় ভীতচকিত সোলজাররা কেউ লাফিয়ে উঠে, কেউ মুখ থুবড়ে এমনভাবে পাহাড়ের কোলে ঢলে পড়তে লাগল যে দেখলে মনে হয় প্রত্যেকেই কোনও এক অদৃশ্য যাদুকরের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। আগের এবং পেছনের দিকের কিছু সৈন্য যাদের বুকে এখনও তপ্ত বুলেট গিয়ে বেঁধেনি—ব্যাপারটা কী ঘটছে বুঝে উঠতে তারা মাত্র তিন সেকেন্ড সময় নিল। তারপরই আশ্রয়ের খোঁজে একযোগে সকলেই হুড়মুড় করে সরু পাহাড়ি রাস্তার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু আশ্রয়ের সামান্য একটুও আভাসও তখন তাদের চোখের সামনে ছিল না।

মেশিনগানের একঘেয়ে কর্কশ শব্দ স্তব্ধ হল এক সঙ্গে। শব্দটা গিলোটিনের ঝমঝমানির মতোই এতক্ষণ কানে এসে লাগছিল। অকস্মাৎ এই নীরবতা যেন কানের পর্দায় বেশি করে ঝংকার দিয়ে উঠল। স্নায়ুর পক্ষেও সেটা যেন অতিমাত্রায় পীড়াদায়ক। মিলারের দুচোখের দৃষ্টিও ঘোলাটে ভাবলেশহীন।

মালোরি হাত বাড়িয়ে তাকে মৃদু ঠেলা দিল। 'কী ব্যাপার ডাস্টি, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

মিলার মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে তাকাবার চেষ্টা করল। 'না···বস্, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছিলাম।' তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে মালোরির দিকে এগিয়ে ধরল, 'নাও ধরাও!'

এই হতভাগ্যদের যে এখানে পাঠিয়েছে সেই অমানুষ জারজটার যদি একবার সাক্ষাৎ পেতাম···' মালোরির কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল মিলার। 'বস্ ওদের মধ্যে যে আট-দশজন এখনও জানে বেঁচে আছে তারা সব হামাগুড়ি দিয়ে যে কোনও একটা পাথরের আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করছে। তবে কমলালেবুর চাইতে বড় সাইজেরও পাথর ওখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না···আমরা কি ওদের ওইভাবেই ছেড়ে দেব?'

'হ্যাঁ, ওদের আর মেরে লাভ নেই।' মালোরি সায় দিল সঙ্গে সঙ্গে। আর অধিক নরহত্যার চিন্তাও তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলছে। 'ওরা দ্বিতীয়বার এভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা করবে না।'

মিলার ইতিমধ্যে তার রাইফেলটা কাঁধ থেকে পাশে নামিয়ে রেখেছে। 'দ্বিতীয়বার চেষ্টা করবে না বলছ? ওই শোনো!!'

মুহূর্তের মধ্যে তাদের মাথার ওপর দিয়ে দু-তিন ঝাঁক তপ্ত লৌহ শলাকা তীব্র বেগে ছুটে চলে গেল। তার সঙ্গে মেশিনগানের ছন্দোময় ফটফট শব্দ।

'নিশ্চয় একটা স্প্যানডাউ।' মালোরি অস্পষ্ট কণ্ঠে বিড় বিড় করল। 'স্প্যানডাউএর

BanglaBook.org

শব্দ একবার কানে গেলে আর কখনও ভোলা যায় না। তবে এটার জন্যে অত ভাবনার কিছু নেই। খুব সম্ভবত বস্তুটা কোনও ট্রাকের পেছনে বসানো আছে। ওই মার্টারগুলোর জন্যেই যত চিন্তা। ...কিন্তু কেন যে ওগুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে না...? আন্দ্রিয়া তুমি কি এ সম্পর্কে কোনও আভাস দিতে পারো?'

'তোমার ভাবনাই আমার ভাবনা, ক্যাপটেন। মনে হয় ওরা এখন অপেক্ষা করছে। এই ধরনের উঁচুনীচু পাথর ছড়ানো পাহাড়ের আড়ালে ওরা আমাদের হদিশ ঠিক করতে পারছে না। তার ফলে গুলি ছুঁড়তে গেলে অন্ধের মতোই ছুঁড়তে হবে।'

'কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার মতো ধৈর্যশীলও ওরা নয়।' মুখের কথা শেষ হতে না হতেই উত্তর দিকে দৃষ্টি গেল মালোরির। মিলারও দেখাদেখি ফিরে তাকাল। প্রথমে স্পষ্ট দেখা না গেলেও পরে অবয়বটা পরিষ্কার ফুটে উঠল। ঈজিয়ান সাগরের বুকের ওপর দিয়ে দুটো একানে ফাইটার প্লেন উড়ে আসছে।

'দুটোই পুরোনো আমলের পোলিশ ফাইটার। আমার ধারণা ছিল অনেকদিন আগেই পৃথিবী থেকে ওদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে।'

'আমিও তাই জানতাম।' মালোরি মৃদু হাসল। 'এবার ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে। আমাদের বেড় দিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন যে ওরা এখনও সেকেলে ধরনের মৃত্যু-ফাঁদ পাতার চেষ্টা করছে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'আমিও জানি না। আর জেনেই বা সুরাহাটা কী হবে।' দ্রুতলয়ে উত্তর দিল মিলার। 'ওদের লম্বা লম্বা রাইফেলের নলগুলো এখন আমাদের দিকেই লক্ষ স্থির করার চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি চল, গুহাটার আড়ালে আশ্রয় না নিলে ওদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা খুবই দুষ্কর হয়ে উঠবে।'

❖ ❖ ❖

এইভাবেই নভেম্বরের অপরাহ্নে গুহা-সংকুল পার্বত্য পথে মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু হল তাদের। উড়ন্ত প্লেন দুটোই এই খেলার সমস্ত গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। উঁচুনীচু পাথরের ঢিবি আর পাহাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ক্রমশই দূরে দূরে সরে যেতে চাইছে তারা, কিন্তু পশ্চাতে ধাবমান দুর্ধর্ষ পাহাড়ি যোদ্ধার অবশিষ্ট দলটা শিকারি কুকুরের মতোই তাদের পেছনে লেগে আছে। প্লেনটাই দূর থেকে তাদের গতিপথের হদিশ দিচ্ছে ওই পাহাড়ি যোদ্ধাদের।

লৌকিই পরিচালিত করছিল দলটাকে। সমস্ত পথঘাট তার জানা। মাঝেমধ্যে অবশ্য তাদের খুবই ঝুঁকি নিতে হচ্ছিল, উন্মুক্ত পথ বেয়ে দু-দশ পা এগোতে হচ্ছিল তাদের. কিন্তু এখন আর এছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না। সেই ফাঁকে মর্টার-নিক্ষিপ্ত একটা গোলাও তাদের সামনে এসে পড়েছিল, কিন্তু বিধাতার ঐকান্তিক আশীর্বাদেই বোধহয় সেটা ফাটেনি। এমন সৌভাগ্য হাজারে একবার মেলে কিনা সন্দেহ।

BanglaBook.org

সূর্যাস্তের এখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরি আছে। সংকীর্ণ গিরিসংকট ধরে ইতস্তত ছড়ানো উঁচুনীচু পাথরের আড়াল দিয়ে প্রাণ হাতে করে এগিয়ে চলেছে তারা। এই ছড়ানো ছেটানো পাথরের স্তূপগুলো পেরিয়ে যেতে এখন আর কয়েক শো গজ মাত্র বাকি। সংকীর্ণ গিরিখাতটা সেখান থেকে কোনাকুনি ডান দিকে বাঁক নিয়েছে।

ঠিক মুখের কাছে এসেই কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। পেছন থেকে আর কোনও গোলাবারুদের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবে তারা যে খুব একটা পেছনে নেই সেটাও সহজে অনুভব করা যায়। দু-একটা প্লেন উদ্দেশ্যহীনভাবে মাঝ আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ ওরা এখন আর মালোরিদের হদিশ খুঁজে পাচ্ছে না। পাহাড়ের ঘন ছায়া গ্রাস করে নিয়েছে সকলকে।

মালোরি এবার পেছনে ফিরে দলের প্রত্যেকের হদিশ নেবার চেষ্টা করল। তার দলের প্রত্যেকেই জেদি ও সংগ্রামী। তবে সংগ্রাম করার মতো এখন আর তাদের সামর্থ নেই। কেসি ব্রাউন ও প্যানায়িস গুরুতর আহত। অন্যেরাও বিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত। তবে সারাক্ষণই স্টিভেন্সের আজ জ্ঞান আছে। ওর চোখদুটোও এখন কেমন উজ্জ্বল চকচকে দেখাচ্ছে। গত দু ঘণ্টা ধরে ওকে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে আসছে আন্দ্রিয়া। তা সত্ত্বেও একমাত্র আন্দ্রিয়াই যেন আগের মতো প্রাণ শক্তিতে ভরপুর। অন্তত ওর মুখ-চোখের চেহারা দেখে সেই কথাই সকলের মনে হয়।

ম্লান চিত্তে বার কয়েক মাথা নাড়ল মালোরি। পকেট থেকে সিগারেট বের করে দেশলাই জ্বেলে ধরাতে গেল, কিন্তু মাঝ আকশে উড়ন্ত প্লেনগুলোর কথা মনে পড়তেই হাতে ধরা দেশলাইটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মালোরি এবার অলস দৃষ্টিতে ডান দিকে ফিরে তাকাল। এই পথেই এবার এগোতে হবে তাদের। কিন্তু পরক্ষণেই তার শরীরের সমস্ত মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল একযোগে। অন্যমনস্কভাবে সিগারেটটাও নিষ্পেষিত করে ফেলল হাতের মুঠোয়। এই গিরিসংকটটা অন্যগুলোর মতো নয়। এটা অপেক্ষাকৃত চওড়া এবং সোজাসুজি উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে। গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় যতদূর দেখা যাচ্ছে, তাতে বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে আসারই কথা। কিছু দূরেই একটা খাড়াই পাহাড় সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে।

'লৌকি।' মালোরি ইতিমধ্যে দু-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তার সমস্ত ক্লান্তিও যেন দূর হয়ে গেছে নিমেষের মধ্যে। 'আমরা এখন কোথায় এসে পড়েছি সে সম্পর্কে তুমি কিছু ধারণা করতে পারো।?

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।' লৌকির কণ্ঠে রীতিমতো ক্ষোভের সুর ধ্বনিত হল। 'এখানকার সমস্ত এলাকাই আমার ও প্যানায়িসের নখদর্পণে।'

'কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের সামনে আর পথ নেই। বিরাট একটা পাহাড়ই শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে?'

'মেজর তা হলে লৌকিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।'

BanglaBook.org

লৌকি তার চওড়া গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করল। 'প্যানায়িস এবং আমি অনেক ভেবেচিন্তেই এই পথটা ঠিক করেছি। ওই পাহাড়টার গায়ে অনেক গুহা আছে। ওর মধ্যে একটা গুহা ধরে এগোলে আমরা অন্য একটা উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছোব। সেই উপত্যকা পেরোলেই শহরে যাবার চওড়া সড়ক পাওয়া যাবে।'

'তাই বলো।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মালোরি। 'উপত্যকা থেকে শহরটার দূরত্ব কতখানি?'

'বেশি নয়, মাত্র পাঁচ-ছ মাইল।'

'খুব ভালো খবর। তুমি নির্দিষ্ট গুহাটা ঠিক চিনতে পারবে তো?' কথাটা সম্পূর্ণ শেষ করার আগেই মালোরি ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের দিকে। তার কানের একচুল পাশ দিয়ে একটা বুলেট বেরিয়ে গেল তীব্র বেগে। লৌকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবেই মালোরি উন্মুক্ত জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাথার খুলিটাও ফেটে চুরমার হয়ে যেত আর একটু হলে। শিকারি কুকুরগুলো প্রায় ঠিক পেছনেই ওত পেতে বসে আছে। দূরত্বটা দেড়শো গজের বেশি হবে না। এইমাত্র যে সংকীর্ণ গিরিখাতটা ওরা পেরিয়ে এল পাহাড়ি যোদ্ধারা এখন সেখানে পৌঁছে গেছে।

'অমনযোগী···অসম্ভব অমনযোগী···' মালোরি বিড়বিড় করল, 'কিন্তু ওরা যে এত কাছে এসে গেছে, সে-কথা কল্পনাও করতে পারি নি।' মালোরির কণ্ঠস্বরে শান্ত সুরের দ্যোতনা থাকলেও তার বুকের মধ্যে তখন তোলপাড় উত্তেজনা। স্মাইজারের মুখটা একচুল বাঁদিকে সরানো থাকলে এতক্ষণ তার মাথাটাই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

'তোমার লাগেনি তো বস্?' হতচকিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল মিলার। 'ওরা কি···'

'ওদের হাতের নিশানা অব্যর্থ। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল মালোরি। 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি এ যাত্রা। ··· কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলে না, এবার গুহার উদ্দেশে যাত্রা করা যাক। এখান থেকে গুহাটা কতদূরে লৌকি?'

লৌকি অপ্রস্তুতভাবে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ির ওপর হাত বোলাল। তার মুখের সহজাত হাসিটুকুও এখন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতেই মালোরির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লৌকি, তারপর চোখ সরিয়ে নিল।

'লৌকি?' মালোরির গলার স্বরে সংশয়ের ছোঁয়া।

'হ্যাঁ মেজর···ওই গুহাটা···' থেমে থেমে জবাব দিল লৌকি, 'বেশ কিছুটা দূরে··· মানে একেবারে শেষ প্রান্তে?' অস্বস্তিতে জড়িয়ে এল ওর কণ্ঠস্বর।

'একেবারে শেষ প্রান্তে?' মালোরি শান্তভাবে আবার প্রশ্ন করল।

লৌকি বিষাদ ম্লান ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। এ লজ্জা ঢাকবার তার যেন আর কোনও জায়গা নেই। চোখ দুটোও একভাবে মাটির দিকে নিবদ্ধ। খাড়া গোঁফজোড়াটাও অবসাদের ভারে ঝুলে পড়েছে।

'তা হলে তো খুবই উত্তম!' এক বুক হতাশা ঝরে পড়ল মালোরির গলা দিয়ে। 'খুবই

BanglaBook.org

চমৎকার ব্যবস্থা।' পাথরে ঠেসান দিয়ে বসে পড়ল হতাশ ভঙ্গিতে। 'এখানেও তো সেই একই মৃত্যুর মুখোমুখি এসে পড়লাম!'

'আমি খুবই দুঃখিত মেজর। সত্যিই এখন আমরা ভয়ংকর এক ফাঁদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, ওরা যে এত কাছে এসে পড়েছে সে-কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।'

'তোমার কোনও দোষ নেই বন্ধু,' 'মালোরি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, 'আমিও ভেবেছিলাম, ওরা এখনও বেশ কিছুটা দূরে আছে।'

স্টিভেন্স শায়িত অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে মালোরিকে একটা ঠেলা দিল। 'কেন যে আপনারা এত বিচলিত হয়ে উঠেছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'অন্য প্রত্যেকেই সেটা বুঝতে পারছে, অ্যান্ডি। খুবই সহজ সরল ব্যাপার। এই সিধে চওড়া গিরিসংকট ধরে এখনও আমাদের আধ মাইলের মতো যেতে হবে। কোথাও একটা আড়াল আবডাল নেই। এবং যে মুহূর্তে ওই পাহাড়ি কুকুরগুলো জানতে পারবে যে আমরা এই আশ্রয় ছেড়ে উন্মুক্ত জায়গায় গিয়ে পড়ব, সঙ্গে সঙ্গে ওরা পেছন থেকে ছুটে এসে আমাদের ঝাঁজরা করে দেবে। এখন ওদের থেকে আমাদের দূরত্ব খুবই সামান্য।'

'হুঁ', স্টিভেন্স মাথা নাড়ল, 'আপনি এত পরিষ্কারভাবে সব কিছু বুঝিয়ে দেন…'

'খুবই দুঃখিত অ্যান্ডি। তবে পরিস্থিতিটা এখন এই রকমই।

'কিন্তু এখানে দু-একজনকে পাহারায় রেখে বাকিরা এগিয়ে যেতে পারে না?'

'হ্যাঁ, তা হয়তো পারা যায়। তবে সেই দুজনের কপালে কী ঘটবে?'

'এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।' সমঝদারের ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাল স্টিভেন্স। 'সত্যিই সমস্যাটা গুরুতর। এতটা আগে ভেবে দেখিনি।'

'প্রকৃত সমস্যাটা কিন্তু আসলে তত গুরুতর নয়।' সহজ সুরেই মন্তব্য করল লৌকি। 'মেজর যদি একবার অনুমতি করেন…এবং দোষটা যখন আদতে আমারই …তখন আমিই না-হয়…'

'না, এ ধরনের কোনও অনুমতিই তোমাকে দেওয়া হবে না।' রাগে গর্জে উঠল মিলার। 'বস কি বলল সে তো তুমি সবই শুনেছ। এটা তোমার একার দোষ নয়।'

মিলারের ভাবভঙ্গি দেখে লৌকিও হকচকিয়ে গেল। মনে হল এক্ষুনি যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠবে। মালোরিও কম বিস্মিত হয়নি। মিলার যে অনেকক্ষণ থেকে একটাও কথা বলছে না, সেটাও তার এখন মনে পড়ল। তবে আপাতত এ নিয়ে চিন্তা করার মতো এতটুকু অবসর নেই।

'আচ্ছা, আমরা কি সম্পূর্ণ অন্ধকার না-হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে পারি না?' আশান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ব্রাউন। 'তারপর রাত একটু গভীর হলে…'

'সে দিক দিয়েও কোনও সুরাহা হবে না। এখন প্রায় পূর্ণিমার কাছাকাছি। আকাশে

BanglaBook.org

মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই। ওরা অনায়াসেই আমাদের ধরে ফেলবে। তা ছাড়া সূর্যাস্তের কিছু পরে শহরে সান্ধ্যআইন জারি হয়ে যায়। তার আগেই আমাদের সেখানে পৌঁছোতে হবে। এই আমাদের শেষ সুযোগ কেসি, অন্য দ্বিতীয় পথ নেই।'

টিকটিক শব্দের ঢেউ তুলে সময় গড়িয়ে চলল। দশ সেকেন্ড···পনেরো সেকেন্ড... আধ মিনিট। কারও মুখে একটাও কথা নেই। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল স্টিভেন্স। আচমকাই যেন কথা ফুটে উঠল তার মুখে। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে লৌকি! ···এবং ক্যাপটেনও নিশ্চয় তা বুঝতে পারছেন···!' তার কণ্ঠস্বরে দুর্বলতার চিহ্ন থাকলেও, তারই মধ্যে এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর ছিল যে সকলেই তার দিকে ফিরে তাকাল। 'তবে অল্প মাথা খাটালেই এর সহজ সমাধান পাওয়া যায়! ···আচ্ছা স্যার, আমার গ্যাংগ্রিনটা তো হাঁটু ছাড়িয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই না?'

মালোরি এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। কি উত্তর দেবে তাও সে জানে না। ঘটনার আকস্মিকতায় সে যেন চিন্তা করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। খুব আবছা ভাবেই তার মনে হল, মিলারও এক জোড়া উদ্বেগাকুল দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মিলার যেন আসল সত্য গোপন রাখার জন্যে সকাতর অনুরোধ জানাচ্ছে তাকে।

'বলুন স্যার, ব্যাপারটা কি তাই নয়?' ধৈর্য সহকারেই স্টিভেন্স আবার প্রশ্ন করল। সুনিশ্চিত উপলব্ধিতে ভরাট একটা কণ্ঠস্বর। নিমেষের মধ্যে মালোরিও যেন উত্তরটা খুঁজে পেল সঠিকভাবে।

'হ্যাঁ', মাথা নাড়ল মালোরি, 'সত্যিই তাই!' মিলার এখন ভীতিবিহ্বল চোখ তুলে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

'ধন্যবাদ স্যার।' স্টিভেন্সের ঠোঁটের ফাঁকে আত্মপ্রসাদের হাসি। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার পক্ষে এখানে বসে ঘাঁটি আগলানো যে সবচেয়ে সুবিধেজনক এটা নিশ্চয় বিশদ-ভাবে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই!' স্টিভেন্সের আচার-আচরণের মধ্যে এমন একটা কর্তৃত্বের আভাস ফুটে উঠেছে যেটা আগে কখনও তার মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। ও-ই যেন এখন সমগ্র পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করছে। 'এভাবে যে আপনারা আমার মূল্যহীন প্রাণটুকু ধরে রেখে দিয়েছেন তার জন্যেও আমার কিছু প্রতিদান দেওয়া উচিত! ···দোহাই আপনার, ঘটা করে আবার বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাবেন না! শুধু কয়েক বাক্স কার্তুজ রেখে যান, আর দু-চারটে হাতসই গ্রেনেড।'

'না···না, এ হতে পারে না! এ অসম্ভব!' মিলার স্টিভেন্সের দিকে এগিয়ে এল কয়েক পা। কিন্তু স্টিভেন্স তার আগেই পাশে পড়ে থাকা ব্রেনগানটা হাতে তুলে নিয়েছে।

'আর এক-পা এগোলেই আমি গুলি চালাব।' শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল ও। 'তা হলে বন্ধুগণ, শুভ বিদায়! আপনারা আমার জন্যে যা করেছেন তার জন্য সত্যিই আমি অপরিসীম কৃতজ্ঞ!'

বিশ সেকেন্ড···তিরিশ সেকেন্ড···পুরো এক মিনিট পার হয়ে গেল। তারপর সংবিৎ

BanglaBook.org

ফিরে পেল মিলার। দীর্ঘ সবল একটা দেহ যেন অবসাদে ধসে পড়ছে। ক্লান্ত মুখটাও সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে অনেকখানি। দুচোখের দিগন্তে বিষাদ-বিধুর কুয়াশা। 'বিদায় অ্যান্ডি। আশা করি যিশু তোমার ওপর লক্ষ রাখবেন। ...ভালো! ...এ ছাড়া আর কী-ই বা বলব?' হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল স্টিভেন্সের সঙ্গে। তারপর অকস্মাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে মন্থর পায়ে অন্ধকারের পথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। অন্যেরাও একে একে অনুসরণ করল তাকে। যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল আন্দ্রিয়া। এগিয়ে এসে স্টিভেন্সের কানে কানে কী একটা কথা বলল। সকৌতুকে হেসে উঠল স্টিভেন্স।

এখন সকলেই একে একে এগিয়ে গেছে। শুধু মালোরি একা।

'ধন্যবাদ স্যার।' হাসিমুখে স্টিভেন্স ফিরে তাকাল। 'আপনি আমায় অবমাননাকর মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আন্দ্রিয়া এবং আপনি দুজনেই প্রকৃত ব্যাপারটা ঠিকমতো অনুভব করতে পারেন।'

'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন, অ্যান্ডি!' ম্লানকণ্ঠে বিড়বিড় করল মালোরি। তার নিজের কণ্ঠস্বরই এখন তার কানে বোকা বোকা শোনাল।

'দিব্যি করে বলছি স্যার, আমি খুবই সুস্থ বোধ করছি!' স্টিভেন্সের মুখ-চোখে এক উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠল, 'দেহের মধ্যে সামান্য কোনও জ্বালাযন্ত্রণা এখন আর অনুভব করতে পারছি না। ...এবার আপনার যাবার সময় হয়েছে ক্যাপটেন! সকলে অপেক্ষা করে থাকবে। আমি বরঞ্চ দু-চারটে ফাঁকা আওয়াজ করে জানিয়ে দিই যে আমরা সজাগ আছি।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মালোরি দলের অন্য সকলকে ধরে ফেলল। গুহার ভেতরে ঢোকার আগে শেষ বারের মতো বাতাসে কান পেতে সকলে একবার দাঁড়িয়ে পড়ল এক মুহূর্ত। কিছু দূর থেকে রাইফেলের উত্তর-প্রত্যুত্তরের জোরালো শব্দ ভেসে আসছে।

একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে বসেছিল স্টিভেন্স। মৌজ করে সিগারেটও ধরাল একটা। তার দৃঢ় হাতের মুঠোয় ব্রেনগানটা ধরা আছে। সারা মুখে-চোখে পরম পরিতৃপ্তির আভাস। জীবনে এই প্রথম বার স্টিভেন্সের বুকের মধ্যে আর কোনও ভয়ের কুয়াশা জমে নেই।

বুধবার

সন্ধে ছ'টা থেকে সাওয়া সাতটা

চল্লিশ মিনিট পরে নিরাপদেই তারা সকলে নাভারোন শহরের মধ্যে এসে পৌঁছোল তাদের থেকে দুর্গের গেটটার দূরত্ব এখন মাত্র পঞ্চাশ গজ।

BanglaBook.org

মালোরি বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতেই গেটটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে দুর্গ সংলগ্ন নিরেট পাথরের উঁচু পাঁচিলটার দিকেও নজর পড়ল ওর। এতক্ষণে তারা তবে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে। কথাটা যেন ঠিকমতো বিশ্বাস হতে চায় না। সব কিছু স্বপ্ন বলে মনে হয়। নাভারোনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অশুভ নিয়তি তাদের পেছন পেছন তাড়া করে ফিরছিল। তবু হাজার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তারা যে শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছেছে সেটাই এক অসম্ভব আশ্চর্যের ব্যাপার।

অবশ্য ওই গুহার মধ্যে প্রবেশ করার পরেও প্রথম পনেরো মিনিট তাদের খুব অস্বস্তির মধ্যে কেটেছিল। কারণ প্যানায়িসের পায়ের ব্যথা এত বেড়ে গেল যে ওর আর হেঁটে চলার মতো সামর্থ্য রইল না। অবশেষে মাঝপথেই বসে পড়ল প্যানায়িস। বলল, সে বরং ওখানেই বসে থাকবে। পাহাড়ি সৈন্যরা যখন স্টিভেন্সকে পর্যুদস্ত করে এদিকে এগিয়ে আসবে তখন সে-ই না হয় রাইফেল হাতে প্রাণপণে বাধা দেবে তাদের।

কিন্তু প্যানায়িসের এ প্রস্তাবে কেউ কর্ণপাত করেনি। মিলার এবং আন্দ্রিয়া দুজনে দুদিক থেকে তাকে ধরে নিয়ে চলল। প্যানায়িসও বাধা দেয়নি আর। মালোরির মনে হল, আগের চেয়ে প্যানায়িস যেন এখন অনেক কম খোঁড়াচ্ছে। তবে ও এখন দুজনের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে চলেছে। ব্যাপারটা সেজন্যেও হতে পারে। অথবা এও হতে পারে যে শহরে পৌঁছোতে পারলে ও আবার দু-চারজন শত্রু নিধনের সুযোগ পাবে, সেইজন্যেই হয়তো ওর প্রাণে উৎসাহের জোয়ার এসেছে।

তারা যখন গুহা পেরিয়ে ঘন অরণ্যসংকুল ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে শহরে প্রবেশ করার প্রধান সড়কটার ধারে এসে দাঁড়াল তখনও জার্মান সৈন্যরা তাদের উপস্থিতির কথা কিছু জানতে পারেনি। কিছুটা দূর থেকেই তারা লক্ষ করল, সার-সার মিলিটারি বোঝাই ট্রাক তীব্রবেগে শয়তানের মাঠের দিকে ছুটে যাচ্ছে। পাহাড় থেকে অবতরণের সমস্ত পথঘাট বন্ধ করে দেওয়াই যে তাদের মূল অভিপ্রায়, সে-কথাও বুঝতে বিশেষ দেরি হল না। ট্রাকগুলো চোখের আড়ালে অদৃশ্য হবার পর তারা নিঃশব্দে চাওড়া রাস্তাটার আরও কাছাকাছি এসে পৌঁছোল। রাস্তার ঠিক বিপরীত দিকেই একটা মিলিটারি ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যানের মধ্যে অন্য কেউ ছিল না। কেবল দুজন সেপাই আর ভ্যানের ড্রাইভার নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বোধহয় কোনও অফিসারের নির্দেশেই ওরা অপেক্ষা করছিল ওখানে। পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণে তিনজনকে ঘায়েল করাও মালোরিদের পক্ষে খুব একটা কষ্টসাধ্য হল না। আন্দ্রিয়াই তাদের গা থেকে সামরিক পোশাকগুলো খুলে নিল। তারপর হাতপা মুখ বেঁধে রাস্তার পাশে একটা অন্ধকার ঝোপের মধ্যে শুইয়ে রাখা হল তিনজনকে।

মিলিটারি ভ্যানে চেপে নাভারোন পৌঁছোতে কোথাও একটুও বাধা পেল না তারা। লৌকিই ড্রাইভ করল ভ্যানটা। তার পাশে মালোরি। দুজনেরই পরিধানে জার্মান ইউনিফর্ম। বাকিরা বন্ধ ভ্যানের মধ্যেই আত্মগোপন করে বসে রইল। শহরে প্রবেশের মুখেও অনেক

BanglaBook.org

মিলিটারি ট্রাকের সাক্ষাৎ পেল তারা। তবে কেউই তাদের বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করল না। এদিককার রাস্তাঘাটও সমস্ত লৌকির নখদর্পণে। অনেক দিন ও মঁসিয়ে ভ্লাকোসের প্রধান ড্রাইভারের পদে বহাল ছিল।

শহরের মধ্যে তারা যে জরাজীর্ণ পোড়ো বাড়িটায় এসে উঠল সেটাও লৌকি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল। বাড়িটা একবারে দুর্গের ধারে। দ্বীপটা জার্মানদের অধিকারে আসার পরে অনেক স্থানীয় অধিবাসীরাই ঘরদোর ছেড়ে দিয়ে বিদেশবিভুঁইয়ে পালিয়ে গেছে। তারপর যখন এই দুর্গের কাজ শুরু হল তখন তো প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ল অঞ্চলটা। যে ক-টা বাড়ি বসবাসের উপযুক্ত ছিল সেগুলো দখল করে নিল জার্মানরা। বাকিগুলো পোড়োবাড়ি হয়েই পড়ে রইল অবহেলিত অবস্থায়। তারই একটায় এসে সাময়িকভাবে আস্তানা গাড়ল তারা। তাদের এখানে পৌঁছে দিয়েই লৌকি আবার গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। লৌকি চলে যাবার পর হুঁশ হল মালোরির। গাড়িটাকে নিয়ে ও যে কোন দিকে যাবে বা গাড়িটার কী গতি করবে সে বিষয়ে মালোরিকে কিছু জানিয়ে যায়নি।

একে একে নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে জীর্ণ বাড়িটার দোতলায় উঠে এল সকলে। প্যানায়িসই খোঁড়াতে খোঁড়াতে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল তাদের। দোতলায় একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই মালোরি একদৃষ্টে লক্ষ করছিল দুর্গটাকে। দুর্গের গেটে জনা ছয়েক জাঁদরেল চেহারার প্রহরী রাইফেল হাতে টহল দিচ্ছে সারাক্ষণ।

মিলার ইতিমধ্যে খাবারের প্যাকেট খুলে ডিশের ওপর সাজাতে শুরু করেছে। পানীয়ের বোতল খুলে মদ ঢাললো গেলাশে গেলাশে। পান-ভোজনের পালা সাঙ্গ করে অতি সাবধানে একটা সিগারেট ধরাল মালোরি। তারপর এই প্রথম, কীভাবে সে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করার পরিকল্পনা এঁটেছে সকলের কাছে খুলে বলল সবিস্তারে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল লৌকি। সে যে অনেকটা রাস্তা ছুটে এসেছে সেটা তার হাবভাবেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

'কী ব্যাপার লৌকি? তোমাকে কি কেউ তাড়া করেছিল?' হাসিমুখে প্রশ্ন করল মালোরি। 'কোথা থেকে ছুটে এলে?'

'ভাইগস থেকে। পুরোনো আমালের বিরাট একটা প্রাসাদবাড়ি। তবে বর্তমানে তার অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। লোকজনও কেউ সেখানে থাকে না। এখান থেকে দূরত্বটা মাইল দুয়েক হবে। ...এখন তো আর আপনার মতো জোয়ান নই মেজর, সেইজন্যেই অল্পেতে হাঁপিয়ে পড়ি।'

'কী উদ্দেশ্যেই বা সেখানে গিয়েছিলে?' মালোরি জানতে চাইল।

'আমি সব সময়েই চিন্তা করি মেজর!' পানপাত্রে চুমুক দিতে দিতে লৌকি বলল। 'আপনাদের ছেড়ে যাবার পরও আমি চিন্তা করছিলাম। এটা আমার বরাবরের স্বভাব। আমি ভেবে দেখলাম সোলজাররা যখন গাড়ি চুরির কথা প্রথম টের পাবে, তখন ওরা

BanglaBook.org

বুঝবে যে আমরা আর ওই পাহাড়ি এলাকায় নেই।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই!' সতর্ক ভঙ্গিতেই সায় দিল মালোরি।

'এবং ওরা বুঝতে পারবে যে পর্বত-সংকুল এই দ্বীপের মধ্যে আমাদের খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। কারণ এই দ্বীপের প্রতিটি ঘাস-পাথরই আমাদের পরিচিত। সেইজন্যেই ওরা প্রথমে শহরে ঢোকার সমস্ত রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেবে। তাই নয় কি মেজর?'

'হ্যাঁ, তোমার বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা এই শহরের ভেতর ঢুকে পড়েছি কি না, সে বিষয়ে ওরা প্রথমে নিশ্চিন্ত হতে চাইবে। কারণ সত্যিই আমরা যদি শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ি তবে এই সমস্ত পথঘাট বন্ধ করার আর কোনও অর্থ থাকবে না। সেইজন্যে তারা এই শহরটা আগে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াবার মতো এই শহরের প্রতিটি অলিগলিতেই তারা ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালাবে।

মালোরি মৃদুমন্দ মাথা নাড়ল। সমস্ত পরিস্থিতিটাই এখন সে উপলব্ধি করতে পারছে। 'ও ঠিকই বলেছে আন্দ্রিয়া, নিঃসন্দেহে খুবই দুঃসংবাদ!'

'আমিও সেই রকম আশঙ্কা করছি।' বিরস মুখে আন্দ্রিয়া সায় দিল। 'তবে কোনও পুরোনো বাড়ির চিলেকোঠা বা ওই ধরনের একটা জায়গায় আমরা হয়তো সাময়িকভাবে আত্মগোপন করে থাকতে পারি।'

'ওদের অনুসন্ধানের পদ্ধতিটা আপনাদের ভালো জানা নেই তাই এই ধরনের আজগুবি কল্পনা মনে স্থান দিতে পারলেন!' মুখ মুচকে মৃদু হাসল লৌকি, 'তবে আমি অবশ্য একটা উপায় ভেবে রেখেছি। আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ আমি আগাম টের পাই। খুব শিগগিরই মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে যাবে। চাঁদটাও ঢাকা পড়ে যাবে মেঘের আড়ালে। বৃষ্টিও শুরু হবে মুষল ধারে। এবং এই বৃষ্টি মাথায় করে খুব নিরাপদেই আমরা ঘোরাফেরা করতে পারব। ...আচ্ছা মেজর, ওই গাড়িটার কী গতি হল সে-বিষয়ে তো আপনি কিছু জানতে চাইলেন না?' লৌকির কণ্ঠস্বরে খুশির আমেজ।

'একবারে ভুলে গিয়েছিলাম।' অকপটে স্বীকার করল মালোরি। 'সত্যিই তো, গাড়িটা নিয়ে তুমি কী করলে?'

'ট্রাকটা নিয়ে আমি সোজা ভাইগসের পরিত্যাক্ত প্রাসাদে গিয়ে উঠলাম। তারপর পেট্রোল-ট্যাংক থেকে তেল বের করে সারা গাড়ির ওপর ছড়িয়ে দিলাম। অবশেষে একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁড়ে দিলাম তার মধ্যে।'

মালোরির চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল। 'এমন কাণ্ড করতেই বা গেলে কেন?'

'তারও যথেষ্ট কারণ আছে মেজর।' অধৈর্যভাবে হাত নাড়াল লৌকি। 'যাদের গাড়ি চুরি গেছে এই আগুনটাও তাদের নজরে পড়বে। ব্যাপারটা কী সেটা জানার জন্যেও

BanglaBook.org

তারা দৌড়ে আসবে। এবং আগুনটা সম্পূর্ণ নিভে না-যাওয়া পর্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। তারপর তারা কী দেখবে? দেখবে কোনও মৃতদেহ নেই, আগুনে পোড়া হাড়গোড়ও কিছু পড়ে নেই তার মধ্যে। তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই প্রাসাদটা খুঁজে দেখবে, কিন্তু আমাদের সামান্য চিহ্নও খুঁজে পাবে না।' অল্প থেমে দম নিল লৌকি। 'এরপর তারা আশপাশের সমস্ত অঞ্চল তন্নতন্ন করে ঢুঁড়ে ফেলবে। কিন্তু ফলটা দাঁড়াবে সেই একই। আমরা আগের মতোই অদৃশ্য থেকে যাব। তখন ওরা বুঝবে যে ওদের ভীষণভাবে বোকা বানানো হয়েছে। অনিবার্যভাবেই ওরা এবার শহরের দিকে ছুটে আসবে। ...'

'হুঁ,' বিড়বিড় করল মালোরি।

'এবং এখানে এসে তারা কী দেখতে পাবে?' লৌকি অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যেই একে একে সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল। 'সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে আবার। আমাদের হদিশ ওরা জানতে পারবে না।' লৌকির কণ্ঠে উজ্জ্বল খুশির আমেজ। 'তার কারণ, ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়বে চাঁদ। এবং বিস্ফোরকগুলো এখানে কোথাও লুকিয়ে রেখে আমরা ততক্ষণে সরে পড়ব।'

'সরে তো পড়ব, কিন্তু কোথায়?' মালোরি আর যেন সামলাতে পারল না নিজেকে।

'কোথায় আবার—সেই ভাইগস প্রাসাদে! ওরা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না যে আমরা আবার ওখানে গিয়েই লুকিয়ে থাকতে পারি!'

মালোরি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে লৌকিকে নিরীক্ষণ করল, তারপর আন্দ্রিয়ার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ক্যাপটেন জেনসন কেবলমাত্র এক জায়গায় মস্ত ভুল করেছেন। দলপতি হিসেবে লৌকিকেই তাঁর নির্বাচন করা উচিত ছিল। লৌকি যতক্ষণ আমাদের পাশে আছে ততক্ষণ আমাদের ভয় কি?'

❖ ❖ ❖

মালোরি পিঠের ঝোলাটা জরাজীর্ণ ছাদের ওপর নামিয়ে রেখে অন্ধকারের মধ্যেই অদূরে দুর্গের বিশাল প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। সন্ধেবেলা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেখান থেকে আরও দু-চারটে ছাদ নিঃশব্দে টপকে এসে তারা এখন দুর্গের ঠিক পাশেই একটা বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করেছে ফোঁটায় ফোঁটায়। সমগ্র নাভারোন গভীর অন্ধকারে আবৃত। তবু তার মধ্যেও অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছে পাঁচিলটাকে। তাদের ছাদ ছাড়িয়েও আরও পনেরো-বিশ ফুট সোজা ওপরে উঠে গেছে। তবে পাঁচিলের মাথার ওপর যে অসংখ্য সূচিমুখ লৌহশলাকা গাঁথা আছে তার কোনও হদিশ এখন পাওয়া যাচ্ছে না।

'সত্যিই এর তুলনা হয় না!' মৃদু স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল মিলার, 'কিন্তু... কিন্তু...বস্, আমাকে কি ওই প্রাচীর টপকেই ভেতরে যেতে হবে?'

BanglaBook.org

'হয়তো কিছুটা কষ্ট হবে তোমার,' ছোট্ট করে জবাব দিল মালোরি, তারপর প্রসঙ্গ পালটে বলল, 'চলো, এই ব্যাগটা কোথাও লুকিয়ে রেখে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। তবে তার আগে আঙটা লাগানো দড়ির বান্ডিলটা বের করে নেওয়া দরকার। কাজ যত এগিয়ে রাখা যায় ততই ভালো। কারণ আমরা যখন এখানে আবার ফিরে আসব তখন আর আমাদের হাতে এক মুহূর্তও সময় থাকবে না।'

মিলার হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাল, পরক্ষণেই বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'না ··· না, এটা সে ব্যাগ হতেই পারে না!' ধীরে ধীরে তার সুর নেমে এল, 'কিন্তু ··· কিন্তু ···'

'ব্যাপার কী ডাস্টি?' মালোরির দুচোখে ঘনীভূত সংশয়।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত কোনও উত্তর দিল না মিলার। তার অভীষ্ট বস্তুটার সন্ধানেই ব্যাগের মধ্যে তল্লাশ চালাতে লাগল। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে মুখ তুলে তাকাল। অবরুদ্ধ ক্রোধে তার কণ্ঠস্বরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'বিস্ফোরকের জন্য তৈরি বিশেষ ধরনের পলতের প্যাকেটটা খুঁজে পাচ্ছি না বস্। জিনিসটা বোধহয় খোয়া গেছে!'

'তার মানে?' চমকে উঠল মালোরি। তারপর নিজেই ঝুঁকে পড়ে ব্যাগটার মধ্যে খুঁজে দেখল।

'কিন্তু এটা তো হতে পারে না ডাস্টি! তুমি আজ সকালেই নিজের হাতে সব কিছু গুছিয়ে রাখলে! ব্যাগের মুখ বন্ধ করতেও তোমাকে আমি দেখেছি। তারপর থেকে এটা সারাক্ষণ লৌকির পিঠেই ছিল। এবং লৌকিকে আমি সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়েই বিশ্বাস করি!'

'আমিও তাই করি বস্?'

'হয়তো আমাদের দুজনেরই কোথাও ভুল হচ্ছে!' শান্ত সুরে মন্তব্য করল মালোরি। 'জিনিসগুলো গুছিয়ে তোলার সময়েই নিশ্চয় আমরা সেটা ভুলে ফেলে এসেছি। প্রত্যেকেই আমরা তখন অসম্ভব রকম পরিশ্রান্ত ছিলাম ডাস্টি!'

মিলার সংশয়সংকুল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে একটাও কথা বলল না। তারপর অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করল, 'সমস্ত দোষই আমার বস্! একমাত্র আমার নিজের দোষেই···'

'কিন্তু একলা তোমারই বা দোষ হবে কেন? ··· ঈশ্বর জানেন, আমিও তখন সঙ্গে ছিলাম···' হঠাৎ মাঝপথেই থেমে গিয়ে ছাদের দক্ষিণ দিকে দৌড় দিল মালোরি। অন্ধকারে নীচের পথঘাট কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবে অল্প দূরে কোথা থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। একটা ক্যারিবিয়ানও ঝলসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর আবার সব নীরব নিস্তব্ধ।

মালোরির বুকের মধ্যে একটা অস্থির উত্তেজনা দাপাদাপি শুরু করল। মিনিট দশেক আগে প্যানায়িস নিজে পথ দেখিয়ে আন্দ্রিয়া ও ব্রাউনকে ভাইগসের পোড়ো প্রাসাদে

BanglaBook.org

নিয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই তাদের অনেক দূরে চলে যাবার কথা। লৌকিও এখন নিশ্চয় এই গণ্ডোগোলের ত্রিসীমানায় থাকবে না। কারণ তার প্রতি মালোরির নির্দেশ খুব স্পষ্ট। অবশিষ্ট বিস্ফোরকগুলোকে একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখে তাদের দুজনের জন্যে অপেক্ষা করবে লৌকি। মালোরিরা এখানকার কাজ সেরে ফিরে গেলে সে তাদের পথ দেখিয়ে ভাইগসের প্রাসাদে নিয়ে যাবে। কিন্তু এর মধ্যে কোথাও কিছু গোলমাল বাধা বিচিত্র নয়। সম্ভবত পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিকঠাক সব কিছু করা যায়নি। তারা হয়তো মস্ত একটা ফাঁদে আটকে পড়েছে।

আবার ভারী মেশিনগানের আওয়াজ পাওয়া গেল। বেশ দুয়েক রাউণ্ড ফায়ারিং-এর শব্দ এল পরপর। আগের মতোই আবার হঠাৎই থেমে গেল সব কিছু।

'তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিসগুলো ব্যাগের মধ্যে ভরে নাও!' মিলারকে নির্দেশ দিল মালোরি। 'ব্যাগটা আমাদের সঙ্গেই থাকবে। নিশ্চয় কোথাও একটা অশান্তি দেখা দিয়েছে!'

তিরিশ সেকেণ্ডর মধ্যে সমস্তকিছু গুছিয়ে নিল ওরা। তারপর যতটা সম্ভব মাথা হেঁট করে অতি সন্তর্পণে টালির ছাদের ওপর দিয়ে পুরোনো পথে ফিরে চলল। তারা সন্ধেবেলা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে ফিরে আসতে আর মাত্র কয়েক ফুট বাকি, হঠাৎ সামনেই অন্ধকারের মধ্যে একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তিকে নড়ে উঠতে দেখল। ছায়ামূর্তিটি যে লৌকি নয় সেটা তার উচ্চতা দেখেই বোঝা যায়।

মিলার এক মুহূর্তের জন্যেও থমকে দাঁড়াল না। ছায়ামূর্তি কিছু আভাস পাবার আগেই দুটো সবল হাত দিয়ে পেছন থেকে তার গলাটা জোরে টিপে ধরল। মূর্তিটা একবার অস্ফুট শব্দ করল, তারপর অসহায়ভাবে মৃত্যুর দিকেই এগোচ্ছিল কিন্তু পেছন থেকে মালোরি তাকে বাধা দিল।

'ডাস্টি, দাঁড়াও দাঁড়াও! ও প্যানায়িস!'

মিলার যেন শুনতে পেল না সে-কথা, আগের মতোই তার হাতের লম্বা শক্ত আঙুলগুলো ধীরে ধীরে প্যানায়িসের নরম গলার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল।

মালোরি এবার এগিয়ে গিয়ে জোরে জোরে মিলারকে কয়েকবার ধাক্কা দিল। 'মিলার, তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেছো! তাকিয়ে দ্যাখো, ও প্যানায়িস!'

এতক্ষণে মিলার যেন হুশ ফিরে পেল। প্যানায়িসকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। 'দুঃখিত! খুবই দুঃখিত বস্! আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না!'

'আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে কি হবে!' মালোরি প্যানায়িসের দিকে দৃষ্টি দিল। বেচারি তখন তার নিষ্পেষিত গলার ওপর হাত বোলাচ্ছে ব্যাজার মুখে। হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। 'প্যানায়িসের কাছেই তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত!'

'ক্ষমা চাওয়ার পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে।' মিলার বাধা দিয়ে উঠল।' লৌকির কী ঘটেছে সেটাই এখন প্রধান জানার বিষয়।'

BanglaBook.org

মালোরি কয়েক পলক মিলারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কী যেন বলতেও গেল তাকে। অবশেষে কথা না বাড়িয়ে মিলারের প্রশ্নটাই গ্রিক ভাষায় বুঝিয়ে দিল প্যানায়িসকে।

প্যানায়িস হাঁপাতে হাঁপাতে কী যে বলে গেল মিলার বুঝতে পারল না। তবে সেটা যে খুবই গুরুতর কিছু তা সহজেই আঁচ করে নেওয়া যায়। কারণ খবরটা শোনার পর মালোরির মুখ-চোখও শক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁটের ফাঁকে ঘন বিষাদের অভিব্যক্তি। সে যেন নিজেকে আর শক্ত করে ধরে রাখতে পারছে না।

'ব্যাপারটা কি বস্? লৌকির কিছু ঘটেছে? ...'

'হুঁ,' মালোরি কণ্ঠস্বর ভাবালেশহীন। 'ওরা পিছনের গলি দিয়ে কিছুটা এগিয়ে যাবার পর কয়েক জন জার্মান সোলজার ওদের পথ অবরোধ করে। সোলজারদের একজন লৌকির বুকে গুলি চালায়। তারপর আন্দ্রিয়াও সেই সোলজারটাকে ঘায়েল করে লৌকির আহত দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে অন্য পথ দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্রাউনও তার পেছেন পেছন গিয়েছে। প্যানায়িসই কোনও রকমে ফিরে এসেছে এখানে। তবে লৌকির আঘাত খুব গুরুতর। প্রাণে বাঁচে কিনা সন্দেহ।'

শহর ছেড়ে ভাইগসের প্রাসাদে আসার পথে মালোরিদের অন্য কোনও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হল না। বড় রাস্তা ছেড়ে চষা মাঠের ওপর দিয়েই তারা সোজাসুজি অভীষ্ট লক্ষ্যে পা চালাল। ইতিমধ্যে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে মুষল ধারে। এই বর্ষণমুখর রাতে বন্ধুর পাহাড়ি পথ ভেঙে এগিয়ে চলা যে কতটা দুঃসাধ্য সে-কথাও তারা বুঝতে পারছে পদে পদে। অবশেষে খানিকটা দূর থেকেই প্রাসাদপুরীর অবয়বটুকু অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠল আবছা ভাবে।

'আমার আর এক পাও চলার শক্তি নেই বস্।' ক্লান্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করল মিলার। তারা তখন সবে একটা চষা-খেত ভেঙে সরু মেঠো পথে এসে উঠেছে। বাঁ দিকেই একটা জরাজীর্ণ নির্জন কুঁড়েঘর। সেখানে লোকজনও কেউ বাস করে বলে মনে হচ্ছে না। সারা নাভারোন জুড়েই এ ধরনের পরিত্যাক্ত ঘরবাড়ি অনেক পড়ে আছে। 'দু-এক মিনিট এই কুঁড়েঘরের মধ্যে বসে জিরিয়ে নিই। একটা সিগারেটও ধরাতে হবে সেই সঙ্গে।'

মালোরি অবাক দৃষ্টিতে মিলারের মুখের দিকে ফিরে তাকাল। সে নিজেও কিছু কম পরিশ্রান্ত নয়। তবে মিলারের মুখ থেকে এ ধরনের একটা কথা শুনতে পাবে বলে সে আশা করেনি। সহ্যশক্তির একবারে শেষ সীমায় না পৌঁছোলে মিলার নিশ্চয় এমন কথা উচ্চারণ করতে পারত না।

'ঠিক আছে ডাস্টি, তাই চল! এক মিনিট কি দু মিনিটে হয়তো কিছু যাবে আসবে না।' বিমর্ষ কণ্ঠে সায় দিল মালোরি। প্যানায়িসকেও গ্রিক ভাষায় বুঝিয়ে দিল পরিস্থিতিটা। কুঁড়েঘরটার দিকে এগোতে এগোতে নিজের বয়সের জন্যেও আপন মনে অভিযোগ জানাল মিলার।

BanglaBook.org

ঘরটার ভেতরে ঢুকে স্বাভাবিক অভ্যেস বশেই মালোরি একটা ভাঙাচোরা কাঠের তক্তার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরাল আয়েস করে। কিন্তু মিলারের দিকে দৃষ্টি পড়তেই কেমন চমকে উঠল। ওর মধ্যে বসার কোনও লক্ষণ নেই। ঘুরে ঘুরে চারদিকের দেওয়ালগুলোই পরীক্ষা করছে নজর দিয়ে।

'কী ব্যাপার, তুমি একটু বসে জিরিয়ে নিচ্ছ না কেন? সেই উদ্দেশ্যেই তো এখানে এলে?'

'না বস্, আমার আসল অভিপ্রায় তা নয়। ওটা একটা প্রাথমিক কৌশল মাত্র। তোমাকে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবার জন্যেই এখানে নিয়ে এসেছি।'

'আশ্চর্য জিনিস দেখাবে? ...তুমি যে কী সব ধোঁয়াটে কথাবার্তা বলছ...'

মিলারের কণ্ঠে অনুরোধের সুর। 'অযথা আমি তোমার একটুও সময় নষ্ট করছি না। আমার কথায় ভরসা রাখো ক্যাপটেন!'

মিলারের আচর-আচরণে মালোরি রীতিমতো বিস্মিত বোধ করলেও মুখে কোনও প্রতিবাদ জানাল না। কারণ দীর্ঘদেহী মিলারের ওপর তার আস্থা অগাধ। 'ঠিক আছে, যা ভালো বোঝো তাই করো। তবে দোহাই তোমার, বেশি সময় নিও না।'

'ধন্যবাদ বস্!' মিলারের কণ্ঠে উত্তেজনার ছোঁয়া। সে যেন আর নিজেকে ঠিকমতো সংযত রাখতে পারছে না। 'আচ্ছা, এখানে নিশ্চয় দু-একটা বাতি পাওয়া যাবে? তুমিই তো বলেছিলে দ্বীপবাসীরা তাদের ঘরদোর ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবার সময় সেখানে বাতি রেখে দিয়ে যায়। এটাই তো তাদের চিরাচরিত প্রথা, তাই না?'

'কিন্তু এই বাতিও নাকি জ্বালাতে নেই, তা হলে বড় অমঙ্গল ঘটে। এমনই একটা সংস্কার ওদের মধ্যে প্রচলিত আছে।'

'আমি চারদিকে দেখে নিয়েছি বস্। এই ছোট দরজাটা ছাড়া ঘরের কোথাও একটুও ফোকর নেই।'

ইতিমধ্যে টর্চের আলোয় তক্তপোশের তলা থেকে তিনটে মোমবাতি বের করে আনল মালোরি।

'আপাতত একটা বাতি জ্বালাও। বাইরেটা আমি একবার চোখ বুলিয়ে আসি, সেখান থেকে ভেতরের কোনও আলো দ্যাখা যায় কি না।'

বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তেই মালোরি মিলারের সমস্ত নির্দেশ পালন করে চলল। পাঁচ-সাত সেকেন্ড বাদে ফিরে এল মিলার। ধন্যবাদ বস্, বাইরে থেকে কিছু দ্যাখা যাচ্ছে না। তা হলে আরও একটা বাতি জ্বালানো যেতে পারে।'

নির্বিকার চিত্তেই দ্বিতীয় বাতিটা জ্বালিয়ে দিল মালোরি। 'কিন্তু তুমি যে আমায় কী একটা দ্যাখাবে বলেছিলে?'

'হ্যাঁ, এবার সেটা আমি দ্যাখাব?' মিলার পিঠের বোঝাটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। 'হ্যাঁ, আমি একজন গুপ্তচরের সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটিয়ে দেব...একজন বিশ্বাসঘাতক...পৃথিবীর নৃশংসতম খুনে...দু-

BanglaBook.org

মুখো শ্বাপদ…,' মিলারের কণ্ঠস্বরে ঘন শীতল কাঠিন্য, হাতের তালুতে ধরা চকচকে পিস্তলের নলটা স্থির দৃষ্টিতে প্যানায়িসকে লক্ষ করছে। 'এ হচ্ছে সেই জীবন্ত জুডাস বস্—ঈশ্বর-হন্তা জুডাস। …প্যানায়িস তোমার পায়ের ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলো।'

ঘটনার আকস্মিকতায় মালোরি প্রথমে হকচকিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে। 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে মিলার? … তোমার এ সমস্ত কথার অর্থ কী? আর তুমি কাকে কী বলেছ? ও তো এক বর্ণও ইংরিজি বোঝে না!'

'তাই নাকি?' তবে গতকাল রাতে কেসি ব্রাউন যখন গুহার বাইরে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে বলে জানাল তখন ও কী করে বিদ্যুৎবেগে বাইরে বেরিয়ে গেল? তা ছাড়া আজ সকালে তোমার নির্দেশের অর্থ না বুঝতে পারলে কেনই বা ও জঙ্গল ছেড়ে পা বাড়াল সবার আগে? আর দেরি নয় প্যানায়িস, তাড়াতাড়ি তোমার ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলো। মনে রেখো, আমার পিস্তলটা বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরতে জানে না।'

মালোরি তবুও যেন ঠিকমতো বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। প্রতিবাদের সুরে কী একটা বলতেও গেল মিলারকে। কিন্তু তার আগেই প্যানায়িসের দুচোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল তার কণ্ঠস্বর। সে দৃষ্টির মধ্যে হিংস্র কেউটের কুটিল আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে।

ইতিমধ্যে পায়ের ব্যান্ডেজটাও খুলতে শুরু করেছে প্যানায়িস। কিন্তু তার অপলক দৃষ্টি একবারও মিলারের মুখ থেকে নড়েনি। মালোরিও এবার অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল, ব্যান্ডেজের নীচে ক্ষতের কোনও আভাস পর্যন্ত নেই।

'এ সমস্ত কী ব্যাপার মিলার?' মালোরির বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যেন তার চোখের সামনে ধীরে ধীরে দুলতে শুরু করেছে। 'অযথা ব্যান্ডজই বা বাঁধতে গেল কীসের জন্যে?'

'তার অনেক কারণ আছে বস্। ভাঙা পায়ের সুবিধেও আছে অনেক। আমরা যখন রাইফেল নিয়ে ওই পাহাড়ি যোদ্ধাদের প্রতিহত করছিলাম, ও তখন আহত হবার ভান করে গুহার মধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিল। সেই সময়েই খুব সম্ভবত ও আমার ব্যাগ খুলে কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোনও গোপন চিঠিও ও তখন লিখে রেখে এসেছিল। সেই চিঠিতেই আমাদের গন্তব্য পথের নির্দেশ দেওয়া ছিল। তা ছাড়া শেষকালে সুড়ঙ্গের মধ্যে ও যে একলা থাকার জেদ ধরেছিল তার উদ্দেশ্যও এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আমরা ঠিক কোন সুড়ঙ্গ ধরে এগোচ্ছি সে খবরটাই ও জার্মানদের জানিয়ে দিতে চেয়েছিল। এর ফলে আরও একটা সুবিধে আছে। বিপদে পড়লে ভাঙা পায়ের দোহাই দিয়ে ও অনায়াসে পিছিয়ে পড়তে পারবে'।

'কিন্তু প্রথম সন্দেহই বা তুমি করলে কীভাবে?'

'তারজিগের একটা কথায়। তারজিগ বলেছিল কোস্টাস্কের পাদদেশে ঘুরে বেড়াবার সময়েও ও নাকি জুনিপারের গন্ধ পায়। কিন্তু কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে পরে আমি তা বুঝতে পারি। কারণ বাতাসটা তখন উলটো দিকে বইছিল। সেজন্যে ওর পক্ষে জুনিপারের

BanglaBook.org

গন্ধ পাওয়া সম্ভব নয়। তখনই মনে হল, তা হলে নিশ্চয় কেউ ওকে খবরটা দিয়েছে। মার্গারিথা থেকে ফেরার পথে ও যে দু-একজন দেশীয় লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিল সে-কথা তো তোমাকে আগেই বলেছি। ওরাও নিশ্চয় জার্মান গুপ্তচর। এবং প্যানায়িস ওদের কাছে আমাদের সংবাদ দিয়ে এসেছিল।'

'তাও না হয় বোঝা গেল। কিন্তু ও যে নিজে হাতে অনেক জার্মান মেরেছে সে খবরটা তো মিথ্যে নয়? লৌকিই তার সাক্ষী।'

'নিরীহ মানুষ মারতে একবারও ওর হাত কাঁপে না। ও যে জার্মানদের ঘৃণা করে, অন্যের কাছে এই মিথ্যেটা প্রতিপন্ন করার জন্যেই ওর পক্ষে এই কাজটা একান্ত অপরিহার্য ছিল। আর তা ছাড়া দোষটা অনায়াসে লৌকির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়। আর একটা জিনিস প্যানায়িস খুব ভালো করেই জানে। সেটা হচ্ছে কাঁচের প্রতিফলনের সাহায্যে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সেইজন্যেই ওই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যেও জার্মানরা আমাদের উপস্থিতির হদিশ পেয়েছিল। কিছু আগে আমরা যখন ওর দ্যাখা পেলাম তখন ও বোধহয় টর্চের আলো ফেলে অন্য কাউকে ইশারা করছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর পকেটে একটা সরু টর্চও পাওয়া যাবে। ক্রিট দ্বীপেও ও নিশ্চয় এই কাজই করত। কোনও রকমে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় জার্মানরা ওকে রাতারাতি এখানে পাঠিয়ে দেয়।'

প্যানায়িস এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। ওর দৃষ্টির মধ্যে থেকে হিংস্র শীতল ছায়াটাও মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়নি। মিলারের পিস্তলের গুলি যখন ওর ফুসফুসটা ফুটো করে দিল তখনও ও একইভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

❖ ❖ ❖

স্যাঁতসেতে অন্ধকার কারাগারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল তিনজনে। আন্দ্রিয়া, ব্রাউন এবং লৌকি। প্রাণপণে চেষ্টা করেও কেউই তাদের পায়ের বাঁধন বিন্দুমাত্র আলগা করতে পারেনি। তার ওপর দড়িগুলো ভিজে থাকার ফলে জোর করে টানাহ্যাঁচড়া করতে গেলে মাংসের ভেতর কেটে বসে যাচ্ছে।

সেই তীব্র যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্যেই আন্দ্রিয়ার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান হাসির আভাস ফুটে উঠল। এক দিনের মধ্যেই দু-দুবার জার্মানদের হাতে ধরা পড়ল তারা। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ধরা পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তারা তাদের আগামী বিপদ সম্পর্কে সামান্য একটু আভাস পর্যন্ত পায়নি। তাদের সমস্ত নাড়িনক্ষত্রের হদিশ যেন শত্রুপক্ষের নিশ্চিত ভাবে জানা। মাত্র তার কয়েক সেকেন্ড আগে কেসি ব্রাউন কায়রোর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ শেষ করেছে। তারপরই সদল বলে তারা ধরা পড়ল। ধরা পড়ার পর প্যানায়িসের সঙ্গে জার্মান দলপতির হাসিখুশি দৃষ্টিবিনিময়ও সন্দিগ্ধ চিত্তে লক্ষ করেছিল আন্দ্রিয়া। কিন্তু তখন আর কোনও কিছু করার নেই। তার ওপর মালোরি এবং মিলারও যে তাদের কোনও খোঁজখবর পাবে না, সে বিষয়েও আন্দ্রিয়া প্রায়

BanglaBook.org

নিঃসন্দেহ। তবে যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ পরাজয়ের ভাবনাকে বুকের মধ্যে স্থান দেওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ।

ইতিমধ্যে বাইরের করিডরে কাদের যেন অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সাময়িকভাবে অন্য কোনও উদ্যম থেকে নিরত হয়ে নিঃসাড়ে পড়ে রইল তিনজনে। কেউ যেন চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলল বন্ধ দরজার। ধীরে ধীরে ঈষৎ ফাঁক হল দরজাটা। কয়েক মুহূর্ত সব কিছু নীরব নিস্তব্ধ। তারপর অন্ধকারের মধ্যে থেকেই কে যেন একজনকে চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'বস্, ভেতরে কি কেউ আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে?'

ব্রাউনের হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠলো সজোরে। গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল নিজের অজান্তে। ইতিমধ্যে মালোরির হাতে ধরা টর্চটা জ্বলে উঠেছে। মিলারের কণ্ঠেও অনাবিল আনন্দের অভিব্যক্তি। দ্রুত এগিয়ে এসে ও প্রত্যেকের হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

'তোমাদের সঙ্গে যে আবার দ্যাখা হবে ভাবতে পারিনি!' শান্ত গলায় মন্তব্য করল আন্দ্রিয়া। 'কিন্তু এখানে তোমরা এসে পৌঁছোলে কী উপায়ে? দেখে মনে হচ্ছে তেমন একটা ঝুটঝামেলাও পোহাতে হয়নি!'

'হ্যাঁ, এর জন্য ডাস্টিকে ধন্যবাদ। কিন্তু সে সমস্ত আলোচনার এখন সময় নয়। আমাদের খুব তাড়াতাড়িই এখান থেকে সরে পড়তে হবে।'

'প্যানায়িস এখন কোথায়?' জানতে চাইল লৌকি।

'প্যানায়িস?' অবহেলা ভরে মিলার হাত নাড়ল। 'ওর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেইজন্যেই ওকে আমরা পেছনে রেখে এসেছি।'

'এখানকার সিপাই-সান্ত্রিরাই বা কোথায় গেছে?' প্রশ্ন করল ব্রাউন।

'সবাই এখন আমাদের খোঁজে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্যানায়িস যে এখনও কেন আমাদের খবর এনে দিচ্ছে না, আর সে নিজেই বা কোথায় হাওয়া হয়ে গেল—এই কথা ভেবেই ওরা অবাক হয়ে যাচ্ছে। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা ওরা করবে না। একটা কিছু সন্দেহ জাগলেই সদলবলে এখানে ছুটে আসবে। যে দুজন মাত্র সিপাই পাহারায় ছিল বাধ্য হয়েই শেষ করে দিতে হয়েছে তাদের। এখন আর দেরি নয়, যত শিগগির সম্ভব আমাদের এখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়তে হবে।'

'কিন্তু স্যার, কায়রো থেকে পাঠানো সংবাদটাও আপনার জেনে রাখা দরকার। বিষয়টা খুবই জরুরি।'

'পরে কেসি, এখন এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা চলে না।'

'খুবই জরুরি খবর স্যার। আপনার জেনে রাখা একান্তই প্রয়োজন।'

কেসির ব্যাগ্রতায় থমকে দাঁড়াল মালোরি। 'মনে হচ্ছে খুব গুরুতর কিছু একটা বলবে! তা হলে বল, সেটাই আগে শোনা যাক।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ স্যার, ক্যাপটেন জেনসন আমাদের অগ্রগতির প্রশংসা করার পর বললেন, তিনি নাকি মস্ত একটা ভুল খবর শুনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আগামীকাল সকালেই জার্মান খেরোস অবরোধ করবে। তাঁর হাতে আর একটুও সময় নেই। খেরোস থেকে আমাদের সেনাদের উদ্ধার করে আনার জন্যে তিনি আজ রাতেই ডেস্ট্রায়ার পাঠিয়ে দিচ্ছেন। চার ঘণ্টার মধ্যেই সেটা সেন্ট মিডোস-এর ওপর দিয়ে অগ্রসর হবে।'

'আজ মধ্যরাত্রে!' মালোরি যেন নিজের কান দুটোকে ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারছে না। 'হায় ভগবান! চার ঘণ্টা···মাত্র চার ঘণ্টা শুধু বাকি আছে!'

বুধবার

রাত আটটা থেকে সওয়া ন'টা

রেডিয়াম দেওয়া রিস্টওয়াচের ডায়ালে চোখ রাখল মালোরি। এখন ঠিক সাড়ে আটটা। সান্ধ্যআইন শুরু হতে আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি। মালোরি যতটা সম্ভব টালির ছাদের বুকের ওপর মিশিয়ে রাখতে চাইল নিজেকে। দুর্গের বিশাল পাঁচিলটা থেকে এখন তার দূরত্ব খুবই যৎসামান্য। পাঁচিলের ওপর থেকে জ্বলন্ত টর্চ হাতে যে কোনও প্রহরীই তাদের অনধিকার উপস্থিতির কথা অনায়াসে জেনে ফেলতে পারে। এবং তার অর্থই হবে দুঃসাধ্য প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিসমাপ্তি। প্রাচীরের ভেতর দিকে, মাথা থেকে ঠিক চার ফুট নীচ দিয়ে একটা ঘোরানো সংকীর্ণ কার্নিশ চলে গেছে। সেই কার্নিশের ওপরে দাঁড়িয়েই পাহারা দেয় প্রহরীরা। মালোরির ঠিক পেছনেই ডাস্টি মিলার। মিলারের ডান হাতে একটা মিলিটারি ট্রাকের ভারী ব্যাটারি ধরা আছে। তারা দুজনেই এখন অসহায়ভাবে ভাগ্যের হাতে সমর্পিত। যে কেউ চোখের পলকে ধরে ফেলতে পারে তাদের। দু-একটা ছাদের পেছনে কেসি এবং লৌকির পাশাপাশি থাকাই বোধহয় উচিত ছিল। কেসি এখন একটা লম্বা শক্ত দড়িতে আধ হাত অন্তর গিঁট দিচ্ছে ব্যস্তভাবে, যাতে সেই দড়ি বেয়ে সহজে ওঠা-নামা করা যায়। লৌকি একটা লম্বা বাঁশের ডগায় তারের আঙটা লাগাচ্ছে। কিছু আগে শহরের প্রান্ত দিয়ে আসার সময় তিনটে মিলিটারি ট্রাককে দূর থেকে আসতে দেখে দৌড়ে গিয়ে একটা বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তারা। ট্রাক তিনটে তীব্র বেগে ভাইগাসের জীর্ণ প্রাসাদের দিকেই ছুটে গেল। বাঁশের জঙ্গল থেকে বেরোবার সময় লম্বা বাঁশও তারা ভেঙে নিয়েছিল।

আবার মালোরি ঘড়ির দিকে চোখ ফেরাল। আটটা বেজে বত্রিশ। কেন যে আন্দ্রিয়া এত দেরি করছে! মনে মনে বিরক্ত হল মালোরি। পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। আন্দ্রিয়া বাজে সময় নষ্ট করবে না। এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ··· দ্রুততা। কিন্তু সেই

BanglaBook.org

জন্য তাড়াহুড়ো করতে গেলে বিপদ অনিবার্য। তবে যতদূর মনে হয় নীচে অফিসারদের কোয়ার্টারে এখন কোনও জনপ্রাণীর টিকি দেখা যাবে না। কারণ এই মুহূর্তে তারা প্রত্যেকে ভাইগসের আশেপাশের অঞ্চলে এই ক্ষুদ্র দলটার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য তারা যদি সামান্য একটু শব্দ করে তা হলে দুর্গরক্ষীরা নিশ্চয় তাদের দেখে ফেলবে।

মিলারের হাতে যে ট্রাকের ভারী ব্যাটারিটা ধরা আছে সেটাও তাদের চুরি করে আনতে হয়েছে। এবং সে-ব্যাপারেও তাদের কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। প্যানায়িস তাদের আর বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারুক বা না-পারুক, বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রগুলো সমস্ত অকেজো করে দিয়ে গেছে। সেই কারণে সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে মিলারের একটা ব্যাটারির জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়ল। জিনিসটা এমনভাবে সংগ্রহ করতে হবে যাতে শত্রুপক্ষ সে-বিষয়ে কিছু জানতে না পারে। কারণ একটা ব্যাটারি চুরির খবর ধরা পড়লে তার সম্ভাব্য কার্যকারিতাটুকুও আঁচ করে নিতে বিশেষ অসুবিধে হবার কথা নয়। তবে আন্দ্রিয়াই সুচারুরূপে সম্পন্ন করল কাজটা। অপেক্ষমান একটা ট্রাক থেকে ভারী ব্যাটারিটা খুলে নেবার পর গাড়িটাকে এমন ভাবে গভীর খাদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল যে তার আর সামান্য একটু চিহ্নও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

মালোরির মনে হল মিলার যেন তার পা ধরে মৃদু নাড়া দিচ্ছে। ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে তাকাল মালোরি। এবার আন্দ্রিয়াকেও তার নজরে পড়ল। নীচের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বিশালদেহী আন্দ্রিয়া তাকে ইশারা করছে। মিলারের ঠিক পেছনে লৌকি এবং ব্রাউনও এসে জড়ো হয়েছে ইতিমধ্যে। নড়বড়ে মইয়ের মতো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তারা একে একে নীচে নেমে এল।

'তুমি ভালো করে সমস্ত কোয়ার্টারটা দেখে নিয়েছ তো?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল মালোরি।

'হ্যাঁ ক্যাপটেন,' আন্দ্রিয়া হাসিমুখে জবাব দিল। 'সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্যে দু-বার আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি।'

'ভালো···ভালো!' মালোরির চোখের কোণে কৌতুকের ছটা। 'ওরা যখন আমাদের খোঁজে সারা শহর তোলপাড় করে ফেলছে তখন আমরা ওদের ঝুলবারান্দায় বসেই হাওয়া খাচ্ছি!'

মালোরি এবার দ্রুতপায়ে সামনের বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরের দিকে মুখ বাড়াতেই তার সারা শরীরটা কেঁপে উঠল ঠকঠক করে। আজ ঠাণ্ডাটা খুবই প্রচণ্ড পড়েছে। বৃষ্টিও শুরু হয়েছে মুষল ধারে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা একেবারে হাড়ের ভেতরে গিয়ে বিঁধছে। মাথাটা সরিয়ে নিল মালোরি। বারান্দার রেলিংটা নেড়ে দেখল হাত দিয়ে। 'এই রেলিংগুলো কি খুব মজবুত বলে মনে হচ্ছে?' উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রশ্ন করল আন্দ্রিয়াকে।

'আমি ঠিক বলতে পারি না ক্যাপটেন।' আন্দ্রিয়া জবাব দিল। 'তবে আশা করছি খুব মজবুতই হবে।'.

BanglaBook.org

'আমিও তাই মনে করি।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল মালোরি। 'যদিও তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা মজবুত বলে ধরে নিয়েই কাজে এগোব।' আবার মালোরি ঝুঁকে পড়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখল। প্রচণ্ড ধারাবর্ষণের মধ্যেই চল্লিশ ফুট নীচে অভিশপ্ত গুহার মুখটা অস্পষ্টভাবে নজর পড়ছে। ওই গুহার অভ্যন্তরেই যমদূতের মতো দুটো বিরাট কামান অতন্দ্র চোখে নজর রাখছে সমুদ্রের ওপর।

পেছন ফিরে ব্রাউনকেও দেখতে পেল মালোরি। হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। 'তুমি নীচে সদর দরজার কাছে অপেক্ষা কর কেসি। যদি কোনও অতিথি আসে, বাধা দিও না।'

'ফায়ার করতে নিষেধ করছেন, এই তো? নিঃশব্দে কাজ হাঁসিল করতে পারলে আমার তেমন কোনও আপত্তি নেই।'

মালোরি মৃদু হাসল। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ।' ব্রাউন বিদায় নেবার পর আন্দ্রিয়ার দিকে ফিরে তাকাল মালোরি। 'ন'টা বাজতে মাত্র তেইশ মিনিট বাকি। সময়টা ভুলে যেও না আন্দ্রিয়া!'

'না, ক্যাপটেন। আমার ঠিক মনে থাকবে।'

'তা হলে শুভ বিদায়।' মালোরি ফিসফিস করল। তারপর মিলারকে উদ্দেশ করে বলল, 'চলো ডাস্টি, এবার আমাদের খেলা শুরু করা যাক!'

❖ ❖ ❖

পাঁচ মিনিট বাদে একটা অপরিসর শুঁড়িখানায় বসে থাকতে দেখা গেল দুজনকে। টিমটিমে দুটো আলো জ্বলছে শুঁড়িখানার ভেতর। সেইজন্যে অস্পষ্ট ঝাপসা দেখাচ্ছে সবকিছু। মালোরিদের পক্ষে তাতে সুবিধেই হয়েছে যথেষ্ট। কারণ যদিও তারা স্থানীয় দ্বীপবাসীদের মতোই পোশাক পরিচ্ছদ পরে আছে, তবে চড়া আলোয় এ ভাঁওতা বেশিক্ষণ টিকতো কিনা সন্দেহ। লৌকিও তাদের জন্য এই সমস্ত পোশাক পরিচ্ছদ জোগাড় করে এনেছে। কীভাবে যে ও সব কিছুর বন্দোবস্ত করে, সেটাই ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার!

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও জনা দশেক খদ্দের বসে আছে সেখানে। সকলেই এ শহরের স্থানীয় অধিবাসী। চারজন জার্মান সোলজারও একটা টেবিলে বসে জটলা করছে। সেই-জন্যেই এই অন্ধকার পরিবেশটা মালোরির এত পছন্দ। তবে ওই চারজনের চেহারা দেখে মনে হয় ভয় পাবার কিছু নেই। তারা দুজনেই অনায়াসে ওই চারজনকে কবজা করতে পারবে। লৌকির ধারণা ওরা কেউ লড়িয়ে সোলজার নয়। সম্ভবত হেড অফিসের কর্মচারী। তবুও অনাবশ্যক ওদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলার একটুও বাসনা তার নেই।

স্থানীয় কোম্পানির তৈরি একটা চড়া সিগারেট ধরাল মিলার। তার উগ্র গন্ধ নাকে

BanglaBook.org

এসে আঘাত করে।

'তোমার সিগারেটটা না নেভালে আমার তো বমি উঠে আসবে।' শান্তকণ্ঠে মন্তব্য করল মালোরি।

'কিন্তু বস্, এতেই তুমি কাহিল হয়ে পড়লে? আমি যেন আশেপাশে হাশিশের গন্ধ পাচ্ছি!'

'হ্যাঁ, আমার নাকেও তার সুবাস এসে লেগেছে।' মালোরি কোণের দিকে ম্যান্ডোলিন হাতে এক স্থানীয় যুবকের দিকে ইঙ্গিত করল। বাজাতে বাজাতে মৃদু সুরে গান গাইছে যুবকটি। সমবয়স্ক আরও কয়েকজন চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে। তারা সবাই তাল দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। 'হাশিশই ধ্বংস করে দিল দ্বীপটাকে। তবে ওদের গানবাজনাই আমাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছে। ওরা থেমে গেলে আমদেরও চুপচাপ বসে থাকতে হত।'

'কিন্তু সেটাই যেন ভালো ছিল আরও!' বিমর্ষ চিত্তে ব্যক্ত করল মিলার। 'আমি এখন চুপ করে থাকতে পারলেই বেঁচে যেতাম!' মিলার এক নিশ্বাসে অবশিষ্ট পানীয়টুকু শেষ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল গেলাশটা। হাতে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটটাও মাটিতে ফেলে পিষতে লাগল বুটের ডগা দিয়ে।

মালোরি এক পলক মিলারের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর অন্য দিকে চোখ ফেরাল। মিলারের বর্তমান মানসিক অবস্থাটা সে এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে। তার নিজের মনের অবস্থাও এখন একই রকম। উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী। আগামী কয়েক মুহূর্তের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছে ওদের সমগ্র ভবিষ্যৎ। এইজন্যেই এতদিন ধরে এই অনলস দুঃসাধ্য প্রস্তুতি! খোরোস-এ বারোশো সৈনিকদের ভাগ্যে কী ঘটবে—অ্যান্ডি স্টিভেন্সের মৃত্যুকে তারা কোনও চিরস্থায়ী গৌরবে ভরিয়ে তুলতে পারবে কি না, সমস্ত কিছুই আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আড়চোখে মালোরি আবার মিলারের দিকে ফিরে তাকাল। মিলারের আচার-আচরণেও একটা ভীতচকিত ভাব। চোখের কোলটাও যেন বসে গেছে খানিকটা। ঠোঁট দুটো ঘন সন্নিবদ্ধ। মুখের রংটাও ঈষৎ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে এখন। সমগ্র অবয়বের মধ্যেই ক্লান্তির মলিন ছায়া। সমস্ত কিছুই খুঁটিয়ে লক্ষ করল মালোরি। তবে বিশেষ কোনও গুরুত্ব দিল না তার ওপর। কারণ সারা দক্ষিণ ইউরোপে বিস্ফোরকের ব্যবহারে মিলারের মতো দক্ষ আর কেউ নেই। অনেক বিচারবিবেচনা করেই তাকে নির্বাচিত করেছেন জেনসন। সুদূর আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ও কেবল এইজন্যেই তাদের সঙ্গী হয়ে এসেছে। আজকের এই রাতটা সম্পূর্ণভাবে মিলারেরই।

মালোরি আবার তার রিস্টওয়াচের দিকে নিজর দিল। সান্ধ্য আইন চালু হতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। 'ঠিক চার মিনিট বাদেই আমাদের অভিযান শুরু হবে।' মৃদু কণ্ঠে জানিয়ে দিল মিলারকে।

BanglaBook.org

মিলার শুধু মাথা নাড়ল। মুখে কোনও মন্তব্য করার প্রয়োজন অনুভব করল না। টেবিলের ওপর থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে নতুন করে মদ ঢালল গেলাশে। একটা সিগারেটও ধরিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে। মিলারের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এখন উত্তেজনার ঝাঁজালো মাদক ছড়িয়ে পড়ছে। শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে অধীর-ভাবে। কেসি ব্রাউন ঠিকমতো তার কর্তব্যটুকু পালন করতে পেরেছে কি না সে-কথাও একবার চিন্তা করল মালোরি। কারণ ব্রাউনের দায়িত্বও কম নয়, এবং তার গুরুত্বও অপরিসীম।

মিলার এবার মালোরির মুখের দিকে ফিরে তাকাল। তার ঠোঁটের ফাঁকে এখন এক অদ্ভুত ধরনের বক্র হাসির আভাস। এই দীর্ঘদেহী আমেরিকান যে তার বিশিষ্ট গুণগুলো ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছে সে সত্যটা মালোরি মনে মনে অনুভব করল।

পুনরায় ঘড়ির কাঁটায় চোখ রাখল মালোরি। কী অদ্ভুত মন্থর গতিতেই না গড়িয়ে চলেছে আজকের রাতটা! অবশেষে পানপাত্র নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়াল। মিলারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মালোরি এবার এগিয়ে গেল। অন্য সকলকেও বিদায় অভিবাদন জানাল হাত নেড়ে। কিন্তু দরজার ঠিক মুখ বরাবর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল ব্যস্তভাবে। তারপর আবার ধীরে ধীরে নিজের টেবিলের দিকে ফিরে এল। এখনও তার ডান হাতটা প্যান্টের পকেটের মধ্যেই ঢোকানো। ডাস্টি মিলারও ইতিমধ্যে তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'কেউ নড়বে না, চেঁচামেচি করলেও ফল ভলো হবে না,' স্পষ্ট জার্মান ভাষায় নির্দেশ দিল মালোরি! তার হাতে-ধরা ছোটখাটো কোল্টটাও নেচে উঠল বার কয়েক। মিলারের মুঠোর মধ্যে এখন একটা সাইলেন্সার লাগানো স্বয়ংক্রিয় পিস্তল শোভা পাচ্ছে। 'আমরা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছি!' মালোরি কঠিন সুরে সমঝে দিতে চেষ্টা করল সকলকে। 'সামান্য একটু বেচাল দেখলেই গুলি চালাতে দ্বিধা করব না।'

পুরো তিন সেকেন্ড সোলজাররা কেউ একটাও কথা বলল না। তাদের চোখের দৃষ্টি ভাবলেশহীন। সারা মুখে শঙ্কার পাণ্ডুর ছায়া। পরিস্থিতিটা যেন তাদের সম্পূর্ণ মগজে ঢুকছে না। তারপরই কাউন্টারের পাশে বসে থাকা জার্মানটা ঈষৎ নড়ে উঠল। নিজের পকেটেও হাত ঢোকাতে গেল একবার। পরক্ষণেই যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল তার মুখ। মিলারের পিস্তলের পয়েন্ট থার্টিটু বুলেট ওর বাহুর মাংসপেশি ভেদ করে চলে গেছে। শার্টের হাতাটাও লাল হয়ে উঠল তাজা রক্তে।

'খুবই দুঃখিত বস্,' মিলার ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'কিন্তু ওর মধ্যে কেমন একটা চনমনে ভাব লক্ষ করলাম!'

মালোরি মিলারের কথায় কান দিল না। সোজাসুজি শুঁড়িখানার মালিকের দিকে ফিরে তাকাল। 'এই জার্মানরা কি গ্রিক ভাষা বোঝে?'

গোবেচারি চেহারার গোলগাল মুখের লোকট হতবাক ভঙ্গিতে মৃদুমন্দ মাথা নাড়ল।

BanglaBook.org

তবে শুঁড়িখানায় শান্তির চেয়ে অশান্তি উপদ্রবই বেশি। সেইজন্যে পরিস্থিতিটা বুঝে নিল সহজে। 'না ... না, শুধু ইংরিজিটা অল্পস্বল্প বুঝতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশি ভাষা একবারেই জানে না।'

'ভালো,' গ্রিক ভাষাতেই কথা বলছিল মালোরি, 'আমি বৃটিশ গোয়েন্দা দফতরের একজন অফিসার। এই চারজনকে সাময়িকভাবে লুকিয়ে রাখার জন্যে তোমার এখানে কি কোনও জায়গা আছে?'

'কিন্তু মশাই তার ফলে আমিই যে অবশেষে মারা পড়ব!' মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল শুঁড়ি মালিক। 'ওরা আমাকে মেরেই ফেলবে শেষ পর্যন্ত!'

'না, তোমার কিছু ভয়ের কারণ নেই।' মালোরি রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরেই তার দিকে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। তাকে যে ভয় দেখানো হচ্ছে, সকলে বিশ্বাস করল সে-কথা। তারপর লোকটার চর্বি লাগানো গালের ওপর আলগা ঘুসি মারল। পড়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল সে। তার হাত-পাও বেঁধে দিল মালোরি। ব্যাপার-স্যাপার দেখে স্থানীয় অধিবাসীরাও পেছনের দরজা দিয়ে সরে পড়েছে একে একে। সান্ধ্যআইন শুরু হতে আর বিশেষ দেরি নেই।

শুঁড়িখানার ভেতরেই একটা অন্ধকার ছোট খুপরির মধ্যে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হল চারজন বন্দিকে। তাদের সামরিক ইউনিফর্মগুলোও সযত্নে খুলে নেওয়া হল গা থেকে। প্রত্যেকের চোখে-মুখে রাগের ঝাঁজ ফুটে উঠলেও দুটো উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বিশেষ একটা বাধা দেবার চেষ্টা করেনি কেউ।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মিলার এবং মালোরি জার্মানদের সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে শুঁড়িখানার বন্ধ দরজা খুলে সাবধানে বাইরের অন্ধকারে উঁকি দিল। রাস্তায় এখন একটাও জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির বেগও ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়েই এবার পাশাপাশি হেঁটে চলল দুজনে। ঠিক যেন ভয়-ভাবনাহীন দুজন জার্মান সোলজার। আশেপাশের কোনও কিছুর দিকেই তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। সন্ধেবেলা যে পোড়োবাড়ির মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছিল তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময়েও কেউ একবার চোখ তুলে তাকাল না। এমনকী লৌকি যখন জরাজীর্ণ দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে জার্মান সেনাবাহিনীর লেবেল-আঁটা দুটো ক্যাম্বিসের ঝোলা তাদের দিকে নিঃশব্দে বাড়িয়ে ধরল তখনও তারা থেমে দাঁড়ায়নি এক মুহূর্ত। ঝোলা দুটোর মধ্যে দড়ি, বৈদুতিক তার, আর নানা বিস্ফোরক জিনিসপত্র ভরা আছে।

সবে তারা দুর্গের বিশাল গেটটার মুখ বরাবর এসে পৌঁছেছে, হঠাৎ সেখান থেকে তিন-চারশো গজ পেছনে দু-একটা গ্রেনেড ফাটার আওয়াজ হল। হাতবোমা এবং মেশিনগানের খট খট শব্দও শোনা গেল একসঙ্গে। মনে মনে আশ্বস্ত হল মালোরি। আন্দ্রিয়া তা হলে ঠিক সময় বুঝেই তার কাজ শুরু করেছে।

BanglaBook.org

দুজনে এবার দুর্গের দিকে দৌড়তে শুরু করল। জার্মান রক্ষীদের মধ্যে একটা বিহ্বল হতচকিত ভাব। 'তোমরা এখনও সবাই এখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছ?' ছুটতে ছুটতে রক্ষীদের উদ্দেশ করে পরিষ্কার জার্মান ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল মালোরি। 'ওই শয়তান ইংরেজদের দলটা একটা বাড়ির মধ্যে আটকে পড়েছে। কয়েকটা মর্টারের প্রয়োজনে আমাদের ফিরে আসতে হল। তোমরা আর দেরি কোরো না, ছুটে গিয়ে আমাদের সোলজারদের পাশে দাঁড়াও।'

'কিন্তু আমরা চলে গেলে গেটে পাহারা দেবে কারা?' মৃদু প্রতিবাদ জানাতে চাইল প্রহরীরা। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যে মালোরিদের তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। তবে কিছু দূরে যে একটা বড় রকম গণ্ডগোল শুরু হয়েছে এ বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ নেই।

'বোকা ভূত কোথাকার!' আবার চেঁচিয়ে উঠল মালোরি। 'এখানে পাহারা দেওয়াটাই এখন বড় কথা নয়। কিন্তু ওই শয়তান ইংরেজগুলোকে ধরতে না পারলে এই সমস্ত দ্বীপই রাশিয়ানদের হাতে চলে যাবে!'

মালোরিকে আর বেশি কিছু বলতে হল না। তার আগেই প্রহরীরা দলবেঁধে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। অবশেষে দুঃসাধ্য প্রচেষ্টার পর দুর্গের মধ্যে পা বাড়াবার সুযোগ মিলল তাদের।

❖ ❖ ❖

দুর্গের মধ্যে সর্বত্রই এখন এক এলোমেলো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। কেউ চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে, কেউ ফুঁ দিচ্ছে হুইস্‌ল-এ। চত্বরের একদিকে পাহাড়ি সৈন্যের দলটাও দাঁড়িয়ে আছে ব্যস্ত পায়ে। প্রত্যেকের মধ্যেই এখন একটা ত্রস্ত সচকিত ভাব। মস্ত একটা সাড়া পড়ে গেছে দুর্গের অভ্যন্তরে। তার মধ্যে দিয়েই ছুটতে ছুটতে এগিয়ে চলল দুজনে। যদিও তাদের ছোটার মধ্যে খুব একটা গতি ছিল না। কিন্তু এই ব্যস্তসমস্ত পরিবেশের মাঝখানে শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চললে স্বভাবতই অন্যের মনে সন্দেহ জাগাতে পারে।

ডান দিকে দুটো মিলিটারি ব্যারাকও পেরিয়ে গেল তারা। বাঁ দিকে পড়ল পাওয়ার হাউস। আরও কিছুটা সামনে অ্যাসবেস্টসের শেড দেওয়া লম্বা আকারের গ্যারেজ। সব কিছু তারা অন্ধকারের মধ্যে একে একে অতিক্রম করে এল। এবারে তারা ক্রমশ উঁচুর দিকে উঠছে। কিন্তু মালোরি তার প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে যেন সবিশেষ পরিচিত। মঁসিয়ে ভ্লাকোস দুর্গের অভ্যন্তরের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন সমস্তই তার ছবির মতো মনে পড়ছে। তাদের ঠিক সামনেই ভুঁইফোঁড়ের মতো আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে জল সংরক্ষণের বিশাল ট্যাংক। প্যানায়িসের বিশ্বাস ওতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ গ্যালনের মতো জল ধরে। ঠিক তার নীচেই দুর্গের বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার। প্রয়োজন হলে সমস্ত ভাণ্ডারটাই জলের তোড়ে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে।

BanglaBook.org

এখন তারা অফিসারের কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দোতলায় দুর্গের প্রধান অধ্যক্ষের বিরাট ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের বাঁ দিকে কংক্রিটের তৈরি কন্ট্রোল টাওয়ার। এখান থেকেই নাভারোনের অভিশপ্ত কামান দুটো পরিচালিত হয়।

অফিসারদের কোয়ার্টারেও কোনও জনপ্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেল না। কোয়ার্টার পেরিয়ে সরু প্যাসেজের মুখেই স্টিলের ফ্রেমে আঁটা বিরাট কী-বোর্ড। কী-বোর্ডের ছোকরা প্রহরীটা টুলের ওপর বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, দূর থেকে দুজনকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার রাইফেলের নলটা মালোরির বুকের দিকেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'অত বাহাদুরিতে কাজ নেই, গর্ধভ কোথাকার!' প্রহরীটিকে ধমকে উঠল মালোরি। 'তোমার এই বিদঘুটে বন্দুকটা নামিয়ে রেখে দুর্গাধ্যক্ষ কোথায় আছেন সেই প্রশ্নের জবাব দাও। তাড়াতাড়ি বল! আমাদের এক মুহূর্তও সময় নেই।'

'দুর্গাধ্যক্ষ...দুর্গাধ্যক্ষ...?' প্রহরীটি রাইফেল নামিয়ে তোতলাতে শুরু করল। 'কিন্তু তারা তো সবাই ব্যস্তভাবে বাইরের দিকে চলে গেলেন। বোধহয় দু মিনিটও হয়নি। এখানে এখন কেউ নেই।'

'কী বললে, কেউ-ই নেই?' মালোরির কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

'হ্যাঁ স্যার, আমিই ঠিকই বলেছি! ...'

'তবে ও কে?' প্রহরীটির কাঁধের পাশ দিয়ে পিছন দিকে ইঙ্গিত করল মালোরি।

প্রহরীটিরও সেদিকে না তাকিয়ে কোনও উপায় ছিল না। পলকের মধ্যেই মালোরির ডান হাতের প্রচণ্ড একটা ঘুসি তার বা কানের ওপর এসে পড়ল। হতবাক প্রহরী জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার অগেই মালোরি আর একটা ঘুসিতে কী-বোর্ডের সামনের পুরু কাঁচটাও গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আলাদা আলাদা রিং-এ আটকানো গোটা বারো চাবি ঝুলছিল সেখানে। সবগুলোই মালোরি তার পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল।

হতভাগ্য প্রহরীর হাত-পা-মুখ বেঁধে তাকে একটা অন্ধকার কোণের দিকে টেনে নিয়ে যেতে বিশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগল না। আর একটা মাত্র বাধা তাদের অতিক্রম করতে হবে, সামনের দিকে এগোতে এগোতে চিন্তা করল মালোরি। এটাই শেষ। তবে সেখানে কতজন সোলজারের সমাবেশ ঘটবে সে-সম্পর্কে তার এখনও স্পষ্ট ধারণা নেই। এবং এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে সে বিষয়ে গ্রাহ্যও নেই কোনও। কোনও উদ্বেগ উৎকণ্ঠাই এখন তাদের চলার পথে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

ব্যস্ত পায়ে ছুটে যাচ্ছে দুজনে, দুজনের হাতে-ধরা দুটো জ্বলন্ত টর্চ। টর্চের আলো অর্ধ-বৃত্তের মতো সামনের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে আত্মগোপনের কিছুমাত্র তাগিদ নেই। মাঝে মাঝে একজন অস্পষ্ট জার্মান ভাষায় পাশের সঙ্গীটিকে কী যেন বলছে। দুজনের আচার-আচরণে উত্তেজনার আভাস।

অন্ধকারের মধ্যেই মালোরি অনেক দূরে অস্ত্রভাণ্ডারের সামনে দুটো ছায়ামূর্তিকে

BanglaBook.org

নড়ে উঠতে দেখল। স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক ঠেলে। তা হলে এখানে বেশি লোকের মোকাবিলা তাদের করতে হবে না। মালোরি ছোটার গতি কমিয়ে আনল। 'ডাস্টি, আমরা যতদূর সম্ভব একবারে ওদের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াব। তারপর সুবিধেমতো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কিন্তু দোহাই, তুমি তোমার হাতের টর্চটা খুইয়ে বোসো না। অস্ত্রাগারের মধ্যে একটাও আলোর ব্যবস্থা নেই। এবং সেখানে দেশলাই জ্বেলে ঘুরে বেড়ানোও ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়'।

ইতিমধ্যে তারা একবারে দুজন জার্মান প্রহরীর সামনে এসে পড়েছে। প্রহরী দুজনও তাদের দিকেই ছুটে আসছিল।

'তোমরা সব ঠিক আছো তো!' প্রশ্ন করল মালোরি। 'এখানে কি অন্য কেউ এসেছিল?'

'না, এখানে কোনও গণ্ডগোল নেই!' সরল মনেই জবাব দিল প্রহরীরা। 'কিন্তু ওদিকে এত হইচই চেঁচামেচিই বা কীসের জন্যে?'

'ওই হতচ্ছাড়া ইংরেজদের দলটা দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছে! গেটের প্রহরীদেরও খুন করেছে ওরা। এখানে অন্য কেউ যে আসেনি সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত তো? চলো, আর একবার ভালো করে দেখা যাক।'

প্রহরী দুজনের পাশ দিয়েই সামনের দিকে এগিয়ে এল মালোরি। তার টর্চের আলো অস্ত্রভাণ্ডারের দরজার ওপর এসে পড়ল। বিরাট ভারী একটা তালা ঝুলছে স্টিলের দরজাটার গায়ে। খানিকটা নিশ্চিন্ত মনেই মালোরি এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওরা এখানে এসে পৌঁছোয়নি।' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল মালোরি। কিন্তু ইতিমধ্যেই মিলার তার কাজ শেষ করে রেখেছে। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের গুলি ঝাঁজরা করে দিয়েছে দুজনকে।

পেছন দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই। মালোরি সোজা অস্ত্রভাণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল। দেহ দুটোর সদ্‌গতি করে মিলারও এসে পড়বে এক্ষুনি। প্রথম দুটো চাবি তালার গায়ে লাগল না, কিন্তু তিন নম্বর চাবি ঘোরাতেই অনায়াসে খুলে গেল তালাটা। ভেতরে পা দিয়ে এই প্রথম মালোরি উঁকি মেরে দেখে নেবার চেষ্টা করল বাইরেটা। যতদূর দৃষ্টি যায় কোনও জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। অনেক দূরে প্রচণ্ড শব্দের ঢেউ তুলে শেষ ট্রাকটাও বুঝি বেরিয়ে গেল দুর্গ ছেড়ে। আন্দ্রিয়া তা হলে খুব সুন্দরভাবেই তার কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছে। বর্তমানে তার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সৈন্যদের ভুলপথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। আন্দ্রিয়ার দক্ষতার সত্যিই তুলনা হয় না। একমাত্র আশঙ্কা ও যেন কোনওরকম বাড়াবাড়ি না করে ফেলে! ...মালোরি এবার চারধারে টর্চের আলো ফেলে ভালো করে দেখে নিল ভেতরটা। মিলার নিশ্চয় সময় মতোই এসে পড়বে!

খানিকটা সামনেই একটা স্টিলের সিঁড়ি নীচের অন্ধকারে নেমে গেছে। সিঁড়ির দু-দিকে সরু লাইন পাতা। লাইনের ওপর সার-সার লোহার খাঁচা বসানো আছে। খাঁচাগুলোর

BanglaBook.org

নীচে চাকা লাগানো। লাইনের দু ধার দিয়ে দুটো তামার তার চলে গেছে লম্বালম্বি ভাবে। এই লাইনের ওপর দিয়েই দানব-সদৃশ ওই কামান দুটোর গহ্বরে অবিরাম বারুদের জোগান অব্যাহত রাখা হয়। কতোই সহজ বন্দোবস্ত এবং কী নিখুঁতভাবে কার্যকরী!

মালোরি এবার সিঁড়ি বেয়ে নীচের সুড়ঙ্গে গিয়ে হাজির হল। অন্ধকার অপরিসর সুড়ঙ্গটা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। টর্চ জ্বেলে আশপাশটাও দেখে নিল ভালো করে। এখানে যে অন্য কোনও প্রহরী নেই সে-বিষয় এখন সে নিশ্চিত। তবে এই গুহাটাও প্রাকৃতিক নয়! পাথর ফাটিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। এক পলক তাকিয়ে দেখলেই সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। সুড়ঙ্গটার উচ্চতা সাত ফুটের মতো, চওড়ায় তার চেয়ে কিছু বেশি। কিন্তু দু-দিকের লোহার লাইনই অধিকাংশ জায়গা জুড়ে নিয়েছে। বেশ কিছুটা সোজাপথে এগোবার পর সুড়ঙ্গটা আবার ধাপে ধাপে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল। সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলল মালোরি। প্রায় কুড়ি ফুট উঠে আসার পর মুখ দেখা গেল সুড়ঙ্গটার। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে, দু ধারে দুটো বিশাল কামান বসানো আছে। পণ্ডিতদের ধারণা এর ভেতরের বেড় ন ইঞ্চির মতো। এখন দেখে মনে হচ্ছে, বারো ইঞ্চির একচুল কম হবে না। এত বড় কামান মালোরি জীবনে আর কখনও দেখেনি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনও দৈত্যদানবদের সঙ্গেই বুঝি এর তুলনা করা চলে।

প্রথম কিছুক্ষণ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়ল মালোরি। তার বুকের মধ্যে একটা তীব্র উত্তেজনার অনুরণন। অবশেষে সত্যিই সে অভীষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে! এক মুহূর্তে সব কিছু স্বপ্ন বলে মনে হয়। এখানে পৌঁছোবার জন্যে কী অসীম প্রচেষ্টাই না তাদের চালাতে হয়েছে! এই সেই বহু বিখ্যাত—বহু কুখ্যাত যমজ কামান! নাভারোনের দুর্বার দুর্জয় এই দুই আগ্নেয় দৈত্য।

মালোরি হঠাৎই যেন সংবিত ফিরে পেল। এখন স্বপ্ন দেখার একটুও অবকাশ নেই। সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। বিপদকালে পালাবার জন্যে পথ প্রস্তুত করে রাখতে হবে। সেটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। শহরের মধ্যে আর একটাও গোলাবারুদের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আন্দ্রিয়া নিশ্চয় তাদের অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মালোরি সাবধানে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। এখানে টর্চ জ্বালা নিরাপদ নয়। দূরে শয়তানের মাঠ থেকে কোনও অনুসন্ধানকারীর দল হয়তো আলোটা দেখে ফেলতে পারে। সুড়ঙ্গটার একবারে শেষ প্রান্তে এসে ঠোক্কর খেল মালোরি। হাত বাড়িয়ে অনুভব করল সামনেই কোমর সমান উঁচু লোহার রেলিং। মালোরি এবার ঝুঁকে পড়ে অন্ধকারের মধ্যেই বাইরেটা একবার চোখ বুলিয়ে নিল। আশেপাশে দুর্গম খাড়াই পাহাড়। অনেক নীচে ঘুমন্ত বন্দরটারও আবছা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পিঠের ঝোলার মধ্যে থেকে লম্বা শক্ত দড়ি বের করে মালোরি রেলিংটার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিল। দড়িটা প্রায় শ খানেক ফুট লম্বা। সেখান থেকে সমুদ্রে পৌঁছোতে গেলে আরও তিরিশ ফুটের মতো নীচে নামতে হবে। তার ফলে সমুদ্রের বুকে ভেসে থাকা স্টিমার বা লঞ্চও

BanglaBook.org

সহজে তাদের উপস্থিতির কথা জানতে পারবে না।

ইতিমধ্যে ডাস্টি মিলারও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। মিলারের চোখে-মুখে হাসিখুশি ভাব। 'আপাতত চিন্তার আর কারণ নেই বস্। দুর্গের মধ্যে জনপ্রাণী আছে বলে মনে হচ্ছে না। তার ওপর সুড়ঙ্গটার ঠিক মুখেই এমন একটা বিদঘুটে আকারের নকল টাইম বোমা রেখে এসেছি যে সেটার সদ্গতি না হওয়া পর্যন্ত ওরা আর এক পাও ভেতরে এগোতে সাহস করবে না।'

'কিন্তু তুমি সুড়ঙ্গের মুখের স্টিলের দরজাটা ভেতর থেকে লক্ করে এসেছো তো?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়।' মিলারের কণ্ঠে অভিমানের সুর ফুটে উঠল। 'বস্ তুমি মাঝেমধ্যে এমনভাবে কথা বলো ...!'

কিন্তু মিলারের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ঝনঝন করে একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। দুজনেই ভীষণভাবে চমকে উঠল একসঙ্গে। তারপরই বুঝতে পারল কোন দিক থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। কয়েক সেকেন্ড আগে মিলার যে স্টিলের দরজাটা বন্ধ করে এসেছিল তার ওপরেই যেন লক্ষ লক্ষ ভারী হাতুড়ির আঘাত পড়ছে একনাগাড়ে।

'এখন উপায় বস্?' চকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল মিলার। 'এত তাড়াতাড়ি যে ওরা ব্যাপারটা টের পাবে, সেটা আগে বুঝতে পারিনি!'

'হ্যাঁ', গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল মালোরি। 'আমাদের পরলোকগত সুহৃদ প্যানায়িস দুর্গের অভ্যন্তরের সমস্ত আটঘাটই সঠিক ভাবে আমাদের জানিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই স্টিলের দরজাটা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে গার্ডের ঘরে এলার্মবেল বাজতে শুরু করে সেই খবরটুকুই দিয়ে যেতে পারেনি!'

বুধবার

রাত্রি সওয়া ন'টা থেকে পৌনে বারোটা

মালোরির দেহটা ঝুলন্ত দড়ি ধরেই অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় ষাট ফুট নীচে নামার পর থমকে দাঁড়াল মালোরি। নীচু হয়ে পায়ের মধ্যে দড়ির ফাঁস আটকে নিল। তারপর দুটো বলিষ্ঠ হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল দড়িটা।

মিলার এবার ওপর থেকে দড়ির প্রান্ত ধরে দোলাতে শুরু করেছে। পেণ্ডুলামের মতো ঝুলতে ঝুলতে অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে দোল খাচ্ছে মালোরি। গতিবেগ ক্রমশই বাড়ছে। এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের ব্যবধান এখন প্রায় চল্লিশ ফুট। মাঝেমধ্যে উঁচুনীচু পাথরের গায়ে ঠোক্কর খেয়ে তার দেহের হাড়গোড় সব চুরমার হবার উপক্রম। মালোরি শুধু কোনওরকমে জ্ঞানটুকু ধরে রাখল প্রাণপণে, কিন্তু উপরের ঝুলবারান্দা থেকে

BanglaBook.org

ব্রাউনের যে দড়িটা ঝুলিয়ে দেবার কথা এখনও তার হদিশ পাচ্ছে না সে। ব্রাউন কি তবে তার দায়িত্বটুকু ঠিকমতো পালন করতে পারেনি! মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল মালোরি। এতখানি এগিয়ে এসেও অবশেষে সমস্ত কিছু ব্যর্থ হতে চলেছে!

চার-পাঁচবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পর এক সময় অভীষ্ট দড়িটাও তার হাতে ঠেকল। মালোরির মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। চোখের কোণেও শুকনো রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কিন্তু কোনও কিছুতেই তার এখন ভ্রূক্ষেপ নেই। মিলারের সহায়তায় ষাটফুট দড়ি বেয়ে মালোরি যখন আবার সেই সুড়ঙ্গের মুখে এসে পৌঁছোল তখন তার বুকের মধ্যে থেকে শেষ প্রাণশক্তিটুকু যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মিলার একটাও কথা বলল না। নিঃশব্দেই মালোরির পা থেকে দড়ির ফাঁস খুলে নিয়ে ব্রাউনের ঝোলানো দড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিল। ধীরে ধীরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল দড়িটা। দু মিনিট বাদে দড়ির প্রান্তে ঝুলতে ঝুলতে ভারী ট্রাকের ব্যাটারিটা নীচে নেমে এল। তার দু মিনিট বাদে যথোচিত সাবধানতা সহকারে নাইট্রিক অ্যাসিড, তাজা বারুদ আর নানা ধরনের বিস্ফোরকে ভরা ক্যাম্বিসের ঝোলাটাও নামিয়ে দিল ব্রাউন।

ইতিমধ্যে স্টিলের ভারী দরজাটার ওপর প্রচণ্ড আঘাতের ঝনঝনানি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই নীরবতা যেন আরও বেশি ইঙ্গিতবহ, আরও বেশি ভীতিপ্রদ। ওরা কি তা হলে সত্যিই ভাঙতে পেরেছে স্টিলের দরজাটা! সকলেই হয়তো অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখে উদ্যত রাইফেল হাতে তাদের স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখন এ ধরনের চিন্তাভাবনার প্রকৃত কোনও অর্থ হয় না। নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

ক্যাম্বিসের ঝোলাটা সযত্নে পিঠে ঝুলিয়ে মালোরি আবার পুরোনো পথে পা চালাল। পেছন পেছন ভারী ব্যাটারীটা ঘাড়ে করে বয়ে আনছে মিলার। অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ আগের মতোই নির্জন। পুরু স্টিলের দরজাটাও বন্ধ আছে একভাবে। দরজার ওপাশে ক্রুদ্ধ সাপের চাপা গর্জনের মতো এখন শুধু হিস হিস শব্দ হচ্ছে একটা।

'সম্ভবত ওরা অক্সি-অ্যাসেটিলিন গ্যাস দিয়ে দরজাটা গালিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।' মৃদুকণ্ঠে ফিসফিস করল মালোরি।

'হুঁ,' মিলার মাথা নাড়ল। 'কিন্তু তাতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। সেই ফাঁকে আমরা হয়তো আমাদের বর্তমান কর্তব্যটুকু সেরে ফেলতে পারব।'

পরমুহূর্তেই মিলার তার নিজের কাজে মগ্ন হয়ে পড়ল। দরজার ঠিক পেছনে যে প্রচণ্ড বিপদ ক্ষুধিত নেকড়ের মতো তাদের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে তার কোনও হুঁশ রইল না। এমনকী তারা আবার দড়ি বেয়ে ওই পাহাড়ের চুড়োয় ফিরে যেতে পারবে কি না সে-চিন্তাও স্থান পেল না তার মনে। চার মিনিটের মধ্যে ও যখন হাতের কাজ শেষ করে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল তখন বাইরে থেকে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই যে এই লোহার লাইনগুলোর মধ্যে বিরাট

BanglaBook.org

একটা ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে।

পাঁচ মিনিট বাদে দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে দুজনে যখন আবার সেই ঝুলবারান্দায় ফিরে এল তখন জার্মান সোলজাররা সুড়ঙ্গের মুখের পুরু স্টিলের দরজাটা গোল করে কেটে ফেলেছে।

❖ ❖ ❖

অন্ধকার ঝুলবারান্দায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল চারজন। মালোরির বুকের মধ্যে মলিন বিষাদের ছায়া। কামান দুটো যখন পুনরায় অগ্ন্যুদ্‌গার শুরু করবে, তখন এই দুর্গে যারা থাকবে—সেই সব হতভাগ্য সোলজারদের কথা ভেবেই তার দুচোখে একটা শোকের ছায়া ঘনিয়ে এল। কিন্তু সেই সঙ্গে খেরোস-এ অবরুদ্ধ বারোশা বৃটিশ সৈনিকের কথাও তার মনে পড়ল। আবার নতুন করে উৎসাহের জোয়ার এল বুকে। এবারে নিজের চার দিকে ফিরে তাকিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিটা মনে মনে বুঝে নিতে চাইল মালোরি। তারা যে পথ দিয়ে পালাবার পরিকল্পনা ফেঁদে রেখেছিল সেদিক থেকেই ঘন ঘন ব্রেনগানের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

'আন্দ্রিয়া কোথায়?' ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা দূরে ঠেলে ব্রাউনকে প্রশ্ন করল মালোরি। 'ওর তো ইতিমধ্যেই ফিরে আসার কথা?'

'ও একলাই ওর পথ দেখে নেবে বলেছে। আর বলেছে, কেউ যেন ওকে সাহায্য করতে না যায়।'

'কী?' মালোরি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'সমস্ত পথই এখন জার্মানরা অবরোধ করে বসে আছে! তার মধ্যে দিয়ে ও পালাবে কীভাবে? ও কি ইচ্ছে করেই এই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে? এখন ওর পাশে গিয়ে আমার দাঁড়ানো দরকার!' পাশে পড়ে থাকা স্মাইজারটা মালোরি কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। 'যদি সামান্য কোনও সাহায্যও আমি করতে পারি ...'

'কিন্তু বস্, আন্দ্রিয়াকে সাহায্য করতে যাওয়ার অর্থই তো তাকে আরও বিপদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা!' মিলার বাধা দেবার চেষ্টা করল মালোরিকে, 'এ কথা তো তুমিই আমাকে বলেছিলে?'

'আমাকে থামাবার চেষ্টা কোরো না ডাস্টি,' মালোরির কণ্ঠস্বর নির্বিকার ভাবলেশহীন।' আন্দ্রিয়া হাজার বিপদের মধ্যেও সব সময় হাসিমুখে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। অমনকী অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকেও ও কতবার আমাকে রক্ষা করেছে তার কোনও হিসেব লেখা নেই। আজ ওর এমন বিপদে আমি কিছুতেই দূরে থাকতে পারি না!'

'কিন্তু আমেরিকান তো ঠিক কথাই বলেছে!' মন্তব্য করল মেরিক। 'আন্দ্রিয়া বলে গেছে, মেজর আমাদের পথ দেখিয়ে বন্দরের দিকে নিয়ে যাবেন।'

'কেন? তোমরা নিজেরাই তো পথ চিনে যেতে পারো! রাস্তাঘাট সমস্তই তোমাদের জানা!'

BanglaBook.org

'কিন্তু তাই বলে আমাদের সকলকে ...'

'হ্যাঁ, আমি যদি আন্দ্রিয়াকে কোনও রকম সাহায্য করতে পারি তবে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না!' আগের মতোই নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল মালোরি, 'আন্দ্রিয়া কোনওদিন আমাকে বিপদে পড়তে দেয়নি।'

'তবে আপনিই শুধু তাকে বিপদে ফেলার পরিকল্পনা করছেন?' লৌকির গলার স্বর শান্ত সংযত। 'ব্যাপারটা কি তাই নয় মেজর?'

'তার মানে, তুমি কী বলতে চাও?'

'আন্দ্রিয়ার নির্দেশ পালন না করাই তো তাকে বিপদে ফেলা। ও হয়তো আহত হয়ে পড়তে পারে, মারা যাওয়াও খুব একটা বিচিত্র নয়! কিন্তু আপনিও যদি এমন অনাবশ্যক-ভাবে মৃত্যুর পেছনে ছুটে চলেন, তবে তো সমস্ত উদ্দেশ্যটাই নিরর্থক হয়ে পড়ে! এই ভাবেই মেজর কি তার মৃত্যুর প্রতিদান দিতে চান?'

'ঠিক আছে...ঠিক আছে...,' অধৈর্যভাবে পাথরের মেঝের ওপর জোরে জোরে পা ঠুকলো মালোরি, 'তোমারই জিত হয়েছে! আমাকে আর কোনও উপদেশ দিতে হবে না।'

মালোরি এবার নিজের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছে। ক্ষণপূর্বের দ্বিধান্বিত ভাবটাও এখন আর লক্ষ করা যাচ্ছে না। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে চারটে ছায়ামূর্তি ঘুমন্ত বন্দরের দিকে নেমে গেল। অনেকক্ষণ আগেই সান্ধ্যআইন জারি হয়ে গেছে। রাস্তায় কোনও জনপ্রাণীর আভাসটুকুও নেই। সারা শহর নিস্তব্ধ। মালোরির মনে হল, ইতিমধ্যেই আন্দ্রিয়া হয়তো জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই দুর্গের একেবারে পেছনে, উত্তর-পশ্চিম দিকে থেকে আবার এক ঝাঁক গুলি বিনিময়ের আওয়াজ ভেসে এল। খানিকাটা নিশ্চন্ত হয়েই জলের ধারে এসে দাঁড়াল মালোরি।

মুষলধারে বৃষ্টিরও এতটুকু বিরাম নেই। তারমধ্যে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল সারি সারি মোটর লঞ্চের অস্পষ্ট অবয়বটুকুই শুধু ক্ষীণভাবে অনুভব করা যাচ্ছে।

মালোরি এবার লৌকির দিকে ফিরে তাকাল। 'দুর্গাধ্যক্ষের ব্যক্তিগত লঞ্চটা তুমি ঠিকমতো চিনে নিতে পারবে তো? ওটার ইঞ্জিন বিশেষভাবে তৈরি, এবং তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন।'

'চোখ বেঁধে দিলেও আমার চিনতে কোনও ভুল হবে না মেজর!' সহজভাবে জবাব দিল লৌকি।

'তোমার ওপর আমার বিশ্বাস অপরিসীম।' মালোরি মৃদু হাসল। তারপর ব্রাউনকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমার মাথার টুপিটা আমায় কিছুক্ষণের জন্য ধার দাও না কেসি!'

টুপির ভেতর অটোমেটিক পিস্তলটা গুঁজে রেখে মালোরি সেটা শক্ত করে মাথায় পরে নিল। তারপর লৌকিকে অনুসরণ করে জলের দিকে এগিয়ে গেল।

জলচর প্রাণীর মতো সাঁতার কেটে নির্দিষ্ট লঞ্চের কাছ বরাবর এসে পৌঁছোল

BanglaBook.org

দুজনে। যে জার্মান সোলজার বোটের পাহারায় নিযুক্ত ছিল সে তখন ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দুর্গের দিকেই তাকিয়ে ছিল অবাক দৃষ্টিতে। মালোরির পিস্তলের গুলি পেছন দিক থেকে ছুটে এসে তার মাথার খুলিতে গিয়ে বিঁধল। তিন মিনিট বাদে ব্রাউন এবং মিলারও একে একে পৌঁছোল সেখানে।

মোটর-লঞ্চের ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করে দেখে নেবার পর ব্রাউনের হাসি আর ধরে না। 'হ্যাঁ, সত্যিই একটা ইঞ্জিনের মতো ইঞ্জিন! এমন বোট চালিয়েও আরাম আছে!'

এই ফাঁকে মিলারও বোটের ভেতরটা তন্নতন্ন করে দেখে এসেছে। 'না বস্, আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। বোটের মধ্যে অন্য কারও টিকি দেখা গেল না।'

দু মিনিটের মধ্যেই ব্রাউনের হাতে প্রাণ পেয়ে একবার মাত্র লাফিয়ে উঠল বোটটা, তারপর অন্ধকার ভেদ করে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল। ইতিমধ্যে ঘুমন্ত বন্দরের মধ্যেও একটা প্রাণের চাঞ্চল্য জেগে উঠল। সার সার আলোগুলোও জ্বলে উঠেছে একসঙ্গে। তীব্র দুটো সার্চলাইট কালো জলের বুকের ওপর কাদের হদিশ নেবার চেষ্টা করছে। সেই সঙ্গে মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলিও ছুটে এল তাদের দিকে। কিন্তু তারা তখন শত্রুপক্ষের নাগালের বাইরে চলে এসেছে।

'আমাদের এই অত্যাদ্ভুদ অভিযানের সম্পূর্ণ বিবরণ ইতিহাসে লেখা থাকবে, বস্।' খুশির আমেজে ডগমগ হয়ে উঠল মিলার। 'আমাদের নাতিনাতনিরাও পড়বে সে কাহিনী।'

নাভারোনের পর্বত-সংকুল উপকূলের পাশ দিয়েই তীব্র বেগে ছুটে চলেছে বোটটা। মিলারকে অগ্রাহ্য করেই ব্রাউনের দিকে ফিরে তাকাল মালোরি। 'এই পাহাড়টা পেরিয়ে গেলেই বোটের গতি একটু কমিয়ে দিও কেসি। আমি আবার নাভারোনেই ফিরে যাব।'

'কিন্তু তার কোনও দরকার হবে না মেজর!'

মালোরির জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি কী যেন খুঁজে বেড়াল লৌকির মুখে।

'কথাটা আমি তোমায় অনেকক্ষণ ধরেই বলার চেষ্টা করছি, কিন্তু ঠিক সুযোগ করে উঠতে পারছিলাম না।' সহজাত শান্ত ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করল লৌকি। 'আন্দ্রিয়া আমাদের এই পথ ধরেই যাবার নির্দেশ দিয়েছিল। একটা কথা মেজর তোমার মাথায় ঢোকেনি। আন্দ্রিয়া তো অনায়াসে শহরের বাইরের দিকে পালিয়ে যেতে পারত। সাধ করে ও কেন এই পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে আটবে পড়তে গেল!'

'তাই নাকি কেসি?' ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল মালোরি।

'এ বিষয়ে আমাকে কিছু প্রশ্ন করবে না ক্যাপটেন।' ব্যাজার মুখে জবাব দিল ব্রাউন। 'ওরা সব সময় গ্রিক ভাষাতেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল।'

মালোরিকে বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরতে হল না। তাদের সামনেই জলের ওপর একটা ছপছপ শব্দ শোনা গেল। একটা কালো মাথাও ভেসে উঠল জলের ওপর। হাত দিয়ে জল কেটে কেটে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে আন্দ্রিয়া।

মিলারও ঝুঁকে পড়ে ওপরে উঠতে সাহায্য করল আন্দ্রিয়াকে। খুশির তোড়ে

BanglaBook.org

মালোরিরও যেন বাক্‌রুদ্ধ হবার উপক্রম।

'তোমাকে যে আবার কখনও দেখতে পাব, এটুকু বিশ্বাসও আর বুকের মধ্যে ধরে রাখতে পারিনি! কেমন করেই বা তুমি ফিলে এলে?'

'সমস্ত বলছি ক্যাপটেন,' হাসিমুখে আন্দ্রিয়া জবাব দিল। 'আগে একটু বুকভরে ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিই।'

'তুমি তো মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে আন্দ্রিয়া!' মিলার এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। 'তোমার কাঁধের মধ্যে গর্ত হয়ে গেছে!'

'ও কিছু নয়, সামান্য ছড়ে গেছে মাত্র।'

'হ্যাঁ, তোমার একটা হাত উড়ে গেলেও তুমি সামান্য একটু ছড়ে গেছে বলে মনে করবে!' রাগত কণ্ঠে ধমকে উঠল মিলার। 'কিন্তু আমি একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসক। পেশেন্টদের কোনওরকম খামখেয়ালিপনা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। এখন চলো, আগে তোমার ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দেব। তারপর অন্য কথা!'

এক রকম জোর করেই আন্দ্রিয়াকে ধরে মিলার ভেতরে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে ব্রাউনও পুরো দমে ইঞ্জিন চালিয়ে দিয়েছে। ক্রমেই তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে নাভারোন। মালোরি অন্ধকার ডেকের ওপরই দাঁড়িয়ে ছিল। অকস্মাৎ কালো জলের বুকের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। ব্রাউনের হাত ধরে সেই দিকে ইঙ্গিত করল মালোরি। 'সাবধান কেসি, এখানে ঢেউটা দেখছি খুব বড় বড়। সামনেই হয়তো একটা চোরা-পাহাড় রয়েছে!'

ব্রাউনও কয়েক পলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই দিকে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'না, কোনও চোরা-পাহাড়ের জন্যে এ ঢেউ সৃষ্টি হয়নি। সম্ভবত কোনও ডেস্ট্রয়ার এই দিকে এগিয়ে আসছে!'

বুধবার

মধ্যরাত্রি

ডেস্ট্রয়ার সর্দার-এর কমান্ডার ভিনসেন্ট রেয়ন কিছুক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে এই ক্ষুদ্র দলটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, বোধহয় কোনও জলদস্যুর দলও এদের মতো এতটা দুর্ধর্ষ নয়। ক্যাপটেন জেনসন যথোচিত বিবেচনা সহকারেই এই লোকগুলোকে নির্বাচিত করেছিলেন।

'আপনারা ইচ্ছে করলে নীচে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন।' সবিনয় নিবেদন করলেন তিনি। 'স্নানের জন্যে গরম জল পাবেন, শুকনো পোশাক পরিচ্ছদেরও কোনও অভাব হবে না!'

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ স্যার,' অল্প ইতস্তত করল মালোরি, 'কিন্তু যদি আমাদের একটু ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দেন...'

'হ্যাঁ নিশ্চয়...নিশ্চয়!' রেয়ন সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন। সর্দারের গতিবেগ ইতিমধ্যে দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে শুরু করেছে। পায়ের নীচে থরথর করে কেঁপে উঠল ডেকটা। 'তবে ঝুঁকিটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনাদের।'

'ঝুঁকির কথা বলছেন!' মিলারের কণ্ঠে ঘড়ঘড়ে সুর বেরোল একটা। 'আমাদের কখনও কিছু ঘটে না!'

বৃষ্টিও ধরে এসেছে এতক্ষণে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল তারার আভাস। মালোরি চারপাশে ফিরে তাকাল। তার চোখের সামনে দিগন্ত বিস্তৃত অকূল সাগর। ডান দিকে পর্বত-সংকুল ঘুমন্ত নাভারোনই এখন তারা অতিক্রম করে যাচ্ছে।

'আমাদের ঠিক চোরের মতো গিয়ে আসল জিনিশটা সরিয়ে আনতে হবে।' চিন্তামগ্ন কণ্ঠে মন্তব্য করলেন রেয়ন। 'কিন্তু আমাদের হাতে আর সময় নেই। এমনিতেই আমরা নির্দিষ্ট সময়ের থেকে অনেক পেছনে পড়ে গেছি।'

'উপকূল খালি করতে কতক্ষণ সময় লাগবে বলে মনে করছেন?'

'আধ ঘণ্টা তো বটেই!'

'মাত্র আধ ঘণ্টা? এর মধ্যেই বারোশো লোককে জাহাজে তুলে নিতে পারবেন?'

'বারোশো নয়, তারও বেশি।' রেয়ন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'দ্বীপের অধিকাংশ অধিবাসীও একসঙ্গে চলে আসতে চায়। তা ছাড়া বহনযোগ্য মালপত্র সমস্তই আমরা ফিরিয়ে আনব স্থির করেছি। সেইজন্যেই হয়তো কিছুটা বেশি সময় লাগতে পারে।'

মালোরি এবার জাহাজটাকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করল। 'কিন্তু এর মধ্যে এতজনকে স্থান দেবেন কী করে?'

'সে হয়ে যাবে!' রেয়ন মৃদু হাসলেন। 'বিকেল পাঁচটায় লন্ডনের টিউব রেলগুলোর সম্পর্কে বোধহয় আপনার বিশেষ ধারণা নেই!'

মালোরি মৃদুমন্দ মাথা নাড়ল। তারপর ধীরে ধীরে কালো সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকাল। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই তারা দুর্গ অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে। পাশে দাঁড়াল লৌকির দিকেও দৃষ্টি পড়ল মালোরির। লৌকির সারা মুখে ম্লান বিষাদের ছায়া।

'তোমার কোনও ভয় নেই লৌকি!' মালোরি যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেই সান্ত্বনা দিল মৃদু সুরে। 'দ্বীপের অধিবাসীদের কোনও ক্ষতি হবে না। ডাস্টিবিন ধারণা দুর্গের ছাদটাই শুধু উড়ে গিয়ে সমুদ্রে এসে পড়বে।'

একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল লৌকির বুক ঠেলে। মালোরি আবার তার চারপাশে তাকিয়ে দেখল। তার ঠিক পেছনেই বিশাল-দেহী আন্দ্রিয়া। আন্দ্রিয়ার ডান পাশে মিলার। কোথাও যেন একটা ফাঁক ফাঁকা লাগছে। এই নিটোল আনন্দময় পরিবেশটাকে ঠিকমতো উপভোগ করা যাচ্ছে না। একটা তীক্ষ্ণ কাঁটাই যেন বিঁধে আছে বুকের মধ্যে। আবার

BanglaBook.org

তারা-জ্বলা দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল মালোরি। স্টিভেন্সই শুধু আজ তাদের সঙ্গে ফিরে আসছে না। কোস্টাসের শীতল পাহাড়ের বুকেই ঘুমিয়ে আছে ছেলেটা!

আন্দ্রিয়া ঝুঁকে পড়ে মালোরির কাঁধের ওপর হাত রাখল। 'তোমার এখন স্টিভেন্সের কথা মনে হচ্ছে, তাই না, ক্যাপটেন?'

মালোরি ম্লান হাসল। কোনও উত্তর দিল না।

'কিন্তু তাতে কি খুব একটা যায় আসে!' আন্দ্রিয়ার বুকে এক ফোঁটা উদ্বেগ নেই, তার কণ্ঠস্বরে প্রশ্নেরও আভাস নেই কোনও। শুধু একটা সহজ সরল মন্তব্য।

একপক্ষে ঠিকই বলেছে আন্দ্রিয়া। মালোরি নিজের মনে চিন্তা করল। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবনাচিন্তার অবসর পেল না! তারা যে এখন নাভারোনের শেষ ঘাঁটি পেরিয়ে যাচ্ছে সেদিকেও নজর ছিল না তার। চোখের সামনে একটা কমলা রঙের শিখা জ্বলে উঠতে দেখল মালোরি! ওই রাক্ষুসে সুড়ঙ্গটার মুখ থেকেই তার উৎস। বাতাসের বুক চিরে লক্ষ লক্ষ হুইস্‌ল-এর তীক্ষ্ণ আওয়াজ ধ্বনিত হল। সুড়ঙ্গপথে এক্সপ্রেস ট্রেন যখন বাঁশি বাজাতে বাজাতে তীব্র বেগে ছুটে যায় শব্দটা অনেকটা যেন সেই রকমই। আপনা থেকেই মালোরির আঙুলগুলো মুঠো হয়ে এল। চোয়াল দুটোও পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় হয়ে চেপে বসেছে। যুদ্ধজাহাজ সাইবেরিস কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল এখন যেন খানিকটা তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে।

তারপরেই দিগন্ত জুড়ে লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখা ঝলসে উঠল। নাভারোনের হৃদয় বিদীর্ণ করা এক অন্তিম মর্মন্তুদ আর্তনাদ। সারা আকাশ জুড়ে যেন মেঘ ডাকতে শুরু করেছে ঘন ঘন। সমস্ত দুর্গের ছাদটা পাখির মতো উড়ে এসে সমুদ্রের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর আর কোনও শব্দ নেই। লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখা একবারের জন্যে জ্বলে উঠে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

ঈজিয়ানের বুকের ওপর দিয়ে তীরের মতো ছুটে চলেছে সর্দার। মাথার ওপর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রুপোলি তারার ঝিকমিক। মালোরির দুচোখের দৃষ্টি এখন নাভারোনের বুকের ওপর সাদা সাদা অসংখ্য ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে নিবদ্ধ। কানের মধ্যে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের অনুরণন যেন আর থামতে চায় না কিছুতেই। অদূরে শান্ত সাগরের বুকের ওপর ঘুমিয়ে আছে খেরোস।

❖ ❖ ❖

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG